স্তালিন রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

রচনাকাল

নভেম্বর ১৯১৭—ডিসেম্বর ১৯২০

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
১০ই অক্টোবর, ১৯৭৪

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহণ সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

Председателю Совета Обороны
тов. Ленину.

Расследование начато. О ходе расследования будем сообщать попутно. Пока считаем нужным заявить Вам об одной, не терпящей отлагательства, нужде III-ей армии. Дело в том, что от III-ей армии (более 30 тыс.) осталось лишь около 11 тысяч усталых, истрепанных солдат, еле сдерживающих напор противника. Присланные главкомом части ненадежны, частью даже враждебны к нам и нуждаются в серьезной фильтрации. Для спасения остатков III-ей армии и предотвращения быстрого продвижения противника до Вятки (по всем данным, полученным от командования и III-ей армии, эта опасность совершенно реальна) абсолютно необходимо срочно перебросить из России в распоряжение командарма по крайней мере 3 совершенно надежных полка. Настоятельно просим сделать в этом направлении соответствующий нажим на соответствующие военные учреждения. Повторяем: без такой меры Вятке угрожает участь Перми, таково общее мнение товарищей, к которому мы присоединяемся на основании всех имеющихся у нас данных.

Сталин

Ф. Дзержинский

5/I 1919 Вятка
8 часов вечера.

৫ই জানুয়ারি, ১৯১৯ তারিখে লেনিনকে লেখা জে. ভি. স্তালিন ও এফ. জারঝিনস্কির চিঠির আলোকচিত্র। চিঠিটির অনুবাদ ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রকাশকের নিবেদন

প্রতিশ্রুতি মতো স্তালিন রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডটি শারদীয় উৎসবের পূর্বেই যে গ্রাহকবৃন্দের হাতে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছি এজন্য আমরা আশ্বস্ত। বস্তুতঃ কাগজ ও মুদ্রণের নানাবিধ সরঞ্জামের অভাব ও দুর্মূল্য প্রকাশনা-শিল্পের ওপর সামগ্রিকভাবেই প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থ প্রকাশ দুরূহ। তবু আমরা চেষ্টা করছি যাতে আরও কম সময়ের ব্যবধানে রচনাবলীর অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এ-ব্যাপারে গ্রাহকদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

অভিনন্দনসহ।

১০ই অক্টোবর, ১৯৭৪ মজহারুল ইসলাম

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

'স্তালিন রচনাবলী'-র চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যবর্তীকালীন স্তালিনের রচনা ও ভাষণাবলী।

অক্টোবর (নতুন পঞ্জিকানুসারে নভেম্বর) বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় উপস্থাপিত এই বক্তব্যসমূহে আলোচিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংহতি সাধন, জাতিগত প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের নীতিগত অবস্থান, লালফৌজের সৃষ্টি ও সংগঠন এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময়কালে সামরিক রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রকাঠামো ও জাতিগত প্রশ্নে সোভিয়েত নীতি ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে 'রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের গঠনরূপ', 'রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সাধারণ বিধি', 'অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা', 'রাশিয়ার জাতীয় প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের নীতি' প্রভৃতি রচনায়।

সশস্ত্র বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিপক্ষে তথা সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার সপক্ষে ইউক্রেন, ককেশাস ও বাল্টিক অঞ্চলের জনগণ যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, 'ইউক্রেনীয় গ্রন্থি', 'ডন ও উত্তর ককেশাস', 'প্রাচ্য থেকে আলো' প্রভৃতি প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা।

গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনের ভূমিকা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে '১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্মের পতন' সংক্রান্ত লেনিনের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে এবং 'দক্ষিণের সামরিক পরিস্থিতি',

'রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঁতাতশক্তির নয়া অভিযান' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং সেই সঙ্গে লেনিনের কাছে প্রেরিত পত্র ও তারবার্তাগুলিতে।

গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রাম-সাধনা ও বিজয়-লাভের সামগ্রিক চিত্র পরিবেশিত ও পর্যালোচিত হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি' এবং 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের তিনটি বছর' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে।

এ ছাড়া এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে লেনিন সম্পর্কে স্তালিনের দুটি মহামূল্য মূল্যায়ন—'রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা হিসেবে লেনিন' এবং 'লেনিনের পঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষে রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির মস্কো কমিটির আহূত এক সভায় প্রদত্ত ভাষণ'।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজী সংস্করণের মতো, বাংলা সংস্করণেও ১৯১৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তৎকালে প্রচলিত পুরাতন পঞ্জিকাকেই অনুসরণ করা হয়েছে, তৎপরে প্রবর্তিত নবতম পঞ্জিকাকে নয়।

পরিশেষে, পাঠকবন্ধুদের অনুরোধ জানাব এই খণ্ডটি পড়ার সঙ্গে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস'-এর সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় দুটির ওপরে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিতে।

অভিনন্দন!

১লা অক্টোবর, ১৯৭৪ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

১৯১৭

১৯১৮

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
২। অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা	...	১৫১
৩। অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য	...	১৫৫
বিভাজক প্রাচীর	...	১৫৯
প্রাচ্যকে ভুলবেন না	...	১৬১
ইউক্রেন নিজেকে মুক্ত করছে	...	১৬৪
প্রাচ্য থেকে আলো	...	১৬৭
ঘটনা এগিয়ে চলছে	...	১৭২

১৯১৯

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

১৯২০

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
২। সমাপ্তিকালীন মন্তব্য	...	৩৫৯
ককেশাসের পরিস্থিতি	...	৩৬৩
সোভিয়েত আর্মেনিয়া দীর্ঘজীবী হোক!	...	৩৬৭
টীকা	...	৩৬৯

ফিনল্যাণ্ডের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা

—হেলসিংফোর্স

১৪ই নভেম্বর, ১৯১৭

কমরেডগণ, আমি ধনতন্ত্রের ভিত কাঁপানো রুশ শ্রমিক-বিপ্লবের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানানোর ভার পেয়েছি। বিপ্লবের বহ্নিজাত রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের সরকার, গণ-কমিশার পরিষদ-এর পক্ষ থেকে আপনাদের কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

আমি কিন্তু আপনাদের জন্য শুধু অভিনন্দন-বার্তাই নিয়ে আসিনি। সবপ্রথম, আপনাদের আমি রুশ-বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার আনন্দবার্তা পরিবেশন করতে চাই এবং বলতে চাই যে, বিপ্লবের শত্রুদের ছত্রভঙ্গ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মুমূর্ষু অবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা আজ প্রতিদিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

জমিদারী দাসত্বের শৃংখল ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কারণ গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা কৃষকদের হাতে চলে গিয়েছে। জেনারেলদের ক্ষমতাও বিলুপ্ত, কারণ সেনাবাহিনীতে ক্ষমতা আজ সৈনিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত। পুঁজিপতিদের ক্ষমতাও সংকুচিত হয়েছে, কারণ কলকারখানা ও ব্যাঙ্কের উপর শ্রমিকের কর্তৃত্ব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গ্রাম এবং শহর, রণাঙ্গন এবং পশ্চাদ্ভাগ নির্বিশেষে সমগ্র দেশ আজ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকের বিপ্লবী সমিতিতে ছেয়ে গেছে—যারা আজ শাসনের বল্গা নিজেদের হাতে নিচ্ছে।

তারা আমাদের কেরেনস্কি ও প্রতিবিপ্লবী জেনারেলদের জুজু দেখিয়ে ভয় পাওয়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেরেনস্কি বিতাড়িত হয়েছে এবং সৈন্যরা ও কশাকরা—যারা শ্রমিক ও কৃষকের দাবিগুলোকে সমর্থন করে—জেনারেলদের ঘেরাও করে রেখেছে।

তারা আমাদের দুর্ভিক্ষের জুজু দেখিয়ে ভয় পাওয়াতে চেয়েছিল এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে যাবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু আমাদের শুধু মুনাফাখোরদের সংযত করতে হল,

কৃষকদের কাছে আবেদন জানাতে হল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পুড খাদ্যশস্য শহরের দিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আসতে লাগল।

রাষ্ট্রযন্ত্র অচল হয়ে পড়বে এবং কর্মচারীরা অন্তর্ঘাতী কাজ করবে—এই জুজু দেখিয়ে তারা আমাদের ভয় পাওয়াতে চেয়েছিল। এটা আমরা নিজেরাও জানতাম যে নতুন সমাজতন্ত্রী সরকার পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবলমাত্র দখল করে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে না। অতএব, সমাজের শত্রুদের বহিষ্কার করে, সেই পুরানো যন্ত্রকে নতুন করে আমাদের ঢেলে সাজাতে হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ঘাতের আশংকা বিলীন হতে শুরু করল।

তারা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে 'আচমকা আক্রমণের' সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পক্ষে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে আমাদের গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে বানচাল করে দেওয়ার সম্ভাবনার জুজু দেখিয়ে ভয় পাওয়াতে চেয়েছিল। এবং সত্যিই সেই বিপদ, মারাত্মক বিপদ, বর্তমান ছিল। ওসেলের[১] পতনের পর—যখন কেরেনস্কি সরকার পেত্রোগ্রাদ শহরকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে মস্কোতে পালিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিল এবং রাশিয়ার স্বার্থের বিনিময়ে যখন ব্রিটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা 'শান্তি স্থাপনের' অভিসন্ধি আঁটছিল—তখনই সেই বিপদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এইরকম শান্তির ভিত্তিতে, সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু রুশ-বিপ্লবকে নয়, বোধ হয়, বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনাকেও নির্মূল করতে সক্ষম হতো। কিন্তু ঠিক সময়েই অক্টোবর বিপ্লব ঘটে গেল। এই বিপ্লব প্রকৃত শান্তির আদর্শকে তুলে ধরল, এবং সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে তার সবচেয়ে সাংঘাতিক অস্ত্রটি কেড়ে নিল—এর ফলে, বিপ্লবের মারাত্মক বিপদ কেটে গেল। সাম্রাজ্যবাদী বুড়ো নেকড়েদের সামনে তখন দুটো পথের একটি পথ খোলা রইল : হয় শান্তি-চুক্তি মেনে নিয়ে যে বিপ্লব দেশে প্রজ্বলিত হচ্ছে সেই বিপ্লবের কাছে নতি স্বীকার করা, অথবা যুদ্ধ অব্যাহত রেখে বিপ্লবের বিরোধিতা করা। কিন্তু ইতোমধ্যে যখন যুদ্ধের কবলে পড়ে গোটা দুনিয়া ছটফট করছে, 'আসন্ন' শীতকালীন অভিযানের পরিকল্পনা যখন সমস্ত দেশের সাধারণ সৈন্যদের মনে ক্রোধের ঝড় সৃষ্টি করছে এবং যখন গোপনে সম্পাদিত নোংরা চুক্তিগুলি প্রকাশ হয়ে পড়েছে—এই অবস্থায় চতুর্থ বৎসরেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। সাম্রাজ্যবাদী বুড়ো নেকড়েরা এবার হিসেবে গণ্ডগোল করে ফেলেছে। তাই আজ সাম্রাজ্যবাদের 'আচমকা আক্রমণের' জুজুর ভয়ে আমরা ভীত নই।

সবশেষে, রুশদেশের অখণ্ডত্ব আর বজায় থাকবে, না রাশিয়া অসংখ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে এই জুজু দেখিয়ে তারা আমাদের ভয় পাওয়াতে চেয়েছিল এবং তদ্দ্বারা তারা ইঙ্গিত করেছিল যে গণ-কমিশার পরিষদ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিয়ে 'মস্ত ভুল' করেছে। কিন্তু আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, যদি রাশিয়ার জনগণের স্বাধীন আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আমরা মেনে না নিতাম তাহলে নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, এমনকি প্রকৃত গণতন্ত্রী বলেও আমরা পরিচয় দিতে পারতাম না। আমি আরও বলতে চাই যে, ফিনল্যাণ্ডের শ্রমিক ও রাশিয়ার শ্রমিকের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করার অর্থ সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এটা সকলেই জানেন যে, একমাত্র ফিনল্যাণ্ডের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দৃঢ়ভাবে না মেনে নিয়ে এই আস্থা অর্জন করা অকল্পনীয়। শুধু মৌখিকভাবে, সরকারীভাবে এই অধিকার স্বীকার করে নেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, গণ-কমিশার পরিষদ এই মৌখিক স্বীকৃতিকে তার কাজের দ্বারা প্রমাণিত করবে, দ্বিধাহীনভাবে কার্যকর করবে। শুধু কথার দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ 'দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!' এই শ্লোগানটিকে বাস্তবায়িত করার সময় এসেছে।

চাই ফিনল্যাণ্ডের জনগণ ও রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণকে নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করার অবাধ অধিকার! চাই রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অকপট মৈত্রী! অভিভাবকত্ব নয়, ফিনল্যাণ্ডের জনগণের উপর তদারকি কিংবা উপর থেকে খবরদারী নয়! নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলিই হচ্ছে গণ-কমিশারদের সামনে দিগ্‌দর্শনী নীতি।

এই নীতি কার্যকরী করার মাধ্যমেই কেবল রাশিয়ার জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব, এবং পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতেই সমগ্র রুশ-জনগণকে একটিমাত্র সৈন্যবাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। এভাবে সমস্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেই অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সাফল্যগুলিকে সংহত করা এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

তাই যখন শুনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি কার্যে পরিণত করার ফলে রাশিয়া নিশ্চিতভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তখন আমরা হাসি।

আমাদের শত্রুরা এ সমস্ত বাধা-বিপত্তির কথা তুলে আমাদের শংকিত করতে চেয়েছিল এবং এখনো সেই চেষ্টা করছে; কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি আমরা কাটিয়ে উঠছি।

কমরেডগণ! আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্ণে রাশিয়া যে শক্তি-সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, সেইরকম সংকটের মধ্য দিয়ে আপনাদের দেশও চলছে। আমরা খবর পেয়েছি যে, দুর্ভিক্ষ, অন্তর্ঘাত ইত্যাদির জুজু দেখিয়ে আপনাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে রুশ-বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলতে চাই যে—এইসব বিপদ সত্যিসত্যি দেখা দিলেও, কোনক্রমেই অলংঘনীয় নয়! যদি আপনারা দ্বিধাহীনভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহলে এসব বিপদ অতিক্রান্ত হবে। যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলার অবস্থায়, পশ্চিমী দেশগুলিতে যখন আজ বিপ্লবী সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠছে, রাশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লব যখন জয়ের পর জয়লাভ করছে, সেই অবস্থায় কোন বাধা-বিপত্তিই আর আপনাদের আঘাতের সামনে অটুট থাকতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে একটিমাত্র শক্তি অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের শক্তিই কেবলমাত্র টিঁকে থাকতে পারে ও জয়লাভ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র রণকৌশল অর্থাৎ দাঁতঁর রণ-কৌশলই কেবল কার্যকরী হতে পারে—'স্পর্ধা প্রথমে, স্পর্ধা দ্বিতীয়ে, স্পর্ধা সব সময়ে!'

আপনারা যদি আমাদের সহায়তা চান, তাহলে নিশ্চয় সেটা পাবেন—আমরা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেব।

এই ব্যাপারে আপনারা আশ্বস্ত থাকতে পারেন।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৯১

১৬ই নভেম্বর, ১৯১৭

রণাঙ্গন ও পশ্চাদ্ভাগের ইউক্রেনীয় কমরেডদের প্রশ্নের উত্তর

ইউক্রেনীয় রাদার[১] সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটার পর থেকে রাদার সঙ্গে বিরোধের বিষয়ে ইউক্রেনের কমরেডদের কাছ থেকে বহু চিঠি ও প্রস্তাব পেয়ে আসছি। যেহেতু চিঠি ও প্রস্তাবগুলিতে একই কথা বারবার বলা হয়েছে, আমার বিবেচনায় ঐসবের আলাদা আলাদা জবাব দেওয়া অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়। কাজেই যে প্রশ্নগুলি বারবার উত্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে বেছে নিয়ে বিশদভাবে জবাব দেব বলে স্থির করেছি, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। প্রশ্নগুলি সাধারণভাবে নিম্নরূপ :

(১) বিরোধের সূত্রপাত ঘটল কিভাবে ?

(২) কোন্ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের উদ্ভব ?

(৩) বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন ?

(৪) এটা কি সত্য যে ভ্রাতৃপ্রতিম মানুষরা একে অপরের রক্ত ঝরাবে ?

এরই পরিপূরক হিসেবে একটি সাধারণ আশ্বাস দিতে চাই যে, আত্মীয়বৎ দুটি জাতির মধ্যে বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে ভাইয়ের রক্ত না ঝরিয়ে মীমাংসা করতে হবে।

প্রথমতঃ এটা বলা উচিত যে, ইউক্রেনীয় কমরেডরা কিছু বিভ্রান্ত ধারণায় ভুগছেন। কখনো কখনো তাঁরা রাদার সঙ্গে বিরোধকে ইউক্রেনীয় ও রুশ জনগণের মধ্যে বিরোধ বলে দেখাতে চান। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। রুশ জনগণ ও ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং কোন বিরোধ থাকতে পারে না। রাশিয়ার অন্যান্য জনগণের মতো ইউক্রেনীয় ও রুশ জনগণও শ্রমিক ও কৃষক, সৈনিক ও নাবিকদের নিয়ে গঠিত। তাঁরা একত্রে জারতন্ত্র ও কেরেনস্কিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সকলে মিলে তাঁরা জমি ও শান্তির জন্য, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছেন। জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ তাঁরা পরস্পরের ভাই ও কমরেড। অতি গুরুতর স্বার্থের জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে তাঁদের কোন বিরোধ

নেই এবং থাকতে পারে না। আত্মীয়বৎ দুটি জাতির অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ও কৃষকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে জনগণের শোষকরা আনন্দলাভ করতে চায়; এটাকে সহজতর করার জন্য, রাদার সঙ্গে বিরোধকে রুশ ও ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যে বিরোধ বলে হাজির করাটা শ্রমজীবী মানুষের শত্রুদের পক্ষে লাভজনক, কারণ এর ফলে আত্মীয়স্বরূপ দুটি জাতির অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ও কৃষকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের শোষকদের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করার কাজটা আরও সহজ হয়। কিন্তু সচেতন শ্রমিক ও কৃষকের পক্ষে এটা বোঝা কি খুব শক্ত যে, যা জনগণের শোষকের পক্ষে লাভজনক সেটা জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর ?

রুশ জনগণ ও ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যে এই বিরোধের উদ্ভব হয়নি, এই বিরো[illegible] উদ্ভব হয়েছিল গণ-কমিশার পরিষদ এবং রাদার সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে।

কোন্ প্রশ্নগুলিকে নিয়ে এই বিরোধের উদ্ভব ?

এটা বলা হয়ে থাকে যে, কেন্দ্রিকতা অথবা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের উদ্ভব, গণ-কমিশার পরিষদ ইউক্রেনের জনগণকে ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে অবাধে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে দিচ্ছেন না বলেই এই বিরোধের উদ্ভব হয়েছিল—কথাটি কি সত্য ? না, সত্য নয়। গণ-কমিশার পরিষদ, প্রকৃতপক্ষে, ইউক্রেনের সব ক্ষমতা যাতে ইউক্রেনের জনগণ অর্থাৎ ইউক্রেনের শ্রমিক ও সৈনিক, কৃষক ও নাবিকের হাতে থাকে সেই চেষ্টাই করছে। গণ-কমিশার পরিষদ সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্থাৎ জমিদার ও পুঁজিপতি বর্জিত শ্রমিক এবং কৃষক, সৈনিক এবং নাবিকের হাতে ক্ষমতা—প্রকৃতভাবে এই ক্ষমতাই জনগণের হাতে দেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে আসছে। সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী এই ধরনের ক্ষমতা চায় না, কারণ তারা জমিদার ও পুঁজিপতির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চায় না। এটাই মূল প্রশ্ন—কেন্দ্রিকতা নয়।

গণ-কমিশার পরিষদ অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে—এবং গোড়া থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সমর্থন করে আসছে। ইউক্রেনের জনগণ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, গণ-কমিশার পরিষদ আপত্তি জানাবে না। এ কথাটা বহুবার সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু যখন কালেদিন-এর স্বৈরাচারী শাসনের সঙ্গে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের

বিষয়টিকে এক করে দেখানো হচ্ছে, যখন কশাক জেনারেলদের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহকে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াস বলে রাদার সম্পাদকমণ্ডলী চালাতে চায়, তখন গণ-কমিশার পরিষদ এ কথা না বলে থাকতে পারে না যে, সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী আসলে আত্মনিয়ন্ত্রণের ছল করছেন এবং এই ছলনার আবরণ দিয়ে তাঁরা কালেদিন ও রদ্‌জিয়াংকোর সাথে তাঁদের মৈত্রীকে গোপন করে রাখছেন। আমরা **জনগণের** আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ; কিন্তু যে কালেদিন এই গতকালও ফিনল্যাণ্ডকে গলা টিপে মারার জন্য প্রচারাভিযান চালিয়েছিল —আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আমরা সেই কালেদিনের স্বৈরাচারী শাসনকে প্রচ্ছন্নভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ছদ্মাবরণরূপে ব্যবহৃত হতে দিতে চাই না।

এটা বলা হয় যে, বিরোধের উদ্ভব হয় ইউক্রেনের প্রজাতন্ত্রকে কেন্দ্র করে —গণ-কমিশার পরিষদ ইউক্রেনের প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে না, এটা কি সত্য ? না, সত্য নয়। গণ-কমিশার পরিষদ পেত্রোগ্রাদ ইউক্রেনীয় ষ্টাফের কাছে লিখিত 'জবাব' ও 'চরমপত্রের'[৩] মাধ্যমে, সরকারীভাবে ইউক্রেনীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। গণ-কমিশার পরিষদ রাশিয়ার যে-কোন জাতীয় অঞ্চলের প্রজাতন্ত্রের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে প্রস্তুত, যদি উক্ত অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষেরা তা চান। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষেরা যদি চান, গণ-কমিশার পরিষদ আমাদের দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-কাঠামো গ্রহণ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু যখন কালেদিনের সামরিক একনায়কত্বকে জনগণের প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখানো হচ্ছে, যখন রাদার সম্পাদকমণ্ডলী রাজতন্ত্রী কালেদিন ও রদ্‌জিয়াংকোকে প্রজাতন্ত্রের স্তম্ভ বলে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন গণ-কমিশার পরিষদ বলতে বাধ্য যে রাদার সম্পাদকমণ্ডলী আসলে প্রজাতন্ত্রের ছল করছেন এবং এই ছলনার অন্তরালে তাঁরা রাজতন্ত্রী ধনপতিদের উপর তাঁদের একান্ত নির্ভরতাকে গোপন করে রাখতে চান। আমরা ইউক্রেনীয় প্রজাতন্ত্রের পক্ষে, কিন্তু যারা গতকালও পুরানো জমানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ও সৈনিকদের মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল করার জন্য প্রচারাভিযান করে আসছিল, জনগণের সেই আপোষহীন শত্রু—রাজতন্ত্রী কালেদিন ও রদ্‌জিয়াংকোর ছদ্মাবরণরূপে প্রজাতন্ত্রকে ব্যবহৃত হতে দেওয়ার আমরা বিরোধী।

না, রাদার সাথে বিরোধের ব্যাপারে কেন্দ্রিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। এই প্রশ্নগুলির উপর বিরোধের সূত্রপাত ঘটেনি।

ইউক্রেনের জনসাধারণের কাছে বিরোধের আসল কারণ গোপন করার উদ্দেশ্য, সম্পাদকমণ্ডলী রণনৈতিক ছল হিসেবে কৃত্রিমভাবে কেন্দ্রিকতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে টেনে এনেছেন।

না, কেন্দ্রিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে ভিত্তি করে বিরোধের সূত্রপাত ঘটেনি—বিরোধের উদ্ভব ঘটেছে নিম্নলিখিত তিনটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নকে উপলক্ষ করে:

প্রথম প্রশ্ন: সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পেৎলুরার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত নির্দেশগুলিকে উপলক্ষ করে বিরোধের উদ্ভব, যে নির্দেশগুলির ফলে সমস্ত ফ্রণ্টে সামগ্রিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সদর দপ্তরকে ও রণাঙ্গণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে, শান্তি-আলোচনা এবং সাধারণভাবে শান্তির স্বার্থকে উপেক্ষা করে, পেৎলুরা ইউক্রেনের সমস্ত স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সৈন্যদের ইউক্রেনে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। এটা অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, ইউক্রেনের ইউনিটগুলি যদি পেৎলুরার নির্দেশ পালন করত, তাহলে সমস্ত ফ্রণ্ট তক্ষুণি ধ্বসে পড়ত: উত্তরের ইউক্রেনের ইউনিটগুলো দক্ষিণের দিকে চলা শুরু করত; আর দক্ষিণের অ-ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো চলত উত্তরদিকে; অন্যান্য জাতির সৈন্যেরা 'ঘরের দিকে পাড়ি জমাত', রেল-পরিবহন শুধু ঘরমুখো সৈন্য আর তাদের মালপত্রে বোঝাই হয়ে যেত—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত কারণ পরিবহনের কোন ব্যবস্থা থাকত না এবং রণাঙ্গন পর্যবসিত হতো অতীতের স্মৃতিতে। এর ফলে যুদ্ধবিরতি ও শান্তি স্থাপনের সমস্ত সম্ভাবনা বানচাল হয়ে যেত। এটা কেউ অস্বীকার করবে না যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ইউক্রেনীয় সৈন্যের স্থান প্রধানতঃ ইউক্রেনে তার বাড়িতে। এটা কেউ অস্বীকার করবে না যে, সৈন্যবাহিনীর 'জাতীয়করণ' একটি গ্রহণযোগ্য বাঞ্ছনীয় প্রস্তাব। এটা গণ-কমিশার পরিষদ বেশ কয়েকবার সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন, এখনো যখন শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে উঠতে পারা যায়নি এবং যখন রণাঙ্গন জাতিগতভাবে সংগঠিত হয়নি, এবং যখন পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতার দরুন সৈন্যবাহিনী 'জাতীয়করণের' দাবি তোলার অর্থ হল যে সৈন্যরা তাদের নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে দিয়ে রণাঙ্গনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার ফলে যুদ্ধবিরতি ও শান্তির সম্ভাবনাও বানচাল হয়ে যাবে—বলা বাহুল্য যে এই অবস্থায় কিছুতেই জাতীয় ইউনিটগুলোর এক্ষুণি স্থানত্যাগের প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমি জানি না,

পেৎলুরা যে তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্দেশের ফলে রণাঙ্গনকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে শান্তি স্থাপনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন এ বিষয়ে তিনি ওয়াকিব কিনা। কিন্তু ইউক্রেনের স্থল ও নৌসেনারা এ ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছেন কারণ, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁরা সকলেই পেৎলুরার নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং শান্তি স্থাপনা না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ঘাঁটিতে থেকে যেতে মনস্থ করেছেন। ইউক্রেনীয় সৈন্যদের এই আচরণের ফলে শান্তির স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং পেৎলুরার হঠকারী নির্দেশগুলির যে চরম গুরুত্ব ছিল সেই গুরুত্ব সাময়িকভাবে হারিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: যে বিরোধ উদ্ভূত হয়েছিল পেৎলুরার নির্দেশ থেকে, তা গুরুতর আকার ধারণ করল রাদার সম্পাদকমণ্ডলীর নীতির ফলে যখন সম্পাদক-মণ্ডলী শুরু করলেন ইউক্রেনের সোভিয়েত ডেপুটিদের নিরস্ত্রীকরণ। রাদার সম্পাদকমণ্ডলীর সশস্ত্র রক্ষীদল রাতের অন্ধকারে কিয়েভে সোভিয়েত সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের নিরস্ত্র করে। ওদেসা ও খারকভেও অনুরূপ অপচেষ্টা চালানো হয়; কিন্তু সেসব জায়গায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে নিরস্ত্রী-করণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওদেসা ও খারকভে সোভিয়েত সৈন্যদের নিরস্ত্রাকরণের উদ্দেশ্যে সম্পাদকমণ্ডলী সৈন্য সমাবেশ করছেন বলে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি। অন্যান্য কয়েকটা ছোট ছোট শহরে সোভিয়েত সৈন্যদের নিরস্ত্র করে 'ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে' বলে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি। রাদার সম্পাদকমণ্ডলী এভাবে কর্নিলভ ও কালেদিনের, আলেক্সিয়েভ ও রদ্‌জিয়াংকোর সোভিয়েত সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচীকে কাজে পরিণত করার সংকল্প নিয়েছেন। কিন্তু সোভিয়েতগুলি হচ্ছে বিপ্লবের রক্ষা-প্রাচীর ও ভরসা। যারাই সোভিয়েতকে নিরস্ত্র করে তারা বিপ্লবকে নিরস্ত্র করে; তারা শান্তি আর স্বাধীনতার আদর্শকে বিপন্ন করে—তারা শ্রমিক আর কৃষকের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সোভিয়েতগুলিই কর্নিলভতন্ত্রের জোয়াল থেকে রাশিয়াকে বাঁচিয়েছিল। কেরেনস্কিতন্ত্রের গ্লানি থেকে সোভিয়েতগুলিই রাশিয়াকে বাঁচিয়েছিল। রাশিয়ার জনগণের জন্য জমি ও যুদ্ধবিরতি এনে দিয়েছিল এই সোভিয়েতগুলিই। গণ-বিপ্লবকে পুরোপুরিভাবে জয়যুক্ত করতে সোভিয়েতগুলিই, একমাত্র সোভিয়েতগুলিই সক্ষম। অতএব যারাই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হাত ওঠায়, তারাই গোটা রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের গলা টিপে মারার কাজে জমিদার ও পুঁজিপতিদের সহায়তা করে;

তারাই সৈন্য ও কশাকদের উপর 'লৌহ কঠোর' শাসনকে শক্তিশালী করার কাজে কালেদিন ও আলেক্সিয়েভের সাহায্য করে।

আমাদের এ কথা কেউ যেন বলতে না আসে যে, সম্পাদকমণ্ডলীতে যেহেতু সমাজতন্ত্রীরা রয়েছে, অতএব জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। কেরেনস্কিও নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেন, তৎসত্ত্বেও তিনি বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। গৎজও নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেন, তৎসত্ত্বেও তিনি পেত্রোগ্রাদের স্থলসেনা ও নৌসেনাদের বিরুদ্ধে ক্যাডেট ও অফিসারদের জড়ো করেছিলেন। স্যাভিন্‌কভ ও অ্যাভ্‌ক্সেনতিয়েভ নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেন, তৎসত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধরত সৈন্যদের জন্য মৃত্যুদণ্ড চালু করেছিলেন। যারা সমাজতন্ত্রী—তাদের বিচার করতে হবে কথায় নয়, কাজে। সম্পাদকমণ্ডলী ইউক্রেনের সোভিয়েতগুলোকে ছত্রভঙ্গ ও নিরস্ত্র করছেন ; এই কাজের দ্বারা তাঁরা ডনের কয়লা অধ্যুষিত অববাহিকার উপর কালেদিনের রক্তপংকিল রাজত্ব কায়েম করার কাজে সহায়তা করছেন—যে সত্য কোন সমাজতন্ত্রী পতাকার আড়াল দিয়ে চেপে রাখা যায় না। তাই গণ-কমিশার পরিষদ জোরের সঙ্গে বলতে চায় যে, রাদার সম্পাদকমণ্ডলীর নীতি হচ্ছে প্রতিবিপ্লবী নীতি। তাই গণ কমিশার পরিষদ আশা করে যে, ইউক্রেনীয় শ্রমিক ও সৈন্যেরা রাশিয়ায় বিপ্লবী সোভিয়েত শক্তি নির্মাণের সংগ্রামে পুরোভাগে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সম্পাদকমণ্ডলীকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন, অথবা জাতিবর্গের মধ্যে শান্তি স্থাপনার স্বার্থে বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর জায়গায় নতুন একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত করবেন।

বলা হয়ে থাকে যে, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে সামরিক ইউনিটগুলির 'বিনিময়', সীমানা-নির্ধারণ ইত্যাদি হয়ে যাওয়া জরুরী দরকার। সীমানা-নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা গণ-কমিশার পরিষদ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে। কিন্তু সীমানা-নির্ধারণের কাজ করতে হবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে, গায়ের জোরে নয়, 'যা পার কেড়ে নাও', 'যাকে পার তাকে নিরস্ত্র কর', যা এখন সম্পাদকমণ্ডলী করছেন, সৈন্যদের জন্য প্রেরিত খাদ্য ও রসদ জবরদস্তি দখল করে, সৈন্যদের অনাহার ও ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার নীতির দ্বারা নয়।

তৃতীয় প্রশ্ন : সম্পাদকমণ্ডলী যখন কালেদিনের সৈন্যদের বিরুদ্ধে

অগ্রসরমান সোভিয়েতগুলির বিপ্লবী বাহিনীকে পথ করে দিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন তখন বিরোধ চরমে উঠল। সম্পাদকমণ্ডলীর সশস্ত্র বাহিনী বিপ্লবী সৈন্যবাহী ট্রেন আটকায়, লাইন উপড়ে নেয়, গুলিবর্ষণের হুমকি দেয় এবং তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে 'বিদেশী' সৈন্যদের যেতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করে। রাশিয়ান সৈন্যরা যারা গতকালও ইউক্রেনের সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে জল্লাদ জেনারেলরা ইউক্রেনকে পিষে ফেলার চেষ্টা করছিল সেই জেনারেলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল—তাদের এখন 'বিদেশী' বলে মনে হচ্ছে। আর এটা ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন একই সম্পাদক-মণ্ডলী কালেদিনের সাথে যোগদানের জন্য চারিদিক থেকে অগ্রসরমান প্রতিবিপ্লবী অফিসার আর কালেদিনের কশাক ইউনিটগুলোকে নিজেদের এলাকার মধ্য দিয়ে রোস্তভের দিকে যাবার সড়ক খুলে দিচ্ছেন!

কর্নিলভ আর কালেদিনের লোকেরা রোস্তভের রেডগার্ডদের কচুকাটা করছে; অথচ রাদার সম্পাদকমণ্ডলী রোস্তভের কমরেডদের কাছে আমাদের সাহায্য পাঠাতে দিচ্ছেন না। খনি অঞ্চলে কালেদিনের অফিসাররা আমাদের কমরেডদের গুলি করে মারছে, তবু রাদার সম্পাদকমণ্ডলী খনির কমরেডদের কাছে আমাদের সাহায্য পাঠাতে দিচ্ছেন না। যে কালেদিনের শক্তিকে গতকাল চূর্ণ করা হয়েছিল—এতে বিস্ময়ের কি কিছু আছে যে সেই কালেদিন আজ উত্তরের দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হচ্ছে, ডনের অববাহিকা অঞ্চল গ্রাস করে জারিৎসিনকে বিপন্ন করছে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, **কালেদিন আর রদ্‌জিয়াংকোর সঙ্গে রাদার সম্পাদকমণ্ডলীর মৈত্রী রয়েছে?** এটা কি স্পষ্ট নয় যে, **গণ কমিশার পরিষদের সাথে মৈত্রীর চেয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী কর্নিলভপন্থীদের সাথে মৈত্রী অধিকতর পছন্দ করেন?**

বলা হয়ে থাকে যে, গণ-কমিশার পরিষদ এবং রাদার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে বোঝাপড়া থাকা চাই। কিন্তু এটা কি বুঝতে অসুবিধে হয় যে, বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে বোঝাপড়ার অর্থ হচ্ছে কালেদিন ও রদ্‌জিয়াংকোর সাথে বোঝাপড়া? এটা কি বুঝতে অসুবিধে হয় যে, গণ-কমিশার পরিষদ আত্মহত্যা করতে রাজী হতে পারে না? আমরা জমিদার আর পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এই কারণে বিপ্লব শুরু করিনি যে কালেদিনের মতো জল্লাদদের সাথে মৈত্রী করে সেটার পরিসমাপ্তি ঘটাব। আলেক্সিয়েভ ও রদ্‌জিয়াংকোর করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করব বলে শ্রমিক ও সৈন্যেরা রক্তদান করেননি।

হয় এটা, নয় ওটা :

হয় রাদা কালেদিনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে সোভিয়েতের দিকে হাত বাড়িয়ে ডন অঞ্চলের প্রতিবিপ্লবী ঘাঁটিগুলিকে উচ্ছেদের জন্য অগ্রসরমান বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর পথ উন্মুক্ত করে দিক—যার ফলে ইউক্রেন আর রাশিয়ার শ্রমিক ও সৈন্যেরা নতুন সৌভ্রাতৃত্বের উৎসাহবন্যায় তাদের বিপ্লবী মৈত্রীকে সুদৃঢ় করবে।

নতুবা রাদা কালেদিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে ও বিপ্লবী সেনা-বাহিনীকে পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করুক—এবং তাহলে রাদার সম্পাদক-মণ্ডলী জনগণের শত্রুরা যা করতে বৃথা চেষ্টা করেছে তাই করতে সক্ষম হবে, অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বমূলক জনগণের রক্তপাত।

এই সাংঘাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের স্বার্থে সম্পাদকমণ্ডলীকে ঠিক পথে আনা অথবা তার জায়গায় আর একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত করার দায়িত্ব ইউক্রেনের শ্রমিক ও সৈন্যদের জ্ঞান ও বিপ্লবী চেতনার উপর নির্ভর করছে।

ইউক্রেনের শ্রমিক ও সৈন্যদের অবিচল ও দৃঢ় মনোভাবের উপর নির্ভর করছে যে তারা সম্পাদকমণ্ডলী কোন্ মৈত্রী এখন চান সেটার ঘোষণা করতে বাধ্য করতে পারবে কিনা : কালেদিন ও রদ্‌জিয়াংকোর সঙ্গে বিপ্লববিরোধী মৈত্রী অথবা ক্যাডেট ও জেনারেলদের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে গণ-কমিশার পরিষদের সঙ্গে মৈত্রী।

বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ইউক্রেনের জনগণের উপর নির্ভর করছে।

গণ-কমিশার

১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ **জে. স্তালিন**

প্রাভদা, সংখ্যা ২১৩
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯১৭

ইউক্রেনীয় রাদা

(নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী
সমিতির সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা)
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৭

এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে, গণ-কমিশার পরিষদ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতিকে সর্বদা দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা সত্ত্বেও, রাদার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে—যে রাদা দাঁড়িয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে ভিত্তি করে। এই বিরোধের উৎসে যেতে হলে রাদার রাজনৈতিক রঙটি একবার যাচাই করে দেখা দরকার।

একদিকে বুর্জোয়া ও অন্যদিকে সর্বহারা ও কৃষকদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়ার নীতি রাদার প্রাথমিক নীতি। সোভিয়েত এ ধরনের ভাগকে অস্বীকার করে এবং বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে চায়। অতএব, 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'র (অর্থাৎ জনগণের হাতে ক্ষমতার) বিকল্প শ্লোগান হিসেবে 'শহর ও গ্রামের স্থানীয় সরকারী-সংস্থার হাতে সমস্ত ক্ষমতা' (অর্থাৎ জনগণ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার) নিজস্ব শ্লোগানটি রাদা হাজির করেছে।

বলা হয় যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিরোধের জন্ম। কিন্তু সেটা সত্য নয়। রাদা রাশিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেছে। গণ-কমিশার পরিষদ রাদার চেয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার অধিকার মেনে নিচ্ছে। অতএব, গণ-কমিশার পরিষদ ও রাদার মত-পার্থক্য ঐ প্রশ্ন নিয়ে নয়। অনুরূপভাবে কেন্দ্রিকতার প্রশ্নকে বিরোধের কারন বলে রাদার দাবিটিও সম্পূর্ণ ভুল। গণ-কমিশার পরিষদের আদর্শে গঠিত আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি (সাইবেরিয়া, বিয়েলোরাশিয়া, তুর্কিস্তান) গণ-কমিশার পরিষদের কাছে নির্দেশের জন্য আবেদন করেছিল। এর জবাবে গণ-কমিশার পরিষদ জানিয়েছিল: আপনারাই আপনাদের অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ; সুতরাং আপনারা নিজেরাই নির্দেশগুলি রচনা করুন। অতএব, এটা বিবাদের বিষয় নয়। বস্তুতঃ নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গণ-কমিশার পরিষদ ও রাদার মধ্যে বিরোধের উদ্ভব।

প্রথম প্রশ্ন : দক্ষিণ রণাঙ্গনে ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলির সমাবেশ। নিঃসন্দেহে, জাতীয় সেনাদলগুলি নিজেদের অঞ্চল রক্ষার কাজে সবচেয়ে বেশি যোগ্য। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যুদ্ধ-ব্যূহ জাতিগতভাবে গঠিত নয়। পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার দরুন জাতিগত ভিত্তিতে যুদ্ধ-ব্যূহের পুনর্গঠনের চেষ্টা করলে রণাঙ্গনে সম্পূর্ণ বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। ফলে শান্তির সম্ভাবনা বানচাল হয়ে যাবে। রাদার সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ে ইউক্রেনের সৈন্যরা বেশি কাণ্ডজ্ঞান ও সততার পরিচয় দিয়েছে ; কারণ অধিকাংশ ইউক্রেনীয় ইউনিট রাদার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : ইউক্রেনের সোভিয়েত সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ। ইউক্রেনের জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থকে সমর্থন করে ও সোভিয়েত সৈন্যদের নিরস্ত্র করে, রাদা বিপ্লবের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। মর্মবস্তুর দিক থেকে এই ব্যাপারে রাদার কার্যকলাপ কোন অংশেই কর্নিলভ ও কালেদিনের চেয়ে পৃথক নয়। বলা বাহুল্য, গণ-কমিশার পরিষদ রাদার প্রতিবিপ্লবী আচরণের যথাশক্তি বিরোধিতা করবে।

তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রশ্ন : যে কালেদিনের চারিপাশে রাশিয়ার সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তি জড়ো হয়েছে তার বিরুদ্ধে অগ্রসরমান সোভিয়েত সৈন্যদের পথ করে দিতে অস্বীকার করা। 'আত্মনিয়ন্ত্রী' কালেদিনের মুখোমুখি নিজের 'নিরপেক্ষতার' যুক্তি দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের পথ ব্যবহার করবার অনুমতি দিতে তার অস্বীকৃতির সমর্থন করেছে। কিন্তু রাদা শ্রমজীবী কশাকের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও কালেদিনের স্বৈরাচারী শাসন সমার্থক বলে মনে করে। সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রগমনের পথ বন্ধ করে দিয়ে, রাদা কালেদিনের উত্তরাঞ্চলীয় অভিযানের সহায়তা করছে। একই সময়ে রাদা অবাধে ডনের দিকে কালেদিনের কশাক ইউনিটগুলোর গমনের অনুমতি দিয়েছে। যখন রোস্তভে ও ডন অববাহিকায় আমাদের কমরেডদের গুলি করে মারা হচ্ছে, তখন রাদা তাদের সাহায্য প্রেরণের কাজে আমাদের বাধা দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, রাদার এই বিশ্বাসঘাতী আচরণ সহ্য করা চলে না।

গণ-কমিশার পরিষদ কালেদিনের সাথে যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারে না, কালেদিনের প্রতিবিপ্লবী ঘাঁটি ধ্বংস করতে হবে। এটা অনিবার্য। রাদা যদি আমাদের কালেদিনের বিরুদ্ধে অগ্রগতির পথে বাধা দেয় ও কালেদিনকে রক্ষা করার জন্য ঢালের কাজ করতে চায়—তাহলে কালেদিনের প্রতি উদ্যত আঘাত

রাদার উপর নেমে আসবে। রাদার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে গণ-কমিশার পরিষদ দ্বিধা করবে না, কারণ সে ভালভাবেই জানে যে, কালেদিনের সঙ্গে রাদার গোপন মৈত্রী রয়েছে। সাংকেতিক ভাষায় লিখিত এক তারবার্তা গণ-কমিশার পরিষদের হাতে পড়েছে; যার থেকে এটা পরিষ্কার যে, রাদার সাথে ফরাসী কূটনৈতিক মিশনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে—যার উদ্দেশ্য আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত শান্তিকে বিলম্বিত করা—এবং ফরাসী কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে কালেদিনের সাথে যোগাযোগ রাখছে। এই মৈত্রী পরিচালিত হচ্ছে শান্তি ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে। এই মৈত্রী চূর্ণ করা উচিত এবং তা করা হবে।

রাদার বিরুদ্ধে অনমনীয় নীতি অনুসরণ করছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের অনমনীয় নীতিই রাদার বুর্জোয়া চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে আজ ইউক্রেনের শ্রমিক-কৃষকের চোখ ফুটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করে এবং বুর্জোয়া রাদার বিরুদ্ধে সক্রিয় এমন একটি নতুন বিপ্লবী সরকার[৪] প্রতিষ্ঠার সংবাদ নিয়ে যে তারবার্তা এসেছে তার থেকেই এটা স্পষ্ট। (**হর্ষধ্বনি**)

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ২৫৪
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৭

ইউক্রেনীয় রাদাটা কী?

পাঠক নীচে সাংকেতিক ভাষায় লিখিত একটি তারবার্তা দেখতে পাবেন—যেটা সোভিয়েত সরকারের হাতে পড়েছে এবং যার মধ্যে রাদার প্রকৃত স্বরূপ ও শান্তি সম্পর্কে 'আমাদের মিত্রদের' সামরিক মিশনগুলোর আসল মতলব ভালভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তারবার্তা থেকে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, ফরাসী মিশন ও রাদার মধ্যে এক ধরনের মৈত্রী ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে এবং 'ফরাসী মিশনের কর্মকর্তাগণ রাদার সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করছেন'। তারবার্তা থেকে আরও বোঝা যাবে যে, মৈত্রীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'আগামী ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাস পযন্ত নামকাওয়াস্তে একটি রাশিয়ান ফ্রন্ট টিঁকিয়ে রাখা এবং যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করা।' সবশেষে এই তারবার্তা থেকে দেখা যাবে যে, 'রুমানিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে কয়লা ও খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে' (পরিকল্পনানুযায়ী যার দায়িত্বভার রাদাই গ্রহণ করবে—জে. স্তা.) ফরাসী মিশন 'কশাক অ্যাসেম্‌ব্লির (অর্থাৎ কালেদিন 'সরকার') সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ' হয়েছে।

এক কথায়, এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শান্তি বানচাল করার উদ্দেশ্যে আগামী 'বসন্তকাল' পর্যন্ত এটাকে 'বিলম্বিত' করার উদ্দেশ্যে রাদা, কালেদিন ও ফরাসী মিশনের মধ্যে মৈত্রী বর্তমান। অধিকন্তু, ফরাসী সামরিক মিশন স্বাধীনভাবে নয়, 'ফরাসী সরকারের জরুরী নির্দেশে' কাজ করছে।

'আমাদের মিত্রদের' সামরিক মিশনগুলোর আচরণ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। তাদের ভূমিকা ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে: গত আগস্ট মাসে তারা কর্নিলভকে সাহায্য করেছিল, নভেম্বরে তারা রাদা ও কালেদিনকে এবং ডিসেম্বরে তারা বিদ্রোহীদের সাঁজোয়া গাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছিল। এবং এসব তারা 'যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালার' জন্য করেছে। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, রুশ জনগণের গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য সংগ্রাম 'মিত্রদের' জবরদস্তিমূলক তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেবে। মিশনগুলোর আচরণ থেকে মনে হয় তারা যেন মধ্য আফ্রিকায় রয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই 'মিত্ররা' টের পাবে যে, রাশিয়া মধ্য আফ্রিকা নয়। এখানে

আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল—রাদার জঘন্য ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারটি।

এখন আমরা জানি রাদা কেন রুমানীয় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলোর সমাবেশ করছে: সৈন্যবাহিনীর 'জাতীয়করণ' শ্লোগানটি ছদ্মাবরণ মাত্র যার দ্বারা রাদা যুদ্ধবিরতিকে আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য ফরাসী মিশনের সাথে চুক্তিকে ঢেকে রাখতে চাইছে। এখন আমরা জানি কেন রাদা কালেদিনের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান সোভিয়েত সৈন্যদের পথ ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছে না: কালেদিনের বিরুদ্ধে 'নিরপেক্ষতা' একটা প্রতারণামূলক কৌশল যার দ্বারা রাদা কালেদিনের সঙ্গে তার সোভিয়েত-বিরোধী মৈত্রীকে ঢেকে রাখতে চাইছে।

এখন আমরা জানি কেন রাদা ইউক্রেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণ-কমিশার পরিষদের 'হস্তক্ষেপের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে: হস্তক্ষেপ না করার কথা আসলে ফরাসী সরকারের বিপ্লবের সুফলগুলিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে, শুধু ইউক্রেন নয়—গোটা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অপচেষ্টাকে ঢেকে রাখার প্রতারণামূলক কৌশল মাত্র।

ইউক্রেনের কমরেডরা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাস করেন: রাদাটা কী?

আমার উত্তর:

রাদা—বিশেষতঃ তার সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের একটি সরকার—যারা জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্যে নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেয়—ঠিক কেরেনস্কি ও স্যাভিন্‌কভের সরকারের মতো, যারা ঐরকম নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে আখ্যাত করে।

রাদা—বিশেষতঃ তার সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী হচ্ছে একটি বুর্জোয়া সরকার যা কালেদিনের সাথে একজোট হয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। পূর্বে কেরেনস্কি সরকার কর্নিলভের সাথে একজোট হয়ে রাশিয়ার সোভিয়েতগুলোকে নিরস্ত্র করেছিল। এখন রাদা সরকার, কালেদিনের সাথে একজোট হয়ে, ইউক্রেনের সোভিয়েতগুলোকে নিরস্ত্র করছে।

রাদা—বিশেষতঃ তার সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলী হচ্ছে একটি বুর্জোয়া সরকার যা ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের সাথে একজোট হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে ঠেকাবার জন্যে লড়ছে। পূর্বে কেরেনস্কি সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠাকে বিলম্বিত করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে দণ্ডিত করেছিল কামানের খোরাক হওয়ার

জন্য। এখন রাদা সরকার 'যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে বসন্তকাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখে' শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটাবার প্রয়াস পাচ্ছে।

এই কারণে, রাশিয়ার শ্রমিক ও সৈনিকের মিলিত প্রচেষ্টা কেরেনস্কি সরকারের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল।

আমরা নিঃসন্দেহ যে, ঠিক একইভাবে ইউক্রেনের শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রচেষ্টায় রাদা সরকারও উচ্ছেদ হবে।

কেবলমাত্র একটি নতুন রাদা, ইউক্রেনের শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকের সোভিয়েতের রাদা, কালেদিন ও কর্নিলভ, জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে ইউক্রেনের জনসাধারণের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২১৫
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

(নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভায়
প্রদত্ত বক্তৃতা, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৭ :
সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট)

সেদিন ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা অবিলম্বে ফিনল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে, রাশিয়া থেকে ফিনল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে মেনে নেবার দাবি জানিয়ে আমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবে গণ-কমিশার পরিষদ সম্মতি জানিয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি বিশেষ আদেশপত্র জারী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—যা ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে গণ-কমিশার পরিষদের সিদ্ধান্তের পূর্ণপাঠ দেওয়া হল।

'ফিন্ প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানাবার জন্য ফিন্ সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে, গণ-কমিশার পরিষদ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির কাছে এই সুপারিশগুলি রাখার সংকল্প নিচ্ছে : (ক) ফিন্ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রিক স্বাধীকারের স্বীকৃতি দান, এবং (খ) ফিন্ সরকারের সাথে একমত হয়ে (উভয় পক্ষেব প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত) একটি বিশেষ কমিশন গঠন—যার কাজ হবে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব কাজগুলি যত্ন সহকারে সম্পন্ন করা।

স্বভাবতঃই, গণ-কমিশার পরিষদের সামনে অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না, কারণ যদি একটি জাতি তার প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃতিদানের দাবি জানায়, তখন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি অনুসরণ করে সর্বহারার সরকার নিশ্চয়ই সেই দাবিকে মেনে নেবে।

বুর্জোয়া সংবাদপত্র জোরের সঙ্গে বলছে যে, আমরা দেশের সংহতির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করেছি, ফিনল্যাণ্ড সহ বহু দেশ আমরা হারিয়েছি। কিন্তু, কমরেডগণ, ফিনল্যাণ্ডকে হারানোর প্রশ্নই ওঠে না কারণ বাস্তবিকপক্ষে এটা আমাদের কোনদিনই সম্পত্তি ছিল না। ফিনল্যাণ্ডকে জোর করে ধরে

রাখলে—তার অর্থ এই দাঁড়াত না যে ফিনল্যাণ্ডকে আমরা অর্জন করেছি।

আমরা এটা ভাল করে জানি যে, কীভাবে উইলহেল্‌ম জোর-জবরদস্তি করে দেশগুলি 'অধিকার' করে এবং এর দ্বারা জনগণের ও তাদের উৎপীড়কদের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে।

জাতিগুলির মধ্যে দীর্ঘ-প্রতিক্ষিত পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা—এই নিয়েই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নীতিগুলি, তার শ্লোগানগুলি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহ গঠিত—এবং কেবল এরই ভিত্তিতেই 'দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!' শ্লোগানটি কার্যকর হওয়া সম্ভব। এসব অনেক পুরানো কথা এবং তা সকলেরই জানা।

যদি আমরা কোন্‌ অবস্থার মধ্যে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতালাভ করেছে অনুধাবন করে থাকি, তাহলে দেখতে পাব যে, গণ-কমিশার পরিষদ প্রকৃতপক্ষে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ফিনল্যাণ্ডের জনগণকে নয়, ফিন্‌ সর্বহারাশ্রেণীর প্রতিনিধিকে নয়—ফিন্‌ বুর্জোয়াশ্রেণীকেই পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার দান করেছে—যারা এক অদ্ভুত অবস্থার সমবায়ে রুশ সমাজতন্ত্রীদের হাত থেকে ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। ফিন্‌ শ্রমিক ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের অবস্থা হল যে, ফিন্‌ বুর্জোয়াশ্রেণীর মাধ্যমে ছাড়া সরাসরিভাবে রুশ সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের উপায় তাদের নেই। ফিনল্যাণ্ডে সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে এটা ট্রাজেডি বলে ধরে নিয়েও আমরা এটা না বলে পারছি না যে, এটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র ফিন্‌ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দোদুল্যমান মনোভাব ও অর্থহীন ভীরুতার জন্যে—তাঁরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেবার এবং ফিন্‌ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে কোনপ্রকার বলিষ্ঠ কার্যক্রম অনুসরণ করেননি।

গণ-কমিশার পরিষদকে নিন্দা করা যেতে পারে, সমালোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু এ কথা কেউ জোর গলায় বলতে পারবে না যে, গণ-কমিশার পরিষদ তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না; কারণ পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে গণ-কমিশার পরিষদকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা থেকে বিরত করতে পারে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য ফিন্‌ বুর্জোয়াশ্রেণীর দাবিকে পূরণ করে এবং অবিলম্বে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত বিশেষ আদেশনামা জারী করে এটা আমরা প্রমাণ করেছি।

আশা করব, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভ ফিন্ শ্রমিক ও কৃষকের মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে এবং আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রীর দৃঢ় ভিত্তি সৃষ্টি করবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২২২

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৭

'তুর্কী-আর্মেনিয়া'

আমার বিশ্বাস, তথাকথিত 'তুর্কী-আর্মেনিয়া' হচ্ছে একমাত্র দেশ যেটা রাশিয়া 'যুদ্ধ জয়ের অধিকারে' দখল করেছিল। এটা সেই 'এক টুকরো স্বর্গ' যা দীর্ঘদিন যাবৎ এবং (এখনো) পশ্চিমের ভুরিভোজী কূটনৈতিক ক্ষুধা ও প্রাচ্যের রক্তাক্ত প্রশাসনিক কসরৎ-এর লক্ষ্যবস্তু। একদিকে সংগঠিতভাবে ইহুদী নিধন ও আর্মেনীয়দের হত্যা, অপরদিকে নতুন করে গণহত্যা শুরু করার আবরণ হিসেবে, সমগ্র দেশের কূট-নীতিবিদদের 'মধ্যস্থতার' ভণ্ডামি—যার ফলশ্রুতি হচ্ছে রক্তসিক্ত, প্রতারিত, পদানত আর্মেনিয়া—'সভ্যতাগর্বী' শক্তিপুঞ্জের কূটনীতিক 'হস্তশিল্পের' নমুনা এই 'চিরাচরিত' চিত্রের সঙ্গে কে পরিচিত নয়?

আর্মেনিয়ার সন্তানেরা—তারা তাদের দেশের বীরযোদ্ধা, কোনমতেই তারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ নয়, তারা সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক হাঙ্গরদের দ্বারা বারবার প্রতারিত হয়েছে—আজ তারা না বুঝে পারে না যে, পুরানো কূটনৈতিক চক্রান্তের পথ আর্মেনিয়ার মুক্তির পথ নয়। এই কথাটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, রাশিয়ায় অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমিক-বিপ্লবের পথই নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ। এটা এখন পরিষ্কার যে, রাশিয়ার জনগণের ভবিষ্যৎ, বিশেষ করে আর্মেনীয় জনগণের ভবিষ্যৎ, অক্টোবর বিপ্লবের ভবিষ্যতের সাথে জড়িত। অক্টোবর বিপ্লব জাতীয় নিপীড়নের শৃংখল চূর্ণ করেছে। জারের যে গোপন চুক্তিগুলো মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, সেগুলোকে অক্টোবর বিপ্লব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই বিপ্লব, কেবলমাত্র এই বিপ্লবই, পারে রাশিয়ার সমস্ত জাতির জনগণকে মুক্তি দিতে।

এই বিবেচনাগুলি অনুসরণ করে গণ-কমিশার পরিষদ 'তুর্কী-আর্মেনিয়াকে' অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান করে এক বিশেষ আদেশনামা জারী করার সিদ্ধান্ত করেছে। এটা করা দরকার, বিশেষ করে আজ যখন জার্মান ও তুর্কী সরকার, তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বভাবানুযায়ী, অধিকৃত দেশগুলোর উপর তাদের দখল জোর করে কায়েম রাখার অভিসন্ধি গোপন করছে না। এটা রুশ দেশের মানুষরা জানুক যে, দেশ জয়ের প্রচেষ্টা রুশ-বিপ্লব ও রুশ সরকারের

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এটা প্রত্যেকে জানুক যে, গণ-কমিশার পরিষদ নিপীড়িত মানুষের পূর্ণ মুক্তি সাধনের দ্বারা জাতি নিপীড়নের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মোকাবিলা করতে চায়।

প্রাভদা, সংখ্যা ২২৭
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৭

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

আর. এস. ডি. এল. পি (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় জার্মানীর সাথে শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন সম্পর্কে বক্তৃতা

১১ই জানুয়ারি, ১৯১৮

(সভার সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী)

কমরেড **স্তালিন** মনে করেন যে, যদি আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের শ্লোগানকে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদে পা দেব। ট্রট্স্কির যুক্তি কোন যুক্তিই নয়। পশ্চিমে কোনপ্রকার বিপ্লবী তৎপরতা নেই—বিপ্লবী তৎপরতার কোন প্রমাণ নেই। এটা শুধু সম্ভাব্যতার স্তরেই রয়েছে এবং আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার উপরেই নির্ভর করা চলে না। যদি জার্মানরা অগ্রসর হয়, তাহলে আমাদের ঘরের প্রতি-বিপ্লবীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে। জার্মানী অগ্রসর হতে সক্ষম, কারণ তার নিজস্ব কর্নিলভ সৈন্যদল—তার 'রক্ষীবাহিনী' রয়েছে। গত অক্টোবর মাসে আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের কথা বলেছিলাম; কারণ তখন আমাদের বলা হয়েছিল যে 'শান্তি' কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথেই পশ্চিমে বিপ্লব শুরু হবে। কিন্তু সেটা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। আমাদের সমাজতান্ত্রিক সংস্কারগুলো পশ্চিমী দেশগুলিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে—কিন্তু সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সময়ের প্রয়োজন। যদি আমরা ট্রট্স্কির নীতিকে গ্রহণ করি, তাহলে সেটা পশ্চিমে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত-রকমের খারাপ অবস্থা সৃষ্টি করবে। অতএব, কমরেড স্তালিন জার্মানদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য লেনিনের প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন।

আর. এস. ডি. এল. পি (বি)-র কেন্দ্রীয়
কমিটির কার্য-বিবরণীতে প্রথম প্রকাশিত
আগস্ট ১৯১৭-ফেব্রুয়ারি ১৯১৮
মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯

কিয়েভের বুর্জোয়া রাদা

'রাদা এবং গণ-কমিশার পরিষদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে' বলে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো অবিরামভাবে গুজব ছড়াচ্ছে। প্রতিবিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এই গুজবগুলো অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ছড়ানো হচ্ছে এবং এসবের 'বিশেষ' গুরুত্বের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে, আমাদের কমরেডদের অনেকেই কিয়েভ-রাদার সাথে আলোচনা সম্পর্কীয় গালগল্প বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত এবং অনেকে এসব সত্য কিনা জানতে চেয়ে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন।

আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি :

(১) গণ-কমিশার পরিষদ, কিয়েভ-রাদার সাথে কোন আলোচনা চালাচ্ছেন না এবং চালাবার ইচ্ছেও তাঁদের নেই।

(২) কালেদিনের সঙ্গে কিয়েভ-রাদা সুনিশ্চিতভাবেই নিজেকে জড়িত করেছে এবং রাশিয়ার জনগণের পেছনে তারা অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আলোচনা চালাচ্ছে—ইউক্রেনের সোভিয়েতের পূর্ণ জয়লাভ না ঘটা পর্যন্ত এহেন রাদার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম চালানো ছাড়া গণ-কমিশার পরিষদের আর গত্যন্তর নেই।

(৩) কিয়েভের বুর্জোয়া রাদার আমূল উচ্ছেদ সাধন ও সেই স্থলে অন্য এক রাদার, সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রী রাদার প্রতিষ্ঠার—যার অংকুর খারকভে দেখা দিয়েছে—দ্বারাই কেবলমাত্র ইউক্রেনে শান্তি ও নিরাপদ আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯
১৩ই জানুয়ারি, ১৯১৮

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক সোভিয়েতের প্রতিনিধিবর্গের তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী

১০-১৮ই জানুয়ারি, ১৯১৮[৫]

১। জাতি-সমস্যার উপর রিপোর্ট

১৫ই জানুয়ারি

(সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট)

বক্তার মতে, যে সমস্ত সমস্যা আজ রাশিয়াকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে, তার মধ্যে জাতি-সমস্যা অন্যতম। সমস্যাটার গুরুত্ব এ কারণে আরও বেড়েছে যে, সংখ্যায় গ্রেট রাশিয়ানরা কখনো রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল না এবং তারা, সীমান্ত অঞ্চলবাসী অন্যান্য 'সার্বভৌম অধিকারহীন' জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

জার সরকার জাতি-সমস্যার গুরুত্ব বুঝেছিল এবং চণ্ডনীতির সাহায্যে জাতিগুলির ব্যাপার মোকাবিলা করার চেষ্টা করত। জার সরকার সীমান্ত-বাসী জনগণের ক্ষেত্রে বলপূর্বক রুশীকরণের নীতি প্রয়োগ করেছিল এবং তার পন্থা ছিল মাতৃভাষা নিষিদ্ধকরণ, গণহত্যা ও অন্যান্য ধরনের উৎপীড়ন।

কেরেনস্কির কোয়ালিশন সরকার জাতিগত বৈষম্য রদ করেছিল, কিন্তু তার শ্রেণী-চরিত্রের দরুন জাতি-সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান করতে এই সরকার ছিল অক্ষম। বিপ্লবের গোড়ার যুগের সরকার যে জাতিগুলির সম্পূর্ণভাবে মুক্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণই করেনি তাই নয়, পরন্তু বহুক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন দমন করার জন্য উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেও দ্বিধা করেনি, যেমন ইউক্রেন ও ফিনল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে।

কেবলমাত্র সোভিয়েত সরকারই সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, এমনকি রাশিয়া থেকেও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার, প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। কতকগুলো জাতির অন্তর্গত জাতীয় গোষ্ঠীর চেয়েও এ বিষয়ে নতুন সরকার বেশি আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী বলে পরিচয় দিয়েছে।

তৎসত্ত্বেও সীমান্ত অঞ্চলগুলি ও গণ-কমিশার পরিষদের মধ্যে এক ধারা-বাহিক বিরোধের উদ্ভব ঘটেছিল। বিরোধগুলো জাতি-সমস্যাকে কেন্দ্র করে

নয়, ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়েই দেখা দেয়। বক্তা কতকগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখালেন যে, কিভাবে সীমান্ত অঞ্চলে বিত্তবানশ্রেণীর ওপরতলার অংশগুলিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে গঠিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো তাদের জাতি-সমস্যার মীমাংসার নামে সোভিয়েত এবং অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর চেষ্টা করেছিল। সীমান্ত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের মধ্যে এই লড়াইগুলির মূল কারণ ছিল ক্ষমতার প্রশ্নে নিহিত। যদি এই অঞ্চল বা ওই অঞ্চলের বুর্জোয়াগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা এইসব লড়াইকে জাতিগত ছাপ মেরে দিয়ে থাকে—সেটা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক বলেই দিয়েছে, কারণ, তাদের নিজেদের অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই জাতিসত্তার আবরণের আড়ালে লুকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

উদাহরণস্বরূপ, বক্তা রাদার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন এবং সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছিলেন যে, কীভাবে ইউক্রেনের বুর্জোয়া জাতিদম্ভী ব্যক্তিরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীস্বার্থে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতিকে ব্যবহার করেছে।

এইসব আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে, বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নয়, শ্রমজীবী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের অন্যতম উপায় হওয়া উচিত এবং সমাজতন্ত্রী নীতিসমূহের অধীন হওয়া উচিত।

রুশ প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রশ্নে, বক্তা বলেন, সোভিয়েত ফেডারেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হবে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস। কংগ্রেসের অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির উপর ন্যস্ত করা হবে।

২। রুশ প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের উপর খসড়া প্রস্তাব

(১) রুশ সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রুশ জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিলনের ভিত্তিতে এই সমস্ত জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্ররূপে গঠিত হবে।

(২) এই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হবে নিখিল রুশ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক সোভিয়েতের প্রতিনিধিবর্গের কংগ্রেস, যার অধিবেশন অন্যূন তিনমাস অন্তর ডাকা হবে।

(৩) নিখিল রুশ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক সোভিয়েতের প্রতিনিধিবর্গের কংগ্রেস একটি নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত করবে। কংগ্রেসের অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হবে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অর্থাৎ গণ-কমিশার পরিষদ নির্বাচিত হবে—এগুলি অংশতঃ বা সমগ্রতঃ নিখিল রুশ সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস অথবা নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির দ্বারা পরিবর্তনীয়।

(৫) আঞ্চলিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি, যাদের প্রত্যেকেই তার বিশিষ্ট জীবনযাত্রার ধরন ও বিশিষ্ট জাতি গঠন প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন, তাদের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারে অংশগ্রহণের পদ্ধতি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের কার্যক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারিত হবে আঞ্চলিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই, নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ও ঐসব প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির দ্বারা।

৩। জাতি-সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্টের উপর আলোচনার জবাবে

১৫ই জানুয়ারি

(সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট)

কমরেড **স্তালিন**, রুশ প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের উপর আনীত প্রস্তাবের উপর আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটান।

প্রস্তাবটিকে আইন হিসেবে হাজির করা উদ্দেশ্য ছিল না, প্রস্তাবে রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সংবিধানের সাধারণ নীতিসমূহের রূপরেখা মাত্র হাজির করা হয়েছে—এই বিষয়ের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

যতদিন না দুই রাজনৈতিক ঝোঁকের মধ্যে—একদিকে জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লব ও অপরদিকে সোভিয়েত শক্তি—লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সম্বলিত পূর্ণাংগ সংবিধান রচনার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রস্তাবের মধ্যে সংবিধানের শুধু কতকগুলো সাধারণ নীতি হাজির করা হয়েছে। এসব আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির কাছে পেশ করা হবে ও চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য সোভিয়েতসমূহের আগামী কংগ্রেসের সামনে রাখা হবে।

বুর্জোয়া রাদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সোভিয়েত সরকার মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার পরিচয় দিচ্ছে—এই সমালোচনার জবাবে কমরেড **স্তালিন** দেখিয়ে দেন যে, আসলে এটা জাতীয় গণতান্ত্রিক আবরণে সজ্জিত বুর্জোয়া প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই।

কমরেড **স্তালিন** জোরের সঙ্গে বলেন যে, রাদার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা (ভিন্নিচেংকোর মতো) গণতন্ত্রের পতাকা ব্যবহার করছে বলে, তাদের অনুসৃত নীতিও যে আসলে গণতান্ত্রিক হবে, এ গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।

কথা দিয়ে নয়—তার কাজ দিয়েই আমরা রাদাকে বিচার করি।

রাদার 'সমাজতন্ত্রীরা' কীভাবে তাদের সমাজতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছে?

তাদের 'ইউনিভার্সাল'[৬] পত্রিকায় তারা জনগণের কাছে জমি হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করে, কিন্তু, কার্যতঃ তাদের যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে তারা জমিদারের জমির একাংশ অলংঘনীয় ও জনগণের কাছে হস্তান্তরযোগ্য নয় এই ঘোষণা করে জমি হস্তান্তর সীমাকে সংকুচিত করে রাখতে চাইছে।

তারা সোভিয়েতগুলির প্রতি আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে মরীয়া হয়ে লড়াই চালাচ্ছে।—তারা সোভিয়েত সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ও সোভিয়েত কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করে সোভিয়েতগুলির অব্যাহত অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব করে তুলেছে।

তারা বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে, কিন্তু কার্যতঃ তারা বিপ্লবের ঘোরতর শত্রু বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করেছে।

ডনের লড়াই-এ তারা নিজেদের নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু কার্যতঃ তারা জেনারেল কালেদিনকে সরাসরি ও সক্রিয় সাহায্য করছিল, সোভিয়েত সৈন্যদের গুলি করে মারার কাজে তাকে তারা সাহায্য করেছিল ও উত্তরাঞ্চলে শস্য সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এসব তথ্য সাধারণভাবে জানা ছিল, এবং রাদার চরিত্র যে আসলে বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লবী—এটাও ছিল সব সন্দেহের অতীত।

সুতরাং, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের কোন্ লড়াইয়ের কথা মার্তভ এখানে উল্লেখ করছিলেন ?

দক্ষিণপন্থী বক্তারা, বিশেষ করে মার্তভ, স্পষ্টতঃ রাদার কার্যকলাপের প্রশংসা ও সমর্থন করেছেন ; কারণ রাদার নীতির মধ্যে তাঁরা নিজেদের নীতির প্রতিফলন দেখেছেন। আপোষপন্থী মহাশয়দের দৃষ্টিতে রাদা—যেটা তাদের অতি প্রিয় সব শ্রেণীর প্রতিনিধি—সংবিধান পরিষদের আদি রূপ। এতে সন্দেহ নেই যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিদের বক্তৃতা শুনে রাদা তাদের অবিরাম তারিফ জানাবে। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', প্রবাদটির নিতান্ত অকারণেই এই উক্তি করেননি। (**হাস্য এবং হর্ষধ্বনি**)

এরপর বক্তা ককেশাসের আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ করে দেখান যে ককেশাসের কমিশারিয়েট[৭] কি রকম সুস্পষ্টভাবে ককেশীয় সোভিয়েত সংগঠনগুলি এবং সেনা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মারমুখী নীতি অনুসরণ করছে এবং একই সঙ্গে কিভাবে তারা ককেশাসের প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনের বীর জেনারেল প্রঝেভাল্স্কির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

এসব থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে এখনো তথাকথিত গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে—যেটা কার্যতঃ সীমান্ত অঞ্চলে কোয়ালিশন, আপোষ-পন্থী সরকার গড়ে তোলার মনোভাবের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার, মেহনতী মানুষের সোভিয়েতগুলির, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধি-বর্গের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার মনোভাবের মধ্যে লড়াই।

এই হচ্ছে গণ-কমিশার পরিষদ এবং সীমান্ত অঞ্চলের বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী সরকারগুলোর মধ্যে যে লড়াইগুলি ঘটছিল তার আসল প্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এই সমস্ত সরকার জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য লড়াই করছে বলে যে দাবি করছিল সেটা আসলে শ্রম-জীবী মানুষের বিরুদ্ধে তাদের জেহাদকে ঢাকা দেওয়ার ভণ্ড আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। (**তুমুল হর্ষধ্বনি**)

রুশ সীমান্ত অঞ্চলের জন্য সর্বহারার হাতে ক্ষমতা দাবি করে, কুর্ল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ড ইত্যাদির বেলায় শুধুমাত্র গণভোট—ট্রট্স্কি ব্রেস্ট-লিতভস্কের ক্ষেত্রে যা সমর্থন করেছিল—তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এই পরস্পর বিরোধিতার জন্য সোভিয়েত সরকারকে দায়ী করে যে সমালোচনা মার্তভ

করেন তার উত্তরে কমরেড **স্তালিন** বলেন, পশ্চিমাঞ্চলে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার দাবি তোলা একেবারেই যুক্তিহীন হবে, যখন পশ্চিমাঞ্চলে কোন সোভিয়েতের অস্তিত্ব নেই ও সেখানে এখনো পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেনি।

বক্তা মন্তব্য করেন, 'যদি আমরা মার্তভের ব্যবস্থপত্র অনুসারে চলতাম, তাহলে যেসব জায়গায় এখনো সোভিয়েতের অস্তিত্ব নেই, এমনকি সেইদিকে পৌঁছানোর রাস্তাও তৈরী হয়নি, সেসব জায়গায় আমাদের সোভিয়েত আবিষ্কার করতে হতো। এরূপ অবস্থায় সোভিয়েতের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা চরম অবাস্তবতা।'

পরিশেষে, বক্তা আবার গণতন্ত্র সম্পর্কে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেক্ষেত্রে বামপন্থীরা চাইছে নীচের শ্রেণীর মানুষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যা-গুরুর ক্ষমতা কায়েম করতে, সেক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থীরা অতীতের স্তরে, আবার বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারীবাদের স্তরে ফিরে যাবার সুপারিশ করছে। ফ্রান্স ও আমেরিকার পার্লামেণ্টারীবাদের অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণ করেছে যে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে সৃষ্ট আপাতঃদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক সরকার আসলে অর্থ-পুঁজির সাথে কোয়ালিশন ছাড়া আর কিছুই নয়—যা প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত এবং যা প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিকূল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দেশ ফ্রান্সে, পার্লামেণ্টের সদস্যরা সমগ্র জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্ লিয় থেকে মন্ত্রীদের সরবরাহ করা হয়। আমেরিকায় সার্বজনীন ভোটাধিকার বর্তমান, কিন্তু রকফেলারের মতো ধনকুবের প্রতিনিধিরা শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত।

বক্তা প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী সত্য নয়?' 'হ্যাঁ, আমরা সত্যই বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থাকে কবর দিয়েছি এবং বৃথাই মার্তভেরা আমাদের বিপ্লবের মার্তভস্কি যুগে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন। (**হাস্য ও হর্ষধ্বনি**।) আমরা শ্রমিকের প্রতিনিধিরা চাই যে জনগণ ভোট তো দেবেই, উপরন্তু তারা রাজত্ব চালাক। যারা শুধু ভোট দেয় ও নির্বাচিত করে তারা শাসন করে না—যারা রাজত্ব চালায় তারাই শাসন চালায়।' (**তুমুল হর্ষধ্বনি**)

প্রাভদা, সংখ্যা ১২ ও ১৩
১৭ ও ১৮ই জানুয়ারি, ১৯১৮

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বি) পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটির কাছে টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা

পেত্রোগ্রাদ কমিটির কার্যনির্বাহী কমিশন ও বলশেভিক পার্টির সমস্ত জেলা কমিটিগুলিকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, তারা এক মুহূর্তও দেরী না করে সমস্ত শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করুক, আর আজ সন্ধ্যায় পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহস্র সহস্র শ্রমিককে সমবেত করে এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পেত্রোগ্রাদের বাইরে পরিখা খোঁড়ার কাজে নির্ব্যতিরেকে সমস্ত বুর্জোয়াদের নিযুক্ত করুক। এখন, বিপ্লব যখন বিপন্ন, তখন এই পথে বিপ্লবকে বাঁচানো যেতে পারে। কোন্ লাইন ধরে পরিখা খোঁড়া হবে তা সামরিকবাহিনী দেখিয়ে দেবে। আপনাদের হাতিয়ার তৈরী রাখুন এবং প্রধানতঃ প্রত্যেকটি মানুষকে সংগঠিত ও জড়ো করুন।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

এই প্রথম প্রকাশিত

লেনিন
স্তালিন

ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গণ-সম্পাদক সংসদের[৮] নিকট প্রেরিত তারবার্তা

পাঁচদিন আগে জেনারেল হফ্‌ম্যান ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে[৯] এবং তার দু'দিন পর তিনি যুদ্ধ শুরু করে দেন। শান্তি-আলোচনা পুনরায় শুরু করার ইচ্ছা জানিয়ে গণ-কমিশার পরিষদ যে বার্তা পাঠান, তার উত্তর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। স্পষ্টতঃ, জার্মান সরকারের জবাব দেবার তাড়া নেই কারণ তাদের উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে যতটা পারা যায় ততটা লুটপাট চালানো এবং তারপর শান্তি-আলোচনায় বসা। দ্‌ভিনস্ক, রভ্‌নো, মিনস্ক, ভলমার ও গাপসাল অধিকার করে জার্মানরা পেত্রোগ্রাদ ও কিয়েভের দিকে এগিয়ে আসছে। স্পষ্টতঃ, জয়লাভই শুধু এই অভিযানের উদ্দেশ্য নয়, এর প্রধান লক্ষ্য, বিপ্লব ও বিপ্লবের সুফলগুলিকে চূর্ণ করা।

গণ-কমিশার পরিষদ পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ এবং বুর্জোয়াদেরও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি শেষোক্তরা পরিখা খুঁড়তে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে পরিখা খুঁড়তে বাধ্য করা হবে। আপনারা যারা কিয়েভে রয়েছেন, আপনাদের উচিত এক মুহূর্তও দেরী না করে কিয়েভ থেকে পশ্চিমের দিকে অনুরূপ প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রতিটি সুস্থ ও সক্ষম মানুষকে সমবেত করা, কামানবহর বসানো, পরিখা খোঁড়া, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে পরিখা খোঁড়ার কাজে বুর্জোয়াদের জোর করে নিযুক্ত করা, অবরোধ জারী করা এবং কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা—এটাই হচ্ছে কমরেডের সাধারণ অভিমত। পেত্রোগ্রাদ ও কিয়েভকে রক্ষা করা এবং যে-কোন মূল্যে জার্মান সৈন্যদলকে প্রতিহত করা—এটাই হচ্ছে সাধারণ লক্ষ্য।

আপনারা যা ভাবছেন পরিস্থিতি তার চেয়েও গুরুতর। এ বিষয়ে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, জার্মান দস্যুরা পেত্রোগ্রাদ থেকে কিয়েভ পর্যন্ত অঞ্চলকে তাদের বিহারভূমিতে পরিণত করতে চায় এবং এই দুই

রাজধানীতে—অন্য কোথাও নয়—বসে তারা শান্তি-আলোচনা শুরু করতে চায়। আমার মনে হয়, আপনারা, পুরানো রাদা ও জার্মানদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি[10] এখনো বাতিল করেননি। যদি তাই হয়, আমরা মনে করি ওটা করার জন্য বিশেষ তাড়াহুড়ো আপনারা করবেন না।

আবার বলছি: একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না, বৃথা বাক্যব্যয় না করে কাজে লেগে যান এবং সকলকে দেখান যে, সোভিয়েত সরকার আত্মরক্ষা করতে সক্ষম।

আমাদের সমস্ত ভরসা শ্রমিকদের ওপর, কারণ তথাকথিত সৈন্যবাহিনী—যাদের ভেঙে দেওয়া হচ্ছে—তারা প্রমাণ করেছে যে, তারা কেবল ভয় পেতে আর পালাতে সক্ষম।

আশু জবাবের প্রতীক্ষা করছি।

পেত্রোগ্রাদ, গণ-কমিশার পরিষদের পক্ষে
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ জে. স্তালিন

'১৯১৮ সালে ইউক্রেনে জার্মান আক্রমণকারীদের
পরাজয়' শীর্ষক দলিলে প্রথম প্রকাশিত
গসপলিতিজদাৎ, ১৯৪২

ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গণ-সম্পাদক সংসদের কাছে তারবার্তায় সরাসরিভাবে প্রেরিত নোট

গণ-কমিশার পরিষদের পক্ষে গণ কমিশনার **স্তালিনের** কাছ থেকে।

গত পরশু, ২২শে ফেব্রুয়ারি, আমরা জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে শান্তি-চুক্তির শর্তাবলী পেয়েছি। শর্তগুলো অত্যন্ত কঠোর, হিংস্র বলাই ভাল, এবং জার্মানরা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওগুলো মেনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। ইতোমধ্যে জার্মানবাহিনী রেভেল এবং পস্কভের দিকে এগিয়ে আসছে ও পেত্রোগ্রাদকে বিপন্ন করছে এবং আমাদের সৈন্যরা স্পষ্টতঃই প্রতিরোধ করতে অক্ষম। আমি জানি না সন্ধির শর্তগুলি সম্বন্ধে আপনারা জানেন কিনা। আমরা বেতারের মাধ্যমে শর্তগুলি প্রচার করেছিলাম। প্রধান পয়েন্টগুলি এখানে দেওয়া হল।

'চতুর্থ ধারা। ইউক্রেনীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে রাশিয়াকে অবিলম্বে শান্তি স্থাপন করতে হবে। ইউক্রেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে রুশ সৈন্য ও রেড-গার্ডদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।' 'কৃষ্ণসাগর ইত্যাদি থেকে রুশ যুদ্ধ-জাহাজকে অবিলম্বে সরিয়ে নিয়ে রুশ পোতাশ্রয়ে রেখে দিতে হবে এবং যতদিন না চূড়ান্তভাবে শান্তি স্থাপিত হচ্ছে ততদিন জাহাজগুলি সেখানে থাকবে অথবা জাহাজগুলিকে নিরস্ত্র করতে হবে।' 'যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল সেই আশা অনুযায়ী কৃষ্ণসাগর ও অন্যান্য সমুদ্রে বাণিজ্য-জাহাজের চলাচল পুনরায় শুরু করা হবে। মাইন অপসারণের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে।'

'তৃতীয় ধারা। লিভোনিয়া ও এস্টল্যাণ্ড থেকে রুশ সৈন্য রেডগার্ডদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হবে, যতদিন না ঐসব অঞ্চলে জন-নিরাপত্তা ও শৃংখলা সুনিশ্চিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ঐসব অঞ্চল জার্মান পুলিশের দখলে থাকবে। রাজনৈতিক কারণে ধৃত সমস্ত নাগরিকদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।'

'পঞ্চম ধারা। রাশিয়া তুরস্ককে তার পূর্ব আনাতোলিয়ান প্রদেশগুলো নিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করবে এবং তুরস্কের আত্মসমর্পণ বাতিল বলে স্বীকার করবে।'

পরবর্তী ধারাগুলো বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে, পূর্ববর্তী রাদার সাথে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সম্পাদিত চুক্তির মতো—যেগুলির সাথে আপনারা পরিচিত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, চুক্তির শর্তগুলি অবিশ্বাস্য রকমের হিংস্র। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইউক্রেন সংক্রান্ত চুক্তির অর্থ ভিন্নিচেংকো সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, এই সরকারের নিজস্ব কোন মূল্য জার্মানদের কাছে নেই, কিন্তু অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে সম্পাদিত পূর্ববর্তী রাদার চুক্তিকে মেনে নেবার জন্য এই ধারা আপনাদের উপর পরিষ্কার চাপ—কারণ জার্মানরা যা চায় সেটা হচ্ছে শস্য ও আকরিক ধাতুর সাথে শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়—ভিন্নিচেংকো নয়।

জার্মানদের অগ্রগতি ও আমাদের সৈন্যদের পলায়নের ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তার সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে এই: আমাদের ঘরের সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছেদ করার পর, পশ্চিমের বিপ্লবী আন্দোলনের মন্থরতার ও আমাদের সৈন্যবাহিনীর অনিশ্চিত অবস্থা এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের অপরিমেয় লোভের ফলে আমরা সাময়িকভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে গিয়ে পড়েছি। এই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালানোর জন্য সমস্ত শক্তি সংহত করতে হবে এই আশা নিয়ে যে পশ্চিমে বিপ্লবী শক্তির জোয়ার আমাদের মতে অনিবার্যভাবে বইবে। আমাদের শক্তিসমূহ সমবেত করার জন্য স্বল্পতম কিছু অবকাশ চাই, এবং এই অবকাশ এমনকি এই হিংস্র শান্তি দিতে পারে। কোন অবস্থাতেই আমরা মিথ্যা আশা পোষণ করব না। বাস্তব ঘটনার দিকে তাকিয়ে দেখার সাহস আমাদের থাকা চাই এবং আমরা নিশ্চয় স্বীকার করব যে আমরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে গিয়ে পড়েছি। এইসব বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে গতকাল রাত্রি তিনটেয় নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ঐ সমস্ত হিংস্র শর্ত মেনে নিয়ে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গণ-কমিশার পরিষদকে ব্রেস্টে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের নির্দেশ দেয়—যে কাজ আজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, কেবলমাত্র এই উপায়ে সোভিয়েত শাসনকে বাঁচানো যেতে পারে। ইতোমধ্যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ চালানোর জন্য তৈরী হতে হবে এবং পুরোপুরি তৈরী হতে হবে।

আমরা সকলে এ বিষয়ে একমত যে, আপনাদের গণ-সম্পাদক সংসদের পক্ষ থেকে ব্রেস্টে নিজস্ব প্রতিনিধিদল পাঠানো উচিত এবং সেই প্রতিনিধিদল সেখানে ঘোষণা করবেন যে, অষ্ট্রীয়রা ও জার্মানরা যদি ভিন্নিচেংকোর

অনিষ্টকর অভিযানকে সমর্থন না করে, তাহলে পূর্বতন কিয়েভ-রাদা কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির প্রধান শর্তগুলি মেনে নিতে গণ-সম্পাদক সংসদ কোন আপত্তি করবে না। আপনাদের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ, প্রথমতঃ উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের সোভিয়েতের মধ্যে আদর্শগত ও রাজনৈতিক সৌভ্রাত্র্যের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং দ্বিতীয়তঃ ইউক্রেনের সোভিয়েত শাসনকে রক্ষা করবে—যে সোভিয়েত শাসন হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের একটি বিরাট সম্পদ। আমরা চাই আপনারা আমাদের বুঝুন এবং এই দুর্ভাগ্যজনক শান্তি-চুক্তির প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের সাথে একমত হোন।

দুটো প্রশ্নে আমি আপনাদের আশু উত্তরের অপেক্ষা করছি। আপনারা আপনাদের প্রতিনিধিদলকে জার্মানদের সাথে যৌথ আলোচনার জন্য পেত্রো-গ্রাদে, অথবা আরও সহজভাবে বললে ব্রেস্টে পাঠাচ্ছেন কিনা?—এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ, আপনারা ভিন্নিচেংকো ও তার দলবলকে বাদ দিয়ে ভিন্নিচেংকো চুক্তি গ্রহণ করার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত কিনা? আমি যাতে আপনাদের পরিচয়পত্রাদি তৈরী করতে পারি ও আপনাদের ব্রেস্টে যাবার ব্যবস্থা করতে পারি সেইজন্যে এই প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

পেত্রোগাদ,
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

এই প্রথম প্রকাশিত

ইউক্রেনীয় গ্রন্থি

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে, জার্মানির সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গণ-সম্পাদক সংসদ জার্মান জোটের সাথে পূর্বতন কিয়েভ-রাদার সম্পাদিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত—এই ঘোষণা সহ একটি প্রতিনিধিদল ব্রেস্টে প্রেরণ করেন।

ব্রেস্টের জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধি, কুখ্যাত হফ্‌ম্যান গণ-সম্পাদক সংসদের প্রতিনিধিদলকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে এবং ঘোষণা করে যে, শেষোক্তদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না।

একই সঙ্গে, জার্মান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান ঝটিকা বাহিনী, পেৎলুরা-ভিন্নিচেংকো হেদাম্যাক্ সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে ইউক্রেনের উপর আক্রমণ শুরু করে।

সোভিয়েত ইউক্রেনের সাথে শান্তি নয়, যুদ্ধ—এটাই হল হফ্‌ম্যানের জবাবের অর্থ।

পূর্বতন কিয়েভ-রাদার সই করা চুক্তি অনুযায়ী, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে ইউক্রেনের জার্মানিকে তিন কোটি পুড শস্যের যোগান দেবার কথা ছিল। 'ঢালাওভাবে আকরিক ধাতু রপ্তানি করার' যে দাবি জার্মানরা করেছিল সে সম্পর্কে আমরা কিছু বলছি না।

সোভিয়েত ইউক্রেনের গণ-সম্পাদক সংসদ সন্ধির এই শর্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে অবহিত ছিল এবং যখন ভিন্নিচেংকো শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সরকারী-ভাবে রাজী হলেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই জানতেন তারা কি করছেন।

তৎসত্ত্বেও, জার্মান সরকারের প্রতিনিধি, হফ্‌ম্যান, যে গণ-সম্পাদক সংসদকে ইউক্রেনের গ্রাম ও শহরের সমস্ত সোভিয়েতগুলি স্বীকার করে সেই গণ-সম্পাদক সংসদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনায় বসতে অস্বীকার করল। যে গণ-সম্পাদক সংসদ ইউক্রেনের মানুষের দ্বারা স্বীকৃত এবং 'প্রয়োজনীয় পরিমাণ' শস্যের যোগান দিতে সক্ষম, সেই গণ-সম্পাদক সংসদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তির

পরিবর্তে মড়াদের সঙ্গে মৈত্রীকে, পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত কিয়েভ-রাদার সঙ্গে মৈত্রীকে অধিকতর কাম্য মনে করল।

এর অর্থ হচ্ছে অস্ট্রো-জার্মান আক্রমণের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শস্য সংগ্রহ নয়—তাছাড়া এবং প্রধান উদ্দেশ্য ইউক্রেনে সোভিয়েত শক্তিকে উৎখাত করা এবং পুরানো বুর্জোয়া রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এর অর্থ হচ্ছে, জার্মানরা যে শুধু ইউক্রেন থেকে লক্ষ লক্ষ পুড শস্য বার করে নিয়ে যেতে চায়, তা নয়, তারা আরও যা চাইছে, তা হল ইউক্রেনীয় শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে তাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়ে সেই ক্ষমতা জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে।

অস্ট্রীয় ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বেয়নেটের সাহায্যে একটা নতুন ও লজ্জাজনক শাসনের জোয়াল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে—যে জোয়াল তাতার শাসনের জোয়ালের চেয়ে অণুমাত্র ভাল নয়। এটাই পশ্চিমী আক্রমণের অর্থ।

মনে হয় এটা ইউক্রেনের জনসাধারণ বোঝে এবং তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কৃষক-লালফৌজ গঠন করা, শ্রমিক রেডগার্ডদের সমাবেশ, আতংকের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর 'সভ্য' ডাকাতদের সাথে কয়েকটি সফল খণ্ডযুদ্ধ, বাখমাচ, কেনোটপ, নেঝিন্ ও কিয়েভে প্রবেশ করার একটি রাস্তার পুনর্দখল, জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনার সঞ্চার—যে জনগণ যারা তাদের পদানত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হাজারে হাজারে মার্চ করে চলেছেন—এভাবে ইউক্রেনের জনগণ দস্যুদের হামলার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করছেন।

পশ্চিম থেকে অগ্রসরমান বিদেশী স্বৈরতন্ত্রের মোকাবিলা করার জন্য সোভিয়েত ইউক্রেন মুক্তির যুদ্ধ—**দেশরক্ষার** যুদ্ধ—চালাচ্ছে—এটাই ইউ-ক্রেনের ঘটনাবলীর অর্থ।

এর অর্থ হচ্ছে, এক পুড শস্য অথবা এক টুকরো ধাতু সংগ্রহ করতে হলে জার্মানদের ইউক্রেনের জনগণের সঙ্গে মরণপণ লড়াই চালাতে হবে।

এর অর্থ হচ্ছে যে, শস্য সংগ্রহ করতে হলে এবং পেৎলুরা ও ভিন্নিচেংকোকে গদীতে বসাতে হলে জার্মানদের আগে ইউক্রেনকে সরাসরিভাবে দখল করতে হবে।

যে 'আচমকা আঘাতে' জার্মানরা ভেবেছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারবে (শস্য সংগ্রহ করা ও সোভিয়েত ইউক্রেনকে চূর্ণ করা)—সেটা আজ দুই কোটি

ইউক্রেনবাসীর বিরুদ্ধে—যাদের জীবিকা ও স্বাধীনতাকে তারা কেড়ে নিতে চায়—যে বিদেশীরা তাদের পদানত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

এটা কি বলার প্রয়োজন আছে যে, ইউক্রেনীয় শ্রমিক ও কৃষকরা 'সভ্য' ডাকাতদের বিরুদ্ধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন?

এটা কি প্রমাণ করতে হবে যে, ইউক্রেনে যে **দেশরক্ষার** যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেই যুদ্ধে ইউক্রেনবাসীরা সবপ্রকার সাহায্যের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার উপর নির্ভর করতে পারেন?

আজ যদি পশ্চিমের নয়া স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় ও অবশেষে রাশিয়ার যা কিছু সৎ ও মহৎ তাকে রক্ষা করার যুদ্ধে পরিণত হয়, তখন কি হবে?

এবং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যদি জার্মান শ্রমিক ও সৈনিকরা উপলব্ধি করতে পারে যে, 'জার্মান পিতৃভূমিকে রক্ষা' করার উদ্দেশ্য নিয়ে জার্মান শাসকরা চলছে না—আসলে তাদের চালাচ্ছে অপরিমেয় ক্ষুধাসম্পন্ন স্ফীতোদর সাম্রাজ্যবাদী পশু—এ কথা উপলব্ধি করে তারা যদি উপযুক্ত বাস্তব সিদ্ধান্ত নেয়—তখন কি হবে?

এর থেকে এটা কি পরিষ্কার হচ্ছে না যে, আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল গ্রন্থি—একদিকে রুশদেশে উদ্ভূত শ্রমিক-বিপ্লবের গ্রন্থি ও অপরদিকে, পশ্চিম থেকে অগ্রসরমান প্রতিবিপ্লবের গ্রন্থি, ইউক্রেনে বাধা হচ্ছে?

স্ফীতোদর সাম্রাজ্যবাদী পশু সোভিয়েত ইউক্রেনে চরম সর্বনাশে পড়বে—এটাই ঘটনাপ্রবাহের অমোঘ পরিণতি হবে না কী?...

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৪৭
১৪ই মার্চ, ১৯১৮
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

একটি তাতার-বাশ্‌কির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র

সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসে রুশ প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর ইতোমধ্যেই দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিজ নিজ এলাকায় সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত সীমান্ত অঞ্চলগুলি খোলাখুলি ও সুনির্দিষ্টভাবে ফেডারেশনের বাস্তব রূপ সম্পর্কে নিজেদের কোন মতামত ব্যক্ত করেনি। ইউক্রেন আজ 'সভ্য' দস্যুদের দ্বারা নির্দয়ভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে এবং ক্রিমিয়া ও ডন অঞ্চল—যারা রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়েছে—এদের বাদ দিলে তাতার-বাশ্‌কিরিয়াই হচ্ছে একমাত্র অঞ্চল যার বিপ্লবী সংগঠনগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ফেডারেশন গঠনের এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করেছে। আমরা তাতার-বাশ্‌কির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠনের সেই সুস্পষ্ট সাধারণ নক্সার কথা উল্লেখ করছি যার কথা সবাই বলাবলি করছে এবং যে নক্সা তাতার ও বাশ্‌কিরদের অত্যন্ত প্রভাবশালী সোভিয়েত সংগঠনগুলি পরিমার্জিত করেছে।

তাতার-বাশ্‌কির বিপ্লবী জনতার অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্মতি রক্ষা করে এবং সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসে ঘোষিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের রুশ ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণ-কমিশার পরিষদের নির্দেশের অনুসরণ করে জাতি-সমস্যা সংক্রান্ত গণ-কমিশার পরিষদ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত তাতার-বাশ্‌কির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য নিম্নলিখিত খসড়া সংবিধি প্রণয়ন করেছে। তাতার-বাশ্‌কিরিয়ার সোভিয়েতগুলির যে সংবিধান মহাসভা আহূত হচ্ছে সেই সভার কাজ হবে সংবিধিকে আরও নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া এবং তার ধারা-উপধারাগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ও গণ-কমিশার পরিষদ এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিতে সম্মতি জানাবেন।

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৩
২৩শে মার্চ, ১৯১৮

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

সমাজতন্ত্রী মুখোসের আড়ালে
ট্রান্সককেশীয় প্রতিবিপ্লবীরা

রুশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ ট্রান্সককেশিয়া, নানা জাতির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের জন্য সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জর্জীয় এবং রুশ, আর্মানী এবং আজারবাইজান তাতার, তুর্কী এবং লেশ্‌ঘ্‌, ওস্‌সেত এবং আব্‌খাজ—ট্রান্সককেশিয়ার সাত কোটি অধিবাসীর জাতি-বৈচিত্র্যের এটা একটা নিতান্ত অসম্পূর্ণ চিত্র।

এই জাতিসত্তাগুলির একটিরও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট জাতীয় সীমানা নেই, কেবল শহরাঞ্চলে নয়, গ্রামেও তারা সকলে পরস্পরের মধ্যে মিশে ও ছড়িয়ে বাস করে। বস্তুতঃ এই কারণেই রাশিয়ার কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে ট্রান্সককেশিয়া জাতিসত্তার সর্বসাধারণের লড়াই তাদের নিজেদের মধ্যে যে তীব্র লড়াই তারা চালায় তার দ্বারা বারবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং তার ফলে শ্রেণী-সংগ্রামকে জাতীয় পতাকার শস্তা চটকের আবরণে ঢেকে রাখার 'সুবিধাজনক' সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ট্রান্সককেশিয়ার আর একটি এবং সমানভাবে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা। শিল্প ব্যাপারে বাকু হচ্ছে সমগ্র অঞ্চলের মরুদ্যান বিশেষ ও বিদেশী মূলধন বাকুর শক্তির প্রধান উৎস। সেই বাকুকে বাদ দিলে ট্রান্সককেশিয়া হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ, যার সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী পরিধিতে অল্পবিস্তর উন্নত বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রচলন আছে এবং যেখানে এখনো নির্ভেজাল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষগুলো শক্ত শেকড় গেড়ে রয়েছে। আজও পর্যন্ত তিফ্‌লিস, ইয়েলিজাভেৎপোল এবং বাকুর প্রদেশগুলিতে তাতার সামন্ত শাসনকর্তা ও জর্জীয় সামন্ত প্রভুরা গিজ্‌গিজ্‌ করছে—যারা বিরাট বিরাট খামারের মালিক এবং যাদের অধীনে রয়েছে সশস্ত্র বিশেষ রক্ষীদল এবং তারাই তাতার, আর্মানি ও জর্জীয় কৃষকদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বস্তুতঃ এই অবস্থা থেকে বোঝা যায় কেন কৃষকদের অসন্তোষ—জমির 'হাঙ্গামা'—তীব্র চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এখানেই আমাদের ট্রান্সককেশিয়াতে (বাকু ছাড়া) শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দুর্বলতা ও শিথিল অবস্থার কারণ

অন্বেষণ করতে হবে। এখানে শ্রমিক-আন্দোলন জমির 'হাঙ্গামার' আড়ালে প্রায়ই চাপা পড়ে গেছে। এসব কারণেই দেশে যে শ্রমিক ও কৃষক-বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠছে তার বিরুদ্ধে সম্পত্তিবান শ্রেণী ও তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রী' বুদ্ধিজীবীদের (যাদের অধিকাংশ অভিজাত বংশজাত) রাজনৈতিক মিলনের উর্বর ক্ষেত্র তৈরী করছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এই অঞ্চলের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অবস্থার কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করেনি। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ—সৈনিকেরা—তখনো যুদ্ধক্ষেত্রে। ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতার দরুন শ্রমিকরা শ্রেণী হিসেবে সামগ্রিকভাবে দুর্বল এবং শক্তিশালী ও সংগঠিত একটি বাহিনীরূপে তখনো গড়ে ওঠেনি। অতএব যে রাজনৈতিক অধিকারগুলি তারা অর্জন করেছে তাতেই তারা উল্লসিত এবং স্পষ্টতঃই আর বেশিদূর অগ্রসর হতে তারা রাজী ছিল না। সমস্ত ক্ষমতা সম্পত্তিবান শ্রেণীর হাতে রইল। রুশ-বিপ্লবের বুর্জোয়া চরিত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা শ্রমিক ও কৃষকদের চেতনাকে নিস্তেজ করে দেওয়ার ভার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক রণনীতি বিশারদদের হাতে সানন্দে ছেড়ে দিয়ে ঐ সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি শক্ত করে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে রইল ও সুসময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অক্টোবর বিপ্লব পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধন করল। এক আঘাতে অক্টোবর বিপ্লব সব সম্পর্কের ওলটপালট ঘটাল এবং শ্রমজীবী মানুষের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন তুলে ধরল। 'শ্রমিক ও কৃষকের হাতে ক্ষমতা চাই!' ধ্বনিটি বজ্রের মতো সারা দেশে নিনাদিত হল এবং সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করল। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে যখন এই ধ্বনি উচ্চারিত হল ও বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু করল, তখন ট্রান্সককেশিয়ার সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি পরিষ্কার-ভাবে বুঝল যে অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত শক্তি তাদের অনিবার্য সর্বনাশ ঘোষণা করছে। সুতরাং সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই তাদের জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এবং 'সমাজতন্ত্রী' মেনশেভিকগণ ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি বুদ্ধিজীবীরা ইতোমধ্যে ক্ষমতার আস্বাদ লাভ করেছিল। তারা ক্ষমতাচ্যুতির সম্ভাবনার সম্মুখীন এই কথা বিবেচনা করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্পত্তিবান শ্রেণীর দলে ভিড়ল।

এটাই হল ট্রান্সককেশিয়াতে সোভিয়েত বিরোধী জোটের উৎপত্তি।

ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ, যাতে স্থান পেয়েছে একদিকে খান-খোইয়িস্কি ও খাস্‌মামেদভ্‌-এর মতো তাতার শাসনকর্তারা এবং অপরদিকে জোর্দানিয়া ও গেগেচ্‌কোরির মতো জর্জীয় অভিজাত বুদ্ধিজীবী—এই সোভিয়েত বিরোধী জোটের জীবন্ত বিগ্রহ বিশেষ।

জর্জীয়, তাতার ও আর্মানি জাতিসত্তার অন্তর্গত শ্রেণীগুলির জোট গঠনের উদ্দেশ্যে 'জাতীয় পরিষদ' গঠিত হয়েছে। মেনশেভিক জোর্দানিয়া হচ্ছে এর পরিচালিকা শক্তি।

ট্রান্সককেশিয়ার প্রধান প্রধান জাতিসত্তাগুলির সম্পত্তিবান অংশগুলির জোট গঠনের উদ্দেশ্যে একটি ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ গঠিত হয়েছে। মেনশেভিক গেগেচ্‌কোরি তার নেতা।

সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে অঞ্চলের 'সমগ্র অধিবাসীদের' ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, ট্রান্সককেশীয় সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক, দাশ্‌নাক এবং সংবিধান-পরিষদের খান সদস্যদের নিয়ে একটি ট্রান্সককেশীয় বিধানসভা গঠিত হয়েছে। এর ভূষণ, অন্য অর্থে সভাপতি হচ্ছে মেনশেভিক ছ্‌খেইদ্‌যে।

এখানে আপনারা 'সমাজতন্ত্র' এবং 'জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ'—ছুটোই পাচ্ছেন এবং অধিকন্তু পাচ্ছেন এই পুরানো চটকদার বস্তুর চেয়ে আরও বাস্তব একটা জিনিস অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষকের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সম্পত্তিবানশ্রেণীর প্রকৃত একটি মৈত্রী।

কিন্তু চটক দিয়ে বেশিদিন টিঁকে থাকা যায় না। মৈত্রীর শর্ত হল 'কাজ'। এবং প্রকৃত বিপদের প্রথম সংকেতেই 'কাজের' আবির্ভাব হল। শান্তি-আলোচনা শুরু হওয়ার পর তুর্কী-ফ্রণ্ট থেকে বিপ্লবী সৈন্যদের প্রত্যা-বর্তনের ঘটনা উল্লেখ করছি। এই সৈন্যদের সোভিয়েত বিরোধী জোটের রাজধানী তিফ্‌লিসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। বলশেভিকদের হাতে থাকলে তারা ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের অস্তিত্বের পক্ষে একটা দারুণ ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারত। অত্যন্ত বাস্তব একটা বিপদ হয়ে উঠতে পারত। এবং এই বাস্তব বিপদের সামনে সমস্ত 'সমাজতন্ত্রী' চটককে বিসর্জন দিতে হল। প্রকট হয়ে উঠল জোটের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র। কমিশার পরিষদ এবং 'জাতীয় পরিষদগুলি' রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদলের উপর বিশ্বাসঘাতকের মতো গুলিবর্ষণ করল, তাদের নিরস্ত্র করল এবং বর্বর 'জাতীয়' যাযাবরদের

অস্ত্রে সজ্জিত করল। 'কাজকে' আরও মজবুত করার জন্য এবং উত্তরাঞ্চল থেকে নিজেদের নিরাপদ করার জন্য, ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ করৌলভ ও কালেদিনের সঙ্গে চুক্তি করল, কালেদিনকে পুরো ওয়াগন বোঝাই করে কার্তুজ পাঠাল,—যেসব সৈন্যদলকে নিজেরা নিরস্ত্র করতে পারেনি তাদের নিরস্ত্র করার কাজে কালেদিনকে সাহায্য করল এবং তাদের হাতে যত উপায় আছে তাই দিয়ে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে কালেদিনের লড়াইকে তারা সাধারণ-ভাবে মদত দিচ্ছে। এই জঘন্য 'নীতি'র সারমর্ম হচ্ছে: বিপ্লবী সৈন্যদের হাত থেকে ট্রান্সককেশিয়ার সম্পত্তিবানশ্রেণীদের রক্ষা করার জন্য কোন উপায়কে পরিহার না করা। অজ্ঞ মুসলমানদের সশস্ত্র বাহিনীকে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং রুশ সৈন্যদের ভুলিয়ে আচমকা আক্রমণ করা, গুলি করা ও হত্যা করা—এই হচ্ছে এই 'নীতিকে' কার্যকরী করার পদ্ধতি। তুর্কী-ফ্রন্ট থেকে কালেদিনের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান রুশবাহিনীর উপর ইয়েলি-জাভেৎপোল ও তিফ্‌লিসের মধ্যবর্তী শামখোরে গুলি চালানোর ঘটনাটি হল এই লজ্জাকর নিরস্ত্রীকরণ 'নীতির' একটি চূড়ান্ত উদাহরণ।

এই সম্পর্কে **বাকিন্‌স্কি রাবোচি** পত্রিকার বিবরণ এখানে তুলে দেওয়া হল:

'১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে তিফ্‌লিস ও ইয়েলিজাভেৎ-পোলের মধ্যবর্তী রেলপথের উপর বহু সহস্র সশস্ত্র মুসলমান দল, ইয়েলিজাভেৎপোল মুসলিম জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে ও ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের প্রেরিত একটি সাঁজোয়া ট্রেনের সাহায্যে, রাশিয়া অভিমুখী কয়েকটি সামরিক দলকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করে। সহস্র সহস্র রুশ সৈন্যকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করা হয়; রেললাইন তাদের মৃতদেহে আকীর্ণ হয়ে পড়ে। ১৫,০০০ রাইফেল, ৭০টি মেশিনগান ও কয়েকটি কামান তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।'

এই হচ্ছে ঘটনাগুলি।

ট্রান্সককেশীয় বিপ্লবী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মেনশেভিকবাদের সরকারী আবরণে জমিদার ও বুর্জোয়া মৈত্রী কাজ করছে—এটাই হল এইসব ঘটনার অর্থ।

ইয়েলিজাভেৎপোল-শামখোরের ঘটনাগুলি সম্পর্কে **বাকিন্‌স্কি রাবোচিতে** প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে বিবেচনা করি।

'মেনশেভিকরা ইয়েলিজাভেৎপোলের ঘটনা সম্পর্কে সত্য গোপন করার চেষ্টা করছে। এমনকি তাদের গতকালের মিত্র তিফ্‌লিস সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখপত্র জ্‌নামিয়া ক্রুদা "ব্যাপারটাকে চাপা দেবার" চেষ্টাকে লক্ষ্য করেছে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রে এ বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনার দাবি করেছে।

'আমরা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের এই দাবিকে স্বাগত জানাচ্ছি, কারণ শামখোরের শোকাবহ ঘটনার জন্য যে ব্যক্তিরা দায়ী সরকারীভাবে তাদের মুখোস খুলে দেওয়া ও ৬ই জানুয়ারি থেকে ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঘটনার উপর সম্পূর্ণ আলোকপাত করা হচ্ছে কিনা তার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে ট্রান্সককেশীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ।

'আমরা ঘোষণা করছি যে ইয়েলিজাভেৎপোল ঘটনার জন্য যে ব্যক্তি মূলতঃ দায়ী তিনি হচ্ছেন ককেশীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের একদা নেতা এবং বর্তমানে তথাকথিত "জর্জীয় জাতির পিতা"—নোয়া নিকোলায়েভিচ জোর্দানিয়া। তাঁরই সভাপতিত্বাধীনে আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতিমণ্ডলী সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে নিরস্ত্র করার ও তাদের অস্ত্রে জাতীয় সেনাদলগুলিকে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শামখোরে আটক করা সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে নিরস্ত্রীকরণের আদেশ করে যে টেলিগ্রাম ইয়েলিজাভেৎপোল মুসলিম জাতীয় কমিটিকে পাঠানো হয়েছিল সেই টেলিগ্রামে তিনিই সই করেছিলেন। নোয়া জোর্দানিয়াই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে নিরস্ত্র করার অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে তিফ্‌লিসে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য, সৈনিক ক্রুপকো, এ কথা সরকারীভাবে বলেছেন ইয়েলিজাভেৎপোল সিভিলিয়ান কমিটির এক সভায় যে সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। নোয়া জোর্দানিয়া এবং তাঁর অত্যুৎসাহী সহকারী এন. রামিশ্‌ভিলি হচ্ছেন সেই ব্যক্তিরা যাঁরা আব্‌খাজাভার কর্তৃত্বাধীনে সাঁজোয়া ট্রেন পাঠিয়েছেন ও মুসলমানদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করেছেন এবং সহস্র সহস্র সৈন্যকে গুলি করে মারা ও সৈন্যবাহী ট্রেনকে নিরস্ত্র করার কাজে তাদের সহায়তা করেছেন।

'নোয়া জোর্দানিয়া এখন নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করছেন এবং জোরের সঙ্গে বলছেন যে, তিনি তারবার্তায় স্বাক্ষর করেননি। কয়েক

জন ব্যক্তি—আর্মানী ও মুসলমান—ঘোষণা করেছেন যে, টেলিগ্রাম তাঁরই দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এবং ঐ তারবার্তাটি বিদ্যমান রয়েছে। জোর্দানিয়া বলছেন যে, যখন তিনি গণ্ডগোলের কথা জানতে পারলেন তখন টেলিফোনে আব্‌খাজাভাকে জোর করে সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে নিরস্ত্র করা থেকে বিরত হতে এবং ট্রেনগুলিকে চলে যেতে দিতে বলেছিলেন। আব্‌খাজাভা নিহত হয় এবং এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা যাবে না। কিন্তু আমরা মেনে নিতে রাজী আছি যে জোর্দানিয়া আব্‌খাজাভার সাথে কথা বলেছিলেন।…

'মৃত ব্যক্তি, প্রবাদ অনুযায়ী যার ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাকে বাদ দিলেও এমন জীবিত স্বাক্ষীরা রয়েছেন যাঁরা বলছেন জোর্দানিয়ার সাক্ষ্য মিথ্যা এবং যাঁরা টেলিগ্রামের ঠিকানা, জোর্দানিয়ার স্বাক্ষর এবং সৈন্যদের নিরস্ত্র করার নির্দেশসহ প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

'যদি তাদের কথা সত্যি না হয়, তাহলে জোর্দানিয়া তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না কেন? কেন তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা "ব্যাপারটিকে চাপা দিতে চাইছেন?"

'না, নাগরিক জোর্দানিয়া, রামিশ্‌ভিলি এ্যাণ্ড কোং, ৭ই জানুয়ারি থেকে ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত সহস্র সহস্র সৈন্যের রক্তপাতের নিদারুণ দায়িত্ব আপনাদেরই উপর বর্তাচ্ছে।

'আপনারা এই জঘন্য অপরাধের দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন কি? কিন্তু আমরা কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব মোচনের কথা বলছি না।

'এই ব্যাপারে আমাদের কাছে জোর্দানিয়ার গুরুত্ব একজন ব্যক্তি হিসেবে নয়—আমাদের কাছে তাঁর গুরুত্ব যে দল ট্রান্সককেশিয়ার নীতিনির্ধারণ করে সেই দলের নেতা হিসেবে—ট্রান্সককেশীয় সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে।

'প্রথমতঃ, তিনি তাঁর অপরাধমূলক কাজ করেছেন আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতিমণ্ডলী ও আন্তর্জাতিক পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়তঃ, নিশ্চিতভাবে ট্রান্সককেশীয় কমিশার সংসদের জ্ঞাতসারেই। জোর্দানিয়ার বিরুদ্ধে আমরা যে অভিযোগ করি সেই অভিযোগ সমস্ত মেনশেভিক দল,

আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ—যেখানে চখেনকেলী এবং গেগেচকোরি মহাশয়রা মুসলিম শাসনকর্তা ও খানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও খোলাখুলিভাবে গোষ্ঠী গঠন করে বিপ্লবকে বিনষ্ট করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে—পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা জোর্দানিয়া ও রামিশভিলির নাম উল্লেখ করছি, কারণ তাঁদের নাম তারবার্তা, নির্দেশাবলী ও "দস্যু" সাজোয়া ট্রেন পাঠানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অতএব, সত্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত তাঁদের থেকেই শুরু করা উচিত।

'আরও ব্যক্তিরা রয়েছেন—যাঁদের নামও নিশ্চয় প্রকাশিত হওয়া দরকার; আরও একটি অপরাধের আস্তানা রয়েছে—যাকে নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সেটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকর্তা ও খানদের নিয়ে গঠিত ইয়েলিজাভেৎপোলের মুসলিম জাতীয় পরিষদ যারা ৭ই জানুয়ারির বিকেলে জোর্দানিয়ার বার্তাকে ভিত্তি করে "যে-কোন মূল্যে" সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে নিরস্ত্র করার সঙ্কল্প নেয় এবং যারা ৯-১২ই জানুয়ারি অবিশ্বাস্য নির্লজ্জতা ও নৃশংসতার সঙ্গে সেই সংকল্পকে কার্যকর করে।

'মেনশেভিক কাগজগুলি ইয়েলিজাভেৎপোলের ঘটনাকে ট্রান্সককেশিয়ার রেলপথে চিরাচরিত "ডাকাতির" নিছক একটি ঘটনা বলে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে। এটা একটি চরম নির্লজ্জ মিথ্যা!

'দস্যুরা নয়, মুসলিম জাতীয় পরিষদের পরিচালনায় হাজার হাজার মুসলমান নাগরিক প্রচুর লুঠের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হয়ে এবং ট্রান্সককেশীয় সরকারের নির্দেশে কাজ করছে এই দৃঢ় বিশ্বাসে শামখোর ও দাল্লিয়ারে অপরাধমূলক কাজ করেছে। মুসলিম জাতীয় পরিষদ প্রকাশ্যে ইয়েলিজা-ভেৎপোলে হাজার হাজার মুসলমানদের জড়ো করেছিল, তাদের সশস্ত্র করেছিল, এবং ইয়েলিজাভেৎপোল স্টেশনে তাদের ট্রেনে চাপিয়ে শামখোরে পাঠিয়েছিল। "বিজয়লাভ" করার পর, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, "সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি" সফিকিউরদ্স্কি "শত্রুর" কাছ থেকে দখল করা একটি কামানের দু'ধারে পা ঝুলিয়ে বসে মুসলিম পরিষদের বীরদের প্রহরায় শহরে প্রবেশ করে।

'সুতরাং, দস্যুর হামলার কথা কী করে উঠতে পারে?' (**বাকিনস্কি রাবোচি**, সংখ্যা ৩০ ও ৩১।)

এই অপরাধমূলক অভিযানের প্রধান নায়কদের কথা আর বলার প্রয়োজন নেই।

এই অভিযানের পেছনে যে ব্যক্তিরা আছে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দলিলগুলি এখানে দেওয়া হল :

সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত সমস্ত শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিবর্গের সোভিয়েতের আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি, এন. জোর্দানিয়া কর্তৃক প্রেরিত তারবার্তা :

'সমস্ত ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েতগুলির প্রতি।

'তিফ্লিস থেকে। নং ৫০৫, এ। গৃহীত : ৬.১.১৯১৮, বার্তা নং ৫৬৩৬৩। প্রাপ্ত : নৌমভ। ৫৯টি শব্দ। বিলিকৃত : ৫.২৮.২৪। সার্কুলার।

'যেহেতু রাশিয়ায় ফেরতমুখী সৈন্যদল তাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু যুদ্ধবিরতি বিঘ্নিত হলে জাতীয় ইউনিটগুলির হাতে ফ্রন্টকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকবে না, অতএব শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিবর্গের সোভিয়েতের আঞ্চলিক কেন্দ্র সমস্ত সোভিয়েতকে, প্রস্থানকারী সৈন্যদলের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এবং প্রত্যেকটি ব্যবস্থা গ্রহণের কাজের রিপোর্ট আঞ্চলিক কেন্দ্রের কাছে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'জোর্দানিয়া, আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি।'

তাতার অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক মাগালোভের নিকট ক্যাপ্টেন আব্খাজাভা কর্তৃক প্রেরিত তারবার্তা :

ইয়েলিজাভেৎপোল।

৪২নং দ্ঝেগাম্ থেকে তাতার অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক মাগালোভের নিকট। গৃহীত : ৭. ১. ১৯১৮। ঝু নং ১৮৫৭। প্রাপ্ত : ভাতা। ৩০টি শব্দ। বিলিকৃত : ৭ই, ১৫.০০ ঘটিকা।

'একটি কামানসহ পাঁচটি সৈন্যবাহী ট্রেন যাচ্ছে। ওরা সোভিয়েত প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করেছে। বাধা দেবার জন্য একটা সাঁজোয়া ট্রেনে যাচ্ছি। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য চাই।

'ক্যাপ্টেন আব্খাজাভা

বাকিন্স্কি রাবোচি, সংখ্যা ৩৩ — 'ডিএস. শাতিরাশ্ভিলি'

দলিলগুলি হচ্ছে এই।

এইভাবে ঘটনাক্রমে 'সমাজতন্ত্রী' চটক ঝরে পড়ল এবং সেই স্থলে ফুটে

উঠল ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের প্রতিবিপ্লবী 'কার্যক্রম'। ছ্খেইদ্‌যে, গেগেচ্‌কোরি ও জোর্দানিয়া ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের ঘৃণ্য কার্যাবলীকে ঢাকা দেবার জন্য একমাত্র তাঁদের পার্টি পতাকাকে ব্যবহার করছেন। ঘটনার যুক্তি অন্য সব যুক্তির চেয়ে প্রবল।

যে রুশ সৈন্যরা রণাঙ্গন থেকে আসছিল তাদের নিরস্ত্র করে এবং এইভাবে 'বহিরাগত' বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রতিবিপ্লবী ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ এক ঢিলে দুই পাখি মারার আশা করেছিল : একদিকে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শক্তি অর্থাৎ এক রুশ-বিপ্লবী সৈন্যদল, যার উপর প্রধানতঃ ঐ অঞ্চলের বলশেভিক কমিটি নির্ভর করতে পারত তাকে ধ্বংস করছিল ; অপরদিকে এই উপায়ে প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সোভিয়েতের প্রধান সহায় জর্জীয়, আর্মানি ও মুসলমান জাতীয় সেনাদলগুলির জন্য 'প্রয়োজনীয়' অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করছিল। ট্রান্সককেশিয়ার 'গৃহশান্তি' এইভাবে নিশ্চিত করার এই ছিল 'বহিরাগত' বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এবং গেগেচ্‌কোরি ও জোর্দানিয়া মহাশয়েরা যতই পশ্চাদ্ভূমি অর্থাৎ কালেদিন ও ফিলিমোনভদের দ্বারা অধ্যুষিত উত্তর ককেশাসের দিক থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল, ততই তারা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতিকে কার্যে পরিণত করছিল।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ট্রান্সককেশীয় প্রতিবিপ্লবীদের সব হিসেবকে বানচাল করে দিল।

কালেদিন ও কর্নিলভের আশ্রয়স্থল রোস্তভ ও নভোচেরকাস্কের পতন 'উত্তরাঞ্চলীয় পশ্চাদ্ভূমিকে' একেবারে চুরমার করে দিল। এই পশ্চাদ্ভূমি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হল তখন যখন বাকু পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ককেশীয় রেলপথ বিপদমুক্ত হয়ে গেল। উত্তর থেকে সবেগে অবতরণমান সোভিয়েত বিপ্লবের জোয়ার অভদ্রভাবে ট্রান্সককেশীয় জোটের রাজ্য আক্রমণ করে তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলল।

খোদ ট্রান্সককেশিয়ার ভিতরেও ঘটনাবলী এইরূপ 'প্রতিকূলভাবে' ঘটল। রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ট্রান্সককেশীয় সৈন্যদল গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কৃষি-বিপ্লব ছড়িয়ে দিল। মুসলমান ও জর্জীয় জমিদারদের প্রাসাদ আগুনে পুড়ে ধ্বংস হতে লাগল। 'বলশেভিকবাদে নবদীক্ষিত' সৈনিক-কৃষকেরা সামন্ত-তান্ত্রিক অবশেষের স্তম্ভসমূহকে সবলে আক্রমণ করতে লাগল। স্পষ্টতঃই, কৃষি-

বিপ্লবের জোয়ারে উদ্বেল কৃষকদের আর ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের কৃষকদের হাতে জমি দেবার ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে ভোলানো যাচ্ছিল না। প্রয়োজন হয়েছিল কার্যকর পদক্ষেপের—প্রতিবিপ্লবী নয়, বিপ্লবী পদক্ষেপের।

শ্রমিকরাও পেছিয়ে ছিল না, পেছিয়ে থাকতে তারা পারত না। প্রথমতঃ, উত্তর থেকে যে বিপ্লব জোয়ারের জলের মতো সবেগে নেমে আসছিল এবং শ্রমিকদের হাতে নতুন সাফল্য এনে দিচ্ছিল সেই বিপ্লব একটা নতুন সংগ্রামের জন্য ট্রান্সককেশীয় সর্বহারাশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমনকি নিদ্রালু তিফ্‌লিসের শ্রমিকরা—যে তিফ্‌লিস ছিল প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিকদের শক্ত ঘাঁটি—ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোভিয়েত শক্তির পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করতে লাগল। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ককেশাসে সোভিয়েতসমূহের জয়লাভের ফলে, কালেদিন ও ফিলিমোনভের আমলে যেখান থেকে তিফ্‌লিস শহরে খাদ্যশস্য সরবরাহ হতো, সেখানে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও তীব্র হল এবং এর ফলে খাদ্যের জন্য স্বভাবতঃই কয়েকটা খাদ্য 'দাঙ্গা' ঘটল—বিপ্লবী উত্তর ককেশাস প্রতিবিপ্লবী তিফ্‌লিসকে খাওয়াতে সরাসরি অস্বীকার করল। তৃতীয়তঃ, কারেন্সি নোটের অপ্রতুলতা (কুপন এর বিকল্প হতে পারে না !) অর্থনৈতিক জীবনকে এবং বিশেষ করে রেল-পরিবহন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলল এবং নিঃসন্দেহে এর ফলে শহরের মানুষের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল। পরিশেষে, অক্টোবর বিপ্লবের প্রথমদিন থেকে সোভিয়েত শক্তিকে যে স্বীকৃতি দান করেছে এবং ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের বিরুদ্ধে যে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম করছে সেই বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর বাকু ট্রান্সককেশীয় সবহারাদের সক্রিয় রেখেছিল এবং তাদের দৃষ্টিতে একটি সংক্রামক উদাহরণের, সমাজতন্ত্রের পথপ্রদর্শক আলোকসংকেতের কাজ করেছিল।

এইসব একত্রে ট্রান্সককেশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটিয়ে পারে না। ঘটনা এতদূর গড়াল যে, 'অবশেষে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য' জাতীয় সৈন্যদল 'অসন্তুষ্ট' হতে আরম্ভ করল এবং বলশেভিকদের দিকে চলে আসতে লাগল।

ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদের সামনে তখন বিকল্পগুলি ছিল :

হয়, জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে যোগদান—যার অর্থ জোটের বিলুপ্তি।

অথবা, জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট বজায় রাখার জন্যে কৃষক ও

শ্রমিক-আন্দোলনের প্রবল বিরোধিতা করা।

জোর্দানিয়া ও গেগেচ্‌কোরি মহাশয়রা শেষোক্ত পথটি বেছে নিয়েছিলেন।

প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে, ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ জর্জীয় ও তাতার কৃষকের জমির আন্দোলনকে 'ডাকাতি' ও 'গুণ্ডামী' বলে চিহ্নিত করল এবং 'দলের পাণ্ডাদের' গ্রেপ্তার করা ও গুলি করে মারা শুরু করল।

কৃষকদের বিপক্ষে জমিদারদের সমর্থন!

তারপর, কমিশার পরিষদ তিফ্‌লিসের সমস্ত বলশেভিক পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করল এবং যেসব শ্রমিক এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাল তাদের গ্রেপ্তার ও গুলি করা শুরু করল।

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের সমর্থন!

সবশেষে, ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে, জোর্দানিয়া ও গেগেচ্‌কোরি মহাশয়রা, স্পষ্টতঃ 'বিজলীদণ্ডের' মতো বেপরোয়াভাবে আর্মানি-তাতার হত্যায় উৎসাহ যোগাচ্ছে—এই জঘন্য কাজে এমনকি ক্যাডেটরা এখনো পর্যন্ত নামেনি!

'নতুন' পথের অর্থ হচ্ছে—শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ, ট্রান্সককেশীয় বিধানসভা ও জাতীয় সংসদ।

এইভাবে, ট্রান্সককেশীয় প্রতিবিপ্লবীরা 'বহিরাগত' বিপ্লবীদের অর্থাৎ রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও বিস্তৃত করছে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ 'তাদের নিজেদের' শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

গেগেচ্‌কোরি এবং জোর্দানিয়া মহাশয়দের প্রতিবিপ্লবী অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী, ককেশিয়ার একজন কমরেডের গণ-কমিশার পরিষদের কাছে লিখিত একখানি চিঠি থেকে ট্রান্সককেশীয় জোটপন্থীদের নীতির ক্ষেত্রে 'ফ্রণ্ট পরিবর্তনের' চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যাবে। আমি কোন কিছু পরিবর্তন না করে পুরো চিঠিটা তুলে দিচ্ছি। চিঠিটা এই:

> 'গত কয়েকদিনে আরও ঘটনা ঘটেছে এবং পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত সাংঘাতিক। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি সকালে আমাদের চারজন কমরেডকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নতুন বলশেভিক কমিটির সদস্য এফ. কালানদাদ্‌ঝে। কমরেড ফিলিপ মাখারাদ্‌ঝে, নাজারেতিয়ান, শাভেরদভ এবং আঞ্চলিক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের গ্রেপ্তার

করার জন্য ছলিয়া বেরিয়েছে। সম্ভবতঃ অসুস্থতার জন্য মিখা ৎস্খাকাইয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সকলে আত্মগোপন করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের পত্রিকা **কাভ্‌কাজ্‌স্কি র‍্যাবোচি, বর্দজোলা** (জর্জীয়) এবং **বনজোরি ক্রিভ** (আর্মানী) প্রভৃতির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও আমাদের ছাপাখানা সীল করা হয়েছে।'

'এই ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ঐদিন, ৯ই তারিখে, রেলের কারখানায় তিন সহস্র শ্রমিকের উপস্থিতিতে একটি সভা হয়। তারা সর্বসম্মত হয়ে কারারুদ্ধ কমরেডদের মুক্তি ও সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত করে—চারজন শুধু ভোটদানে বিরত থাকে। দাবিগুলি না মানা পর্যন্ত কাজে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পুরো নয়, আংশিক ধর্মঘট হয়েছিল। যারা ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে আপত্তি জানায়নি বা তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি এইরকম একদল পাক্কা মেনশেভিক কাজে যোগ দেয়। একই দিনে কম্পোজিটার ও প্রিন্টারদের সভাতেও ২২৬—১৯০ ভোটে একই দাবির সমর্থনে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত হয়। বিদ্যুৎ-কর্মী, চর্মশিল্প শ্রমিক, দর্জি, অস্ত্রনির্মাণ কারখানার শ্রমিক এবং তোল্লে, জার-গ্যারিয়্যান্ত এবং অন্যান্য কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে আরও বেশি ঐক্যমত ছিল।

'শহরের মানুষেরাও বিক্ষোভের অংশভাগী ছিল। কিন্তু পরেরদিন, ১০ই ফেব্রুয়ারি, এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে গ্রেপ্তার এবং সংবাদ-পত্রের কথা চাপা পড়ে গেল।

'ঐ দিন, ১০ই তারিখে, সকালে রেলের ও অন্যান্য শ্রমিকদের ধর্মঘট কমিটি আলেকজান্ডার গার্ডেন্‌সে একটি প্রতিবাদ-সভা করবে বলে সিদ্ধান্ত করেছিল। সভাটি বন্ধ করার ব্যবস্থা সত্ত্বেও তিন হাজারেরও বেশি শ্রমিক ও সৈনিক উপস্থিত হয় (সৈন্যবাহী ট্রেন শহর থেকে ১৫ ভার্স্ট দূরে থাকার দরুন সৈনিকের সংখ্যা বেশি ছিল না)। কাভ্‌তারাদ্‌ঝে,, মাখারাদ্‌ঝে, নাজারেতিয়ান ও অন্যান্য কমরেড যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরাও সভাতে উপস্থিত হন। সভা চলাকালে অনিয়মিত সৈনিক ও রেডগার্ড (প্রায় ২ কোম্পানি) উদ্যানে প্রবেশ করে। লাল পতাকা উড়িয়ে ও আশ্বাসজ্ঞাপক ইঙ্গিত করে তারা চুপিসাড়ে সভাস্থলে প্রবেশ করল।

'জনতার একাংশ যারা ইতিমধ্যে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল, আগন্তুকদের বন্ধু মনে করে, থেকে যাবে বলে স্থির করল এবং এমনকি তাদের সহর্ষে অভিনন্দনও জানাল। সভাপতি কাভ্তারাদ্‌ঝে নবাগতদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মঞ্চের উপর বক্তাকে থামিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন—ঠিক সেই সময় নবাগতরা একটি বূ্যহ রচনা করে সভাটিকে ঘিরে রাইফেল ও মেশিনগান দিয়ে গুলি করা শুরু করল। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতিমণ্ডলী। আটজন নিহত এবং কুড়িজনেরও বেশি লোক আহত হয়। কাভ্তারাদ্‌ঝের মতো দেখতে এবং তাঁরই মতো পোশাক পরা একজন কমরেড দশটি গুলির আঘাত পেয়ে নিহত হন এবং কাভ্তারাদ্‌ঝে খতম হয়েছে বলে রেডগার্ডরা পরস্পর পরস্পরকে শুনিয়ে চিৎকার করে। শ্রোতাদের একাংশ ঘটনাস্থল ত্যাগ করে এবং বাকিরা মেঝেতে শুয়ে পড়ে। প্রায় পনের মিনিট ধরে গুলিবর্ষণ চলে।

'ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রান্সককেশীয় বিধানসভার বর্ধিত সভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে; এবং ছ্‌খেইদ্‌ঝে সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রাসাদের খুব নিকটেই রাইফেল ও মেশিনগান অগ্নিবর্ষণ করে চলেছিল ও তার শব্দ ঐ বক্তৃতার আবহসঙ্গীতের কাজ করছিল।

'এই হত্যাকাণ্ড, যা বিশ্বাসঘাতক পদ্ধতিতে ও কোন সতর্কবাণী উচ্চারণ না করে শুরু হয়, শ্রমিকদের মধ্যে নতুন বিক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং আমার মনে হয় এই ঘটনা শ্রমিকদের নিশ্চিতভাবে এবং চূড়ান্তভাবে মেনশেভিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

'সভার পর নাজারেতিয়ান ও ৎসিনিৎসাদ্‌ঝেকে ধরে ফেলা হয় এবং তাঁদের গুলি করে মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি মারখালেভ তাঁদের বাঁচিয়ে দেন। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা "বিক্ষুব্ধ" হয়েছেন এবং তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ও ইত্যাদি কাজ করছেন। দাশ্‌নাক্‌ৎসাকানরাও বিক্ষুব্ধ এবং বিক্ষোভ সারা শহরব্যাপী। কিন্তু কিছুই করা যাবে না। তারা গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে সশস্ত্র রেডগার্ড ও মুসলিম স্যাভেজ ডিভিশন আমদানি করেছে এবং সমস্ত শহরে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তারা প্রকাশ্যেই, আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের গুলি করে মারার হুমকি দিচ্ছে। যেদিন সমাবেশের উপর গুলি চালানো হয় সেদিন বহু অফিসার সাদা বাহু-

বন্ধনী বেঁধে শহরে হাজির হয়। তারা হচ্ছে শ্বেতরক্ষী বাহিনীর লোক এবং তারা বলশেভিকদের খোঁজে গোটা শহর সাফ করে। তারা শৌমিয়ানের মতো দেখতে একজনকে ট্রাম থেকে নামিয়ে সোজাসুজি গুলি করে। তারা চিৎকার করে বলে যে ঐ ব্যক্তি শৌমিয়ান, কিন্তু তারা নিরাশ হয়েছিল।

'গতকাল ১১ই সৈন্যবাহী ট্রেনগুলিতে সভা হয়, সেই সভাগুলিতে আমাদের কয়েকজন কমরেড উপস্থিত ছিলেন। সেসব সভায় প্রায় ৬,০০০ সৈন্য উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাদের কামান ছিল না। তারা ধৃত কমরেডদের মুক্তি, আমাদের সংবাদপত্রগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ১০ই তারিখে অনুষ্ঠিত ঘটনার (যেদিন সমাবেশের উপর গুলি চলে এবং যার ফলে ঘটনাচক্রে সৈন্যবাহী ট্রেনের অন্যতম একজন সৈনিক নিহত হয়) তদন্তের দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত করে। গতকাল একটি চরমপত্রসহ প্রতিনিধি দলকে পাঠানো হয় এবং জবাবের জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

'চরমপত্রের সময়-সীমা আজ উত্তীর্ণ হচ্ছে। কমিশার পরিষদ প্রতিরোধের জন্য সমাবেশ করছে বলে শোনা যাচ্ছে। বিস্তারিত খবর এখনো পাইনি। দায়িত্বশীল কমরেডরা সৈন্যবাহী ট্রেন থেকে এখনো ফিরছেন না, কারণ, তাঁরা ফেরার পথে গ্রেপ্তারের আশংকা করছেন; সেখানে তাঁরা সৈন্যবাহী ট্রেনের বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন। আমি আরও বিস্তারিত খবরের অপেক্ষা করছি।

'আগামীকাল নগর ডুমার সভা হবে বলে স্থির হয়েছে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও দাশনাকরা প্রতিবাদ জানাবেন এবং আমাদের প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। শহর মহা আতংকের অবস্থায় রয়েছে। খাদ্যের ঘাটতি লোকে অনুভব করতে শুরু করছে এবং খাদ্যের দাবিতে ডুমার সামনে মহিলারা আজ মিছিল করেছেন। শহরের সর্বত্র চকিতের মধ্যে আহূত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাশিয়া থেকে প্রত্যাগত সৈন্যদের প্রভাবে জর্জিয়ার সর্বত্র কৃষক-আন্দোলন ফেটে পড়ছে— এই সৈন্যরা সবাই হয় বলশেভিক না হয় বলশেভিকদের সমর্থক। মেনশেভিকরা বলছে যে, এ হচ্ছে দাঙ্গাবাজ ও ডাকাতদের আন্দোলন এবং তাকে দমন করার জন্য রেডগার্ড পাঠাচ্ছে। গোরিতে আমাদের কয়েকজন কমরেড গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ খবর পাওয়া গেছে যে, আমাদের সৈন্যদের

সেখানে নিরস্ত্র করা হয়েছে এবং গুলিবর্ষণ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। কুতাইস থেকে খবর এসেছে যে, শহর এখন বুদু-ম্দিভানির নেতৃত্বাধীন বলশেভিকদের দখলে। মেনশেভিকরা সমস্ত জায়গা থেকে সেখানে সৈন্য নিয়ে জড়ো করেছে। যে দূতদের আমরা পাঠিয়েছি তাদের কাছ থেকে আমি এখনো কোন খবর পাইনি; খবর যে-কোন মিনিটে পাব বলে আশা করছি। গতকাল মুখ্রানিতে বৃদ্ধ ৎসার্তসভাদ্‌যে নামে একজন বলশেভিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মুখ্রানির রাজাদের ও রাজকীয় সম্পত্তির বিরুদ্ধে কৃষকদের যে কার্যক্রম গ্রহণের কথা ছিল তিনি সেই উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলেন।

'নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারা বর্তমানে মেতেখিতে বন্দী হয়ে রয়েছেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে যেসব সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি রেডগার্ড বন্দীশালায় পাহারা দিচ্ছিল তারা আর পাহারা দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাদের কাজে লাগবে বলে প্রস্তাব করেছে।

'এই চিঠির গোড়াতে আমি যেসব কর্মসংস্থার কথা উল্লেখ করেছি তাদের প্রতিনিধিদের ধর্মঘট কমিটি সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন। আজ এ কথা সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। তিফ্লিসের সর্বহারারা কি ধাতুতে তৈরী তার পরিচয় এবার পাব।

'১০ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে মেনশেভিক (ডায়েটে ৩৭ জন মেনশেভিক আছে) ও একজন মুসলমান ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। মুসলিম প্রতিনিধি বলে যে, সভা ১৩ই পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হোক এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। দাশ্নাক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাও সম্ভবতঃ তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবেন।'

এই হচ্ছে 'ছবি'।

প্রতিবিপ্লবী কমিশার পরিষদ—ইতিহাস যাদের ইতোমধ্যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে—আর বেশিদিন টিঁকতে পারবে কিনা সেটা বলা শক্ত। যাই হোক, অদূর ভবিষ্যতে সেটা আমরা বুঝতে পারব। একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার: সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মেনশেভিক ও সামাজিক প্রতিবিপ্লবীদের মুখোস নিশ্চিতভাবে ছিঁড়ে দিয়েছে এবং গোটা বিপ্লবী দুনিয়া আজ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে ট্রান্সককেশীয় কমিশার পরিষদ ও তার উপাঙ্গ 'বিধানসভা' ও 'জাতীয়

সংসদের' মধ্যে আমরা ট্রান্সককেশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের এক অত্যন্ত বদ প্রতিবিপ্লবী জোটের মুখোমুখী হয়েছি।

এই হচ্ছে ঘটনাবলী।

অতএব, সাবাই জানে যে শুধু বুলি আর চটক স্বল্পায়ু, কিন্তু ঘটনা ও কাজ বেঁচে থাকে।...

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৫ ও ৫৬
২৬ ও ২৭শে মার্চ, ১৯১৮
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের গঠন-রূপ

(**প্রাভদার** সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

গত কয়েকদিন ধরে রুশ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় যে আলাপ-আলোচনা চলছে সেই প্রসঙ্গে আমাদের সংবাদদাতা জাতি-সংক্রান্ত বিষয়ের গণ-কমিশার, কমরেড **স্তালিনের** মতামত জানতে চান।

সংবাদদাতার প্রশ্নাবলীর যে উত্তর কমরেড **স্তালিন** দিয়েছিলেন তা নীচে দেওয়া হল।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

বর্তমান সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়নগুলির মধ্যে সবচেয়ে আদর্শস্থানীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে মার্কিন ও সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র। ইতিহাস অনুযায়ী এরা স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে বিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রসমবায়ের (কনফেডারেশন'-এর) মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ টিঁকে থাকে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ হিসেবে। স্বাধীনতা থেকে এককেন্দ্রিকতায় বিবর্তনের ধারা অগ্রসর হয়েছিল রক্তপাত, নিপীড়ন ও গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ[১২] এবং সুইজারল্যাণ্ডের সোন্দারবান্দ[১৩] ও অন্যান্য ক্যাণ্টনের মধ্যে যুদ্ধ—এই ঘটনাগুলি স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। এটাও লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টন ও আমেরিকার রাজ্যসমূহ জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত হয়নি, এমনকি অর্থনীতির ভিত্তিতেও নয়—এরা গড়ে উঠেছে হঠাৎ—ঔপনিবেশিক অধিবাসী কিংবা গ্রামের অধিবাসিগণ কর্তৃক কোন-না-কোন অঞ্চল আকস্মিকভাবে জবরদখল করার মধ্য দিয়ে।

গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান রুশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রগুলির পার্থক্য কি কি

বর্তমানে রুশদেশে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হচ্ছে তার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং তাই হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, রাশিয়াতে যে সমস্ত অঞ্চল আলাদা হয়ে গেছে সেগুলি জীবন-

যাত্রার প্রণালী ও জাতীয় গঠনের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট পৃথক ইউনিটরূপে প্রতিভাত। ইউক্রেন, ক্রিমিয়া, পোল্যাণ্ড, ট্রান্সককেশিয়া, তুর্কিস্তান, মধ্য-ভল্গা এবং কিরঘিজ অঞ্চল যে শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের (সীমান্ত অঞ্চল !) জন্যেই কেন্দ্র থেকে পৃথক তা নয়, তারা পৃথক এই কারণেও যে তারা অখণ্ড অর্থনৈতিক ভূখণ্ড এবং সেখানকার অধিবাসীরা এক নির্দিষ্ট জীবনধারণ প্রণালী এবং জাতিগত গঠনের দিক থেকেও স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ, এসব ভূখণ্ড কখনো মুক্ত এবং স্বাধীন ছিল না, এরা ছিল কতকগুলি ইউনিট যাদের জোর করে নিখিল রুশ রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করা হয়েছে—এবং এরা আজ যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের আকারেই হোক বা পূর্ণ স্বাধীনতার আকারেই হোক, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার প্রয়োজনীয় অধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট। এই সমস্ত দেশের ‘মিলনের’ ইতিহাস হচ্ছে ভূতপূর্ব রুশ সরকার কর্তৃক বলপ্রয়োগ, রক্তপাত ও নিপীড়নের সুদীর্ঘ এক কাহিনী। রুশদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের অর্থ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে এই সমস্ত ভূখণ্ড ও সেখানকার অধিবাসীদের মুক্তিদান; এককেন্দ্রিকতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রিকতায় উত্তরণ।

তৃতীয়তঃ, পশ্চিমী যুক্তরাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের হাতে ন্যস্ত। সুতরাং অবাক হবার কিছু নেই যে, সেখানে অবৈধ বলপ্রয়োগ ছাড়া ‘মিলন’ সম্পন্ন হতে পারে না। এখানে, রুশদেশের ক্ষেত্রে, ঠিক বিপরীতভাবে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের আপোষহীন শত্রু সর্বহারার হাতে ন্যস্ত। সুতরাং, রুশদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিলনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং নিশ্চয় তাই হবে।

এটাই রুশ যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মূল পার্থক্য।

রুশ যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত নীতিসমূহ

কমরেড স্তালিন বলে চললেন, এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, রুশ যুক্তরাষ্ট্র কেবল কতকগুলি স্বাধীন শহরের সমবায়মাত্র (বুর্জোয়া ব্যজবাগীশেরা যা মনে করেন) বা সাধারণভাবে কতকগুলি অঞ্চলের সমবায় নয় (আমাদের কিছু সংখ্যক কমরেড যা মনে করেন)—আসলে এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক পথে উদ্ভূত এমন কতকগুলি ভূখণ্ডের মিলন যে ভূখণ্ডগুলির প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট জীবন-

যাপনের প্রণালী ও জাতিগত উপাদানের বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকটির থেকে স্বতন্ত্র। কতকগুলি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থিতি বিচার্য বিষয় নয়—এমনকি কেন্দ্র থেকে কতকগুলি অঞ্চল জলরাশি (তুর্কিস্তান) অথবা পর্বতমালা (সাইবেরিয়া) অথবা তৃণভূমি (আবার তুর্কিস্তান) ইত্যাদির দ্বারা বিযুক্তির অবস্থা সেটাও বিচার্য নয়। এ ধরনের ভৌগোলিক যুক্তরাষ্ট্রিকতা—যার কথা লাৎসিস প্রচার করেছেন—সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসে ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রিকতার এর কোন মিল নেই। পোল্যাণ্ড এবং ইউক্রেন কেন্দ্র থেকে পর্বতমালা অথবা জলরাশির দ্বারা বিযুক্ত নয়। তৎসত্ত্বেও এ কথা সজোরে বলার চিন্তা কারও মাথায় আসবে না যে, এসব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির জন্য ঐসব অঞ্চল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

অপরদিকে, কমরেড স্তালিন বলেন, এটাও প্রশ্নাতীত যে, মস্কোর চারি-পাশের চোদ্দটি প্রশাসনিক প্রদেশ নিয়ে মস্কোর আঞ্চলিকতাবাদীরা যে অদ্ভুত ধরনের যুক্তরাষ্ট্রিকতার পক্ষে ওকালতি করছেন, তার সঙ্গেও সোভিয়েতের তৃতীয় কংগ্রেসে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় গৃহীত প্রস্তাবের কোন সঙ্গতি নেই। কেন্দ্রীয় শিল্পাকল অধ্যুষিত এলাকা, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রশাসনিক প্রদেশ রয়েছে, সেটা একদিক থেকে একটা অখণ্ড অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিভাত—সেজন্য নিঃসন্দেহে এই এলাকা জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ সভার স্বশাসিত অংশরূপে, নিজস্ব আঞ্চলিক ক্ষমতা-কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত হবে। কিন্তু শহর থেকে দূরবর্তী বন্যদেশ কালুগা ও শিল্পপ্রধান আইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক-এর মধ্যে মিল কোথায় এবং কোন্ নীতির ভিত্তিতে যে তারা বর্তমান আঞ্চলিক গণ-কমিশার পরিষদের দ্বারা 'সংযুক্ত' হল—এটাও বোধের অতীত।

রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের গঠন

স্পষ্টত: প্রত্যেকটি অঞ্চল বা ইউনিট এবং প্রত্যেকটি ভৌগোলিক অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়—যাদের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জীবনযাত্রা পদ্ধতি, জাতিগত গঠন ও ন্যূনতম অর্থনৈতিক আঞ্চলিক অখণ্ডতার সংযোগ হয়েছে সেই সব সুনির্দিষ্ট অঞ্চলই কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হতে পারে। যেমন পোল্যাণ্ড, ইউক্রেন, ক্রিমিয়া, ট্রান্সককেশিয়া (প্রসঙ্গত: ট্রান্স-ককেশিয়ার বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট জাতীয় আঞ্চলিক ইউনিটে ভাগ হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—যেমন, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজার-

বাইজান-তাতার প্রভৃতি), তুর্কিস্তান, কিরঘিজ অঞ্চল, তাতার-বাশ্‌কির অঞ্চল, সাইবেরিয়া, ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঞ্চলসমূহের অধিকার, সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিকভাবে গঠনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঞ্চলসমূহের অধিকারগুলি চূড়ান্তভাবে বিবৃত করা হবে—তবু ইতিমধ্যে মোটামুটিভাবে তাদের অধিকারগুলির একটি রূপরেখার ইঙ্গিত দেওয়া চলে। স্থল ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়, পররাষ্ট্র বিষয়, রেল-পরিবহন, ডাক ও তার, মুদ্রা, বাণিজ্য-চুক্তি এবং সাধারণ অর্থনৈতিক, বৈষয়িক ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত নীতি সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় গণ-কমিশার পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত থাকবে। অবশিষ্ট সব বিষয়গুলি এবং প্রধানতঃ সাধারণ সরকারী অনুজ্ঞা প্রভৃতিকে কার্যকর করার পদ্ধতিসমূহ, শিক্ষা, বিচার বিভাগ, প্রশাসন ইত্যাদি আঞ্চলিক গণ-কমিশার পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত থাকবে। বিচারালয়ে বা শিক্ষাব্যবস্থায় কোন বাধ্যতামূলক 'রাষ্ট্র'-ভাষার স্থান থাকবে না! প্রতিটি অঞ্চল, তাদের অধিবাসীদের গঠন-চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এক বা একাধিক ভাষাকে বেছে নেবে; এবং প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু—উভয়ের ভাষাই সমান মর্যাদালাভ করবে।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব-সংস্থার কাঠামো

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সংস্থার কাঠামো, তার গঠনপ্রণালী রুশ যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট চরিত্রের দ্বারা নির্ধারিত। আমেরিকায় ও সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রিকতা কার্যতঃ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সৃষ্টি করেছে: একদিকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকে, এবং অপরদিকে, রাজ্য অথবা ক্যান্টনগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিল গঠন করে থাকে। এই হচ্ছে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যার ফলস্বরূপ কার্যতঃ প্রচলিত বুর্জোয়া সংসদীয় আমলাতান্ত্রিকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা বলা বাহুল্য যে রুশদেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ, এ ধরনের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে মেনে নেবে না। এ ছাড়াও এই ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক দাবিসমূহের সাথেও সম্পূর্ণ অসমঞ্জস।

আমাদের মনে হয়, কমরেড স্তালিন আরও বললেন, রুশ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ

ক্ষমতা, রুশদেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত। অধিকন্তু, আমাদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের 'নীতির' অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বুর্জোয়া কুসংস্কারকে বর্জন করতে হবে। ভোটাধিকার সম্ভবতঃ জনগণের সেই অংশকেই দান করা হবে যারা শোষিত, অথবা যারা অপরের শ্রমকে আত্মসাৎ করে না। এটা হচ্ছে, সর্বহারা ও গরিব কৃষকের একনায়কত্বের স্বতঃসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত।

কার্যনির্বাহী ক্ষমতা-সংস্থা

রুশ যুক্তরাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা-কেন্দ্র অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গণ-কমিশার পরিষদ স্পষ্টতঃই কেন্দ্র এবং অঞ্চলসমূহের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য থেকে সোভিয়েত-সমূহের কংগ্রেসের অধিবেশনে নির্বাচিত হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ও গণ-কমিশার পরিষদের মাঝখানে তথাকথিত দ্বিতীয় আইনসভার অস্তিত্ব থাকবে না এবং থাকা উচিতও নয়। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নিয়ত ব্যবহারের ফলে ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে, কেন্দ্র ও অঞ্চলের স্বার্থগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য অন্যতর কার্যকর ও নমনীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে এবং সম্ভবতঃ তাই হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কার্যক্ষেত্রে যে-কোন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটুক না কেন তা অচল দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন-সভা যাকে আমাদের বিপ্লব কবরস্থ করেছে তার পুনরুজ্জীবন ঘটবে না।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্বর্তীকালীন কার্যাবলী

আমার মতে, কমরেড স্তালিন বলতে লাগলেন, এসব হচ্ছে রুশ যুক্ত-রাষ্ট্রের সাধারণ চৌহদ্দি—যার গঠন-প্রক্রিয়া আমরা এখন অবলোকন করছি। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অত্যন্ত স্থায়ী ও এমনকি আদর্শ ব্যবস্থা বলে মনে করার প্রবণতা অনেকের আছে এবং তাঁরা প্রায়শঃই আমেরিকা, কানাডা ও সুইজার-ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত আসক্তি ইতিহাস সমর্থন করে না। প্রথমতঃ, আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ডকে আর যুক্তরাষ্ট্র বলা চলে না: তারা ১৮৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছিল কিন্তু গত শতকের শেষভাগ থেকে যখন রাজ্য ও ক্যান্টনসমূহের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে অন্তরিত হয়েছিল তখন থেকে তারা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাজ্য ও ক্যাণ্টনের স্বাধীন অবস্থা থেকে চূড়ান্ত সংযুক্তিসাধনের অন্তর্বর্তীকালীন একটি ধাপ মাত্র। স্বাধীন অবস্থা থেকে সাম্রাজ্যবাদী এককেন্দ্রিকতায় উত্তরণের এক মধ্যবর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত উপযোগী বলে প্রমাণিত হল, কিন্তু যৎক্ষণাৎ রাজ্য ও ক্যাণ্টনগুলির একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে সংযুক্ত হওয়ার অবস্থা পরিপক্ক হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও অচল বলে বাতিল ও বর্জিত হল।

রুশ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর রূপদান। রুশদেশে যুক্তরাষ্ট্রিকতা—সমাজতান্ত্রিক এককেন্দ্রিকতার দিকে অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ

রুশদেশে সাংবিধানিক বিকাশ বিপরীত পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। জারের বাধ্যতামূলক এককেন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে তার আসন নিচ্ছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যাতে করে, কালক্রমে, রুশদেশের সমস্ত জাতির ও গোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষের একইরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সৌভ্রাতৃত্বমূলক সংযুক্তি এই যুক্তরাষ্ট্রিকতার স্থান নিতে পারে। উপসংহারে, কমরেড **স্তালিন** বলেন, আমেরিকা ও সুইজারল্যাণ্ডে যেমন ঘটেছে, রুশদেশেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবীরূপে রূপান্তরের একটি সোপান হবে—সমাজতান্ত্রিক এককেন্দ্রিকতায় রূপান্তর।

প্রাভদা, সংখ্যা ৬২ ও ৬৩
৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৮

একটি আশু কর্তব্য

রাশিয়াতে বিপ্লবের বিকাশের বিগত দুটি মাস, বিশেষতঃ জার্মানির সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন ও দেশের মধ্যে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব পরাভূত হবার পরবর্তী কালটাকে রুশদেশে সোভিয়েত শক্তির সংহতিসাধন ও গতায়ু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নতুন সমাজতান্ত্রিক পথে ধারাবাহিক পুনর্গঠন শুরু করার কাল বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান হারে কলকারখানার জাতীয়করণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান শাখাগুলির উপর অধিকতর হারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, আগতপ্রায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাংগঠনিক কেন্দ্র অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের বহু বিচিত্র কর্মধারার দৈনিক বিস্তারলাভ—এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, কত গভীরে আজ সোভিয়েত শক্তি সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা আজ পরিণত হয়েছে প্রকৃত জনগণের ক্ষমতায়, যে ক্ষমতা উৎসারিত হয়েছে শ্রমজীবী জনতার গভীর থেকে। এখানেই রয়েছে সোভিয়েত শাসনের শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। স্পষ্টতঃ, এটা আজ সোভিয়েত শাসনের ভূতপূর্ব শত্রু বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা—টেক্‌নিশিয়ান, ইঞ্জিনীয়ার, অফিস কর্মচারী এবং সাধারণভাবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা—তারা পর্যন্ত অনুভব করছে। এরাই গতকাল পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কাজ করছিল কিন্তু আজ এই সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনুন্নত অধিবাসী অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলে সোভিয়েত শক্তি এখনো সমপরিমাণে জনশক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। যে বিপ্লব কেন্দ্র থেকে শুরু হয়েছিল, সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে, কিছু বিলম্বে বিস্তৃত হয়েছিল। এসব অঞ্চলে—যে অঞ্চলগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ—ভাষা এবং জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কিত অবস্থা সোভিয়েত শক্তির সংহতিসাধনের কাজকে কিছুটা জটিল করেছে। সেখানে সোভিয়েত শক্তি যাতে প্রকৃত জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে, তার জন্য, শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণকে বিপ্লবের বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে টেনে আনার জন্য অন্যান্য উপায় ছাড়াও বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন আছে। জনসাধারণকে সোভিয়েত শক্তির উপযোগী স্তরে উন্নীত করা ও তাদের

শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিগণকে তার সঙ্গে একাত্ম করা প্রয়োজন। কিন্তু এটা অসম্ভব হবে যদি না এসব অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত হয় অর্থাৎ যদি না তাদের নিজেদের স্কুল, আদালত, শাসন দপ্তর, শাসনযন্ত্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থাকে ; এবং যদি না সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে এইসব অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সোভিয়েতসমূহের তৃতীয় কংগ্রেস রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল।

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভল্‌গা-তাতার, বাশ্‌কির ও কিরঘিজ এবং তুর্কিস্তান অঞ্চলে যেসব বুর্জোয়া স্বয়ংশাসিত গ্রুপের আবির্ভাব ঘটেছিল বিপ্লবের অগ্রগতির ফলে তাদের মুখোস ক্রমশঃ খুলে যাচ্ছে। তাদের 'নিজেদের জনগণকে' তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা, সোভিয়েতের চারিপাশে সমবেত করার জন্য স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতাকে তাদের কাছ থেকে 'নিয়ে নেওয়া', স্বায়ত্তশাসনকে বুর্জোয়ার স্পর্শদোষ থেকে প্রথমে কলুষমুক্ত করা ও তারপব বুর্জোয়া স্বায়ত্তশাসনকে সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তরিত করা দরকার। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী গ্রুপগুলি 'তাদের নিজেদের' জনগণকে ক্রীতদাস করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে থাকে। সেজন্যে তারা একদিকে যখন 'কেন্দ্রীয় সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানায়', অপরদিকে আঞ্চলিক সোভিয়েতকে মানতে অস্বীকার করে এবং তাদের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে' কোনরূপ হস্তক্ষেপ চলবে না বলে দাবি জানায়। এ কারণে কতকগুলি আঞ্চলিক সোভিয়েত যে-কোন ধরনের স্বায়ত্তশাসনকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অস্ত্রবলের দ্বারা তারা জাতীয় সমস্যার 'সমাধান' করার পক্ষপাতী। কিন্তু এই পন্থা সোভিয়েত শক্তির স্বার্থের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী। এই পন্থার একমাত্র ফল হবে জনগণকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের উপরতলার অংশের পেছনে সমবেত করা এবং শেষোক্তদের 'মাতৃভূমির' পরিত্রাতা ও 'জাতির' রক্ষাকর্তা সাজার সুযোগ করে দেওয়া। না, বাতিল করা নয়, স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতিদান করাই হচ্ছে সোভিয়েত শক্তির আশু কর্তব্য। কিন্তু আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলিই হবে এই স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি। কেবলমাত্র এই পথেই সোভিয়েত শক্তি গণশক্তিতে পরিণত হবে, পরিণত হবে জনগণের নিজস্ব শক্তিতে। সুতরাং

স্বায়ত্তশাসন সংশ্লিষ্ট জাতির উপরতলার মানুষের নয়, নীচের তলার মানুষের ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করবে। এই হচ্ছে বক্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কারণে সোভিয়েত সরকার তাতার-বাশ্‌কির ভূখণ্ডের জন্য স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেছেন, এই কারণেই কিরঘিজ ভূখণ্ড ও তুর্কিস্তান অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব করা হবে সীমান্ত অঞ্চলের স্থানীয় ছোট গ্রাম্য জেলা, জেলা শহরাঞ্চলের সোভিয়েতগুলিকে স্বীকৃতিদানের ভিত্তিতে।

এইসব ভূখণ্ডগুলির স্বায়ত্তশাসনের চরিত্র ও রূপ নির্ধারণের প্রয়োজনীয় মালমশলা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এ সমস্ত স্ব-শাসিত ইউনিটসমূহের সীমানা নির্ধারণকল্পে, সংশ্লিষ্ট জনগণের সোভিয়েত ও সোভিয়েত সংগঠনগুলির সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেসগুলি আহ্বান করার জন্য একাধিক কমিশন নিয়োগ করতে হবে। এসব কংগ্রেসের অধিবেশন নিশ্চয়ই ডাকতে হবে। ভবিষ্যতে আহূত একটি নিখিল রুশ সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস যাতে রুশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনায় সক্ষম হয়, তার জন্যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক কাজটি অবিলম্বে করতে হবে।

তাতার-বাশ্‌কির ভূখণ্ডের সোভিয়েত ও তাদের মুসলিম কমিশার সংসদগুলি এই কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তাতার-বাশ্‌কিরিয়ার সোভিয়েতগুলির সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেস ডাকার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করার জন্য, আগামী ১০ অথবা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে কাজান, উফা, ওরেনবুর্গ ও ইয়েকাতেরিনবুর্গের সোভিয়েত ও মুসলিম কমিশার সংসদগুলির প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

কিরঘিজ ভূখণ্ড ও তুর্কিস্তান অঞ্চলে এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ সবেমাত্র শুরু হচ্ছে। এসব অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির এক্ষুণি কাজে নেমে পড়া উচিত এবং এই কাজে সংশ্লিষ্ট জনগণের সোভিয়েত-পক্ষাবলম্বী ও বিপ্লবী অংশের সকলকে নিযুক্ত করতে হবে। কিছু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী গ্রুপের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় 'সংখ্যালঘু' ও 'সংখ্যাগুরু' অংশের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একাধিক জাতীয় সভায় বিভক্ত করতে দেওয়া হবে না। এ ধরনের বিভক্তিকরণ জাতিগত বিরোধকে তীব্র করে, বিভিন্ন জাতির শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিভেদের প্রাচীরকে আরও শক্তিশালী করে এবং পশ্চাদ্‌পদ মানুষের প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতি অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। জাতিগুলির

শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে পৃথক পৃথক জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে নয়, বরং সোভিয়েতগুলির স্ব স্ব ইউনিয়নের চারিপাশে সমবেত করে সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেসের নির্বাচনের ভিত্তি তৈরী ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অতএব, সোভিয়েতগুলির কাজ হচ্ছে—সীমান্ত অঞ্চলগুলির স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত মালমশলা সংগ্রহ করা, সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক জাতীয় কমিশার সংসদ গঠন করা, স্ব-শাসিত অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য কমিশন গঠন্ করা, কংগ্রেসগুলির আহ্বান করা ও আঞ্চলিক সোভিয়েত শক্তির সংগঠনগুলির সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসম্পন্ন জনগণের শ্রমজীবী অংশের বন্ধন দৃঢ়তর করা।

আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির এই কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যকে সহজ করার জন্য জাতি-সমস্যা সংক্রান্ত গণ-কমিশার সংসদ তার যথাশক্তি নিয়োগ করবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৬৭ — গণ-কমিশার

৯ই এপ্রিল, ১৯১৮ — জে. স্তালিন

রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সাধারণ বিধি

(রুশ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের দ্বারা অনুমোদিত খসড়া১৪)

বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণভাবে দমন করা, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা—যে ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না—এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, শক্তিশালী নিখিল রুশ সোভিয়েত শক্তির আকারে, শহর ও গ্রামের সর্বহারা এবং গরিব কৃষকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের মূল লক্ষ্য।

(১) রুশ প্রজাতন্ত্র হচ্ছে শহর ও গ্রামের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের ঐক্যবদ্ধ রুশদেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

(২) বিশেষ জীবন-প্রণালী ও জাতীয় গঠনের দ্বারা অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক কংগ্রেস ও তাদের পরিচালক সমিতির নেতৃত্বে স্বশাসিত আঞ্চলিক ইউনিয়নের মধ্যে যুক্ত হবে।

(৩) সোভিয়েত আঞ্চলিক ইউনিয়নগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে একটি রুশ সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মধ্যে যুক্ত হবে যার নেতৃত্বে থাকবে সোভিয়েতের নিখিল রুশ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি।

ইজ্ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৮২
২৫শে এপ্রিল, ১৯১৮

তুর্কিস্তান অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির পঞ্চম কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত তারবার্তা[১৫]

কমরেডগণ,

আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, গণ-কমিশার পরিষদ সোভিয়েত-ভিত্তিতে আপনাদের অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করবে। আমরা আপনাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং আমরা সুনিশ্চিত যে, আপনারা আপনাদের গোটা অঞ্চলকে সোভিয়েতের জালে ছেয়ে দেবেন এবং ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েতগুলির সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ রেখে কাজ করবেন। আপনাদের অঞ্চলে সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেস আহ্বান করার জন্যে আপনারা যে কমিশন গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন, সেই কমিশনকে আপনাদের অঞ্চলের শাসন-সংস্থা ও গণ-কমিশার পরিষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যুগ্মভাবে নির্ধারণ করার জন্যে মস্কোতে আমাদের কাছে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমরা আপনাদের কংগ্রেসকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি যে ইতিহাসের দ্বারা আরোপিত কর্তব্য এই কংগ্রেস কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করবে।

২২শে এপ্রিল, ১৯১৮

লেনিন
স্তালিন

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৮৩
২৬শে এপ্রিল, ১৯১৮

ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি-আলোচনা

(**ইজ্‌ভেস্তিয়ার** প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

কমরেড **স্তালিন**, সোভিয়েত শান্তি-আলোচনায় যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের চেয়ারম্যান, যাঁকে কুর্স্ক থেকে মস্কোতে গণ-কমিশার পরিষদের রিপোর্ট করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন :

যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন

সোভিয়েত শান্তি-আলোচনায় যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের প্রথম লক্ষ্য হল ইউক্রেন সীমান্তের রণাঙ্গণে যুদ্ধবিরতি কায়েম করা। এই লক্ষ্য অনুযায়ী, আমাদের শান্তি-আলোচনায় যোগদানকারী প্রতিনিধিদল জার্মান-ইউক্রেনীয় সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। আমরা কুর্স্ক, ব্রিয়ান্স্ক এবং ভরোনেঝ ফ্রণ্টে সাময়িক যুদ্ধবিরতি আনতে সক্ষম হয়েছি। পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় রণাঙ্গণে সাময়িক যুদ্ধবিরতি আনা। অতএব, আমাদের মতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন ও একটি সীমারেখা চিহ্নিতকরণ হচ্ছে শান্তি-আলোচনার প্রথম স্তরের কাজ।

পরবর্তী আলোচনা

আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য—শান্তি-আলোচনার সূত্রপাত—তাই নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল, কারণ কেন্দ্রীয় রাদার প্রতিনিধিদলের আগমনের জন্য আমাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা যখন এসে ভরোঝ্‌বাতে পৌঁছালেন, তখন ক্ষমতা চমক-দখল এবং ইউক্রেনের ক্ষুদে ও জমকালো সব রাদার উৎখাত হওয়ার সংবাদও পাওয়া গেল ; যার ফলে যুদ্ধ-বিরতি প্রতিষ্ঠা এবং আলোচনা শুরু করার জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যবস্থা বাধা পেল।

শেষোক্ত উদ্দেশ্যে, ইউক্রেনীয়-জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী প্রস্তাবিত তাদের সদর দপ্তর কোনোতপে, আমরা এক বিশেষ প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছি। আলোচনার স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপক ক্ষমতা আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছে।

ইউক্রেনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা চমক-দখলের ফলাফল

শান্তি-আলোচনার উপর ইউক্রেনের ক্ষমতা চমক দখলের কি প্রভাব পড়বে তা নিশ্চিতভাবে বলা মুস্কিল; কারণ শান্তি-আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন ইউক্রেনীয় সরকারের মনোভাব কি তা আমরা জানি না। এই বিষয়ে হেত্‌ম্যান স্কোরোপাদ্‌স্কির ঘোষণাপত্রে কিছুই বলা নেই। ক্ষমতা চমক-দখলের পূর্বে, আমরা ইউক্রেনীয় রাদার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট শান্তির প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু নতুন ইউক্রেনীয় সরকারের ভূখণ্ড সংক্রান্ত প্রস্তাব কি তা আমরা জানি না।

তবুও সাধারণভাবে শান্তি-আলোচনার ওপর ইউক্রেনীয় ক্ষমতা চমক-দখলের এখনো পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। অপরদিকে, এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, এই চমক-দখলের ফলে, সোভিয়েত সরকার ও ইউক্রেনীয় সরকারের মধ্যে শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাবে না। এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, চমক-দখলের পর থেকে শান্তি-আলোচনার প্রাথমিক প্রস্তুতির ব্যাপারে ইউক্রেনীয়দের দোদুল্যমানতা ও দীর্ঘসূত্রতার অবসান হয়েছে।

চমক-দখলের কারণ

সাক্ষাৎকারের শেষে ইউক্রেনীয় চমক-দখলের কারণ সম্বন্ধে কমরেড **স্তালিন** সামান্য আলোচনা করেন।

আমার মতে এই চমক-দখল অনিবার্য ছিল। এর কারণ রাদার স্ব-বিরোধী অবস্থানের মধ্যে নিহিত: একদিকে রাদা সমাজতন্ত্র নিয়ে খেলা করেছে; অপরদিকে সে ইউক্রেনের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিদেশী সৈন্য আমদানি করেছে। কেন্দ্রীয় রাদা অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে জার্মানির ওপর নিজেকে নির্ভরশীল করেছিল, এবং একই সঙ্গে সে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইউক্রেনের শ্রমিক ও কৃষককে—যাদের বিরুদ্ধে অনতিকাল পরেই সে সংগ্রাম শুরু করে দেয়। এই শেষ পদক্ষেপের ফলে ইউক্রেনীয় রাদা নিজেকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে ফেলে, যখন বুর্জোয়া ও জমিদারদের আক্রমণের ফলে তার যে সঙ্গীন অবস্থা হয় সেই অবস্থায় নির্ভর করার মতো সে কাউকেই খুঁজে পেল না।

এবং প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় রাদা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে পারত না—কারণ বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের স্তরে

কেবল তারাই ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যাদের পেছনে কোন-না-কোন শ্রেণীর সমর্থন রয়েছে। অতএব, ইউক্রেনের ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তনীয় ছিল : হয় শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর একনায়কত্ব, যেটা তার পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের জন্য কেন্দ্রীয় রাদা প্রতিষ্ঠা না করে পারত না ; নয় বুর্জোয়া ও জমিদারের একনায়কত্ব, যেটাতেও রাদার সম্মতি ছিল না। রাদা একটা মাঝামাঝি অবস্থান বেছে নেয় এবং তার ফলে নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর করে।

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৯০
৯ই মে, ১৯৩৮

তাতার-বাশ্‌কির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত-সমূহের সংবিধান-রচনাকারী কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তুতি-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

১০-১৬ই মে, ১৯১৮১৬

১। সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণ

১০ই মে

কমরেডগণ,

এই সম্মেলন জাতি-বিষয়ক কমিশার সংসদের উদ্যোগে ও গণ-কমিশার পরিষদের পক্ষে তার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে আহুত হয়েছে।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের অঞ্চলে সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা। ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হবে তাতার-বাশ্‌কির অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের সীমানা ও চরিত্র নির্ধারণ। যে অক্টোবর বিপ্লব জাতিসমূহের মুক্তির হোতা সেই অক্টোবর বিপ্লবের আসল চরিত্র থেকেই স্বায়ত্তশাসনের ধারণার উদ্ভব। রাশিয়ার জাতিসত্তাবৃন্দের অধিকারসমূহ বিবৃত করে অক্টোবরের দিনগুলিতে গণ-কমিশার পরিষদ যে ঘোষণাপত্র প্রচার করে, সেই ঘোষণাপত্রটি এবং রাশিয়াকে বিশেষ বিশেষ জীবন-প্রণালী ও গঠন-বিন্যাসের দ্বারা বিশেষিত ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে বিবৃত করে সোভিয়েতপুঞ্জের তৃতীয় কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই সিদ্ধান্তটি অক্টোবর বিপ্লবের অন্তর-প্রকৃতিরই একটি আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি মাত্র।

সোভিয়েতপুঞ্জের তৃতীয় কংগ্রেস সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সাধারণ বিধিগুলি প্রণয়ন করেছে এবং রুশ জনগণের শ্রমজীবী অংশের কাছে তারা কোন্ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আকারে তাদের অঞ্চলগুলিতে নিজেদের সংগঠিত করবে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়—এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সমস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে, আমার মতে, কেবলমাত্র ফিনল্যাণ্ড ও ইউক্রেন স্পষ্টভাবে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে। তারা স্বাধীনতার পক্ষে মত দিয়েছে। এবং গণ-

কমিশার পরিষদ যখন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হল যে, শুধুমাত্র বুর্জোয়ারা নয়, ঐসব দেশের শ্রমজীবী অংশও স্বাধীনতালাভের জন্য প্রবল প্রয়াস পাচ্ছে, তখন ঐসব দেশ যা চেয়েছিল বিনা বাধায় তা পেয়েছিল।

অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তাদের শ্রমজীবী অংশগুলি জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে। যে পরিমাণে তাদের নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঠিক সেই পরিমাণে বুর্জোয়ারা সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিল। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অঞ্চলে বুর্জোয়া স্ব-শাসিত গ্রুপ গড়ে উঠেছিল, যে গ্রুপগুলি আবার 'জাতীয় পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করে, জাতীয় সৈন্যবাহিনী ও জাতীয় বাজেট সহ তাদের জাতীয় অঞ্চলকে পৃথক পৃথক জাতীয় সভায় বিভক্ত করে—এবং এইভাবে তাদের অঞ্চলগুলিকে জাতীয় সংঘর্ষ ও অসহিষ্ণু দেশপ্রেমের রণক্ষেত্রে পরিণত করে। এই স্ব-শাসিত গ্রুপগুলি (আমি তাতার, বাশ্‌কির, কিরঘিজ, জর্জীয়, আর্মানি এবং অন্যান্য 'জাতীয় পরিষদগুলির' কথা বলছি)—এই সব জাতীয় পরিষদগুলি শুধু একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিল—সেটা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করা যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে এবং শাসন করতে পারবে না। 'আমাদের স্বায়ত্তশাসন দাও, তাহলে কেন্দ্রীয় সোভিয়েত শক্তিকে আমরা মেনে নেব, কিন্তু আমরা আঞ্চলিক সোভিয়েতকে মানতে পারি না এবং তারা আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে না ; আমরা যেভাবে খুশি, যেভাবে পারি নিজেদের সংগঠিত করব এবং আমাদের জাতীয় শ্রমিক ও কৃষকের সাথে যে-রকম খুশি সে-রকম ব্যবহার করব।' এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন—মূলতঃ বুর্জোয়া চরিত্রের স্বায়ত্ত-শাসন—বুর্জোয়াদের লক্ষ্য। তারা স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোর মধ্যে 'তাদের' শ্রমজীবী মানুষের উপর পুরো কর্তৃত্বের দাবি করে।

এটা বলা বাহুল্য যে এ ধরনের স্বায়ত্তশাসন সোভিয়েত শক্তি কখনো অনুমোদন করতে পারে না। যে স্বায়ত্তশাসন দানের অর্থ হচ্ছে স্ব-শাসিত ইউনিটের সব ক্ষমতা জাতীয় বুর্জোয়ার হাতে তুলে দেওয়া যারা জেদের সঙ্গে দাবি করে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে, তাতাব, বাশ্‌কির, জর্জীয়, কিরঘিজ, আর্মানি ও অন্যান্য শ্রমিকগণকে, তাতার, জর্জীয়, আর্মেনীয় ও অন্যান্য বুর্জোয়াদের দয়ার কাছে সঁপে দেওয়া—সেই ধরনের স্বায়ত্তশাসন এমন একটি বস্তু যা সোভিয়েত শক্তির সম্মতি লাভ করতে পারে না।

স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে একটি আধার। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, এই আধারে কোন্ শ্রেণীগত বস্তু রাখা হবে। সোভিয়েত শক্তি স্বায়ত্তশাসনের একেবারেই বিরোধী নয়। সে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে—কিন্তু সেই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যার ফলে সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী হবে শ্রমিক ও কৃষক, এবং সমস্ত জাতিবর্গের বুর্জোয়ারা যে শুধু ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়, তারা এমনকি, সরকারী সংস্থাগুলোর নির্বাচনেও যোগদান করতে পারবে না।

এই স্বায়ত্তশাসন হবে সোভিয়েত-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন।

দুই প্রকারের স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। প্রথম হচ্ছে বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী স্বায়ত্তশাসন। এটা অতি-রাষ্ট্রিকতা নীতির ওপর ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের ফল হচ্ছে 'জাতীয় পরিষদ' যাকে কেন্দ্র করে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর উদ্ভব, অধিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতীয় সভায় বিভক্তিকরণ এবং জাতীয় সংঘর্ষ যেটা এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ঐ ধরনের স্বায়ত্তশাসন অনিবার্যভাবে শ্রমিক ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের সর্বনাশ ঘোষণা করছে। ঠিক এই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের জন্যই বুর্জোয়া রাদা সচেষ্ট ছিল। নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের স্বার্থে রাদাকে স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। এটা ট্রান্সককেশিয়াতে আর্মানি, জর্জীয় ও তাতার জাতীয় পরিষদসমূহের অস্তিত্বের পরিণতিও বটে। তাই গেগেচ্‌কোরি ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত ও কমিশার-সংসদকে যখন বলেছিলেন: 'তোমরা কি জান যে, আজ কমিশার-সংসদ ও সোভিয়েত রূপকথায় পর্যবসিত, কারণ সব ক্ষমতা কার্যতঃ সেই জাতীয় পরিষদ-গুলির হাতে চলে গেছে—যাদের হাতে রয়েছে জাতীয় সৈন্যবাহিনী?'—তখন তিনি ঠিকই বলেছিলেন।

আমরা নীতিগতভাবে ঐ ধরনের স্বায়ত্তশাসনকে প্রত্যাখ্যান করি।

আমরা অন্য এক ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রাখছি—যেসব অঞ্চলে এক বা একাধিক জাতির প্রাধান্য রয়েছে তাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন। কোন জাতীয় সভা নয়—কোন জাতিগত ব্যবধানও নয়! স্বায়ত্তশাসন হবে সোভিয়েত-স্বায়ত্ত-শাসন ও সোভিয়েতগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসন। এর অর্থ হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণকে জাতিগত ভিত্তিতে নয়, শ্রেণীগত ভিত্তিতে বিভক্তি-করণ। স্বায়ত্তশাসন, যার ভিত্তি হবে শ্রেণীগত সোভিয়েত, এবং স্বায়ত্তশাসন যা হবে এই সোভিয়েতগুলির ইচ্ছার অভিব্যক্তিস্বরূপ—এই প্রকৃতির সোভিয়েত-

স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবই আমরা করছি।

স্ব-শাসিত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক বুর্জোয়া জগৎ বিস্তারিতভাবে সৃষ্টি করেছে। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডের কথা বলছি। ঐসব দেশের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রাজ্যের সমস্ত মানুষের (অথবা ক্যান্টনের) দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেণ্টের এবং তার সমান্তরাল রাজ্যসমূহের (অথবা ক্যান্টনের) সরকারগুলির দ্বারা মনোনীত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। এর ফল হচ্ছে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট এক ব্যবস্থা যার আনুষঙ্গিক হচ্ছে বিধিগত লালফিতার দৌরাত্ম্য এবং সমস্ত বিপ্লবী উদ্যোগের শ্বাসরোধ।

আমরা এই ধরনের কর্তৃত্ব গঠনের বিরোধী। আমরা এর বিরোধী শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই ধরনের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে পরিহার করে, বরং বর্তমানে যে সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার বাস্তব প্রয়োজনের কারণেও বটে। ঘটনা হচ্ছে যে, বর্তমান পরিবর্তনের সময়টাতে, বুর্জোয়াদের শক্তি যখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে কিন্তু নির্মূল হয়নি, যখন অর্থনৈতিক জীবন ও খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থার বিপর্যস্ত অবস্থা যা বুর্জোয়াদের চক্রান্তের ফলে গুরুতর হয়েছে তা দূর করা যায়নি, এবং যখন পুরানো বুর্জোয়া জগৎ চুরমার হয়ে গেছে কিন্তু সে জায়গায় নতুন সমাজতান্ত্রিক জগৎ সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়নি—ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের প্রয়োজন এমন একটি নিখিল রুশ ক্ষমতা-কেন্দ্র—যে কেন্দ্র সমাজতন্ত্রের শত্রুদের নির্মূল করতে ও নতুন কমিউনিস্ট অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যাকে বলা হয় শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাদের একনায়কত্ব। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় শক্তির সমান্তরাল-বর্তী স্থানীয় ও আঞ্চলিক সার্বভৌম শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার ফল কার্যতঃ দাঁড়াবে সমস্ত কর্তৃত্বের অবসান ও ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং, সমগ্র দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কাজের ভার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হাতে থাকবে এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে প্রধানতঃ অঞ্চলের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজের দায়িত্বগুলি, যেগুলি যথার্থই আঞ্চলিক চরিত্রবিশিষ্ট। এইগুলি হচ্ছেঃ শিক্ষা, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, অপরিহার্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী, জাতীয় অবস্থা ও জীবন-প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ও সাধারণ বিধিগুলির রূপ নির্ধারণ ও প্রয়োগ—এই সব কিছুই করতে হবে অধিবাসীদের মাতৃভাষায় এবং তাদের বোধগম্য করে। অতএব, সাধারণভাবে স্বীকৃত

আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক ইউনিয়নই হচ্ছে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের সবচেয়ে উপযোগী রূপ।

সর্বহারা একনায়কত্বের সংহতি ও সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঘাঁটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির সর্বহারাদের সাধারণ সংগ্রাম—এই উভয়েরই স্বার্থ পরিবর্তনের যুগে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে দিচ্ছে।

এইসব বিবেচনা থেকে আমাদের সম্মেলনের কর্তব্য যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে নিরূপিত হচ্ছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির শ্রমজীবী জনসাধারণের দাবি সম্বন্ধে সাধারণভাবে অবহিত হবার জন্য সম্মেলন স্থানীয় রিপোর্টগুলি শুনবে। তারপর সম্মেলন এই ভূখণ্ডের একটি মোটামুটি প্রাথমিক নক্সা তৈরী করবে, এখানকার শ্রমজীবী জনগণকে আঞ্চলিক সোভিয়েতসমূহের সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেস নির্বাচনে যোগদান করার জন্য ডাকা হবে। সংশ্লিষ্ট স্ব-শাসিত এলাকাই শুধু নয়, তার সন্নিহিত জেলার সোভিয়েতগুলিতে সংগঠিত শ্রমজীবী অধিবাসীদের ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে। সবশেষে, সম্মেলন একটি কমিশন নির্বাচিত করবে, যার উপর সোভিয়েতসমূহের আঞ্চলিক সংবিধান রচনাকারী কংগ্রেস ডাকার দায়িত্ব থাকবে। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন, স্বায়ত্ত-শাসনের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের সীমানা ও অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার দায়িত্ব এই সম্মেলনের উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই হচ্ছে সম্মেলনের কর্তব্য।

সম্মেলনকে উদ্বোধন করে আমি এই আশ্বাস প্রকাশ করতে চাই যে, সম্মেলন তার কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করবে।

২। সম্মেলনের সমাপ্তি-ভাষণ

১৬ই মে

আপনাদের অনুমতি নিয়ে, কেন্দ্রীয় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে, প্রাচ্যের জনসাধারণের নির্যাতিত ও শোষিত অংশের—বিশেষ করে, সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত মুসলিম প্রাচ্যের শোষিত ও নির্যাতিতদের মুক্তি-আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করাকে গণ-কমিশার পরিষদ সর্বদাই তার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেছে। আমাদের বিপ্লবের সমগ্র চরিত্র, সোভিয়েত শক্তির যথার্থ প্রকৃতি, সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং

পরিশেষে এমনকি রুশদেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি—সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ ও নির্যাতিত এশিয়ার মধ্যে তার অবস্থান—এই সমস্ত ঘটনা সোভিয়েত শক্তির প্রতি প্রাচ্যের মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমর্থন দান—সন্দেহাতীতভাবে এই নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছে।

বর্তমানে বিদ্যমান সব রকমের নিপীড়নের মধ্যে জাতীয় নিপীড়ন সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক। সূক্ষ্ম, কারণ এটা বুর্জোয়ার নেকড়ে-সুলভ মুখকে ঢেকে রাখার কাজ ভালভাবেই করে। বিপজ্জনক, কারণ, জাতি-বৈর খুঁচিয়ে তুলে এটা বেশ চতুরভাবে বুর্জোয়ার প্রতি নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে বিপথগামী করে। যদি ইউরোপীয় হাঙ্গরেরা বিশ্বব্যাপী নরমেধ যজ্ঞে শ্রমিকদের একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে দিতে পেরে থেকে, এবং যদি তারা এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এই নরমেধ যজ্ঞ চালু রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে—তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ইউরোপের শ্রমিকদের মনকে কুয়াশাচ্ছন্ন করছে, এবং তার শক্তি এখনো ফুরায়নি। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বুর্জোয়াদের শেষ ঘাঁটি, সেখান থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে হলে তাদের হঠাতে হবে। কিন্তু জাতীয় সমস্যাকে অবহেলা করে, উপেক্ষা করে এবং তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে—আমাদের কিছু কমরেড যা করে থাকেন—জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করা যাবে না। কোন মতেই না। জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদী মনোভাব সমাজতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক—কারণ সেটা বুর্জোয়াদের স্বার্থসাধন করে। জাতীয়তাবাদকে চূর্ণ করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় সমস্যার মোকাবিলা ও তার সমাধান করা। কিন্তু জাতীয় সমস্যাকে প্রকাশ্যভাবে ও সমাজতান্ত্রিক কায়দায় সমাধান করতে গেলে, সোভিয়েতের পথ ধরে সমস্যাটির মোকাবিলা করতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে এবং সমগ্রভাবে সমস্যাটিকে সোভিয়েতে সংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের অধীন করতে হবে। এইভাবে, কেবলমাত্র এইভাবে, বুর্জোয়াদের শেষ আদর্শগত অস্ত্রটিকে তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যায়। বর্তমানে নির্মীয়মান স্ব-শাসিত তাতার-বাশ্কির প্রজাতন্ত্র সমগ্র বিপ্লবের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সমস্যাটি সমাধানের বাস্তব উপায়। এই স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রটি প্রাচ্যের মুসলিম জনসাধারণের নিকট, নিপীড়ন থেকে মুক্তির রাস্তা আলোকিত করার প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ কাজ করুক।

আমি এখানে তাতার-বাশ্কির প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েতসমূহের সংবিধান

রচনাকারী কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তুতি-সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং আপনাদের স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র গঠনের কাজে সাফল্য কামনা করছি।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৬ ও ১০১

১৮ই এবং ২৪শে মে, ১৯১৮

আর একটি মিথ্যা

নাশে প্রেমিয়ার[১৭] (সান্ধ্য-সংস্করণ) ৯৭ নং সংখ্যায়, কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল থেকে প্রেরিত, জার্মান বেতারবার্তার মূল বয়ান উদ্ধৃত করে তাদের নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ; সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, 'বলশেভিকরা তুর্কিস্তান ও আস্ত্রাখান থেকে প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্যদলের দ্বারা বলীয়ান হয়ে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে, এবং মুসলিমদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও, বাকু শহর অধিকার করে নিয়েছে।'

আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি যে, এই প্ররোচনা-সৃষ্টিকারী সংবাদের মূলে কোন সত্য নেই।

বিপ্লবের গোড়ার দিন থেকেই বাকু সোভিয়েতের ক্ষমতাকে স্বীকার করে আসছে এবং এখনো তাকে স্বীকার করে। বাকুর উপর বলশেভিকদের পক্ষ থেকে কোন আক্রমণ হয়নি এবং হতে পারে না। শুধুমাত্র একটি হঠকারী আক্রমণ ঘটেছিল মুষ্টিমেয় তাতার ও রুশ জমিদার এবং সেনাধ্যক্ষদের পক্ষ থেকে। যেহেতু মুসলিম ও রুশ শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে —সেইজন্য তাদের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে। বলশেভিক ও মুসলিমদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ ঘটেনি এবং ঘটতে পারত না। বাকু সোভিয়েত শক্তি ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের সব জাতির শ্রমিক ও কৃষকের এবং সর্বোপরি মুসলিম জনগণের শক্তি ছিল এবং আছে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৭
১৯শে মে, ১৯১৮

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

ককেশাসের পরিস্থিতি

১। ট্রান্সককেশিয়া

ট্রান্সককেশিয়ার পরিস্থিতি ক্রমশঃ আশংকাজনক হয়ে উঠছে। ডায়েট কর্তৃক (২২শে এপ্রিল) ট্রান্সককেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা, যার উদ্দেশ্য ছিল তিফ্‌লিস 'সরকারের' বন্ধনমুক্তি, কার্যক্ষেত্রে তাকে আন্তর্জাতিক হাঙ্গরদের জালে ফেলে দিয়েছে। বাতুমে অনুষ্ঠিত তথাকথিত 'শান্তি-আলোচনা'[১৮] কিভাবে শেষ হবে—তা অতি নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু একটা ব্যাপার সুনিশ্চিত: তিফ্‌লিসের মেনশেভিক দল ও তাদের রুশ-বিপ্লবের সরকারের **স্বাধীনতা** তুর্কী ও জার্মান 'সভ্য' নেকড়েদের উপর দাসসুলভ **পরাধীনতায়** পর্যবসিত হবে। এটা হবে তুর্কী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিফ্‌লিসের মেনশেভিক শাসকদের মৈত্রী। মার্তভ ও দান মহাশয়েরা, ভবিষ্যৎ ককেশীয় গোলুবোভিচের ভূমিকায় মেনশেভিক চ্‌খেনকেলি —এটি একটি প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ দৃশ্য নয় কি?

তিফ্‌লিস থেকে ডায়েট সদস্য কারচিকিয়ান সংবাদ দিচ্ছেন:

> 'তিফ্‌লিসের অবস্থা অশান্ত; আর্মেনীরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছে, এবং ট্রান্সককেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে বলে শ্রমিক ও কৃষকেরা সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। স্বাধীনতার প্রশ্নের উপর গণভোট গ্রহণের দাবিতে কুতাইস, হোনি, লেচুম, গোরি এবং ডুশেটে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।'

অবৈধ অধিকারী অধ্যুষিত প্রবঞ্চক তিফ্‌লিস 'সরকারের' বিরুদ্ধে সমস্ত আর্মেনিয়া প্রতিবাদ করছে এবং ডায়েট থেকে তার প্রতিনিধিদের পদত্যাগের দাবি করছে। ট্রান্সককেশিয়ায় সোভিয়েত শক্তির দুর্গ, মুসলিম কেন্দ্র বাকু, যার চারিপাশে লেন্‌কোরান ও কুবা থেকে ইয়েলিজাভেৎপোল পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব ট্রান্সককেশিয়া সমবেত হয়েছে—সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখতে যারা যথাসাধ্য প্রয়াস করছে—সেই ট্রান্সককেশীয় জনগণ অস্ত্র হাতে দৃঢ়ভাবে তাদের অধিকার ঘোষণা করছে। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে বীর আব্‌খাজিয়া[১৯] যে তিফ্‌লিস 'সরকারের' দুর্বৃত্ত দলগুলির বিরুদ্ধে একবাক্যে অস্ত্র হাতে রুখে

দাঁড়িয়েছে এবং সুখুমের উপর আক্রমণকে অস্ত্র হাতে প্রতিহত করছে তার সম্বন্ধে আমরা কিছু বলছি না। 'সমস্ত আব্‌খাজিয়ার মানুষ, তরুণ ও বৃদ্ধ, দক্ষিণ থেকে আগত দুই হাজার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং ইতোমধ্যে আটদিন ধরে শহরের কুড়ি ভার্স্ট দক্ষিণে, সুখুমের প্রবেশপথ-গুলি রক্ষা করছে'—এ কথা আমাদের এশ্‌বার বিপ্লবী সামরিক কমিটির সভাপতি জানিয়েছেন। কতকগুলি বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ট্রান্স-ককেশীয় রক্ষীবাহিনীদের অগ্রগতি সমুদ্রের দিক থেকে একটি সশস্ত্র জলযান বহর ও একদল ধ্বংসকারী সহায়তা করছে। অধিকন্তু, দেখা যাচ্ছে যে, ব্রেস্ট লিতোভস্ক শান্তি অনুসারে ও তার জার্মান-ভাষ্য অনুযায়ী শুধু যে সুখুমকে রক্ষা করার জন্য আমরা সমুদ্রের দিক থেকে অগ্রসর হতে পারব না তা নয়, এমনকি আমাদের আত্মরক্ষা করারও কোন অধিকার নেই। এই হচ্ছে ট্রান্স-ককেশীয় আক্রমণকারীদের জার্মান 'শান্তি-প্রণেতারা' যে বাস্তব সাহায্য দিচ্ছে তার রূপ। এই অবস্থায় এটা বোঝা কঠিন নয় যে, সুখুমের ভাগ্য আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। ট্রান্সককেশিয়ার জনগণ তিফ্‌লিস 'সরকারের' বিরোধী। ট্রান্সককেশিয়ার জনগণ রুশদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিরোধী। ডায়েট সভ্যদের মুষ্টিমেয় সংখ্যা সত্ত্বেও ট্রান্সককেশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকেরা গণভোটের পক্ষপাতী ; কারণ, রাশিয়া থেকে ট্রান্সককেশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়ার কেউ, সুনিশ্চিতভাবে কেউ, অধিকার দেয়নি।

এই হচ্ছে ছবি।

অতএব, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যাদের অপরের চেয়ে একটু বেশি লজ্জা সরম আছে এমন মেনশেভিকেরা—জোর্দানিয়া, সেরেতেলি এবং এমনকি (এমনকি!) গেগেচ্‌কোরি পর্যন্ত এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে এবং মেনশেভিকদের অধিকতর নীতিহীন অংশের উপর এই নোংরা কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছে।

তিফ্‌লিস থেকে আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, আর্মেনীরা যখন কার্‌স সমর্পণ করে, তখন কার্‌সে অবস্থিত তুর্কী সেনাবাহিনীর প্রধান ঘোষণা করে যে, যদি ট্রান্সককেশীয় সরকার নিজে অবিলম্বে এই কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বাকুর সন্নিহিত অঞ্চলের মুসলিমদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বাকু দখল করার জন্য তুর্কী সৈন্যদল প্রেরণ অবশ্যম্ভাবী বলে চিন্তা করবেন। এরই পাশাপাশি, 'ট্রান্সককেশীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত ওয়াহিব

পাশার একটা চিঠিতে, এটা অনিবার্য বলে ধরে নিতে বলা হয়েছে।'

এইসব খবরের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যে কোন দলিল আমাদের হাতে নেই, তবে একটা বিষয় নিশ্চিত যে, যদি তুর্কী 'পরিত্রাতারা' বাকুর দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তারা সমস্ত জনগণের এবং বিশেষ করে মুসলিম শ্রমিক ও কৃষকের শক্তিশালী প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে।

বলা বাহুল্য, আক্রমণকারীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ট্রান্সককেশিয়ার জণগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত যথাশক্তি চেষ্টা করবে।

২। উত্তর ককেশাস

১৯১৭ সালে ফিলিমোনভ, করৌলভ, চেরমোয়েভ এবং বামাতভের মতো মুষ্টিমেয় অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মিলে পার্বত্য-অঞ্চলবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন অফ হাইল্যাণ্ডার্স) ঘোষণা করে, কৃষ্ণসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত উত্তর ককেশাসের সরকার বলে নিজেদের অভিহিত করে এবং কালেদিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সক্রিয় কর্মপন্থায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে, রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলে সোভিয়েত শক্তির বিজয়লাভের পর, এই মেকী সরকার রুশ-জার্মান ফ্রন্টের যুদ্ধবিরতিকে বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সামরিক মিশনের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে থাকে। ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে, কালেদিনের হঠকারী অভিযানের বিপর্যয়ের পর, এই রহস্যময় 'সরকার' রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয় এবং ট্রেনের উপর ডাকাতি হামলা ও অসামরিক শহর এবং গ্রামবাসীদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ আক্রমণ সংগঠিত করার মধ্যে নিজেদের কাজকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। বর্তমান বৎসরের বসন্তকালের মধ্যে সবাই এসব ভুলে যায়, কারণ, জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত প্রকৃত সোভিয়েত উত্তর ককেশাস, কুবান ও তেরেক অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়েছিল এবং তাদের নিজেদের চারিপাশে উত্তর ককেশীয় অঞ্চলের কোন বাদবিচার না করে সব জাতির, সব মানুষের বৃহৎ অংশকে জড়ো করেছিল। কার্বাদীয় ও কশাক, ওস্‌সেতী ও জর্জীয়, রুশ ও ইউক্রেনীয়গণ সমবেতভাবে তেরেক সোভিয়েতের চারিদিকে একটা প্রশস্ত বেষ্টনী রচনা করেছিল। চেচেন ও ইঙ্গুশ, কশাক ও ইউক্রেনীয়, শ্রমিক ও কৃষকগণ, কুবান অঞ্চলের বহু সোভিয়েত তাদের প্রতিনিধি দিয়ে পূর্ণ করেছে। তাদের কংগ্রেসগুলিতে, এই সমস্ত জাতি ও জনগণের শ্রমজীবী মানুষের

বৃহদংশ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। এইসব ঘটনার চাপের ফলে চেরমোয়েভ ও বামাতভগণের প্রবঞ্চক সরকারের পক্ষে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে চোরের মতো সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সকলের ধারণা হয়েছিল যে এই অদ্ভুত 'সরকার' মৃত এবং সমাধিস্থ। অবশ্য, এই বছরের মার্চ মাসে বামাতভদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু দাঘেস্তানের তথাকথিত ইমাম পেত্রোভস্ক ও দেরবেন্তের রেলে হামলাবাজি সংগঠিত করে নিজের অস্তিত্বের জানান দিল। কিন্তু ইতোমধ্যে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় নাগাদ বাকু শ্রমিকের সোভিয়েত রক্ষীবাহিনী ও স্বয়ং দাঘেস্তানীয়রা মিলে ইমামের হঠকারী আক্রমণের অবসান ঘটিয়ে দিল—তারা ইমাম ও তার পার্শ্বচর রুশ অফিসারদের দাঘেস্তানীয় পর্বতের দিকে **তাড়িয়ে** দিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ হতো না, যদি না সে প্রেতদের, 'পরলোক' থেকে তার এই জগতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাজির করতে পারত। মাত্র এক সপ্তাহ আগে চেরমোয়েভ ও বামাতভের স্বাক্ষরিত একটি সরকারী বিবৃতি আমাদের হাতে দেওয়া হল—তারা প্রেতলোক থেকে উঠে এসে কৃষ্ণসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত (এর কমও নয়, বেশিও নয়!) একটি স্বাধীন (হাসবেন না!) উত্তর ককেশীয় রাষ্ট্র গঠন করেছে বলে ঘোষণা করল।

> 'ককেশীয় পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র', এই প্রবঞ্চক সরকার ঘোষণা করছে, 'রুশদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করেছে।'
>
> 'এই নবগঠিত রাষ্ট্রের সীমানা হবে: উত্তরে—দাঘেস্তান, তেরেক, স্তাভ্রোপোল, কুবান এবং কৃষ্ণসাগর অঞ্চল ও ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি; পশ্চিমে—কৃষ্ণসাগর; পূর্বে—কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণে একটি সীমানা, যার খুঁটিনাটি ট্রান্সককেশীয় সরকারের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হবে।'

এইভাবে ট্রান্সককেশীয় 'সরকার' তুর্কী ও জার্মান 'মুক্তিদাতাদের' সঙ্গে 'সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠা করছে এবং উত্তর ককেশীয় 'সরকার' করছে ট্রান্সককেশীয় সরকারের সঙ্গে। এ সবই সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার। উত্তর ককেশীয় হঠকারীরা, ব্রিটিশ ও ফরাসীদের সম্বন্ধে নিরাশ হবার পর, এখন শেষোক্তদের শত্রুদের উপর

নির্ভর করছে। এবং যেহেতু তুর্কী ও জার্মানদের সাম্রাজ্যলোলুপতার সীমা নেই, অতএব উত্তর ককেশীয় ভাগ্যান্বেষীদের সঙ্গে তুর্কী এবং জার্মান 'মুক্তি-দাতাদে'র মধ্যে একটি 'চুক্তি'র সম্ভাবনা আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে শেষোক্তরা জার্মান-চুক্তির প্রতি তাদের আনুগত্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাদের ঐকান্তিকতা ইত্যাদির আশ্বাস দেবে। কিন্তু যেহেতু আজকাল কথা নয়, কাজকেই লোকে বিশ্বাস করে এবং এসব ভদ্রলোকদের কার্যকলাপ অত্যন্ত পরিষ্কার, অতএব সোভিয়েত সরকারকে, উত্তর ককেশীয় জনগণকে বলপূর্বক পরাস্ত করার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত শক্তি সমাবেশ করতে হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১০০
২৩শে মে, ১৯১৮

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

ককেশাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে

জাতি-বিষয়ক গণ-কমিশার সংসদ থেকে

রবিবারের সংবাদপত্রগুলিতে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, বাকু এবং আপশেরণ উপদ্বীপ ব্রিটিশরা দখল করে নিয়েছে। বয়ানটি এই :

'২৪শে মে। ওদেশার সংবাদপত্রগুলি খবর দিচ্ছে যে, বাকু থেকে আগত ব্যক্তিরা বলছে যে তিন সপ্তাহ পূর্বে পারস্যের পথ দিয়ে মেসো-পটেমিয়া থেকে ককেশাসে ঢুকে পড়ে মোটরবাহী ব্রিটিশ সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করেছে। সৈন্যদলটি বড় এবং স্পষ্টতঃই একটি অগ্রগামী দল। কেউ কেউ বলছে যে, ব্রিটিশরা কর্নিলভের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। অপর একটি সংবাদপত্র জানাচ্ছে যে ব্রিটিশরা আপশেরন উপদ্বীপ দখল করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে তিফ্লিস, আলেক্সান্দ্রো-পোল, সারিকানিশ, কার্স ও এরজেরামের দিকে এগোচ্ছে।'

জাতি-বিষয়ক গণ-কমিশার সংসদ এটা জানানো প্রয়োজন বোধ করছে যে, এই প্ররোচনামূলক খবর, উপরন্তু যার উৎস অতিশয় রহস্যজনক,—এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কোন ব্রিটিশ সৈন্যদল বাকুতে আসেনি বা আসতেও পারত না শুধুমাত্র এই কারণে যে সমস্ত বাকু প্রদেশ এবং সমস্ত পূর্ব-ট্রান্সককেশিয়া সোভিয়েত সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে, যারা প্রথম সংকেত পাওয়া মাত্র যে-কোন বহিঃশক্তির সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত আছে—তা সে শক্তি যে ছদ্মবেশেই আসুক না কেন। বিশেষ কমিশার শৌমিয়ানের ২৫শে মের একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এই সেদিন যারা আজিকাবুলের উপরে হামলা চালিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিটের কাছ থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বহুদূরে পশ্চিম পর্যন্ত সরে গিয়েছিল, আমরা যদি সেই তাতার জমিদারদের হিসেবের মধ্যে না ধরি, তাহলে কোন দিক থেকেই বর্তমানে বাকুর ও বাকু অঞ্চলের ভয়ের কারণ নেই।'

দক্ষিণ ট্রান্সককেশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, সে জায়গা সত্যিই ভয়াবহ; তবে ব্রিটিশের পক্ষে নয়, তুর্কীদের পক্ষে, যে তুর্কীরা উত্তর পারস্যে ব্রিটিশদের গতিরোধ করার জন্য আলেক্সান্দ্রোপোল-জুলফা রেলপথ ধরে তাব্রিজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মে মাসের ২০ তারিখে এ প্রসঙ্গে ট্রান্সককেশিয়ান ডায়েট-এর সদস্য

কার্সিক্যান যা বলছেন, তা এই :

'বাতুমে ১৩ই মে তারিখে তুর্কীরা এই দাবি পেশ করে যে, তুর্কী সৈন্যদের আলেক্সান্দ্রোপোল-জুলফি রেলপথ ধরে পারস্যের দিকে অগ্রসর হতে দিতে হবে, কারণ ব্রিটিশরা মসুলের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছে এবং কালবিলম্ব না করে তুর্কীদের অবশ্যই উত্তর পারস্য অধিকার করা প্রয়োজন, তুর্কীরা তাদের দাবির সমর্থনে বলপ্রয়োগ করছে। ১৫ তারিখে সকালের দিকে তারা আলেক্সান্দ্রোপোলের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করল. ব্যাপারটা অতর্কিতে ঘটায়, আমাদের সৈন্যরা এ অগ্রগমন প্রতিহত করতে অসমর্থ হয় এবং ১৬ তারিখে আলেক্সান্দ্রোপোল সমর্পণ করে দেয়। ১৭ তারিখে, তুর্কীরা তাদের সৈন্যদের জন্য জুলফা পর্যন্ত মুক্ত পথ দাবি করে এই শর্তে যে, তারা সাধারণ মানুষের উপর উৎপীড়ন করবে না। অন্যথায় তারা হুমকি দেয় যে, বলপ্রয়োগ করেই তারা পথ করে নেবে। আলেক্সান্দ্রোপোল থেকে পশ্চাদপসরণ আমাদের সৈন্যদের চরম বিশৃংখলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং প্রতিরোধ করতে গেলে সুর্মালিন্স্কি ও একমিয়াদ্‌জিন্স্কি উয়েজ্‌দ অঞ্চলের সমগ্র অধিবাসী চরম বিপর্যের মধ্যে পড়ে যাবে—এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুর্কীদের এ দাবি আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই। আলেক্সান্দ্রোপোল-উয়েজ্‌দ অঞ্চলের বাসিন্দারা সকলে বাড়িঘর ছেড়ে গেছেন এবং ব্যাম্বাক-লরি অঞ্চলে সমবেত হয়েছেন। একইভাবে চলে এসেছে সুর্মালিন্স্কি উয়েজ্‌দ অঞ্চলের অধিবাসীরাও। আজই আমি সংবাদ পেয়েছি যে, আখালকালাকি উয়েজ্‌দ অঞ্চলের অধিবাসীরাও তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে সালকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাতুমের প্রতিনিধিরা এই চরমপত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পেশ করেছে কিন্তু একে যুদ্ধের কারণ করেনি এবং আপোষ-আলোচনা চালিয়ে যেতে মনস্থ করেছে।'

এই ঘটনাগুলি বিবৃত করে জাতি-বিষয়ক গণ-কমিশার সংসদ এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, ওদেশা থেকে মিথ্যা বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল সমস্ত রকম আইন লংঘন করে পারস্য রেলপথকে দখল করার জন্য স্পষ্টতঃই তুর্কী অনুপ্রবেশকে সমর্থন করা।

প্রাভদা, সংখ্যা ১০৩
২৮শে মে, ১৯১৮

ডন ও উত্তর ককেশাস

(চক্রান্ত এবং ঘটনা)

কিয়েভে[১০] শান্তি সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে ইউক্রেনিয়ার প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, ডন, উত্তর ককেশিয়া ও অন্যান্য 'সরকার' রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা করেছে; তারা ইউক্রেনীয়-জার্মান সরকারের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইউক্রেনিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ শেলুখিন বলেন, 'আমরা সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বিরোধী নই কিন্তু আমাদের জানার ইচ্ছা রুশ যুক্তরাষ্ট্রের এখ্‌তিয়ার কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ, আমার হাতে কয়েকটি সরকারের (ডন, উত্তর ককেশাস প্রভৃতি) এই মর্মে বিবৃতি এসেছে যে, তারা রাশিয়ার অংশ হিসেবে থাকতে ইচ্ছুক নয়।'

ইউক্রেনীয়দের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করা দূরে থাক, তুর্কী এবং জার্মানরা বরং কয়েকটি সরকারী বিবৃতিতে উপরিউক্ত আধা-আইনী 'সরকার-গুলির' দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং নূতন অঞ্চলগুলির 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' (অর্থাৎ জবর-দখলের) অনুষ্ঠানিক অজুহাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ..

কিন্তু ঐ সকল রহস্যজনক 'সরকারগুলি' আসলে কি? কোথা থেকে তাদের জন্ম?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ, এই 'সরকারগুলির' পৃষ্ঠপোষক এবং এই গোটা অভিযানের সরকারী উদ্যোক্তা হচ্ছেন ইউক্রেনিয়ার হেত্‌ম্যান সরকার, যে সরকার মাত্র গতকাল জন্মলাভ করেছে—আর যারই আশীর্বাদে হোক, কিন্তু জনগণের আশীর্বাদে নয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে; অধিকন্তু এই সরকার ডন, কুবান, কৃষ্ণসাগর ও তেরেকের বিস্তৃত অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির সমর্থন অর্জন করেছে; সুতরাং কোন্ অধিকারে ইউক্রেনিয়ার প্রতিনিধিরা সোভিয়েত ক্ষমতা সম্পর্কে এভাবে বলার সাহস রাখেন? এ অবস্থায় বর্তমান ইউক্রেনীয় সরকারের কী গুরুত্ব থাকতে পারে? এ সরকার শুধুমাত্র যে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত

নয়, তাই নয়, এমনকি সীমিত ভোটার দ্বারা নির্বাচিত যে সাজানো ডায়েট, যা প্রকৃতিতে উচ্চ শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্বকারী লাণ্ড্‌টাগ-এর মতো সেই ডায়েট কর্তৃকও সমর্থিত নয়? অধিকন্তু, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, শান্তি-আলোচনা যদি কিয়েভে না হয়ে অন্য কোন নিরপেক্ষ দেশে হতো, তাহলে কিছু দিন পূর্বের গদীচ্যুত ইউক্রেনিয়ার 'রাদা' অবশ্যই এগিয়ে এসে ঘোষণা করত যে, হেত্‌ম্যান সরকারের সঙ্গে কোন চুক্তি ইউক্রেনিয়ার জনগণ মেনে নেবে না—কেননা তারা এ সরকারকে আদৌ স্বীকার করে না। তাহলে দুটো প্রশ্নই ওঠে: (১) এ অবস্থায় হেত্‌ম্যান সরকারের, না, ইউক্রেনিয়ার রাদার পরিচয়পত্র অধিকতর প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হবে? এবং (২) বর্তমান ইউক্রেনিয়ার প্রতিনিধিদল—যাঁরা সব রকমেরই 'ঘোষণার' এত মূল্য দিচ্ছেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের সমর্থনে কী বলতে পারেন?…

দ্বিতীয়তঃ, এটাও কম আশ্চর্যের নয় যে, যে জার্মানি ইউক্রেনিয়ায় প্রতিনিধিদের বিবৃতি সমর্থন করছে এবং 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' স্বার্থে ডন ও উত্তর ককেশাসের হঠকারী 'সরকারের' সঙ্গে বেশ অধ্যাবসায়ের সঙ্গে নাগরীপনা করছে, সেই জার্মানি কিন্তু পোলিশ, পোজনান, ড্যানিশ শ্ল্যাজুইগ-ইলস্তাইন অথবা ফরাসী অ্যালসাস-লোরেন-এর আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। এটা দেখানো দরকার যে, ঐ সকল অঞ্চলসমূহে ড্যানিশ, পোলিশ ও ফরাসীদের যে গণ-প্রতিবাদ, তার সঙ্গে তুলনায় দক্ষিণ রাশিয়ার রাতারাতি গজিয়ে ওঠা 'সরকারগুলি', যাদের কেউই স্বীকার করে না সেই সরকারগুলির হঠকারী ঘোষণাবলী সমস্ত গুরুত্ব, মূল্য ও শালীনতার রেশটুকুও হারিয়ে ফেলে?…

কিন্তু এ সবই 'তুচ্ছ'। আমাদের মূল কথায় আসা যাক।

আচ্ছা, দক্ষিণ রাশিয়ার এই আষাঢ়ে 'সরকারগুলি' গজালো কি করে?

ডন 'সরকার' তাঁর 'নোট-'এ বলছেন, '১৯১৭ সালের ২১শে অক্টোবর ভ্লাদিকাভকাজে ডন ও কুবান অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে এবং আস্ত্রাখান কশাক সৈন্য, উত্তর ককেশাস ও কৃষ্ণসাগরীয় উপকূলবর্তী পাহাড়ীয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ার স্বাধীন জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র নামে নূতন একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হল বলে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।'

আমরা প্রায় একই জিনিস লক্ষ্য করছি উত্তর ককেশীয় 'সরকারের' প্রতিনিধি চেরমোয়েভ এবং বামাতোভের আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৬ই মে তারিখের বেতার বার্তাটিতে।

'ককেশাসের জনগণ আইনতঃ তাদের জাতীয় আইনসভা নির্বাচিত করেছে যা ১৯১৭ সালের মে ও সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে ককেশীয় পাহাড়িয়াগণের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করছে।' এবং আরও: 'ককেশীয় পাহাড়িয়াগণের সাধারণতন্ত্র রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প ঘোষণা করছে যার সীমানা হবে: উত্তরে—দাঘেস্তান, চেরেক, স্তাভরোপোল, কুবান এবং কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা ও প্রাক্তন রাশিয়ান সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ; পশ্চিমে—কৃষ্ণসাগর; পূর্বে—কাস্পিয়ান সাগর।'

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে-অক্টোবর বিপ্লব কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটিয়েছে সেই অক্টোবর বিপ্লবের সময় সেই সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু হঠকারীর দল ভ্লাদিকাভকাজে মিলিত হয় এবং জনসাধারণের সম্মতি নেওয়ার মতো পরিশ্রমটুকু না করেই তারা ঘোষণা করে দেয়—তারাই 'আইন-সঙ্গত' সরকার এবং রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অবশ্য রাশিয়ার মতো স্বাধীন দেশে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বপ্নবিলাস থেকে কেউই বঞ্চিত নয় এবং সেই সঙ্গে এটা স্বীকার করতে হবে যে সোভিয়েত শক্তি এ সকল স্বপ্নবিলাসী, যাদের সঙ্গে দক্ষিণ রাশিয়ার জনগণের কোনই সম্পর্ক নেই, তাদের এই হঠকারী ঘোষণা অনুসরণ করার জন্য ছুটে যেতে পারেনি বা পারতে বাধ্য ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই যে, এখন রাশিয়ার নাগরিকরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেন তা যদি জার্মানি তাদের নাগরিকদের উপভোগ করতে দিত তাহলে পোজনান, অ্যালসাসলোরেন, পোল্যাণ্ড, কুরল্যাণ্ড, এস্টল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল জাতীয় সরকারে ছেয়ে যেত এবং বোগায়েভ্স্কি, ক্র্যাসনভ, বামাতভ ও চেরমোয়েভ প্রভৃতি যারা নিজেদের জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত ও এখন নির্বাসিত,···তাদের চেয়ে সেইসব জাতীয় সরকারের অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি থাকত নিজেদের সরকার বলে ঘোষণা করার স্বপক্ষে।

এই হল দক্ষিণ রাশিয়ার আষাঢ়ে 'সরকারগুলির' জন্মবৃত্তান্ত।

ডন 'সরকারের' 'নোট' ও চেরমোয়েভের বেতারবার্তা অতীতকে, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরকে, এবং ভ্লাদিকাভকাজকে উল্লেখ করেছে অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়কদের আশ্রয়স্থল বলে। কিন্তু তারপর প্রায় এক বৎসর অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে ডন, কুবান, কৃষ্ণসাগর ও তেরেক আঞ্চলিক গণ-সোভিয়েতগুলি গঠিত হয়েছে, যারা লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে: কসাক ও

ইনওগরদ্নি,* আবখাজিয়ান ও রাশিয়ান, চেচেন ও ইঙ্গুশ, অস্সেতিয়ান ও কাবার্দিনিয়ান, জর্জিয়ান ও আর্মেনিয়ানদের নিজেদের চারিদিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা বহু পূর্বেই সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তাদের যে-আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাপক ব্যবহারও করেছে। করৌলভ, বোগায়েভস্কি, চেরমোয়েভ, ও বামাতভ প্রভৃতিদের পূর্ব বাসস্থান ভ্লাদিকাভকাজ সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা বহু আগেই তেরেক গণ-সোভিয়েতের কেন্দ্রস্বরূপে ঘোষিত হয়েছে। তাহলে, এ সকল সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল স্থবির সেনানায়কদের এবং ১৯১৭ সালে তাদের গ্রীষ্মকালীন হঠকারী ঘোষণাসমূহের কী মূল্য থাকতে পারে? সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তখনো কেরেনস্কি সরকারের অস্তিত্ব রাশিয়ায় ছিল এবং তা বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিল, যে বলশেভিক পার্টিকে তখন আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করা হয়—যদিও সেই তখন ক্ষমতার আসীন। ইউক্রেনিয়ার প্রতিনিধি ও জার্মান সরকারের নিকট ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর যদি এতই পবিত্র তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তাহলে যেভাবে তারা এখন চেরমোয়েভ ও করৌলভদের 'সরকারের' অবশিষ্ট অংশকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, ঠিক সেইভাবেই কেন তারা শান্তি সম্মেলনে কেরেনস্কি সরকারের অবশিষ্ট অংশকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন না?

অথবা আবার: ১৯১৮ সালের এপ্রিলের চেয়ে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর কীভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যখন ইউক্রেনীয় রাদা, যা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করার জন্য প্রতিনিধি পাঠানোর উদ্যোগ করেছিল, সেই ইউক্রেনীয় রাদাকে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে জার্মান 'ব্যাখ্যার' 'ভিত্তিতে' এক মুহূর্তে রাজনৈতিক বিস্মৃতিতে নিক্ষেপ করা হল? ···

অথবা, সর্বশেষে: কশাক জেনারেল ক্র্যাসনভ কশাকদের দ্বারাই বহিষ্কৃত হয়েছিল এবং ১৯১৭ সালের শেষের দিকে গাচিনিয়া সোভিয়েত সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে এনেছিল এবং তারপর সোভিয়েত সরকার তাঁকে 'প্যারোলে' মুক্তি দিয়েছিল। এখন কেন সেই কশাক জেনারেল ক্র্যাসনভের ঘোষণাকেই 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা' বলে মনে করা হচ্ছে যেখানে উদাহরণ-স্বরূপ ক্রিমিয়ার 'গণ-কমিশার পরিষদ', যারা তাদের সমর্থনে হাজার হাজার

* কশাক বংশোদ্ভূত নয় কশাক অঞ্চলের এমন সব অধিবাসীদের কশাকরা এই নাম দিত।
—অনুবাদক, ইং সং।

রাশিয়ান ও তাতারদের সমবেত করতে পেরেছে এবং যারা অন্ততঃ তিনবার রেডিও মারফৎ ক্রিমিয়া ও রাশিয়ান ফেডারেশনের বন্ধনকে অচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করেছে, সেই ক্রিমিয়ার গণ-কমিশার পরিষদের ঘোষণার কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

কেন কশাকদের দ্বারা বহিষ্কৃত জেনারেল ক্র্যাসনভ ইউক্রেনীয় জার্মান শাসকদের বিশেষ অনুগ্রহ পাচ্ছে, যেখানে স্বাধীনভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ক্রিমিয়ার গণ-কমিশার পরিষদের সদস্যরা নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ?···

স্পষ্টতঃই 'ঘোষণাগুলি' খাঁটি কিনা অথবা এ 'ঘোষণাগুলি' জনগণ কর্তৃক সমর্থিত কিনা এখানে এটা প্রশ্নই নয়। কিংবা এটা 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্নও নয়—যে-প্রশ্নটিকে সরকারী শয়তানরা বর্বরের মতো ঘোলাটে ও বিকৃত করে হাজির করছে। সরলভাবে মূলকথা হল যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ইউক্রেনীয় স্তাবকদের পক্ষে 'ঘোষণাগুলি' খুব প্রয়োজন। কারণ নতুন নতুন অঞ্চলকে দখল ও দাসত্বের বন্ধনে নিয়ে আসার তাদের অপচেষ্টার এ হল একটা সুবিধাজনক আবরণ।

এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তথাকথিত ডন সরকারের প্রতিনিধিদলের সমগ্র সিরিজের যদিও প্রত্যেকেই জেনারেল ক্র্যাসনভের প্রতিনিধিদলের মতোই 'আইনী', ইউক্রেনীয় জার্মানরা কিন্তু শেষোক্তকেই বেছে নিয়েছে, কারণ আর কেউই জার্মান 'সংস্করণ'কে মেনে নেয় না। অধিকন্তু ক্র্যাসনভ বোগায়েভস্কি 'সরকারের' অলীকত্ব ও অবাস্তবতা এতই প্রকট যে, ক্র্যাসনভ কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন মন্ত্রী (শিক্ষামন্ত্রী পারামোনভ, কৃষিমন্ত্রী সেমিওনভ) সরকারীভাবেই তা প্রত্যাখান করেন এই কারণ দর্শিয়ে যে 'তাঁদের অনুপস্থিতিতে জেনারেল ক্র্যাসনভ তাঁদের নিয়োগ করেছেন।' কিন্তু ইউক্রেনীয় জার্মান আত্মনিয়ন্ত্রণ-কর্তারা স্পষ্টতঃই তাতে আদৌ দমেনি, কারণ ক্র্যাসনভ হচ্ছেন তাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক আবরণ।

এটাও কম অর্থপূর্ণ নয় যে, তথাকথিত দক্ষিণ-পূর্ব ফেডারেশন, জানুয়ারি মাসেই যা চির বিশ্রামে গিয়েছিল, সেই আবার অকস্মাৎ মে মাসে ইউক্রেনিয়ার কোন স্থানে কিংবা কনস্তান্তিনোপলে জীবনলাভ করল এবং আরও মজার ব্যাপার, উত্তর ককেশাসের বহুলোকই এখনো জানে না যে, যে-'সরকারকে' বহুপূর্বেই তারা কবরস্থ করেছিল সে বে-আইনীভাবে বেঁচে রয়েছে, সম্ভবতঃ কনস্তান্তিনোপলে বা কিয়েভে যে স্থান থেকে তারা তাদের

জন্ম আইন প্রণয়ন করতে চায়। ইউক্রেনীয়-জার্মান-আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা স্পষ্টতঃই এখনো তাদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করেনি, যেহেতু এ থেকেই তারা ফসল তুলতে চায়।

এই হচ্ছে একদিকে দক্ষিণ রাশিয়ার ক্ষমতালিপ্সু হঠকারীদের ও অন্যদিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীদের 'কারবার'।

কিন্তু যে দক্ষিণ রাশিয়ার নামে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা কাজ করবার ভান করে থাকেন, সেই দক্ষিণ রাশিয়ার জাতিসমূহের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ?

ডন থেকেই আরম্ভ করা যাক। ইতিমধ্যেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই কায়েম রয়েছে স্বয়ংশাসিত ডন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিজেদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ করছে। কারও কাছে এটা আর গোপন নয় যে, এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক কংগ্রেস, যাতে ৭০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন, সেই কংগ্রেস প্রকাশ্যভাবে রাশিয়ার সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেছে যে রাশিয়ার একটা স্বয়ংশাসিত অংশ হল ডন প্রজাতন্ত্র।

ডন প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি তাঁদের মে মাসের ৮ তারিখের প্রস্তাবে নতুন-সেঁকা ক্র্যাসনভ বোগায়েভস্কি 'সরকারের' দাবি-গুলো সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল এই :

'ডন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি গণ-কমিশার পরিষদকে ও কিয়েভে অনুষ্ঠিত শান্তি-সম্মেলনকে জানাতে চায় যে, কার্যকরী সমিতি ও তার সভাপতিমণ্ডলী ছাড়া ডনে আর কোনো সরকারী কর্তৃত্ব নেই। অন্য যে-কোন ব্যক্তিবর্গ যারা নিজেদেরকে সরকার বলে ঘোষণা করেছে বা করতে পারে, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী ; এবং জঘন্য ষড়যন্ত্রের অপরাধে গণ-আদালতে তাদের বিচার হবে। আমরা জানতে পেরেছি যে, শান্তি-সম্মেলনে একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছেন, যাঁরা ডন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে দাবি করেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে আমরা গণ-কমিশার পরিষদ এবং কিয়েভের শান্তি-সম্মেলনকে জ্ঞাপন করছি যে, ডন প্রজাতান্ত্রিক সোভিয়েত সরকারের পরিচয়পত্র ব্যতিরেকে কোন প্রতিনিধিকে শান্তি-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং এমন যদি কেউ উপস্থিত হয়ে থাকে, আমরা তাদের ক্ষমতা-

লোলুপ প্রতারক বলে ঘোষণা করছি এবং রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধকারী হিসেবে তাদের বিচার হবে। এটা কার্যকরী সমিতি দাবি করছে যে, 'ডন সরকারের' ভুয়া প্রতিনিধিদলকে সম্মেলন থেকে বহিষ্কার করা হোক কারণ এ সরকার বে-আইনী এবং শান্তি-আলোচনায় একে অংশ নিতে দেওয়া চলবে না।

ভি. কোভালিয়ভ, সভাপতি,
ভি. পুখিলেভ, সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি

(২৮ শে মে তারিখে গৃহীত) জারিৎসিন।'

এখন আমাদের **কুবান** প্রসঙ্গে আসা যাক। সকলেই জানেন যে, কুবান-কৃষ্ণসাগরে রয়েছে স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যা বিনা ব্যতিক্রমে ঐ অঞ্চলের সমস্ত জেলা ও বিভাগের নব্বই শতাংশ অধিবাসীকে তার সমর্থনে সমবেত করেছে।

সকলেই অবগত আছেন যে, এ বছরের এপ্রিল মাসে কুবান-কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের কংগ্রেস, যেখানে উপস্থিত সদস্যসংখ্যা ছিল যথেষ্ট, যে সভায় চেচেন ও ইঙ্গুশরা অংশগ্রহণ করে এবং যাতে ওয়াই-পলুয়ান নামে একজন কশাক সভাপতিত্ব করে, রাশিয়ার সঙ্গে ঐ অঞ্চলের বন্ধনকে অলংঘ্য বলে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেছে এবং ঠিক একইরকম আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিমোনভ ও ক্র্যাসনভের মতো সকল হঠকারীদের বহিষ্কার করেছে। প্রসঙ্গতঃ, শত-সহস্র কুবানিয়ান এখন যে সুখুম থেকে বাতাইস্ক পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে বিক্রমের সঙ্গে রক্ষা করছে, কুবান ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের ভাবাবেগ ও সহমর্মিতার এটাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা সেই নৌবহর সম্পর্কে কিছুই বলছি না যার ধ্বংসের জন্য ক্র্যাসনভ ও ফিলিমোনভদের উপকারকেরা এত অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করছে।...

সবশেষে **তেরেক অঞ্চল**। এটা কারও কাছে গোপন নয় যে, তেরেকে আঞ্চলিক গণ-সোভিয়েত রয়েছে, যা তার চারিপাশে, শহরের কথা ছেড়ে দিলেও, সমস্ত আউল, স্তানিৎসা, গ্রাম ও জনপদের সবাইকে বা কার্যতঃ সবাইকে (শতকরা ৯৫ ভাগকে) ঐক্যবদ্ধ করেছে। এই বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম আঞ্চলিক কংগ্রেসে সমস্ত প্রতিনিধি একযোগে নিজেদেরকে সোভিয়েত শক্তির সপক্ষে ও রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করে।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেস, যা ছিল প্রথমটির তুলনায় আরও ব্যাপক-ভিত্তিক এবং যাতে উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি সংখ্যক, আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সমর্থন করে এবং ঐ অঞ্চলকে রুশ যুক্তরাষ্ট্রের স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। তৃতীয় আঞ্চলিক কংগ্রেস, যার অধিবেশন এখন চলছে, আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে যখন তেরেক রক্ষার্থে—শুধুমাত্র তেরেক রক্ষাই নয়, অনাহূত অতিথিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ও জনসাধারণকে অস্ত্র ধারণ করতে আহ্বান জানিয়ে তারা কথা থেকে কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তথাকথিত ডন সরকারের তথাকথিত নোটে 'দক্ষিণ-পূর্বের স্বাধীন জাতিগুলি' সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, তারা নাকি, রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ইত্যাদি তথ্যই 'ঘোষণাসমূহের' অকাট্য জবাব—এই বিশ্বাসে আমরা তথ্যগুলিকেই তাদের নিজেদের কথা বলতে দেব।

প্রথমে আমাদের **তেরেক** গণ-সোভিয়েতের প্রস্তাব শোনা যাক্ :

'তেরেক গণ-সোভিয়েত এক তারবার্তায় জানতে পারে যে, অভিযোগে বর্ণিত উত্তর ককেশাসের প্রতিনিধিবর্গ, যারা এখন কনস্তান্তিনোপলে রয়েছে, তারা উত্তর ককেশাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তা সাম্রাজ্যবাদী তুর্কী সরকার ও অন্যান্য শক্তিকে জানিয়ে দিয়েছে।

'চেচেন, কাবার্দানীয়, অসেতীয়, ইঙ্গুশ, কশাক ও ইনওগরদ্‌নি প্রভৃতি গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত তেরেক গণ-সোভিয়েত জানাচ্ছে যে, তেরেক অধিবাসীরা কখনো কাউকে প্রতিনিধি করে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যে কোথাও পাঠায়নি এবং যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ—কনস্তান্তিনোপলে তেরেক অঞ্চলের জাতিগুলির প্রতিনিধি বলে ভান করে এবং ঐ জাতিগুলির নামে কাজ করে, তাহলে তারা প্রতারক ও হঠকারী ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতারকদের অন্যায় সুযোগ নিতে দিয়ে জোকোরদের দাবি স্বীকৃতি দেওয়ায় তুরস্ক সরকার যে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, তাতে তেরেক গণ-সোভিয়েত বিস্ময় প্রকাশ করছে।

'উপরে বর্ণিত গোষ্ঠীদের নিয়ে গঠিত তেরেক গণ-সোভিয়েত ঘোষণা করছে যে, তেরেক অঞ্চলের জাতিসমূহ রাশিয়ান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'তেরেক গণ-সোভিয়েত ট্রান্সককেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করার

ঘটনার সঙ্গে উত্তর ককেশিয়াকে যুক্ত করার ট্রান্সককেশিয়া সরকারের কাজে প্রতিবাদ জানাচ্ছে' (তেরেক গণ-সোভিয়েতের মুখপত্র **নারদ্‌নায়া ভ্লাস্ত্‌** দেখুন)।

(সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব—৯ই মে।)

যে **চেচেন ও ইঙ্গুশদের** বিরুদ্ধে বে-দখলদারেরা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা কুৎসা রটনা করছে, এখন তারা তাদের কথা বলুক। ইঙ্গুশ এবং চেচেনদের সকলের বা প্রায় সকলের প্রতিনিধিত্ব করে যে-গ্রুপ, সেই গ্রুপটির প্রস্তাব এই :

'তেরেক গণ-সোভিয়েতের চেচেন ইঙ্গুশ গ্রুপের এই বিশেষ সভা, উত্তর ককেশাস যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে তার রিপোর্ট বিবেচনা করে, সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে : উত্তর ককেশাস অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা কেবলমাত্র সমগ্র জনগণের জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিক্রমে করা যেতে পারে।

'চেচেন-ইঙ্গুশ-গ্রুপ জোর দিয়ে বলছে যে, চেচেন-ইঙ্গুশ জনগণ ত্র্যাপজুন্দে তুর্কী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কিংবা কনস্তান্তিনোপলে তুর্কী সরকারের সঙ্গে কোন রকমের আপোষ-আলোচনা চালানোর জন্য কোন প্রতিনিধি পাঠায়নি এবং স্বাধীনতার প্রশ্নটি কোন সভা বা সমাবেশে কখনো আলোচিত হয়নি—যাতে চেচেন-ইঙ্গুশ জাতির ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

'কাজে কাজেই, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত না হয়ে যেসব ব্যক্তি জনগণের নামে বলার ধৃষ্টতা দেখায়, সেই সব ব্যক্তিকে চেচেন-ইঙ্গুশ গ্রুপ তাদের জাতিগোষ্ঠীর শত্রু এবং প্রতারক বলে গণ্য করে।

'চেচেন-ইঙ্গুশ গ্রুপ ঘোষণা করছে যে, উত্তর ককেশাসের সকল পার্বত্য অধিবাসী একমাত্র মুক্তি এবং বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা নিহিত রয়েছে রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের মধ্যে।

'এটা স্বাধীনতার প্রতি তাদের যে ঐকান্তিক ভালবাসা কেবল তার দ্বারাই অনুপ্রেরিত নয়, পরন্তু গত দশকে যে সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ক উত্তর ককেশাসকে মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্মিলনে ঐক্যবদ্ধ করেছে তার দ্বারাও নির্ধারিত।

(৯ই মে তারিখে গৃহীত। তেরেক গণ-সোভিয়েতের **নারদ্‌নায়া ভ্লাস্ত্‌** দেখুন।)

এবং এখানে রয়েছে তেরেক গণ-সোভিয়েতের সভায় ইঙ্গুশ ও চেচেন গ্রুপের প্রতিনিধি কমরেড শেরিপভ কর্তৃক প্রদত্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতার অংশ-বিশেষ, যে অংশটুকু দাঘেস্তানীয়দের বিরুদ্ধে যে-কোন রকম প্রেরোচনা বন্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট স্পষ্ট :

'মহান রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন যে আমরা সেই সুন্দর ও প্রিয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি, যার জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করেছেন, ধ্বংস হয়েছেন এবং বেয়নেটের মুখে নিজেদের নিক্ষেপ করেছেন। এখন আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে যে রক্ষাকবচ পেয়েছি, জনগণ কখনো তা অন্য কারও কাছে সমর্পণ করবে না। যে জমিদার, রাজবংশী, প্ররোচক ও গুপ্তচরদের মুখে মুখে এখন উত্তর ককেশিয়ার স্বাধীনতার কথা শুনি, এদের সকলের বিরুদ্ধে শ্যামিয়েল পঞ্চাশ বছর প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। জনগণের এই সকল শত্রু ককেশাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এতে একটা ইমাম-তন্ত্র করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, শ্যামিয়েল এ সকল রাজবংশীদের পূর্ব-পুরুষদের শিরশ্ছেদ করেছিলেন এবং এখনো তিনি তাই করবেন। আমাদের যে দল ইঙ্গুশ-চেচেন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের বিশেষ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে উত্তর ককেশাসের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।' (উপরে দেখুন। **নারদ্‌নায়া ভ্লাস্ত্‌ থেকে পুনঃমুদ্রিত।**)

এই হল ঘটনা।

জার্মান-ইউক্রেনীয় তুর্কী প্রভৃতি আত্মনিয়ন্ত্রণের ধ্বজাধারীদের নিকট কি এইগুলি জ্ঞাত? অবশ্যই! কেননা, দক্ষিণ রাশিয়ার আঞ্চলিক সোভিয়েতসমূহ সকলের দৃষ্টিগোচরে বেশ খোলাখুলিই কাজ করে এবং এই ভদ্রসম্প্রদায় মনো-যোগের সঙ্গেই আমাদের পত্রিকাগুলি পড়ে, যাতে সাধারণের জ্ঞাত বিষয়গুলি তাদের দৃষ্টি না এড়ায়।

তাহলে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের অলীক 'সরকারগুলি' সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত বিবৃতির উদ্দেশ্য কি, যে বিবৃতিকে কথায় এবং কাজে জার্মান ও তুর্কীরা সমর্থন করছে?

উদ্দেশ্য একটিই, যেমন : নতুন নতুন অঞ্চলকে দখল ও দাসত্বের বন্ধনে আনার জন্য এই ভুয়া 'সরকারগুলিকে' পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা। জার্মানরা

'ব্রেস্ত্‌ চুক্তির ভিত্তিতে' (হ্যাঁ, অবশ্যই !) যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন ইউক্রেনীয় রাদাকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং ইউক্রাইন দখল করেছে। কিন্তু স্পষ্টতঃই, এখন আর ইউক্রাইনকে আবরণরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে না ; তবু জার্মানদের আর একটা অভিযান দরকার। এই জন্যই একটা নতুন কৌশল, নতুন আবরণের দাবি এবং যেহেতু চাহিদা যোগান সৃষ্টি করে, ক্র্যাসনভ ও বোগায়েভস্কি, চেরমোইয়েভ ও বামাতভরা এগিয়ে আসতে ও তাদের সেবা অর্পণ করার কালবিলম্ব করেনি। এবং এটাও অসম্ভব নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ক্র্যাসনভ ও বোগায়েভস্কিরা জার্মানদের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে তাদের নির্দেশে রাশিয়ার বিরুদ্ধেই 'স্বাধীনতার' জন্য অগ্রসর হবে, যখন জার্মানরা ব্রেস্ত্‌ চুক্তির প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা পুনরায় প্রকাশ করবে। কুবান, তেরেক প্রভৃতি সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

এই হল মূলকথা !

সোভিয়েত সরকার নিজেকেই জীবন্ত কবরস্থ করবে—যদি না সে তার প্রতি আউন্স শক্তি এই সকল আক্রমণকারী ও দাসত্ব-বন্ধনকারীদের প্রতিহত করার জন্য সুসংহত করে।

এবং সোভিয়েত সরকার তা-ই করবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১১৮
১লা জুন, ১৯১৮

গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

ভি. আই. লেনিনকে তার

৬ই তারিখে জারিৎসিনে পৌছেছি।[২১] অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও শৃংখলা স্থাপন করা যাবে।

জারিৎসিন, আস্ত্রাখান ও সারাতভে সোভিয়েত কর্তৃক একচেটিয়া কারবার ও বাঁধা-দর প্রথা বাতিল করা হয়েছিল এবং তাতে বিশৃংখলা ও মুনাফাবাজি দেখা দিয়েছিল। জারিৎসিনে রেশনিং ব্যবস্থা ও বাঁধা দর প্রবর্তন করা হয়েছে। আস্ত্রাখান ও সারাতভে একই ব্যবস্থা নিতে হবে নতুবা মুনাফা-শিকারের এই পথে সমস্ত শস্য উধাও হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ও গণ-কমিশার পরিষদ এই সোভিয়েতসমূহকে মুনাফাবাজি বন্ধ করার দাবি জানাক।

এক গাদা বিপ্লবী কমিটি ও কলেজিয়াম-এর তৎপরতার দৌলতে রেল-যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। একাধিক অতিরিক্ত কমিশার নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি; কলেজিয়ামের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা এরই মধ্যে শৃংখলা স্থাপন করছে। কমিশারেরা যে সকল স্থানে প্রচুর রেল-ইঞ্জিন খুঁজে পেয়েছে সে সকল স্থানে কলেজিয়ামগুলি তাদের অস্তিত্ব সন্দেহই করেনি। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, প্রত্যহ আট কিংবা ততোধিক দূরপাল্লার গাড়ি জারিৎসিন-পেতোরিনো-বালাশভ-কজলভ-রাখাজান-মস্কো পথে প্রেরণ করা যেতে পারে। এখন জারিৎসিনে আমি গাড়ি সংগ্রহ করছি। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমরা 'শস্য সপ্তাহ' ঘোষণা করব এবং রেল কর্মীদের বিশেষ প্রহরায় প্রায় এক লক্ষ পুড মস্কোতে পাঠাব এবং সে সম্পর্কে আপনাকে যথারীতি জানাব।

সম্ভবতঃ চেকোশ্লোভাকদের জন্যই নিঝ্‌নি-নভগোরদ্‌ স্টিমার পাঠাচ্ছে না এবং সেজন্য নদীপথের যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে। জারিৎসিনে অবিলম্বে যাতে স্টিমার প্রেরণ করা হয় সেই মর্মে আদেশ দিন।

আমাদের নিকট সংবাদ এসেছে যে, কুবান ও স্তাভ্‌রোপোলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য খরিদ করার দালাল আছে যারা দক্ষিণ অঞ্চলে শস্য নিয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত। কিজ্‌লিয়ার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এর মধ্যেই একটি লাইন পাতা হচ্ছে। হাসাব-উর্ত-পেত্রভস্ক লাইন এখনো চালু হয়নি। আমাদের শ্লিয়াসনিকভ, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, বুদ্ধিমান কিছু কর্মী এবং সেই সঙ্গে ইঞ্জিন-চালকও পাঠানো হোক।

বাকুতে একজন দূত পাঠিয়েছি এবং দুই-একদিনের মধ্যেই আমি স্বয়ং দক্ষিণের দিকে রওনা হব। প্রধান ব্যবসায়-প্রতিনিধি-জেইৎসেভ্‌কে আজই সরকারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চোরা কারবার ও ফাটকাবাজির জন্যে গ্রেপ্তার করা হবে। আর কোন বদমায়েসকে না পাঠানোর জন্য শিমিৎকে বলবেন। কবোজেভ যেন দেখে যাতে ভরনেঝের[২২] পাঁচজনের কলেজিয়াম তাদের নিজেদের স্বার্থেই আমার এজেন্টদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করে।

সংবাদ এসেছে যে, জার্মানরা বাতাইস্ক্‌ দখল করেছে।

জারিৎসিন,
৭ই জুন, ১৯১৮

গণ-কমিশার
স্তালিন

১৯৩৬ সালে 'প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসা'
পত্রিকার ৭নং সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

ভি. আই. লেনিনকে পত্র

কমরেড লেনিন,

আমি রণাঙ্গনের দিকে ছুটছি ; তাই কেবলমাত্র কাজের কথাই লিখছি।

১। জারিৎসিনের দক্ষিণ রেলপথ এখনো কাজের উপযোগী করা যায়নি। আমি সকলকেই, যার যা প্রাপ্য, হয় উৎসাহ দিচ্ছি নয় তিরস্কার করছি এবং আশা করি শীঘ্রই আমরা এটা মেরামত করে ফেলব। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমরা নিজেদেরকে যা অন্য কাউকে ছেড়ে দেব না এবং সব কিছু সত্ত্বেও আমরা খাদ্যশস্য প্রেরণ করব। যদি আমাদের সামরিক 'বিশেষজ্ঞরা' (ভণ্ডুল-বিশারদেরা !) ঘুমিয়ে না থাকতেন বা অলসভাবে সময় না কাটাতেন, তাহলে লাইন বিচ্ছিন্ন হতো না এবং যদি লাইন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা হবে সামরিক বাহিনীর কৃতিত্বে নয়, বরং তাদের অকৃতিত্ব সত্ত্বেও।

২। জারিৎসিনের দক্ষিণে রেলপথে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত হয়েছে। লাইন পরিষ্কার হওয়া মাত্র সরাসরি গাড়িতে আপনার কাছে আমরা খাদ্যশস্য পাঠাব।

৩। আপনার সংবাদ পেয়েছি।[২৩] সম্ভাব্য সকল আকস্মিকতাকে প্রতিহত করার জন্য সবকিছুই করা হবে। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা পিছু হঠব না…

৪। আমি দূত মারফৎ বাকুতে একখানা চিঠি পাঠিয়েছি।[২৪]

৫। তুর্কিস্থানের অবস্থা খারাপ ; ব্রিটেন আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছে। কাউকে (বা আমাকে) খুব দেরী হয়ে যাবার পূর্বেই দক্ষিণ রাশিয়ায় জরুরী ব্যবস্থা নেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা (সামরিক) দিন।

সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে কেন্দ্রের খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অকুস্থলে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এমন একজন দরকার যিনি সঙ্গে সঙ্গে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যদি আপনি কাউকে (যিনিই হউন) এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন, তাহলে সরাসরি তারবার্তায় তা আমাদের জানান এবং সরাসরি তাঁর পরিচয়ও পাঠান, নতুবা আর একটা মুরমান্স্ক-এর আশংকা[২৫] আমাদের থেকে যাবে।

আমি আপনাকে তুর্কিস্তান সম্পর্কে তারবার্তা পাঠালাম।

এখন এই পর্যন্তই।

জারিৎসিন, ভবদীয়

৭ই জুলাই, ১৯১৮ স্তালিন

প্রাভদায় আংশিক প্রকাশিত

সংখ্যা ৩০১

২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

ভি. আই. লেনিনকে পত্র

কমরেড লেনিন,

কয়েকটি কথামাত্র।

১। যদি ট্রট্স্কি কোন বিচার-বিবেচনা না করেই যাকে-তাকে পরিচয়পত্র বিলোতে থাকেন, যেমন তিনি করেছেন ত্রিফোনভ (ডন অঞ্চল), অবতোনমভ (কুবান অঞ্চল), কপে (স্তাভ্রোপোল), ফরাসী মিশনের সদস্যবর্গ (যাদের গ্রেপ্তার করাই বাঞ্ছনীয়) প্রভৃতির ক্ষেত্রে, তাহলে সহজেই একথা বলা চলে যে এখানে উত্তর ককেশাসে একমাসের মধ্যেই প্রত্যেকটি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং আমরা এ অঞ্চল একেবারেই হারাব। একসময় আন্তনভ যেরূপ ব্যবহার করেছিল, ট্রট্স্কিও সেরূপ ব্যবহারই করছেন। তাঁর মাথায় এ জিনিসটা ঢুকিয়ে দেবেন যে, স্থানীয় লোকদের অজ্ঞাতসারে তিনি যেন কাউকে নিয়োগ না করেন। অন্যথা ফল হবে সোভিয়েত শক্তির মর্যাদাহানি।

২। আপনি যদি আমাদের বিমান, বৈমানিক, সাঁজোয়া গাড়ি ও ছয় ইঞ্চির বন্দুক না পাঠান তাহলে জারিৎসিন ফ্রন্ট প্রতিরোধ করতে পারবে না; সেক্ষেত্রে রেললাইন বহুদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

৩। দক্ষিণে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য রয়েছে; কিন্তু তা পেতে হলে আমাদের সঠিক কাজ করে এমন একটি সহজ-সচল ব্যবস্থা করা দরকার যা সৈনিকদের গাড়ি, সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতির বাধার সম্মুখীন না হয়। অধিকন্তু, সামরিকবাহিনী খাদ্য-সংগ্রাহকদের সাহায্য করবে। খাদ্যের প্রশ্নটি স্বাভাবিক-ভাবেই সামরিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। কাজের ভালর জন্যই আমার সামরিক ক্ষমতা দরকার। আমি ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে লিখেছি কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। বেশ ভালই, সেক্ষেত্রে যে সকল সেনাধ্যক্ষ ও কমিশাররা কাজের ক্ষতি করছে, তাদের আমি আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ব্যতিরেকেই বরখাস্ত করব। কাজের স্বার্থেই এটা দরকার, এবং অবশ্যই ট্রট্স্কির কাছ থেকে কোন চিরকুট না পাওয়া গেলেও আমি এ কাজ করব।

জারিৎসিন,
১০ই জুলাই, ১৯১৮

জে. স্তালিন

প্রথম প্রকাশিত

দক্ষিণের অবস্থা খুব একটা সহজ নয়। সামরিক পরিষদ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে একটা চরম উচ্ছৃংখল অবস্থা যা অংশতঃ পূর্বতন সেনাধ্যক্ষের এবং অংশতঃ সামরিক এলাকার বিভিন্ন বিভাগে তারই নিযুক্ত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট। প্রত্যেকটি জিনিসই নতুন করে আরম্ভ করতে হবে: সরবরাহ ব্যবস্থাকে আমরা যথাযথ বিন্যস্ত করেছি, একটা 'অপারেশন' দপ্তর স্থাপন করেছি, ফ্রন্টের বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি ও পুরানো এবং, আমার মতে, অপরাধমূলক আদেশগুলি বাতিল করে দিয়েছি এবং শুধু এগুলি করার পরই কালাচ ও দক্ষিণে তিখোরেৎস্কায়ার দিকে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। এই আশায় আমরা আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম যে, উত্তরে মিরোনভ ও পেভোরিনো সেক্টর সহ কিকৃভিৎসের সেক্টর পরাজয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত। কিন্তু প্রতিপন্ন হল যে এই সেক্টরগুলিই সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে কম নিরাপদ। মিরোনভ ও অন্যান্যদের উত্তর-পূর্বে পশ্চাদপসরণ, লিপ্‌কি থেকে আলেক্সিকোভো পর্যন্ত সমগ্র রেলপথ কশাকদের কর্তৃক অধিকার, ও কশাক গেরিলাদলগুলির ভল্‌গায় উপস্থিতি এবং তাদের ভল্‌গা ধরে কামিশিন ও জারিৎসিনের মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন।

অধিকন্তু, রোস্তভ ফ্রন্ট ও কালনিনের গ্রুপগুলি গোলাগুলির অভাবে সাধারণভাবেই দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তিখোরেৎস্কায়া তরগোভায়া সমর্পণ করে দেয় এবং আপাততঃ তারা সম্পূর্ণ ছত্রখান হবার মুখে (আমি 'আপাততঃ' বলছি এই কারণে যে এখনো পর্যন্ত কালনিন গ্রুপগুলি সম্পর্কে আমরা সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারিনি)।

কিজ্‌লিয়ার ব্রায়ানস্কোয়ে ও বাকুর সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কিছুই বলছি না। ব্রিটেনমুখী ঝোঁক অপদস্থ হয়েছে কিন্তু ঐ ফ্রন্টের অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। কিজ্‌লিয়ার প্রোখ্‌লাদ্‌নায়া, নভ-জর্জিয়েভ্‌স্কোয়ে ও ও স্তাভরোপোল কশাক বিদ্রোহীদের হাতে। কেবল ব্রায়ানস্কোয়ে, পেত্রোভস্ক মিনারেলনিয়ে ভদি, ভ্লাদিকাভ্‌কাজ, প্যাতিগরস্ক এবং, আমার বিশ্বাস, ইয়েকাতেরিনোদার এখনো প্রতিরোধ করছে।

এভাবে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, দক্ষিণের খাদ্য-অঞ্চলের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং জারিৎসিন অঞ্চল, যা উত্তর ককেশাসকে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করে, তা বিচ্ছিন্ন কিংবা কার্যতঃ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তিখোরেৎস্কায়ার দিকের অভিযান বন্ধ রাখতে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ, জারিৎসিন ফ্রন্ট থেকে কমব্যাট ইউনিটগুলি সরিয়ে আনার ও তাদের মধ্য থেকেই অন্তুতঃ ছয় হাজার লোক নিয়ে উত্তর-দিকের একটি আঘাত-হানাবাহিনী গঠন, ডন নদীর বাম তীর ধরে খোপার পর্যন্ত তাদের পরিচালনা করা স্থির করেছিলাম। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল জারিৎসিন পোভোরিনো লাইনকে উন্মুক্ত করা, শত্রুসৈন্যকে দুদিক থেকে ব্যস্ত রাখা, তার ব্যূহরচনাকে বিপর্যস্ত করা এবং প্রত্যাঘাত করা। অদূর ভবিষ্যতেই যে এই পরিকল্পনা আমরা কার্যকরী করতে পারব তা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে।

উপরে বর্ণিত প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য দায়ী কারণগুলি এই :

(১) অগ্রবর্তী বাহিনীর যে সৈন্য—যে 'সুযোগ্য মুঝিক'—অক্টোবর মাসে সোভিয়েত শক্তির পক্ষে যুদ্ধ করেছিল তারা এখন এর বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে (সে আন্তরিকভাবেই শস্যের একচেটিয়া কারবার, নির্ধারিত মূল্য, সংগ্রহণ এবং ফাটকাবাজির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনকে ঘৃণা করে)।

(২) মিরনভের সৈন্যবাহিনীর কশাক ইউনিটগুলি, যারা নিজেদের সোভিয়েতপন্থী বলে প্রচার করে, তারা কশাক প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম চালাতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ; সমগ্র রেজিমেণ্ট নিয়েই কশাকরা মিরনভের কাছে এসেছিল অস্ত্র সংগ্রহের আশায় এবং অকুস্থলে আমাদের সৈন্যদের বিন্যাস সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য ও পরে সমগ্র রেজিমেণ্টকে তাদের সঙ্গে নিয়ে ক্র্যাসনভে ভেগে যাওয়ার মতলবে; কশাকরা মিরনভকে তিনবার অবরুদ্ধ করে কারণ এই সেক্টরের প্রতিটি ইঞ্চি তারা জানত এবং অবশ্যই তাকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেছিল।

(৩) কিক্‌ভিদ্‌সের ইউনিটগুলি অসংবদ্ধ-নীতি অনুযায়ী গঠিত হয়েছে, যার ফলে যোগাযোগ ও কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৪) এ সকল কারণে সেয়েভার-এর বাহিনী তার বাঁ দিককার সমর্থনচ্যুত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জারিৎসিন গাগুন ফ্রন্টে একটা অনুকূল ব্যাপার হল এই যে, অসংবদ্ধতার নীতি হেতু যে তালগোল পাকিয়েছিল তার সম্পূর্ণ দূরীকরণ এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের সময়োপযোগী অপসারণ (কশাক, ব্রিটিশ অথবা ফরাসীদের উগ্র সমর্থক) যার ফলে সামরিক ইউনিটগুলির সহানুভূতি অর্জন ও তাদের মধ্যে ইস্পাত-দৃঢ় শৃংখলা স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

এখন যেহেতু উত্তর ককেশাসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেহেতু খাদ্যের অবস্থা নৈরাশ্যজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তর ককেশাসের সাত শতেরও বেশি মাল বোঝাই ওয়াগন রেলের উপর দাঁড়িয়ে এবং দেড়লক্ষ পুডেরও বেশি খাদ্য-শস্য সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে কিন্তু যানবাহন চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব এজন্য যে রেলপথ, সমুদ্রপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে (কিজ্‌লিয়ার ও ব্রায়ানস্কোয়ে এখন আর আমাদের হাতে নেই)। জারিৎসিন কোতেলনিকোভো ও গাগুন জেলায় প্রচুর শস্য রয়েছে কিন্তু তা কেটে গোলাজাত করতে হবে, কিন্তু চকৃপ্রদ[২৬] এ কাজের উপযুক্ত নয় ও এখনকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। শস্য সংগ্রহ করতে হবে এবং একই জায়গায় খড় মাড়াই ও গুদামজাত করতে হবে, কিন্তু চকৃপ্রদের কোন মাড়াইযন্ত্র নেই। ব্যাপকভাবে শস্য সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত করতে হবে কিন্তু চকৃপ্রদের সংগঠনকারীরা একেবারেই অপদার্থ। ফলতঃ, খাদ্য-সরবরাহ একটা বিশৃংখল অবস্থায় আছে।

কালাক দখলের ফলে আমরা কয়েক শ' হাজার পুড শস্য পেয়েছি। আমি বারো লরি কালাকে পাঠিয়েছি এবং রেলওয়ের কাছে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা মস্কো পাঠিয়ে দেব। ভাল হোক, মন্দ হোক, ফসল কাটা চলছে। আগামী কয়েকদিনে, আমি আশা করছি, কয়েক শ' হাজার পুড শস্য সংগৃহীত হবে এবং আপনার কাছে তাও পাঠিয়ে দেব। আমাদের এখানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গবাদি পশু আছে কিন্তু খড়ের পরিমাণ খুব কম এবং খড় ছাড়া প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু পাঠানো অসম্ভব। অন্ততঃ একটি 'ক্যানিং' কারখানা, একটি কসাইখানা ইত্যাদি সংগঠিত করা ভাল হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত উদ্যোগী ও জানে-শোনে এমন ব্যক্তির সন্ধান আমি পাইনি। কোতেল্‌নিকভের এজেন্টকে ব্যাপকহারে মাংস নোনা করার আদেশ দিয়েছি; কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ফলও পাওয়া গেছে। যদি কাজ ঠিক চলে, তাহলে শীতের জন্য প্রচুর পরিমাণ মাংস পাওয়া যাবে (৪০,০০০ পশু কেবলমাত্র কোতেল্‌নিকভ জেলাতেই সঞ্চিত হয়েছে)।

কোতেল্‌নিকভের চেয়ে আস্ত্রাখানেও কম পশু নেই কিন্তু স্থানীয় খাদ্য-কমিশাররা কিছুই করছে না। 'অসংরক্ষণীয় খাদ্যাদির সংগ্রহণ সংস্থা'র প্রতিনিধিরা গভীর নিদ্রামগ্ন এবং প্রত্যয়ের সঙ্গেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে, তারা কোন মাংসই সংগ্রহ করবে না। আমি জাল্‌মায়েভ নামে একজন এজেণ্টকে সেখানে মাংস ও মাছ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনো তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারিনি।

খাদ্য সম্পর্কে সারতভ ও সামারা অঞ্চল আরও বেশি আশাপ্রদ; সেখানে প্রচুর শস্য আছে এবং আমার বিশ্বাস ইয়াকুবভের অভিযান অর্ধলক্ষ পুড বা তারও বেশি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

সাধারণভাবে এটা বলা যেতে পারে যে, উত্তর ককেশাসের সঙ্গে যে পর্যন্ত না যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সে পর্যন্ত আমরা জারিৎসিন অঞ্চলের (খাদ্য সম্পর্কে) উপর ভরসা খুব বেশি রাখতে পারি না।

জারিৎসিন, ভবদীয়
৪ঠা আগস্ট, ১৯১৮ জে. স্তালিন

'লেনিন মিসেলানি'র অষ্টাদশ সংখ্যায়
১৯৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত

ভি. আই. লেনিনকে পত্র[২৭]

প্রিয় কমরেড লেনিন,

দক্ষিণ ও কাস্পিয়ান অঞ্চলের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই সকল অঞ্চল রাখার জন্য (যা আমরা অবশ্যই রাখতে পারি!) আমাদের কয়েকটা হাল্কা ডেষ্ট্রয়ার ও কয়েক জোড়া সাবমেরিন দরকার (বিস্তৃত বিবরণের জন্য আর্তিয়মকে জিজ্ঞাসা করুন)। আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, সকল বাধা ভেঙে ফেলুন এবং আমরা যে জিনিসগুলোর জন্য অনুরোধ জানাই সেগুলো পাঠানো ত্বরান্বিত করুন। বাকু, তুর্কিস্তান ও উত্তর ককেশিয়া আমাদের হবেই (নিঃসন্দেহভাবে!) যদি অবিলম্বে আমাদের দাবিগুলো মেটানো হয়।

ফ্রন্টের অবস্থা ভালই যাচ্ছে। আমার সন্দেহ নেই যে, তার অবস্থা আরও ভাল হবে। কশাকরা সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে)।

প্রিয় ইলিচ্, আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

৩১শে আগস্ট, ১৯১৮

ভবদীয়

জে. স্তালিন

১৯৩৮ সালে 'বলশেভিক' পত্রিকার
২য় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির
চেয়ারম্যান স্বের্দলভকে তারবার্তা

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও সর্বহারাদের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত নেতা ও শিক্ষক কমরেড লেনিনের জীবনের উপর বুর্জোয়া ভাড়াটেদের জঘন্যতম আক্রমণের খবর শুনে উত্তর ককেশাসের সামরিক অঞ্চলের মিলিটারি কাউন্সিল এ ঘৃণ্য প্রাণনাশের অপচেষ্টায় প্রত্যুত্তর দেবে বুর্জোয়া ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও সুসংবদ্ধ গণ-সন্ত্রাস চালিয়ে।

জারিৎসিন
৩১শে আগস্ট, ১৯১৮

স্তালিন
ভরোশিলভ

সোলদাৎ রিভল্যুৎসাই (জারিৎসিন),
সংখ্যা ২১, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

গণ-কমিশার পরিষদ-এর কাছে তারবার্তা

জারিৎসিন অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেঃ উত্তরে ইলোভ্‌লায়া স্টেশন অধিকৃত হয়েছে, পশ্চিমে কালাচ, ল্যাপিশেভ ও ডন ব্রিজ এবং দক্ষিণে লাশকি, নেমকোভস্কি ও ডেমকিন অধিকৃত। শত্রু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ও ডনের অপর দিকে উৎখাত। জারিৎসিন নিরাপদ। আক্রমণ অব্যাহত।

জারিৎসিন,
৬ই সেপ্টেম্বর. ১৯১৮

গণ-কমিশার
স্তালিন

'প্রোলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া' পত্রিকার
১ম সংখ্যায় ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত

জারিৎসিন ফ্রন্টের অধিনায়ক ভরোশিলভকে তার

বীর ফ্লোটিলা নৌ-বাহিনীকে ও জারিৎসিন ফ্রন্টের সমস্ত বিপ্লবী সেনা-বাহিনীকে যারা নিঃস্বার্থভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের শক্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের আমাদের সৌভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাবেন। তাদের বলুন যে সোভিয়েত রাশিয়া খারচেংকো ও কন্‌পাকভের কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী বাহিনীগুলির, বুলাৎকিনের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর, অল্যাবিয়েভের সাজোয়া বাহিনীগুলির ও ভল্‌গার নৌ-ফ্লোটিলার কৃতিত্ব সপ্রসংসভাবে লক্ষ্য করছে।

আপনাদের রক্তপতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরুন নির্ভীকভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলুন, জমিদার, সেনাধ্যক্ষ ও কুলাকদের প্রতিবিপ্লবকে নির্দয়ভাবে নির্মূল করুন এবং দুনিয়াকে দেখিয়ে দিন যে, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া অজেয়।

গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি

ভি. উলিয়ানভ লেনিন

গণ-কমিশার ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের সামরিক

পরিষদের সভাপতি

জে. স্তালিন

মস্কো,

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

ইজভেস্তিয়া, সংখ্যা ২০৫

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

দক্ষিণ রণাঙ্গন

(ইজ্‌ভেস্তিয়া সাক্ষাৎকার)

দক্ষিণ ফ্রন্টে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে জাতি-বিষয়ক গণ-কমিশার কমরেড **স্তালিন** জারিৎসিন ফ্রন্টের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধির নিকট তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন।

সর্বপ্রথম, কমরেড **স্তালিন** বলেন, দুটো সন্তোষজনক অবস্থার উল্লেখ করা উচিত: পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলে কাযরত ব্যক্তিদের, যারা শুধুমাত্র সোভিয়েত শক্তির পক্ষে আন্দোলন করতেই সমর্থ নয় পরন্তু রাষ্ট্রকে নতুন কমিউনিস্ট ভিত্তিতে সংগঠনেও সমর্থ, তাদের প্রশাসনিকপদে উন্নীতকরণ; দ্বিতীয়টি হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে এমন সৈনিকদল থেকে উন্নীত নতুন এক সেনাচালক বাহিনীর আবির্ভাব, যাদের প্রতি লালফৌজ লোকেদের পূর্ণ আস্থা আছে।

সমর-সমাবেশ চমৎকারভাবে এগুচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে মনোভাবের আমূল পরিবর্তনকে অভিনন্দন, প্রতিবিপ্লবী চক্রগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেছে।

আমাদের সকল ইউনিটেই সুদৃঢ় শৃংখলা বিদ্যমান। লালফৌজ বাহিনীর লোকেদের সঙ্গে সেনাধিনায়কদের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রত্যাশা করার আর কিছু নেই।

সেনাবাহিনীতে খাদ্য-সমস্যা কীরূপ?

সঠিকভাবে বলতে গেলে, সেনাবাহিনীতে আমাদের এরূপ কোন সমস্যা নেই। যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলি নিজেরাই নিজেদের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও সুসংগঠিত করেছে এবং তার কল্যাণে খাদ্যের অপ্রতুলতা ভোগ করছে না। এখন একজন লালফৌজ সৈনিকের প্রাত্যহিক খাদ্য বরাদ্দ দু পাউণ্ড রুটি, মাংস, আলু ও বাঁধাকপি।

ফ্রন্টে খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উচ্চতম বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সেনাখাদ্য কমিশনের হাতে। এই কমিশনই ফ্রন্টে ইউনিটগুলোর যথাযথ সরবরাহ সংগঠিত করেছে।

কমরেড **স্তালিন** বললেন, ফ্রন্টে আন্দোলন সোল্‌দাৎ রিভল্যুৎসাই[২৮]

বর্বা[২৯] নামক সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা ও প্রচারপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সৈন্যগণ উৎফুল্ল ও আত্মপ্রত্যয়ী।

আমাদের সেনাবাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের একটা বড় ত্রুটি হল এই যে, সৈন্যদের নির্দিষ্টমানের ইউনিফর্মের অভাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা নতুন ইউনিফর্মের নক্সা তৈরী করা ও এখনই তা ফ্রন্টে চালু করা বাঞ্ছনীয়।

কমরেড স্তালিন বলেন যে, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সাম্প্রতিক নির্দেশ-নামা যাতে লালফৌজ বাহিনীর সৈন্যদের ব্যক্তিগত ও সমগ্র ইউনিটের বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পূর্বোক্তদের জন্য বিশেষ প্রতীক ও শেষোক্তদের জন্য পতাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

এমনকি এই নির্দেশ জারীর পূর্বেও, তিনি বললেন, যে-সকল ইউনিটকে বিপ্লবী পতাকা তখন পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল, তারা যুদ্ধ করেছে সিংহবিক্রমে।

আমাদের শত্রুপক্ষীয় ইউনিটগুলির অবস্থা সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের কার্যকর ক্ষমতার নব্বই শতাংশ নির্ভর করে তথাকথিত 'ইনোগরদ্‌নি'দের উপরে—যাদের অধিকাংশই হচ্ছে ইউক্রেনিয়ান ও স্বয়ংসেবী অফিসার। কশাকদের সংখ্যা শতকরা দশ ভাগের বেশি নয়। শত্রুপক্ষে একটা সুবিধা এই যে, তাদের গতিশীল একটা অশ্ববাহিনী রয়েছে যা আমাদের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত ভ্রূণেই রয়েছে।

পরিসমাপ্তিতে আমি বলতে চাই, স্তালিন বললেন, যে যেখানে আমাদের 'কমব্যাট ইউনিট'গুলির পুনর্গঠন ও সংহতিকরণ চলছে, সেখানে শত্রুপক্ষে সম্পূর্ণরূপে ভাঙন আরম্ভ হয়েছে।

ইজভেস্তিয়া, সংখ্যা ২০৫
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ঘটনাক্রমের যৌক্তিক পরিণতি

(মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির 'প্রসার' প্রসঙ্গে)

মেনশেভিক পার্টির (১৭-২১শে অক্টোবর, ১৯১৮) কেন্দ্রীয় কমিটির 'প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত' শীর্ষক দলিলখানি আমাদের হস্তগত হয়েছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে সোভিয়েত সরকারের কার্যাবলীর বিবরণ এই দলিলে আছে এবং এতে একটা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও দেওয়া হয়েছে, যা মেনশেভিক পার্টির সম্প্রসারণের দিক থেকে আপাততঃ বিশেষ জরুরী মনে হয়। কিন্তু দলিলে সবচেয়ে মূল্যবান বিজ্ঞপ্তি হল তাতে উপনীত সিদ্ধান্তসমূহ; কারণ বিপ্লবের দিনগুলিতে মেনশেভিকদের সমস্ত কার্যকলাপই তাতে খণ্ডিত হয়ে যায়। 'প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত'-এর বিশ্লেষণ অন্য সময়ের জন্য স্থগিত রেখে এই সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলোর কয়েকটি মাত্র এখানে এই মুহূর্তে পাঠকদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১। অক্টোবর বিপ্লব

ঠিক এক বৎসর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যন্ত্রণায় ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলায় দেশ অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর কর্মভারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে যাওয়ায় আর যুদ্ধ করতে সমর্থ ছিল না। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা (বুকানন!) দেশকে আরও অধিকতরভাবে নিজেদের বজায় নিয়ে আসছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িয়ে দেবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছিল। রিগা ছেড়ে[30] দেওয়া হয়েছিল এবং শুধুমাত্র যুদ্ধ ও সামরিক একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য সেণ্টপিটার্সবুর্গ ছেড়ে দেওয়ার আয়োজন চলছিল। বুর্জোয়ারা এসবই অনুধাবন করছিল এবং প্রকাশ্যভাবেই সামরিক একনায়কত্বের জন্য এবং বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল।

ঐ সময় বলশেভিকরা কী করছিল?

বলশেভিকরা বিপ্লবের জন্য তৈরী হয়েছিল। তারা মনে করত যে, যুদ্ধের এই কাণাগলি ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সর্বহারাদের ক্ষমতা দখল করা। তাদের মতে এমন একটি বিপ্লব ছাড়া সাম্রাজ্য-

বাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং তার কব্জা থেকে রাশিয়ার মুক্তি অর্জন অকল্পনীয়। তারা রাষ্ট্র ক্ষমতার একমাত্র উত্তরাধিকারী সংস্থাসমূহের, সোভিয়েতসমূহের, একটা অধিবেশন আরম্ভ করেছিল।

আগে বিপ্লব পরে শান্তি।

ঐ সময়ে মেনশেভিকরা কী করছিল?

তারা বলশেভিকদের কাজকে প্রতিবিপ্লবী বলে কুৎসা প্রচার করছিল। সোভিয়েতসমূহের অধিবেশন তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছিল; এর সমাবর্তনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং সোভিয়েতসমূহকে পুরানো কুঁড়ে-ঘর বলে আখ্যা দিয়েছিল—যা ভেঙে পড়তে বাধ্য। অতএব সোভিয়েত কুঁড়ে-ঘরের পরিবর্তে 'ইউরোপীয়' ধরনের প্রাক্ পার্লামেণ্ট[৩১]-এর জন্য 'স্থায়ী ভবনের' প্রস্তাব তারা করেছিল। সেখানে তারা মিলিউকভের সহযোগিতায় কৃষি ও অর্থনৈতিক সংস্কারের বিস্তৃত পরিকল্পনা এঁটেছিল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক-চ্ছেদের পরিবর্তে তারা যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য উপায় হিসেবে প্যারীতে মৈত্রী সম্মেলনের প্রস্তাব করেছিল। তাদের কাছে 'সঙ্গতিপূর্ণ শান্তি-নীতি'র মানেই ছিল এই সম্মেলনে মেনশেভিক স্কোবেলেভের উপস্থিতি এবং মেনশেভিক আক্সেলরডের স্কিদেম্যান, বিনোদেল ও হিন্দম্যানদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য সন্দেহজনক অপচেষ্টা।

তারপর এক বৎসর অতিবাহিত। 'বলশেভিক বিপ্লব' দেশী ও বিদেশীদের চাতুর্যপূর্ণ কলাকৌশল ভাসিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। রাশিয়ার নিকট পুরানো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ স্মৃতিতে রূপান্তরিত। সে সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সে একটা স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে এবং ভবিষ্যতেও অনুসরণ করে যাবে। এটা এখন সকলের কাছেই পরিষ্কার যে অক্টোবর বিপ্লব ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কানাগলি থেকে রাশিয়া নিজেকে মুক্ত করতে পারত না। কৃষকরা জমি পেত না এবং শ্রমিকরা কলকারখানা পরিচালনার দায়িত্ব পেত না।

এখন মেনশেভিক ও তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি কী বলে? তাদের কথা শুনুন:

> '১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ছিল ঐতিহাসিক; কেননা শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর সম্পর্ক ছিন্ন করে বিপ্লবের গতিকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিজেদের স্বার্থসাপেক্ষ করে শ্রমজীবী মানুষের আকাংক্ষাকে তা

প্রতিফলিত করেছে, যা ছাড়া সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করা, সঙ্গতিপূর্ণ শান্তিনীতি অনুসরণ করা, মৌলিক কৃষি সংস্কার, জনসাধারণের স্বার্থে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা অকল্পনীয় হত এবং কেননা বিপ্লবের এই পর্যায় থেকে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবের পরিধি পৃথিবীর ঘটনাগুলির গতির উপর বর্ধিত হওয়ার ঝোঁক রয়েছে।' ('প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত' দেখুন)

মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি এখন এই কথাই বলে।

এটা অবিশ্বাস্য কিন্তু ঘটনা। অতএব 'বলশেভিক বিপ্লব' ছিল একটি ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যিক ঘটনা, যা ছাড়া সংঘবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে রাশিয়ার মুক্তি, 'সঙ্গতিপূর্ণ শান্তিনীতি অনুসরণ', 'মৌলিক কৃষি সংস্কার প্রবর্তন' এবং জনসাধারণের স্বার্থে সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ অকল্পনীয় হতো।

কিন্তু এক বৎসর পূর্বে বলশেভিকরা ঠিক তাই বলেছিল এবং মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচণ্ডভাবে তার বিরোধিতা করেছিল!

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

দেখুন, যে ব্যক্তি সংশোধনের অতীত, জীবন তাকেও শেখায় ও শোধন করে। জীবন সর্বশক্তিমান এবং সব কিছু সত্ত্বেও সে তার পথ করে নেয়।...

২। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

প্রায় মাস দশেক পূর্বে সংবিধান পরিষদের অধিবেশন বসতে যাচ্ছিল, তখন চরম বিপর্যস্ত বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীরা পুনরায় তাদের শক্তি সংহত করছিল, আনন্দে তাদের হাত ঘষছিল এই প্রত্যাশায় যে, সোভিয়েত ক্ষমতার 'পতন ঘটবে'। বিদেশী (সংঘবদ্ধ) সাম্রাজ্যবাদী সংবাদসংস্থা সংবিধান পরিষদকে স্বাগত জানিয়েছে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা 'নিভৃত' বৈঠকের আয়োজন করছিল ও সোভিয়েত থেকে ক্ষমতা 'রাশিয়া দেশের প্রভু' যে সংবিধান পরিষদ তার হাতে হস্তান্তর করার ব্যাপক চক্রান্ত এঁটেছিল। 'সৎ কোয়ালিশন'-এর পুনরুজ্জীবন এবং বলশেভিকদের 'ভুলের' সংশোধন অনতিদূরেই প্রতীয়মান হচ্ছিল।

ঐ সময় বলশেভিকরা কী করছিল?

সর্বহারাদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার যে কাজ ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল,

তারা তাই চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভেবেছিল যে 'সৎ সহ-মিলন' ও এর মুখপাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান-পরিষদের পতন ইতিহাসই ঘটাবে, কারণ তারা এ বিষয়ে সচেতন ছিল যে, নাট্যমঞ্চে একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে—তা হল সর্বহারাদের ক্ষমতা ও একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা—সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্র। ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে সংবিধান পরিষদের শ্লোগান ছিল প্রগতিশীল এবং বলশেভিকরা তা সমর্থন করেছিল। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে, অক্টোবর বিপ্লবের পরে সংবিধান পরিষদের শ্লোগান হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল, যেহেতু দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিগুলির পরিবর্তিত আপেক্ষিক শক্তি অনুসারে তা কাজ করতে ব্যর্থ হয়। বলশেভিকরা মনে করত যে, ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ও রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র দুই ধরনের ক্ষমতার কথাই ভাবা যায়: হয় সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্রের মতো সর্বহারাদের একনায়কত্ব অথবা সেনাবাহিনীর একনায়কত্বের আকারে বুর্জোয়া একনায়কত্ব এবং যে-কোন রকমের মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা ও সংবিধান পরিষদ জীইয়ে রাখা অনিবার্যভাবে পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, অক্টোবরের বিজয়কে সর্বনাশ করা। বলশেভিকদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বিপ্লবের অতীত স্তরকে বুঝায়।···

তারপর দশ মাস অতিবাহিত। যে সংবিধান পরিষদ সোভিয়েত ক্ষমতার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছিল, তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দেশের কৃষকরা এর অবসান লক্ষ্যই করেনি, যেখানে শ্রমিকরা আনন্দের সঙ্গে একে স্বাগত জানিয়েছে। সংবিধান পরিষদের সমর্থকদের একাংশ ইউক্রেনে গিয়েছিল ও সোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আহ্বান জানিয়েছিল। সংবিধান পরিষদের সমর্থকদের আর এক অংশ ককেশাসে যায় ও সেখানে তুর্কী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রয়ে সান্ত্বনালাভ করে। সংবিধান পরিষদের সমর্থকদের আরও একাংশ সামারাতে যায় এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধে নামে। এইভাবে সংবিধান পরিষদের শ্লোগান রাজনীতিতে পর্যবসিত হয় স্থূলবুদ্ধিদের প্রলুব্ধ করার টোপে ও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী প্রতি-বিপ্লবীদের যুদ্ধের আবরণে।

ঐ সময়ে মেনশেভিকরা কিরকম ব্যবহার করেছিল ?

তারা সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং সংবিধান পরিষদের বর্তমান প্রতিবিপ্লবী শ্লোগানগুলিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছিল। মেনশেভিকরা, তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি, কী বলছে **এখন ?** তাদের বক্তব্য শুনুন :

তারা 'গণতন্ত্র-বিরোধী শ্রেণীগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝওতা পরিহার করছে এবং এমন কোন সরকার গঠনে অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করছে, যদিও তা এমনকি গণতন্ত্রের পতাকার পেছনেও লুকানো থাকে, যার ভিত্তি হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের দেশজোড়া কোয়ালিশন অথবা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের শক্তির উপর নির্ভরতা' ('প্রস্তাব') এবং আরও :

'শহরাঞ্চলের অ-সর্বহারা জনগণের গ্রামাঞ্চলের মেহনতী জনগণের সমর্থন পুষ্ট বিপ্লবী গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সরকার ও তার সমর্থক জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চরিত্র ও রুশীয় গণতান্ত্রিক পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক অপরিপক্কতার দরুণ সামাজিক শক্তিসমূহের এমন এক পুনর্বিন্যাস সংঘটিত করেছে এবং করে চলেছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের নিজস্ব বৈপ্লবিক তাৎপর্যটাই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বিপ্লবের মৌল সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলির পক্ষে প্রত্যক্ষ বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে। ধনতান্ত্রিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে যে-কোনো মূল্যে আপসে আসা এবং ক্ষমতার সংগ্রামে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র কাজে লাগানোর জন্য এক উদগ্র কামনা বিপ্লবী গণতন্ত্রকে পর্যবসিত করে ঐ সমস্ত শ্রেণীর এবং সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশনের হাতিয়ারে।' ('প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত' দেখুন)

এক কথায়, জোরালো এবং খোলাখুলিভাবেই কোয়ালিশন 'প্রত্যাখ্যাত' হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান পরিষদের জন্য লড়াইকে প্রতি-ক্রিয়াশীলরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেহেতু তা 'বিপ্লবের মৌল সমাজতান্ত্রিক সাফল্যসমূহের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিপদ স্বরূপ।'

একটিমাত্র সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে : সোভিয়েত ক্ষমতা, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বই রাশিয়ার একমাত্র সম্ভাব্য বিপ্লবী শক্তি।

বলশেভিকরা কিন্তু তা-ই এতদিন প্রতিপন্ন করে এসেছে যার বিরোধিতা এই মেনশেভিকরা গতকালও করে আসছিল !

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ঘটনার যুক্তি অন্য যে-কোন যুক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, এমনকি মেনশেভিকদের চেয়েও।···

৩। পেটি-বুর্জোয়া বিভ্রান্তি

অতএব :

এটা একটা ঘটনা যে বলশেভিক 'হঠকারিতার' বিরুদ্ধে লড়াই করার পর মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের 'বলশেভিক বিপ্লব' ছিল 'ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যিক ঘটনা'।

এটা একটা ঘটনা যে সংবিধান পরিষদ এবং একটি 'সং কোয়ালিশন'-এর জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি, যদিও অনিচ্ছাভরে এবং বীতশ্রদ্ধভাবে, 'দেশজোড়া' কোয়ালিশন অনুপযুক্ত এবং 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' ও সংবিধান পরিষদের 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' প্রতিবিপ্লবী বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এটা সত্য যে, এই স্বীকৃতি এল এক বৎসর বিলম্বে, সংবিধান পরিষদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র ও অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যিক ঘটনা একটা সাধারণ সত্যে পরিণত হওয়ার পর—এই বিলম্ব মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি যারা বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছে বলে দাবি করছে—তাদের পক্ষে চরম বেমানান। কিন্তু এটাই হচ্ছে মেনশেভিকদের পরিণতি : এটাই প্রথম নয় যে তারা ঘটনার পেছনে পড়ে আছে এবং আমাদের অনুমান এটা শেষও নয় যে তারা পুরানো বুলশেভিক পাজামা পরে বড়াই করছে।···

মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির এইরূপ স্বীকৃতির পর মনে হতে পারে যে বিরাট কোন পার্থক্যের ক্ষেত্র আর বিশেষ থাকা উচিত নয়। থাকতও না, যদি আমরা মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে কথা না বলে প্রকৃত বিপ্লবী, যারা নিজেরা চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে ও কী থেকে কী অনুসৃত হয় তা যারা জানে, তাদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু সমূহ বিপদ হচ্ছে এখানেই যে, পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পার্টির সঙ্গে এখানে আমরা কথা বলছি, যারা সব সময়েই সর্বহারা ও বুর্জোয়া, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান। এজন্যই কথা ও কাজের মধ্যে অনিবার্য বিরোধ, ক্রমাগত অনিশ্চয়তা ও মানসিক দোদুল্যমানতা।

ঠিক এইটুকু শুনুন! দেখুন—মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি:

'লোকায়ত শাসনকে, সীমাহীন গণতন্ত্রকে এমন রাজনৈতিক এক অবস্থা বলে মনে করে যার মধ্যেই শুধু সর্বহারাদের সামাজিক মুক্তির জন্য কাজ করা যায় ও তা অর্জন করা যায়। সার্বিক ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধে নির্বাচিত ও সার্বভৌম সংবিধান পরিষদ দ্বারা সংগঠিত **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে** শুধুমাত্র জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার এবং নিজেদের স্বার্থের সমর্থনে সর্বহারাদের শ্রেণী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করার উপায় হিসেবেই নয়—যে উপায়ের অন্য কোন বিকল্প নেই—পরন্তু **একে একমাত্র যেখানে** সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা সামাজিক সৃজন কর্ম চালিয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্র হিসেবেও দেখে থাকে' ('প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত' দেখুন)।

অবিশ্বাস্য, কিন্তু ঘটনা। একদিকে 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম' দেখা যাচ্ছে, 'বিপ্লবের মৌল সমাজতান্ত্রিক সাফল্যসমূহের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিপদ' যার জন্য একে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দেওয়া হয়; অপর দিকে মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেকে ইতিপূর্বেই কবরস্থ 'সার্বভৌম সংবিধান পরিষদের' পক্ষে বলে ঘোষণা করে যাচ্ছে! অথবা সম্ভবতঃ মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করছে যে, 'সশস্ত্র সংগ্রাম' ছাড়াই সংবিধান পরিষদ অর্জন করা যাবে? কিন্তু তা থেকে 'বলশেভিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা' সম্পর্কে কী বলা হবে যা 'সার্বভৌম সংবিধান পরিষদকে' বর্জন করেছে?

অথবা, অধিকন্তু: মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি পুলিশী নির্যাতনের, 'বিশেষ কর্তৃত্বের ও বিশেষ ট্রাইবুনেলের অবসান' এবং 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসের সমাপ্তি' ইত্যাদির চেয়ে কম বা বেশি কিছুই দাবি করেনি ('প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত' দেখুন)।

একদিকে তারা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের 'ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা' স্বীকার করে, যার কাজ হবে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা, এবং, অন্যদিকে, ক্ষমতার কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা ছাড়া ঐ চূর্ণ করার ব্যাপারটা কল্পনাই করা যায় না, তার বিলোপ দাবি করে! কিন্তু সেক্ষেত্রে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যগুলি সম্পর্কে কী বলা যায়, যার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রসহ প্রতিটি উপায়ে বুর্জোয়ারা সংগ্রাম করছে? কী করে কেউ অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফল এবং পরিণতি, যা অবশ্যম্ভাবীরূপে এ থেকে

আসে, তাকে স্বীকার না করে 'ঐতিহাসিক আবশ্যিকতাকে' স্বীকার করতে পারে ?

মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি কি কখনো এই পেটি-বুর্জোয়া বিভ্রান্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করবে না ?

৪। অতঃপর কী ?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করছে। যেমন দেখুন :

'গণতন্ত্রের নিজেরই প্রচেষ্টার ফলে বিপ্লবে অর্জিত সাফল্যগুলির ভিত্তিতে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাশিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং সেহেতু রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী ধনিকশ্রেণীর হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যানের জন্য মেনশেভিক পার্টি সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সংহত আছে—যতক্ষণ সোভিয়েত সরকার রাশিয়ার ভূখণ্ড দখল থেকে বিশেষ করে বিদেশী দখল থেকে মুক্ত করছে ও অসবহারা গণতন্ত্রের অধিকার সম্প্রসারণ কিংবা সংরক্ষণের বিরোধিতা করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই যে রাজনৈতিক সংহতি তা দখলীকৃত অঞ্চলগুলির মুক্তির জন্য সোভিয়েত সরকারের সামরিক কাযাবলীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে কেবল তখনি চালিত হতে পারে যখন সরকার সীমান্ত অঞ্চলের অ-বলশেভিক গণতন্ত্র-গুলির সঙ্গে দমন ও সন্ত্রাসের ভিত্তি পরিহার করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সম্বন্ধ স্থাপনের তৎপরতা বাস্তবে প্রদর্শন করে' (প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত' দেখুন)।

এইভাবে, সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে তার সঙ্গে 'চুক্তি'।

'সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংহতি।' ··এটা কতদুর পূর্ণাঙ্গ তা আমরা জানি না, কিন্তু একথা বলা কি প্রয়োজন যে সোভিয়েত শক্তির সঙ্গে মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সংহতিতে বলশেভিকরা আপত্তি করবে না ? সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সংহতি এবং ধরুন, সামারার সংবিধান পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে সংহতি—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন।

'সোভিয়েত সরকারের সামরিক কার্যাবলীর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন।'··· মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি কত সৈন্য সোভিয়েত শক্তির হাতে তুলে দিতে

পারেন, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে কি পরিমাণ সামরিক শক্তি তাঁরা দিতে পারেন, তা আমরা জানি না। কিন্তু এ কথা বলার কি প্রয়োজন আছে যে, সোভিয়েত শক্তির প্রতি সামরিক সমর্থনকে বলশেভিকরা স্বাগতই জানাবে? সোভিয়েত সরকারের প্রতি সামরিক সমর্থন এবং মেনশেভিকদের, ধরুন, কেরেনস্কির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে 'প্রতিরক্ষা বৈঠকে'[৩২] অংশগ্রহণ, —এ দুয়ের পার্থক্যের গভীরতা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন।

সব কিছুই এরূপ। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে মানুষকে তাদের কথা দ্বারা বিচার করতে নেই; আমরা কোন দলকে এবং কোন গোষ্ঠীকে শুধুমাত্র তাদের প্রস্তাব দ্বারা নয়, মুখ্যতঃ তাদের কার্যাবলীর দ্বারাই বিচার করতে অভ্যস্ত।

মেনশেভিকদের কার্যাবলী কী কী?

এখনো পর্যন্ত ইউক্রেনে মেনশেভিকরা স্কোরোপাদ্স্কির প্রতিবিপ্লবী সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেনি; তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা ইউক্রেনে সোভিয়েত অনুগামীদের বিরুদ্ধে লড়ছে ও এভাবেই দক্ষিণে দেশী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনকে সমর্থন জানাচ্ছে।

বহু পূর্বেই ককেশাসের মেনশেভিকরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করেছে, অক্টোবর বিপ্লবের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য চেয়েছে।

উরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চলের মেনশেভিকরা ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে যুক্ত হয়েছে এবং অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যসমূহকে বিলুপ্ত করার জন্য কার্যকরী সাহায্য দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে।

ক্র্যাসনোভোদস্ক-এর মেনশেভিকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য ট্রান্স-কাস্পিয়ান অঞ্চলের দরজা খুলে দিয়েছে এবং তুর্কিস্তানে সোভিয়েত শক্তিকে দমন করার জন্য তাদের সাহায্য করছে।

সর্বশেষে, ইউরোপীয় রাশিয়ার মেনশেভিকদের একটা অংশ সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে 'সক্রিয়' 'লড়াই-এর প্রয়োজনীয়তা প্রচার করছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে প্রতিবিপ্লবী আঘাত সংগঠিত করছে—যে সেনাবাহিনী রাশিয়ার মুক্তির জন্য যুদ্ধে তাদের রক্তপাত করছে। এবং এভাবেই মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত 'সোভিয়েত সরকারের সামরিক কার্যাবলীর প্রতি সমর্থন' কার্যতঃ অসম্ভব করে তুলেছে।

রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ও সীমান্ত অঞ্চলে এই সকল সমাজতন্ত্রবিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক অনুগামীরা এখনো পর্যন্ত নিজেদের মেনশেভিক পার্টির সদস্য মনে করে, যে মেনশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এখন সোভিয়েত শক্তির সঙ্গে 'রাজনৈতিক সংহতি' আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে।

আমাদের জিজ্ঞাসা :

(১) মেনশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপরে বর্ণিত প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক অনুগামীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কি ?

(২) তাদের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করতে কি তাঁরা প্রস্তুত ?

(৩) এইদিকে কি তাঁরা প্রাথমিক পদক্ষেপ কিছু নিয়েছেন ?

মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির 'প্রস্তাবে' কিংবা মেনশেভিকদের প্রকৃত কার্যকলাপে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর আমরা খুঁজে পাই না।

অথচ এটা প্রশ্নাতীত যে, প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক অনুগামীদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করেই কেবল মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি এখন যা সমর্থন করছেন সেই 'পারস্পরিক সমঝওতা' ত্বরান্বিত করতে পারেন।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৩৪
২৯শে অক্টোবর, ১৯১৮
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

দক্ষিণ রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে শ্রমিক ও কৃষক ডেপুটিদের মস্কো সোভিয়েতের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

২৯শে অক্টোবর, ১৯১৮

(পত্রিকার রিপোর্ট)

কমরেড **স্তালিন** বললেন, সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তি যে বাড়ছে তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নাই। এর সাফল্যগুলিই তার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ইতি-পূর্বে ক'নো আর সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রুরা আমাদের ভেঙে ফেলার জন্য এত অদম্য চেষ্টা করেনি। সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রুদের পরিকল্পনা হল তার হাত থেকে সবচাইতে উৎকৃষ্ট শস্য অঞ্চল কেড়ে নেওয়া এবং যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। পাঁচ-ছয় মাস পূর্বে সামারা ও সাই-বেরিয়াকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। গত দু'মাসে আমাদের শত্রুদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে এ পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাবে না। এখন তারা দক্ষিণে তাদের অভিযান চালাবার চেষ্টা করছে। দক্ষিণে এক বিরাট আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। কম করেও ১৫ কোটি পুড শস্য সেখানে পাওয়া যায়, সেখানে শত সহস্র পুড কয়লা রয়েছে। রণনীতির দিক থেকে দক্ষিণ রাশিয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে নূতন এক আন্তর্জাতিক গিট বাঁধা হচ্ছে। সেখানকার কার্যকলাপ থেকেই তা প্রতীয়মান। ক্র্যাসনভের নেতৃত্বে ইয়েকাতেরিনোদারে একটা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি সৈন্যদল সেখানে একত্রিত হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চল দখল করার প্রচেষ্টায় প্রতি-বিপ্লবীরা জারিৎসিনে মূল আঘাত হানার জন্য তাক্ করছে। আগস্ট মাসে ক্র্যাসনভ জারিৎসিন দখল করার জন্য এক নির্দেশ জারী করেছেন। ঐ নির্দেশ কার্যকরী হয়নি, এবং ক্র্যাসনভের সৈন্যদের পলায়ন করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল। অক্টোবরে ক্র্যাসনভ আর একটি আদেশ জারী করলেন : যে-কোন মূল্যে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে জারিৎসিন অধিকার করতে হবে ও চেকোশ্লোভাকদের সাথে সংযোগ সাধন করতে হবে। কম করেও কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের অন্ততঃ চল্লিশ রেজিমেণ্টের সম্মিলিত বাহিনীকে ঐ আক্রমণে নিযুক্ত করা হল। যা হোক, সেনাধ্যক্ষদের পলায়ন করে আত্মরক্ষা

করতে হয়েছিল—এমনিভাবে যে তাদের একজন তার বুটজুতো পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। (হাস্য)

তখনই জেনারেলদের উপলব্ধি হয় যে আমাদের সেনাবাহিনী প্রকৃতই ক্রমবর্ধমান শক্তি যার সঙ্গে এঁটে উঠা খুবই শক্ত।

আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি কোথায় নিহিত? কিভাবে আমাদের বাহিনী এমন প্রচণ্ডভাবে শত্রুপক্ষের উপর আঘাত হানতে পারছে?

আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি তার রাজনৈতিক চেতনা ও শৃংখলার মধ্যে অন্তর্নিহিত। দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের সাফল্যের কারণগুলির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও সর্বহারাদের শৃংখলা অন্যতম।

আর একটি কারণ হল লাল অফিসারদের একটি নূতন বাহিনীর আবির্ভাব। তাদের অনেকেই প্রাক্তন নিম্নপদস্থ সৈনিক যারা কয়েকটি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্নিমন্ত্রে অভিসিঞ্চিত হয় এবং যুদ্ধের কাজটা তারা ভালই বোঝে। তারাই আমাদের সৈন্যদের বিজয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সকলই হল মূল কারণ যা আমাদের সৈন্যদের সাফল্য নির্ধারণ করে। এই কারণেই আমার মনে হয় এই ভৃত্যবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করতে কখনো সক্ষম হবে না।

ইজ্ভেস্তিয়া, সংখ্যা ২৩৭
৩০শে অক্টোবর, ১৯১৮

রাশিয়ার দক্ষিণে

(প্রাভদায় সাক্ষাৎকার)

গণ-কমিশার **স্তালিন** যিনি দক্ষিণে তাঁর দৌত্যকর্ম সম্পন্ন করে সদ্য প্রত্যাগমন করেছেন তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে দক্ষিণ রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ রণাঙ্গনের গুরুত্ব

দক্ষিণ রণাঙ্গনের অবস্থিতি, একদিকে ডন প্রতিবিপ্লবীরা আর অন্য দিকে উরাল-চেকোশ্লোভাক হানাদারেরা, এই দুয়ের মধ্যবর্তী—**সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই যে অবস্থান,** কেবল এ থেকেই বোঝা যায় এই রণাঙ্গনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। ব্রিটিশ প্রভাবিত অঞ্চলের (এনৃজেলি ক্র্যাসনোভোদস্ক) সঙ্গে এর নৈকট্য এর গুরুত্ব বর্ধিত করে। দক্ষিণ রাশিয়ার প্রচুর সম্পদ (শস্য, তৈল, কয়লা, পশু, মাছ) সাম্রাজ্যবাদী নেকড়েদের রাক্ষুসে ক্ষুধা প্রজ্বলিত করার পক্ষে এত যথেষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়ার কাছ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছে। তা ছাড়া এটা নিশ্চিত যে শরতের আগমন এবং সামারা অভিযান বিপর্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক তৎপরতার কেন্দ্র দক্ষিণে স্থানান্তরিত হবে। ঝটপট একটা নতুন (আনকোরা নতুন!) 'সারা রুশ সরকার' আর ভৃত্য শিপভ, সাজনভ ও লুকমস্কিকে নিয়ে গঠন করা ক্র্যাসনভ, ডেনিকিন, স্কোরোপাদ্‌স্কিদের দলগুলিকে একটি সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত করা এবং ব্রিটিশ ও অন্যান্যদের নিকট সাহয্যের আবেদন করা, ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে যে 'জোর' কর্মতৎপরতা দক্ষিণী প্রতিবিপ্লবীরা এখন দেখাচ্ছে এসব বস্তুতঃ তারই ব্যাখ্যাস্বরূপ।

জারিৎসিন মূল লক্ষ্য

জারিৎসিনেই শত্রুরা তাদের প্রচণ্ডতম শক্তি সমাবেশ করছে। এটা বোধগম্য, কারণ, জারিৎসিন অধিকার, দক্ষিণের সঙ্গে আমাদের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ শত্রুর উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ নিশ্চিত করবে: ডনের প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে আস্ত্রাখানের কশাকদের নেতৃ-অংশের ও উরাল সেনাবাহিনীর সংযোগ স্থাপিত হবে এবং ডন থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া পর্যন্ত একটি সম্মিলিত প্রতি-

বিপ্লবী ফ্রণ্টের সৃষ্টি হবে; দেশের ও বিদেশের প্রতিবিপ্লবীরা দক্ষিণ ও কাস্পিয়ান অঞ্চলের উপর দৃঢ় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে; উত্তর ককেশাসের সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী এক চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়বে।...

এই হচ্ছে দক্ষিণের শ্বেত-সন্ত্রাবাদীদের জারিৎসিন দখলের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করার মূল কারণ।

জারিৎসিন অধিকার করার জন্য সুদূর আগস্ট মাসে ক্র্যাসনভ একটা আদেশ জারী করেছিলেন। তার বাহিনী উন্মত্তভাবে আমাদের লালবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও একে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের লালবাহিনী কর্তৃক তারা পরাজিত ও ডন নদীর ওপারে বিতাড়িত হল।

অক্টোবরের প্রথমভাগে জারিৎসিন অধিকারের জন্য আর একটা নূতন আদেশ জারী হয়েছিল—এবং এবার হয়েছিল রোস্তভের প্রতিবিপ্লবী কশাক বিধানসভা দ্বারা। শত্রুপক্ষ ডন, কিয়েভ (স্পেরোপাদ্‌স্কির অফিসারের রেজিমেণ্ট!) ও কুবান (আলেক্সিয়েভের 'স্বেচ্ছাবাহিনী'!) থেকে কম করেও চল্লিশ রেজিমেণ্ট সৈন্য সমাবেশ করেছিল। কিন্তু এবারও আমাদের লালফৌজের ইস্পাত-কঠিন হাতে ক্র্যাসনভের বাহিনী পরাজিত হয়। আমাদের ফৌজ শত্রুপক্ষের কয়েকটি রেজিমেণ্টকে ঘিরে ফেলে ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়—তাদের বন্দুক, কামান, রাইফেল ইত্যাদি আমাদের হাতে চলে আসে। মামনতভ, আস্তোনভ, পপভ ও তলকুশকিন প্রমুখ সেনানী ও অনেক কর্ণেল নিরাপদ স্থানে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি কোথায় নিহিত?

আমাদের সেনাবাহিনীর সাফল্যের মূলে রয়েছে প্রথমতঃ এর রাজনৈতিক সচেতনতা ও শৃংখলা। ক্র্যাসনভের সৈন্যরা আশ্চর্যরকম ভোঁতা ও অজ্ঞ এবং বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তারা কেন যে যুদ্ধ করছে তা তারা জানে না। যুদ্ধবন্দী করে আনার পর প্রশ্ন করলে তারা বলে, 'যেহেতু আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, কাজেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে।'

আমাদের লালফৌজ সৈনিক এরকম নয়। গর্বের সঙ্গে সে নিজেকে বিপ্লবের সৈনিক বলে; সে জানে যে পুঁজিপতিদের মুনাফা রক্ষা করার জন্যই সে যুদ্ধ করছে না, সে যুদ্ধ করছে রাশিয়ার মুক্তির জন্য এবং এই জেনেই সে সাহসের সঙ্গে চোখ খোলা রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। লাল-ফৌজ সৈন্যদের আইন

ও শৃংখলার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল যে প্রায়শঃই তারা নিজেদের 'অবাধ্য' ও উচ্ছৃংখল কমরেডদের শাস্তিবিধান করে।

এও একটা কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয় যে একটা নিয়মিত লাল অফিসার বাহিনীর আবির্ভাব ঘটেছে। তারা নিম্নপদ থেকে উন্নীত হয়েছে এবং কয়েকটি অভিযানের মধ্য দিয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। এই লাল অফিসারগণ সেনাবাহিনীকে একক সুশৃংখল সংগঠনে রূপান্তরিত করে আমাদের সেনাবাহিনীর মুখ্য ঐক্যবিধায়ক শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গুণাগুণের জন্যই নয়। একটা শক্ত পশ্চাদ্‌অঞ্চল না থাকলে কোন সেনাবাহিনীই বেশিদিন টিঁকতে পারে না। ফ্রন্টকে শক্ত রাখতে হলে পশ্চাদ্‌অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর নিয়মিত লোকবল, গোলাবারুদ, খাদ্য পাওয়া দরকার। এই বিষয়ে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছেন মুখ্যতঃ অগ্রবর্তী কর্মীদের নিয়ে গঠিত পশ্চাদ্‌অঞ্চলে আবির্ভূত বিশেষজ্ঞ ও যোগ্য প্রশাসকরা, যাদের মধ্যে রয়েছে বিবেকবুদ্ধি চালিত হয়ে অক্লান্তভাবে মোতায়েন ও সরবরাহের কাজে অগ্রণী কর্মীরা। একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এই সকল প্রশাসক ব্যতীত জারিৎসিন রক্ষা করা যেত না।

এসবই আমাদের সেনাবাহিনীকে একটা দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত করেছে যে শত্রুপক্ষের যে-কোন প্রতিরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সমর্থ।

দক্ষিণে সব কিছুই একটা নতুন আন্তর্জাতিক জট পাকানোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আশ্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটা 'নতুন' 'সারা-রুশ সরকার'-এর ইয়েকাতেরিনোদারে আবির্ভাব, তিনটি প্রতিবিপ্লবী সেনাবাহিনীর (আলেক্সিয়েভ, স্কোরোপাদ্‌স্কি ও ক্র্যাসনভের) একত্রীভবন, যারা ইতিমধ্যেই একবার জারিৎসিনে আমাদের বাহিনীর হাতে পরাজিত, ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ করার চিন্তা করছে এমন গুজব, এনজেলি ও ক্র্যাসনোভদ্‌স্ক থেকে তেরেক প্রতিবিপ্লবীদের ব্রিটিশদের সরবরাহ—এগুলি আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। সামারাতে তাদের নিষ্ফল অভিযানের পর এখন দক্ষিণে তা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছে। প্রতিবিপ্লবের নোংরা কাজে সমর্থন আছে ও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে সমর্থ এমন সেনাবাহিনী তাদের হবে না—নিশ্চয়ই হবে না—যা ছাড়া যুদ্ধজয় অচিন্তনীয়। একটি শক্তিশালী আঘাতই যথেষ্ট যাতে প্রতিবিপ্লবী অভিযান তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। এর বায়না হচ্ছে আমাদের

সেনাবাহিনীর বীরত্ব, ক্র্যাসনভ-আলেক্সিয়েভ 'বাহিনীর' নীতিভ্রষ্টতা, ইউক্রেনে ক্রমবর্ধমান অশান্তি, সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং সর্বশেষে পশ্চিমে বিপ্লবী আন্দোলনের নিরন্তর সম্প্রসারণ। দক্ষিণের অভিযানের পরিণতির মতোই ঘটবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৩৫

৩০শে অক্টোবর, ১৯১৮

অক্টোবর বিপ্লব

(২৪ ও ২৫শে অক্টোবর, ১৯১৭, পেত্রোগ্রাদ)

অক্টোবর বিপ্লবকে যে সকল ঘটনা ত্বরান্বিত করেছে তার মধ্যে প্রধান হল : অস্থায়ী সরকারের (রিগা সমর্পণ করার পর) পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করার ইচ্ছা, কেরেনস্কি সরকারের মস্কোতে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রস্তুতি, রাজধানীকে অরক্ষিত রেখে সমগ্র পেত্রোগ্রাদ, 'গ্যারিশন'-কে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়ার সেনাবাহিনীর পুরানো নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সর্বশেষে রদ্‌জিয়াংকোর নেতৃত্বে ব্ল্যাক কংগ্রেসের[৩৩] জোর তৎপরতা—প্রতিবিপ্লবকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা। এসবের সাথে যুক্ত হয়েছিল ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও রণাঙ্গনে লোকদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনিচ্ছা, যা বর্তমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়রূপে ত্বরিৎ ও সুসংগঠিত বিপ্লব অনিবার্য করে তুলেছিল।

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ইতিমধ্যে একটা সফল অভ্যুত্থান সংগঠনের জন্য পার্টির সমস্ত শক্তিকে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে, কেন্দ্রীয় কমিটি পেত্রোগ্রাদে একটা বিপ্লবী সামরিক সমিতি গঠন, রাজধানীতে পেত্রোগ্রাদ বাহিনীকে আটকে রাখতে এবং নিখিল রুশ সোভিয়েতসমূহের একটা কংগ্রেস আহ্বান করার সংকল্প গ্রহণ করে। কেবলমাত্র এইরকম কংগ্রেসই ক্ষমতায় আসতে পারত। রণাঙ্গনের, এবং পশ্চাদ্ভাগের সবচেয়ে প্রভাবশালী, মস্কো ও পেত্রোগ্রাদ ও সোভিয়েতের প্রাথমিক বিজয়, অভ্যুত্থান সংগঠনের সাধারণ পরিকল্পনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে পার্টির মূল মুখপাত্র **রাবোচি পুৎ**[৩৪] শ্রমিক ও কৃষকের চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য তৈরী করে খোলাখুলিভাবে অভ্যুত্থানের আহ্বান দিতে আরম্ভ করে।

অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে প্রথম প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটে বলশেভিক সংবাদপত্র **রাবোচি পুৎ**-কে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। অস্থায়ী সরকারের আদেশে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিপ্লবী সামরিক কমিটির নির্দেশে বৈপ্লবিক কায়দায় একে

আবার খুলে দেওয়া হয়। সীলসমূহ ভেঙে ফেলা হয় এবং অস্থায়ী সরকারের কমিশারদের ফেরত পাঠানো হয়। এটা ঘটে অক্টোবরের ২৪ তারিখে।

অক্টোবরের ২৪ তারিখে বিপ্লবী সামরিক কমিটির কমিশারগণ কয়েকটি সরকারী সংস্থা থেকে অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের জোর করে সরিয়ে দেন যার ফলে ঐ সংস্থাগুলি বিপ্লবী সামরিক কমিটির নিয়ন্ত্রণে আসে ও অস্থায়ী সরকারের সকল ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ঐ একই দিনে (২৪শে অক্টোবর) সমগ্র গ্যারিসন, পেত্রোগ্রাদের সব রেজিমেন্ট, কেবলমাত্র কয়েকটি সামরিক ক্যাডেট স্কুল, একটি সাঁজোয়া বাহিনী ছাড়া সবকিছু নিশ্চিতভাবে বিপ্লবী সামরিক কমিটির হাতে চলে যায়। অস্থায়ী সরকার অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দিতে থাকে। কেবলমাত্র বিকালের দিকেই সেতুগুলি দখল করার জন্য তারা 'শক-ব্যাটেলিয়ন' প্রেরণ করে ও কয়েকটি দখল করতে তারা সফলকাম হয়। বিপ্লবী সামরিক কমিটি নৌবাহিনী ও ভাইবোর্গে রেডগার্ড প্রেরণ করে তার মোকাবিলা করে। তারা 'শক-ব্যাটেলিয়ন'কে হটিয়ে দেয় ও ছত্রভঙ্গ করে ফেলে এবং নিজেরাই সেতুগুলি দখল করে নেয়। এই সঙ্গেই আরম্ভ হয় প্রত্যক্ষ অভ্যুত্থান। আমাদের কয়েকটি রেজিমেন্টকে শীত প্রাসাদ ও 'স্টাফ হেড কোয়ার্টার'-এর চতুর্দিকের সমগ্র অঞ্চলকে ঘিরে ফেলার আদেশ দিয়ে পাঠানো হয়। তখন শীত প্রাসাদে অস্থায়ী সরকারের অধিবেশন চলছিল। সাঁজোয়া বাহিনী বিপ্লবী সামরিক কমিটির (২৪ তারিখ রাত্রির শেষ দিকে) হাতে চলে আসায় অভ্যুত্থানের সাফল্য ত্বরান্বিত হয়।

অক্টোবরের ২৫ তারিখে সোভিয়েতসমূহের সভা বসে এবং বিপ্লবী সামরিক কমিটি যে ক্ষমতা অর্জন করেছিল তা তার নিকট সমর্পণ করে দেয়।

২৬শে অক্টোবর খুব সকালের দিকে **অরোরা** কর্তৃক শীত প্রাসাদ এবং 'স্টাফ হেড কোয়ার্টারে' বোমা বর্ষিত হবার পর এবং শীত প্রাসাদের সামনে সোভিয়েত সৈন্য ও মিলিটারী ক্যাডেটদের মধ্যে বারংবার সংঘর্ষের পর অস্থায়ী সরকার আত্মসমর্পণ করে।

কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিই ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রাণশক্তি ও পরিচালক। ভ্লাদিমির ইলিচ পেত্রোগ্রাদের ভাইবোর্গ জেলায় তখন আত্মগোপন করেছিলেন। অক্টোবরের ২৪ তারিখ বিকেলে আন্দোলনের দায়িত্ব নেবার জন্য—তাঁকে স্মল্নিতে আহ্বান জানানো হয়।

বাল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকেরা ভাইবোর্গ জেলার রেডগার্ডরা অক্টোবর অভ্যুত্থানে একটা অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। তাদের অসাধারণ সাহসের জন্য, পেত্রোগ্রাদ গ্যারিসনের ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ অগ্রবর্তী যোদ্ধাদের নৈতিক ও কিছু পরিমাণে সামরিক সমর্থন প্রদান করা।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৪১
৬ই নভেম্বর, ১৯১৮
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা

জাতিগত প্রশ্নটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু ও সকল সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা যাবে না। প্রচলিত ব্যবস্থার রূপান্তরের যে সাধারণ প্রশ্নে তারই একটি অংশ মাত্র হওয়ায়, জাতীয় প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে সামাজিক পরিবেশের অবস্থাবলীর দ্বারা, দেশের শাসকশক্তির প্রকৃতির দ্বারা ও সাধারণভাবে সামাজিক বিবর্ধনের গতির দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের সময়ে তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা গিয়েছিল—যখন বিপ্লবের গতি ও পরিণতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে জাতি সমস্যা ও জাতীয় আন্দোলন দ্রুত তার প্রকৃতি পরিবর্তন করছিল।

১। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও জাতিসমস্যা

রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭) সীমান্ত অঞ্চলের জাতীয় আন্দোলন বুর্জোয়া জাতীয় আন্দলনের রূপ নেয়। রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিসত্তা যারা 'পুরানো রাজত্ব' কর্তৃক যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত ও শোষিত হয়ে আসছিল, এই সর্বপ্রথম তারা তাদের শক্তি উপলব্ধি করে ও তাদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'জাতীয় শোষণ বন্ধ কর'—এই ছিল আন্দোলনের শ্লোগান। রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে রাতারাতি 'সর্বজাতীয়' প্রতিষ্ঠান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা। লত্‌ভিয়া, এস্তোনীয়া অঞ্চল, লিথুয়ানিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, উত্তর ককেশিয়া, কির্-ঘীজিয়া ও মধ্য ভলগা অঞ্চলের 'জাতীয় পরিষদ', ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার 'রাদা'; বেস্সারাবিয়ার 'স্ফাতুল জাবাই'; ক্রিমিয়া ও বাশ্‌কিরিয়ার 'কুরুলতাই'; তুর্কিস্তানের 'স্বশাসিত সরকার'—এইগুলিই হচ্ছে 'সর্বজাতীয়' প্রতিষ্ঠান যার চারিপাশে জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের শক্তি সমাবেশ করেছিল। জাতীয় নিপীড়নের 'মূল কারণ' জারতন্ত্র থেকে মুক্তি ও জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পত্তন ছিল মূল প্রশ্ন। বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে সীমান্ত অঞ্চলসমূহে জাতীয় বুর্জোয়াদের অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যাতে

তারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিতে পারে ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে তারা 'তাদের নিজস্ব' রাষ্ট্রের পত্তন ঘটাতে পারে। উপরে উল্লিখিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হিসেবের মধ্যে বিপ্লবের আরও পরিণতির কথা আসেনি এবং আসতে পারেনি। এবং এই বিষয়টি নজরে আসেনি যে জারতন্ত্রের স্থলে নগ্ন ও মুখোসহীন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ও এই সাম্রাজ্যবাদ জাতিসত্তাসমূহের অধিকতর শক্তিশালী ও বিপজ্জনক শত্রু এবং এক নতুন জাতীয় নিপীড়নের ভিত্তি।

জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় আসীন হওয়াই জাতীয় নিপীড়নের উচ্ছেদ সূচনা করেনি। পুরানো স্থূল রকমের জাতীয় নিপীড়নের স্থলে এক নতুন সূক্ষ্ম কিন্তু অধিকতর বিপজ্জনক রকমের জাতীয় নিপীড়ন প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় নিপীড়নের নীতিকে পরিত্যাগ করা দূরে থাক, ল্‌ভভ্‌-মিলিউকভ-কেরেনস্কি সরকার ফিনল্যাণ্ড (১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে ডায়েট ভেঙে দেওয়া) ও ইউক্রেন (ইউক্রেনের সাংস্কৃতিক সংস্থা-গুলিকে নিষিদ্ধকরণ)-এর বিরুদ্ধে এক নতুন অভিযান আরম্ভ করে। অধিকন্তু, ঐ সরকার, যার প্রকৃতিই ছিল সাম্রাজ্যবাদী, নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন উপনিবেশ ও জাতিগুলিকে অধীনস্থ করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান তার অধিবাসীদের দিয়েছিল। শুধুমাত্র এর অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের জন্যই নয়, পশ্চিমে পুরানো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যও তা করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অপ্রতিহতভাবে নতুন নতুন দেশ ও জাতিসত্তাগুলিকে পদানত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ও এর প্রভাবিত এলাকা সীমিত করার হুমকি দিচ্ছিল। ছোট ছোট জাতিগুলিকে পদানত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের লড়াই ঐ সকল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের শর্ত—এই ছিল দৃশ্য, যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে প্রকাশ পেল। জারতন্ত্রের অবসান ও মিলিউকভ-কেরেনস্কি সরকারের আবির্ভাবেও কোন প্রকারেই এই কুৎসিত দৃশ্যের কোন উন্নতি ঘটেনি। যেহেতু সীমান্ত অঞ্চলের 'সর্ব-জাতীয়' প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি প্রবণতা দেখিয়েছিল, স্বভাবতঃই তারা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অদম্য বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। যেহেতু অন্যদিকে, যখন জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন 'তাদের নিজস্ব' শ্রমিক ও কৃষকদের মৌল স্বার্থের প্রতি তারা রয়ে গেল বধির—তারা তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের উদ্রেক করে। 'জাতীয় বাহিনী' বলে যা পরিচিত ছিল তা শুধুমাত্র অগ্নিতে

ইন্ধন সংযোগ করল : উপর থেকে বিপদের বিরুদ্ধে তারা রয়ে গেল অক্ষম আর নীচের দিকের বিপদকে তারা শুধু তীব্রতর করল ও বাড়িয়ে তুলল। 'সর্ব-জাতীয়' প্রতিষ্ঠানগুলি বাইরের আঘাত ও ভিতরের বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে রয়ে গেল অরক্ষিত। প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই জার্মান বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রগুলি শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

এভাবে স্বনিয়ন্ত্রণ নীতির পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অলীক কাহিনীতে পরিণত হল এবং এর বৈপ্লবিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলল। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ অবস্থায় জাতীয় নিপীড়নের অবসান ও ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাম্রাজ্যবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যতীত, শ্রমজীবী জনতার 'তাদের নিজস্ব' জাতীয় বুর্জোয়াদের বিতাড়ন ও তাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ ব্যতীত শোষিত জাতিসমূহের শ্রমজীবী জনতার মুক্তি এবং জাতীয় শোষণের অবসান অকল্পনীয়।

অক্টোবর বিপ্লবের পর তা লক্ষণীয়ভাবেই সমর্থন করে।

২। অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব মীমাংসার অতীত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে ধরে রেখেছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের (সৈন্য) প্রচেষ্টায় এক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের ফলে ক্ষমতা শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে না গিয়ে এল বুর্জোয়াদের হাতে। বিপ্লব করে শ্রমিক ও কৃষকরা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ও শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় এসেই জনতার বৈপ্লবিক আকু-লতাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ও শান্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টায় ছিল। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও খাদ্য-সংকট শ্রমিকদের হিতার্থে পুঁজি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দখল এবং কৃষকদের হিতার্থে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ দাবি করেছিল কিন্তু বুর্জোয়া মিলিউকভ কেরেনস্কি সরকার জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াল, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে তাদের রক্ষা করতে লাগল। শোষকদের হিতার্থে এ ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত বুর্জোয়া বিপ্লব।

ইতিমধ্যে দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চাপে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় গুড়িয়েই যাচ্ছিল। রণাঙ্গন টুকরো টুকরো হয়ে

ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল। কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অচল স্থিতাবস্থায় এসে পড়েছিল। দেশের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব স্পষ্টতঃই এর আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বসমূহের জন্য—'দেশের-মুক্তির' পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। মিলিউকভ-কেরেনস্কি সরকার স্পষ্টতঃই বিপ্লবের মূল সমস্যাগুলির সমাধানে অপারগ ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অন্ধ গলি ও আর্থিক বিপর্যয় থেকে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য একটা নূতন **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লবের দরকার হয়ে পড়েছিল।

অক্টোবরের অভ্যুত্থানের ফলে ঐ বিপ্লব এসে গেল।

জমিদার ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ছুঁড়ে ফেলে তার স্থলে শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করে অক্টোবর বিপ্লব এক ধাক্কাতেই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করে। জমিদার ও কুলাকদের সকল ক্ষমতার অবসান ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ভূমি প্রদান; কল-কারখানাগুলি দখল ও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে তাদের সমর্পণ; সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ও লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধের অবসান; গোপন চুক্তিপত্রের প্রকাশ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ নীতির মুখোস খুলে ধরা; সর্বশেষে নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রমজীবী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ঘোষণা ও ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার স্বীকৃতি —এ সকলই ছিল সোভিয়েত বিপ্লবের গোড়ার দিকে সোভিয়েত রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যে রূপায়িত কৃত মৌলিক ব্যবস্থা।

তা ছিল প্রকৃতই **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লব।

ঐ বিপ্লব যা কেন্দ্রে শুরু হয়েছিল, তা ঐ সংকীর্ণ ভূখণ্ডে বেশিদিন অবরুদ্ধ রইল না। একবার কেন্দ্রে বিজয়ী হওয়ায় তা সীমান্তের অঞ্চসমূহ ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। এবং প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবের একেবারে প্রথম দিন থেকেই বিপ্লবী জোয়ার উত্তর দিক থেকে সমগ্র রাশিয়ায়, একের পর এক সীমান্ত অঞ্চল প্লাবিত করে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এখানে তা অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে গঠিত 'জাতীয় পরিষদ' ও আঞ্চলিক 'সরকার' (ডন্ কুবান, সাইবেরিয়া)-এর মতো প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়। কথা হচ্ছে এই যে এ সকল 'জাতীয় সরকার' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা শুনবেই না। প্রকৃতিতে বুর্জোয়া হওয়ায়, পুরানো বুর্জোয়া ব্যবস্থা ধ্বংস করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাদের ছিল না; বরং তাদের ক্ষমতার প্রত্যেকটি উপায়ে এর সংরক্ষণ ও সুদৃঢ় করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করেছিল। মূলতঃই সাম্রাজ্যবাদী, তাই সাম্রাজ্যবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাদের ছিল না; বরং যখনই সুযোগ এসেছে 'বিদেশী' জাতিসত্তাগুলির ভূখণ্ডের অংশ বা টুকরো অধিকার ও পদানত করায় নিস্পৃহ তারা ছিল না। এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই যে সীমান্ত অঞ্চলের 'জাতীয় সরকারসমূহ' কেন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং একবার যখনই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে স্বভাবতঃই তারা প্রতিক্রিয়ার উর্বরক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে যা রাশিয়ায় যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল তাকেই আকর্ষণ করে। সকলেই জানেন যে, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল যাদের রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদের সবাই ঐ সকল উর্বরক্ষেত্রে ছুটে এসেছে এবং তাদের কেন্দ্র করে নিজেদেরকে শ্বেতরক্ষী 'জাতীয়' বাহিনী-রূপে গঠন করেছে।

কিন্তু 'জাতীয় সরকার' ছাড়াও সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে জাতীয় শ্রমিক ও কৃষকরা রয়েছে। রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সোভিয়েতের ধরনে এমনকি অক্টোবর বিপ্লবেরও পূর্বে তাদের বিপ্লবী সোভিয়েতে সংগঠিত তারা কখনো তাদের উত্তরের ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেনি। তারাও বুর্জোয়াদের পরাজিত করার জন্য সচেষ্ট; তারাও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করছিল। এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই যে 'তাদের নিজস্ব' জাতীয় সরকারের সঙ্গে তাদের বিরোধ প্রত্যহ আরও চরম হচ্ছিল। অক্টোবর বিপ্লব সীমান্ত অঞ্চলগুলির শ্রমিক ও কৃষকের এবং রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে মৈত্রীকে সুদৃঢ়ই করছিল এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আর সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে 'জাতীয় সরকারগুলির' যুদ্ধ জাতীয় জনসাধারণের সঙ্গে এই 'সরকারগুলির' বিরোধ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল।

এভাবে রাশিয়ায় সীমান্ত অঞ্চলের বুর্জোয়া জাতীয় 'সরকারগুলির' প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীর পাল্টা সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের সমাজতান্ত্রিক মৈত্রী গঠিত হয়েছিল।

কেউ কেউ সীমান্ত 'সরকারগুলির' যুদ্ধকে সোভিয়েত শাসনের 'নিষ্প্রাণ কেন্দ্রিকতার' বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলে চিত্রিত করেছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণই অসত্য। রাশিয়ার সোভিয়েত শক্তির মতো পৃথিবীর কোন দেশই এরূপ বিস্তৃত বিকেন্দ্রীকরণের অনুমতি দেয়নি, পৃথিবীর কোন সরকার জাতি-সমূহকে এরূপ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা দান করেনি। সীমান্ত 'সরকারগুলির'

যুদ্ধ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধই ছিল এবং আছে। শুধুমাত্র জনসাধারণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকাকে আঁটা হয়েছে জনপ্রিয় পতাকা হিসেবে, যা সুবিধামতো জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনা গোপন রাখে।

কিন্তু 'জাতীয়' ও 'আঞ্চলিক' সরকারগুলির মধ্যে যুদ্ধ অসমান যুদ্ধ বলে প্রমাণিত হল। বাইরে থেকে রাশিয়ার সোভিয়েত শক্তি কর্তৃক এবং ভিতর থেকে 'তাদের নিজস্ব' শ্রমিক-কৃষক কর্তৃক এই দুদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় 'জাতীয় সরকারগুলি' তাদের একেবারে প্রথম সংঘর্ষ থেকেই পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ফিন্ শ্রমিক ও তর্পারিদের[৩৫] অভ্যুত্থান এবং বুর্জোয়া 'সিনেটের' পলায়ন; ইউক্রেনিয়ার শ্রমিক-কৃষকদের অভ্যুত্থান এবং বুর্জোয়া 'রাদার' পলায়ন; ডন, কুবান ও সাইবেরিয়ার শ্রমিক-কৃষকের অভ্যুত্থান এবং কালেদিন, কর্নিলভ ও সাইবেরীয় 'সরকারের' পতন; তুর্কিস্তানের গরিব কৃষকদের অভ্যুত্থান ও 'স্বায়ত্ত-শাসিত সরকারের' পলায়ন; ককেশাসে কৃষি-বিপ্লব এবং জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজানের 'জাতীয় কাউন্সিলের' চরম অপদার্থতা—এ সবই হচ্ছে সকলের জ্ঞাত বিষয় যা সীমান্ত অঞ্চলের 'সরকারগুলির' 'তাদের নিজস্ব' শ্রমজীবী জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করে। চরমভাবে পরাজিত 'জাতীয় সরকার-গুলি' 'তাদের নিজস্ব' শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী ও পৃথিবীর জাতিসত্তাসমূহের শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়।

এ ভাবেই আরম্ভ হল বিদেশী হস্তক্ষেপ ও সীমান্ত অঞ্চল দখল করার সময়—যে সময় আর একবার 'জাতীয়' ও 'আঞ্চলিক' সরকারগুলির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র আর একবার প্রকাশ করে।

কেবলমাত্র এখনই এটা সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় শোষণ থেকে 'এর নিজস্ব জনগণের' মুক্তির জন্য নয় বরং তাদের কাছ থেকে মুনাফা নিঙড়ানোর স্বাধীনতার জন্য, এর সুযোগ ও পুঁজি রক্ষা করার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল।

কেবলমাত্র এখনই এটা পরিষ্কার যে, নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মুক্তি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া, নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা ছাড়া, ঐ সকল জাতিসত্তাসমূহের শ্রমজীবী জনতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া অকল্পনীয়।

'সমস্ত ক্ষমতা চাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে'—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের এই যে পুরানো, বুর্জোয়া ধারণা, বিপ্লবের গতিপথেই তার স্বরূপ ধরা পড়ে গেল এবং তা পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত হল। 'নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের শ্রমজীবী জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'র সমাজতান্ত্রিক শ্লোগানটি আত্মপ্রকাশ করল এবং বাস্তবায়িত হবার অপেক্ষায় রইল।

এভাবে অক্টোবর বিপ্লব জাতীয় মুক্তির পুরানো বুর্জোয়া আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটিয়ে নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক নতুন যুগ সূচনা করল যা সমস্ত রকমের নিপীড়নের সুতরাং জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে—'তাদের নিজস্ব' শক্তি ও 'বিদেশী' শক্তির বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য

রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলে বিজয়ী হওয়ায় এবং কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির পর অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যেই থেমে যায়নি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আবহাওয়া এবং জনসাধারণের সাধারণ অসন্তোষের মধ্যে এ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে না ছড়িয়ে থাকতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ ও লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধ থেকে এর পরিত্রাণ; গোপন চুক্তিসমূহের প্রকাশ ও অন্তর্ভুক্তি নীতির আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ; জাতীয় মুক্তির ঘোষণা ও ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার স্বীকৃতি; রাশিয়াকে 'সোভিয়েত জাতীয় প্রজাতন্ত্রবৃন্দের যুক্তরাষ্ট্র' বলে ঘোষণা এবং সোভিয়েত সরকার কর্তৃক পৃথিবীর নিকট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের জন্য যুদ্ধের ডাক—এসবই দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ পূর্ব এবং রক্তঝরা পশ্চিমকে গভীরভাবে আলোড়িত না করে পারেনি।

এবং বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লবই প্রথম যা প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতির শ্রমজীবী মানুষের যুগব্যাপী ঘুম ভাঙায় এবং দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের টেনে আনে। পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষে রাশিয়ার সোভিয়েতগুলির অনুরূপ শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েত গঠন-এর যথেষ্ট প্রত্যয়জনক প্রমাণ।

পৃথিবীর ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লবই প্রথম যা পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণী ও

সৈন্যবাহিনীকে একটা জীবন্ত মুক্তি আনয়নকারী উদাহরণ দিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের জোয়াল থেকে তাদের প্রকৃত মুক্তিপথে পরিচালিত করেছে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও জার্মানিতে শ্রমিক ও সৈনিকদের উত্থান, শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েত গঠন, জাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর পদানত জাতিসমূহের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এর যথেষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মূল কথা মোটেই এ নয় যে, প্রাচ্যে, এমনকি পাশ্চাত্ত্যেও সংগ্রাম তার বুর্জোয়া জাতীয় চরিত্র পরিত্যাগ করতে সফল হয়নি ; কথা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম **শুরু হয়েছে**, সংগ্রাম চলছে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রকৃত লক্ষ্যের দিকেই তা পৌঁছাতে বাধ্য।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ, ও 'বহিরাগত' সাম্রাজ্যবাদীদের দখল নীতি সংগ্রামে নতুন নতুন জাতিকে টেনে আনে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিপ্লবী যুদ্ধের সীমানা বিস্তৃত করে শুধুমাত্র বিপ্লবী সংকটকে তীব্রই করে।

এইরূপে অক্টোবর বিপ্লব পশ্চাদপদ প্রাচ্য জাতিগুলির সঙ্গে প্রতীচ্যের উন্নতিশীল জাতিগুলির বন্ধন স্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একে এক অভিন্ন শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করে।

এইভাবে জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিশেষ প্রশ্ন থেকে জাতীয় প্রশ্ন—জাতি, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির এক সাধারণ প্রশ্নে রূপান্তরিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও এর নেতা কাউটস্কির মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে এই যে, প্রসঙ্গতঃ, তাঁরা সব সময়েই বুর্জোয়া জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা আশ্রয় করেছেন, ধারণাটির বিপ্লবী অর্থ তাঁরা কখনো অনুধাবন করেননি, জাতীয় প্রশ্নকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিপ্লবী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা হয় অসমর্থ নতুবা অনিচ্ছুক ছিলেন, উপনিবেশগুলির মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নকে এক করতেও তাঁরা হয় অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক ছিলেন।

বয়ার এবং রেনার-এর মতো অষ্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের স্থূলবুদ্ধি এখানেই যে, জাতীয় প্রশ্ন ও জাতীয় ক্ষমতার যে অচ্ছেদ্য বন্ধন তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি, জাতীয় প্রশ্নকে তারা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বাধীনে উপনিবেশগুলি ও সাম্রাজ্যবাদের মতো 'তুচ্ছ ব্যাপার'-এর অস্তিত্ব ভুলে একে তারা সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছিল।

এটা জোর দিয়ে বলা হয় যে বর্ধমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থার মধ্যে ঘটনাগুলির গতিপথ দ্বারাই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও 'পিতৃভূমি রক্ষার' নীতিগুলি বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও 'পিতৃভূমি রক্ষার' নীতিগুলি বাতিল হয়নি, যা বাতিল হয়েছে তা হল এই নীতিগুলির বুর্জোয়া ব্যাখ্যা। শুধুমাত্র অধিকৃত অঞ্চলগুলির দিকে তাকালেই হয় যে, অঞ্চলগুলি সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালে ধুঁকছে ও মুক্তির আকুল আকাঙ্খা প্রকাশ করছে; শুধুমাত্র রাশিয়ার দিকে তাকালেই প্রতীয়মান হয় যে, রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের কবল থেকে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষার জন্য বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; শুধুমাত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরীতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি নিয়োগ করলেই হয়; শুধুমাত্র দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ যারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব সোভিয়েত সংগঠিত করেছে (ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন) তাদের দিকে তাকালেই হয়—এই সবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সামগ্রিক বৈপ্লবিক গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য।

অক্টোবর বিপ্লবের মহান দুনিয়াজোড়া গুরুত্ব প্রধানতঃ নিম্নের বিষয়গুলির মধ্যে :

(১) জাতীয় প্রশ্নের সুযোগকে এ প্রসারিত করেছে এবং ইউরোপের জাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিশেষ প্রশ্নকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উৎপীড়িত জাতি, উপনিবেশ, ও আধা-উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করার সাধারণ প্রশ্নে রূপান্তরিত করেছে;

(২) এ তাদের মুক্তির ও তার দিকে সঠিক পথের বিস্তর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তার দ্বারা প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের উৎপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি বিস্তরভাবে সহজতর হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল সংগ্রামের সাধারণ ধারায় তাদেরকে টেনে এনেছে;

(৩) **তদ্বারা** দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদের **বিরুদ্ধে** বিপ্লবের নতুন ক্ষেত্র পশ্চিমের সর্বহারা থেকে শুরু করে, রুশ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পূর্বের উৎপীড়িত জাতিগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত করে **এ সমাজতান্ত্রিক পশ্চিম ও দাসত্বাধীন পূর্বের মধ্যে সেতু তৈরী করে দিয়েছে।**

প্রকৃতপক্ষে এই অবর্ণনীয় উৎসাহ যা পূর্ব ও পশ্চিমের শ্রমজীবী ও নিপীড়িত জনগণ রাশিয়ার সর্বহারাদের প্রতি প্রদর্শন করছে তা ব্যাখ্যা করে।

এবং প্রধানতঃ যে উন্মাদনা নিয়ে গোটা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা সোভিয়েত রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এ তাও ব্যাখ্যা করে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৪১ ও ২৫০

৬ই ও ১৯শে নভেম্বর, ১৯১৮

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

বিভাজক প্রাচীর

অধিকৃত অঞ্চলগুলি যেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ও বিপ্লবী পশ্চিমের মধ্যে একটা বিভাজক প্রাচীর তৈরী করে তুলেছে।

যেখানে এখন এক বছরেরও বেশিদিন ধরে রাশিয়ায় রক্ত পতাকা উড়ছে এবং পশ্চিমে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীতে প্রতিদিন প্রতিযানে সর্বহারাদের অভ্যুত্থানের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ যাদের দিন ফুরিয়ে আসছে তাদের দয়ায় অধিকৃত অঞ্চলসমূহে—ফিনল্যাণ্ড, এস্টল্যাণ্ড, লাত্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বিয়েলোরাশিয়া, পোল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া, ইউক্রেন ও ক্রিমিয়ায় বুর্জোয়া জাতীয় 'সরকারগুলি' তাদের জীর্ণ অস্তিত্ব টেনে চলেছে।

যেখানে পূর্বে ও পশ্চিমে 'মহামহিম' নরপতিগণ ও 'সার্বভৌম' সাম্রাজ্য-বাদীরা ইতিপূর্বেই পাতালে বিসর্জিত হয়েছে সেখানে অধিকৃত অঞ্চলসমূহে ক্ষুদে রাজারা ও ক্ষুদে দস্যুরা অরাজকতা ও শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে হিংস্র পথ অবলম্বন করে, তাদের গুলি করে ও বন্দী করে তাদের শাসন বজায় রেখে চলেছে।

অধিকন্তু, ঐ সকল সেকেলে 'সরকারগুলি' আতংকগ্রস্ত হয়ে তাদের 'জাতীয়' শ্বেতরক্ষী 'বাহিনী' সংগঠিত করছে, 'আঘাত হানার' জন্য তৈরী হচ্ছে, অবলুপ্তি ঘটেনি এমন সব সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে এবং 'তাদের' ভূখণ্ডের 'বিস্তৃতির' জন্য পরিকল্পনা তৈরী করছে।

যেসব 'মহামহিম' নরপতিদের এর আগেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাদের পূতিগন্ধময় জীবন্ত ছায়াগুলি এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিপ্লবের দুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যবর্তী অবকাশে ভবিতব্যের বিধি অনুসারে স্থাপিত এই ক্ষুদে 'জাতীয়' 'সরকারগুলি' এখন স্বপ্ন দেখছে ইউরোপের দাবানলকে নিবিয়ে দেওয়ার, ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার, তাদের হাস্যকর অস্তিত্বকে বজায় রাখার!…

'মহামহিম' জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর 'সার্বভৌম' নরপতিরা যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই সকল 'ক্ষুদে নরপতিরা' কয়েকটা অসংঘটিত শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে এক ধাক্কায় তা সমাধা করার স্বপ্ন দেখে।

আমাদের সন্দেহ নেই যে, রাশিয়ার এবং পশ্চিমের বিপ্লবের দুর্দান্ত ঢেউ অধিকৃত অঞ্চলসমূহের প্রতিবিপ্লবী স্বপ্নবিলাসীদের নির্মমভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের সন্দেহ নেই যে, এমন সময় এগিয়ে আসছে যখন এই সকল অঞ্চলের 'ক্ষুদে নরপতিরা' তাদের আগেকার রাশিয়া এবং জার্মানির 'সার্বভৌম' পৃষ্ঠপোষকদের পদাংক অনুসরণ করবে।

আমাদের সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে, বিপ্লবী পশ্চিম ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার মধ্যেকার এই প্রতিবিপ্লবী বিভাজক প্রাচীর শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অধিকৃত অঞ্চলসমূহে বিপ্লবের প্রাথমিক লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। এস্টল্যাণ্ডে ধর্মঘট, লাত্ভিয়ায় বিক্ষোভ প্রদর্শন, ইউক্রেনে সাধারণ ধর্মঘট, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ও লাত্ভিয়ায় সার্বিক বিপ্লবী উত্তেজনা—এ সবই হচ্ছে প্রাথমিক লক্ষণ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই সকল অঞ্চলে বিপ্লব ও সোভিয়েত সরকার গঠন খুবই অদূর ভবিষ্যতের বিষয়।

ভীতি-সঞ্চারক ও শক্তিশালী সর্বহারা-বিপ্লব দুনিয়া জুড়ে এগিয়ে চলছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পুরানো পৃথিবীর 'লর্ডরা' ভয়ে ও কম্পিত হয়ে তাদের নিকট মাথা নত করছে ও তাদের পুরানো মুকুটগুলি খসে পড়ছে। অধিকৃত অঞ্চলগুলি এবং তাদের 'ক্ষুদে রাজারা' এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

ঝিজ্‌ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ২
১৭ই নভেম্বর, ১৯১৮
সম্পাদকীয়
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

প্রাচ্যকে ভুলবেন না

এমন একটি সময়ে, যখন বৈপ্লবিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপে, যখন লুটিয়ে-পড়া পুরানো মুকুট আর সিংহাসনের জায়গায় কায়েম হচ্ছে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত এবং সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য জীবগুলি উৎখাত হচ্ছে তাদের অধিকৃত ভূখণ্ডগুলি থেকে, তখন স্বভাবতঃই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে পশ্চিমের দিকে। এই পশ্চিমেই প্রথমে ভেঙে ফেলতে হবে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল যাত্রা তৈরী হয়েছিল ইউরোপে এবং যা এখনো ধরে রেখেছে গোটা পৃথিবীর টুটি। এই পশ্চিমেই প্রথমে বিকশিত করে তুলতে হবে সমাজতান্ত্রিক জীবন-যাত্রা। এই মুহূর্তে দূরবর্তী প্রাচ্য ভূখণ্ড এবং সেখানে সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ কোটি কোটি অধিবাসী 'অনিচ্ছাকৃতভাবেই' অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে বা মনে না থাকতে পারে।

অথচ এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাওয়া উচিত নয় প্রাচ্যকে; আর কিছুর জন্য যদি নাও হয় তবু কেবল এই জন্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রাচ্য হচ্ছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের 'অফুরন্ত' ভাণ্ডার এবং 'সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য' পৃষ্ঠাঙ্গন।

সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময়ই তাদের সমৃদ্ধির ভিত্তিরূপে প্রাচ্যকে দেখেছে। প্রাচ্যের অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ (তুলা, তৈল, সোনা, কয়লা, আকরিক দ্রব্য) সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার 'বিরোধের বিষয়' নয় কি? বস্তুতঃপক্ষে এই কারণেই ইউরোপে যখন যুদ্ধ করছে ও পশ্চিম সম্পর্কে **বোকার মতো বকবকানি** করছে তখন সাম্রাজ্যবাদীরা চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর ও মরক্কো সম্পর্কে কখনো **চিন্তা** বন্ধ করেনি কারণ প্রাচ্যই হচ্ছে সব সময় তাদের বিবাদের আসল লক্ষ্য। মূলতঃ এই কারণেই প্রাচ্যের প্রতিটি দেশে তারা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে 'আইন ও শৃংখলা' রক্ষা করছে—এ ছাড়া সাম্রাজ্য-বাদের দূরবর্তী পৃষ্ঠাঙ্গন নিরাপদ থাকবে না।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রাচ্যের সম্পদই সাম্রাজ্যবাদীরা চায় না। প্রাচ্যের উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে যে প্রচুর 'বিশ্বস্ত' 'লোকবল' রয়েছে তাদের তাও দরকার। প্রাচ্য জাতির 'বশংবদ' ও শস্তা 'লোকবল' তাদের দরকার।

অধিকন্তু, তাদের দরকার প্রাচ্য দেশগুলোর 'বিশ্বস্ত' 'তরুণ যুবা' যাদের মধ্য থেকে তারা তথাকথিত 'অশ্বেতকায়' সৈন্য সংগ্রহ করে যাদের 'তাদের নিজস্ব' বিপ্লবী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। এই কারণেই তারা প্রাচ্য দেশগুলিকে তাদের 'অফুরন্ত' ভাণ্ডার মনে করে।

কমিউনিজম-এর কাজ হচ্ছে প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলির যুগ-ব্যাপী নিদ্রা ভেঙে দেওয়া, এই সকল দেশের শ্রমিক ও কৃষকদেরকে বিপ্লবের মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা এবং এইভাবে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদকে তার 'একান্ত বিশ্বস্ত' পৃষ্ঠাঙ্গন ও 'অফুরন্ত' ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত করা।

এতদ্ব্যতীত, সমাজতন্ত্রের সঠিক বিজয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় অচিন্তনীয়।

রাশিয়ার বিপ্লবই হচ্ছে প্রথম যা প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রাচ্যের শ্রমিক ও কৃষকদের যুগ-ব্যাপী নিদ্রা সে অতীতের বিষয়রূপে পরিগণিত হতে চলেছে পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীনের সোভিয়েতগুলিই তার পরিষ্কার নিদর্শন।

পশ্চিমের বিপ্লব নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে, বিজয় সম্পর্কে সাহস ও বিশ্বাস এনে দেবে।

আর, তা ছাড়া, নতুন নতুন ভূখণ্ডের উপরে দখল কায়েম করে এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন নতুন দেশকে সমবেত করে, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাও প্রাচ্যকে বিপ্লবায়িত করতে এবং সেখানে বিশ্ব-বিপ্লবের ভিত্তি-বিস্তার করতে কম সাহায্য করছে না।

কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে প্রাচ্যের এই ক্রমবর্ধমান স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা ও তাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামে উন্নীত করা।

এই দিক থেকে প্রাচ্যে—পারস্যে, ভারতবর্ষে ও চীনে—প্রচার অভিযানকে আরও তীব্র ও ব্যাপক করার আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রতিক মুসলিম কমিউনিস্ট কনফারেন্স[৩৬] যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তা গভীর বৈপ্লবিক তাৎপর্যে মণ্ডিত।

আমরা আশা করব আমাদের মুসলিম কমরেডরা তাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবেন।

এই মুহূর্তেই এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, যাঁরাই সমাজতন্ত্রের বিজয় চান তাঁরা প্রাচ্যকে অবশ্যই ভুলবেন না।

ঝিঝন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৩
২৪শে নভেম্বর, ১৯১৮
সম্পাদকীয়

ইউক্রেন নিজেকে মুক্ত করছে[৩৭]

ইউক্রেন তার প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য বহুদিন ধরেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র ছিল।

বিপ্লবের পূর্বে ইউক্রেন বলতে গেলে নীরবে 'সামরিক অভিযান' ছাড়াই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক শোষিত হতো। ফরাসী, বেলজিয়ান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইউক্রেনে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান (কয়লা, ধাতু ইত্যাদি) গড়ে তোলে, অধিকাংশ শেয়ার অধিকার করে এবং সেই চিরাচরিত 'বৈধ' ও নির্বিরোধ পদ্ধতিতে ইউক্রেন জনগণের রক্ত মোক্ষণে এগিয়ে যায়।

অক্টোবর বিপ্লবের পর চিত্র পরিবর্তিত হয়। অক্টোবর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের গ্রন্থিগুলি ছিঁড়ে ফেলে এবং জমি ও কল-কারখানাগুলিকে ইউক্রেনিয়ার জনসাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে 'মামুলি' ও 'নির্বিরোধ' পদ্ধতিতে শোষণ করা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে অসম্ভব করে তোলে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ ইউক্রেন থেকে নির্বাসিত হয়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দমে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না এবং নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বাস্তবিকই অস্বীকার করে। এইজন্যই ইউক্রেনকে বলপ্রয়োগে দাসত্ববন্ধনে আনার 'প্রয়োজনীয়তা', একে দখল করার 'প্রয়োজনীয়তা'।

অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরাই প্রথম ইউক্রেনের দখল নেয়। 'রাদা' ও হেত্‌ম্যানশিপ এবং তাদের 'স্বাধীনতা' ছিল শুধু খেলনা মাত্র আর তা কাজ করত এই জবর-দখলের একটি সুবিধাজনক আবরণ হিসেবে, যার কাছ থেকে পাওয়া যেত অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইউক্রেনের শোষণকার্যের একটি আনুষ্ঠানিক 'অনুমোদন'।

অস্ট্রো-জার্মান অধিকারের সময়ে ইউক্রেনের অপরিসীম অবমাননা ও দুঃখ-যন্ত্রনা, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির ধ্বংসসাধন, শিল্প ও রেল পরিবহনের সম্পূর্ণ বিশৃংখলা, ফাঁসিকাঠে ঝুলানো ও গুলি করা যা ছিল অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের রক্ষণাবেক্ষণে ইউক্রেনীয় 'স্বাধীনতার' নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার তার কথা কে না জানে?

কিন্তু অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও জার্মান বিপ্লবের বিজয়ে ইউক্রেনের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে শ্রমজীবী ইউক্রেনকে মুক্ত করার পথ এখন খোলা। ইউক্রেনের ধ্বংস এবং দাসত্ববন্ধন শেষ হয়ে আসছে। বিপ্লবের যে ব্যক্তি ইউক্রেনে ছড়িয়ে পড়ছে তা সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ অবশেষকে ও এর 'জাতীয়' দালালদের শেষ করে দেবে। 'অস্থায়ী শ্রমিক-কৃষক সরকার'[৩৮] বিপ্লবের জোয়ারে যার জন্ম হয়েছে সে ইউক্রেনীয় শ্রমিক ও কৃষকের শাসনের ভিত্তিতে নতুন জীবন তৈরী করবে। ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকারের 'ইস্তাহার' যা ভূম্যধিকারীদের ভূমি কৃষকদের হাতে, শিল্প ও কারখানাগুলিকে শ্রমিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করে ও শ্রমজীবী ও শোষিত মানুষদের যে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে—সেই ঐতিহাসিক 'ইস্তাহার' ইউক্রেনের মধ্যে বজ্রের মতোই প্রতিধ্বনিত হবে এর শত্রুদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করবে এবং ইউক্রেনের শোষিত সন্তানদের আনন্দিত করে ও সান্ত্বনা দিয়ে ঘণ্টাগুলি আনন্দময় সোচ্চার ধ্বনির মতো বেজে যাবে।

কিন্তু তবুও সংগ্রাম শেষ হয়নি, তবুও বিজয় সুনিশ্চিত নয়। ইউক্রেনে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয়েছে মাত্র।

এমন এক সময়ে, যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছে এবং 'হেত্‌ম্যানশিপ' মৃত্যুযন্ত্রনায় আর্তনাদ করছে তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সৈন্য সমাবেশ করছে এবং ইউক্রেন দখলের জন্য ক্রিমিয়ায় সৈন্য নামানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অ্যাংলো-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা চায় জার্মান আক্রমণকারীরা ইউক্রেন পরিত্যাগ করায় যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ করতে। এই একই সময়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে এক 'ইউক্রেনীয় ডাইরেক্টরী'[৩৯]; নেতা: হঠকারী পেৎলুরা; শ্লোগান: 'নতুন' পোশাকে সেই পুরানো 'স্বাধীনতা'। এটা আরেকটা নতুন আচরণ—'হেত্‌ম্যানশিপের' চাইতেও যা নতুন ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক!

ইউক্রেনে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হতে এখনো বাকী। আমাদের সন্দেহ নেই যে ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকার নতুন অনাহূত অভ্যাগতদের—ব্রিটেন ও ফ্রান্স হতে আগত নতুন দাসত্বে বন্ধনকারীদের—বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম হবে।

আমাদের সন্দেহ নেই যে, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকার ভিন্নিচেংকো-পেৎলুরা ক্যাম্পের সেই সব ভাগ্যান্বেষীর যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অ্যাংলো-

ফরাসী দাসত্বে বন্ধনকারীদের অনুপ্রবেশের পথ তৈরী করে দিচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা প্রকাশ করতে সমর্থ হবে।

আমাদের সন্দেহ নেই যে, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের তার চারিপাশে সমবেত করতে এবং প্রশংসার সঙ্গে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ও বিজয়ের পথে পরিচালনা করতে সমর্থ হবে।

সোভিয়েত ইউক্রেনের বিশ্বস্ত সন্তানদের আমরা আহ্বান জানাই—তাঁরা তরুণ ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসুন এবং ইউক্রেনের জহ্লাদদের বিরুদ্ধে মহান সংগ্রামে একে সাহায্য করুন।

ইউক্রেন নিজেকে মুক্ত করছে। এর সাহায্য ত্বরান্বিত করুন!

ঝিজ্ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৪
১লা ডিসেম্বর, ১৯১৮
সম্পাদকীয়
স্বাক্ষর: স্তালিন

প্রাচ্য থেকে আলো[৪০]

ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ পূর্ব থেকে পশ্চিমে —অধিকৃত অঞ্চলে—ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে কিন্তু ঠিক নিশ্চিতভাবে এস্টল্যাণ্ড, লাত্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও বিয়েলোরাশিয়ার 'নতুন' বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক 'সরকারগুলো' অতলে ডুবে যাচ্ছে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতার পথ করে দিচ্ছে। রাশিয়া এবং জার্মানির মধ্যেকার বিভাজন প্রাচীর ভেঙে পড়ছে ও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে সব ক্ষমতা'—বুর্জোয়া জাতীয়বাদের এই যে শ্লোগান তা আজ 'উৎপীড়িত জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'—প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রবাদের এই শ্লোগানের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে।

এক বৎসর পূর্বে, অক্টোবর বিপ্লবের পরে মুক্তি আন্দোলন একই শ্লোগানে একই দিকে এগিয়েছিল ঐ সময় অধিকৃত অঞ্চল সমূহে যেসব বুর্জোয়া জাতীয় 'সরকার' গঠিত হয়েছিল তারা রাশিয়া থেকে অগ্রসরমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউকে রুখে দেবার চেষ্টা করেছিল এবং সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সীমান্ত অঞ্চলে তারা স্বতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল যাতে জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের হাতে ক্ষমতা ও সুবিধাগুলো রাখতে পারে। পাঠকরা স্মরণ করতে পারেন যে, এই প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল : ভিতর থেকে 'তাদের নিজস্ব' শ্রমিক ও কৃষকদের আক্রমণের ফলে ঐ 'সরকারগুলো' পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তী জার্মান সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অধিকার সীমান্ত অঞ্চলের মুক্তির প্রক্রিয়াকে বাধাপ্রাপ্ত করে এবং নিক্তিতে বুর্জোয়া জাতীয় 'সরকারগুলির' অনুকূলে তুলে ধরে। এখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের পর ও সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকে দখলদারী সৈন্যদের বিতাড়নের পর মুক্তির লড়াই নতুন উদ্যমে ও নতুন অথচ অধিকতর বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আকারে শুরু হয়েছে।

এস্টল্যাণ্ডের শ্রমিকরাই প্রথম বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে। এস্টল্যাণ্ড লেবার কমিউন[৪১], এস্টল্যাণ্ড বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এবং এস্টল্যাণ্ডের শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষকে সংগ্রামে

উদ্বুদ্ধ করে বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এস্টল্যাণ্ড সোভিয়েত সরকারের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার এস্টল্যাণ্ড সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে। এটাও কি প্রমাণ করা দরকার যে এ বাবদ ছিল রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের কর্তব্য ও অবশ্য করণীয়? সোভিয়েত রাশিয়ায় কখনো পশ্চিমাঞ্চলকে এর অধিকারভুক্ত বলে ভাবেনি এ সব সময়েই এই অঞ্চলগুলিকে সেখানকার অধ্যুষিত জাতিসমূহের শ্রমজীবী জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার রূপে গণ্য করেছে, এবং এই শ্রমজীবী জনগণের নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার আছে বলে গণ্য করেছে। স্বভাবতঃই সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক আমাদের এস্টল্যাণ্ডের কমরেডদের বুর্জোয়া জোয়াল থেকে এস্টল্যাণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য তাদের সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান—এ বাদ দেয় না, বরং ধরে নেয়।

লাত্ভিয়ার শ্রমিকরাও একইভাবে তাদের নিপীড়িত পিতৃভূমির মুক্তির জন্য কাজে লেগে গেছে। ভেরো, ভল্গা, রিগা, লিবাউ ও লাত্ভিয়ার অন্যান্য স্থানে সোভিয়েত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিপ্লবের পথে রিগার শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা, রিগার দিকে লাত্ভিয়ান রাইফেল-ধারীদের ত্বরিত অগ্রগতি—এ সবই ইঙ্গিত দেয় যে এস্টল্যাণ্ডের মতো লাত্-ভিয়ার বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক 'সরকার'-এর জন্য একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। আমাদের নিকট সংবাদ এসেছে যে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই লাত্ভিয়ায় অস্থায়ী সোভিয়েত সরকারের প্রতিষ্ঠা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।[৪২] বলা নিষ্প্রয়োজন যে বাস্তবিকই যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তা সাম্রাজ্যবাদ থেকে লাত্ভিয়ার মুক্তি ত্বরান্বিত ও তাকে সাংবিধানিক রূপ প্রদান করবে।

লিথুয়ানিয়ার শ্রমিক ও কৃষকরা লাত্ভিয়ার শ্রমিকদের পদাংক অনুসরণ করছে। ভিল্না, শাউলি, কভ্নো ও লিথুয়ানিয়ার অন্যান্য স্থানে সোভিয়েতের প্রতিষ্ঠা—যদিও শুধুমাত্র আধা-আইন—তবুও সত্য; বড় বড় খামারের জমিদার দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় বাধা দিতে গিয়ে লিথুয়ানিয়ার কৃষি-শ্রমিকদের অতুলনীয় বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রদর্শন; লিথুয়ানিয়ার কেন্দ্রস্থলে লিথুয়ানিয়ার রাইফেলধারীদের ত্বরিত অগ্রগতি, এবং সর্বশেষে, আমাদের নিকট যেরূপ সংবাদ এসেছে, লিথুয়ানিয়ার অস্থায়ী সোভিয়েত সরকারের প্রকল্পিত প্রতিষ্ঠা এ সবই ইঙ্গিত দেয় যে কুখ্যাত লিথুয়ানীয় তারিবা[৪৩] লাত্ভিয়া ও এস্টল্যাণ্ডে

তার সমগোত্রীয়দের পরিণতি এড়াতে পারবে না।

অধিকৃত অঞ্চলগুলির জাতীয় 'সরকারসমূহের' ক্ষণস্থায়ী চরিত্র শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে প্রকৃতিতে তারা বুর্জোয়া এবং শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের তারা পরিপন্থী, বরং এইজন্যও এবং প্রধানতঃ এই কারণে যে তারা দখলদারী কর্তৃপক্ষের একেবারেই লেজুড় যা সাধারণ মানুষের চোখে তাদের সকল নৈতিক আত্মসম্মান কেড়ে নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে নিঃসন্দেহে দখলকালীন সময় সীমান্ত অঞ্চলসমূহের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে যেহেতু তা জাতীয় বুর্জোয়াদের অপদার্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তুলে ধরেছে।

স্পষ্টতঃই গতি হচ্ছে এমন যে এখন থেকে যে-কোনদিন পশ্চিমাঞ্চল ও তার শ্রমজীবী জনসাধারণ, যারা এখনো পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের শঠতাপূর্ণ ছলাকলার শিকার, তাদের স্বাধীনতা কেড়ে আনবে এবং বহুদিন পর তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে।...

উত্তরে ফিনল্যাণ্ডের অবস্থা এখনো পর্যন্ত 'শান্ত'। কিন্তু এই আপাত শান্তির অন্তরালে একদিকে শ্রমিক ও তরুপারি যারা মুক্তির জন্য কর্মতৎপর, এবং অন্যদিকে স্বিনহুফ্‌ভুদ সরকার যে সন্দেহজনকভাবে তার মন্ত্রীদের পরিবর্তন করে চলছে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের সঙ্গে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তাদের গভীর আভ্যন্তরীন কাজ নিঃন্দেহে এগিয়ে যাচ্ছে। ফিনল্যাণ্ড থেকে দখলদারী সেনাবাহিনীর অপসারণ নিঃসন্দেহে স্বিনহুফ্‌ভুদের দস্যু বাহিনীর উৎখাত ত্বরান্বিত করবে যারা সঙ্গতভাবেই ফিনল্যাণ্ডের বিপুল জনসাধারণের গভীর ঘৃণা অর্জন করেছে।

দক্ষিণে ইউক্রেনে ঘটনাগুলি ফিনল্যাণ্ডের মতো তত শান্ত নয়। বরং তার বিপরীত! বিদ্রোহী সেনাবাহিনী যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে ততই তারা শক্তি সঞ্চয় করছে ও সংগঠিত হচ্ছে। একটা দৃষ্টান্তযোগ্য সংগঠিত তিন দিনের ধর্মঘটের[৪৪] পর খারকভ্‌ শ্রমিক ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। পেৎলুর-অনুগামীরা, জার্মান আক্রমণকারীরা ও স্কোরোপাদ্‌স্কির দালালরা শ্রমিকদের অভিপ্রায়কে মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের ডেপুটিদের একটা সোভিয়েত ইয়েকাতেরিনোশ্লাভে প্রকাশ্যে কাজ করছে। ইউক্রেনের অস্থায়ী শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের বিখ্যাত ইস্তাহার প্রকাশ্যে ছাপা হল এবং ইয়েকাতেরিনোশ্লাভের রাস্তায় রাস্তায় তা সেঁটে দেয়া হল। 'কর্তৃপক্ষ' এই 'ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ' বন্ধ করতে অপারগ ছিল।

ইউক্রেনের কৃষকদের শক্তিশালী বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে আমরা কিছুই বলছি না, তারা ইউক্রেনের সোভিয়েত সরকারের ইস্তাহারকে শিরোধার্য বলে গণ্য করে।

এবং সুদূর দক্ষিণে, উত্তর ককেশাসে, এমনকি ইঙ্গুশ, চেচেন, ওসেতিয়ান্ এবং কাবাদিনিয়ানরা সামগ্রিকভাবেই সোভিয়েত ক্ষমতার অধীনে চলে যাচ্ছে ও তারা সশস্ত্র হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটেদের হাত থেকে তাদের দেশকে মুক্ত করছে।

এটা কি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমের নিপীড়িত জাতিগুলির উপর এসবের একটা প্রভাব পড়তে বাধ্য এবং সর্বোপরি অস্ট্রো-হাঙ্গেরী জাতিগুলির উপরও, যারা এখনো পর্যন্ত বুর্জোয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কালের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু ঘটনাক্রমের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যারা ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধাপে পৌঁছে গিয়েছে?

এই সকল বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কেন্দ্রে রয়েছে বিশ্ববিপ্লবের পতাকাবাহী সোভিয়েত রাশিয়া; নিপীড়িত জাতিসমূহের শ্রমিক-কৃষক জনগণকে সে উদ্দীপিত করছে বিজয়লাভের বিশ্বাসে এবং বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের স্বার্থে তাদের সমর্থন করছে তাদের মুক্তি সংগ্রামে।

অবশ্য, অন্য শিবির—সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দিন কাটাচ্ছে না। ফিনল্যাণ্ড থেকে ককেশাস, সাইবেরিয়া থেকে তুর্কিস্তান—সমস্ত দেশে তার দালালেরা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে, প্রতিবিপ্লবীদের রসদ যোগাচ্ছে, দুবৃত্তসুলভ ষড়যন্ত্র করছে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ সংগঠিত করছে এবং পাশ্চাত্ত্যের জনগণের জন্য শৃংখলের গ্রন্থিযোজনা করছে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদীদের বাহিনী ইতিমধ্যেই নিপীড়িত জাতিদের দৃষ্টিতে সকল নৈতিক সম্মান হারিয়েছে, 'সভ্যতা' ও 'মানবতার' আদর্শ বহনকারী তাদের সেই পুরানো দীপ্তি তারা চিরতরেই হারিয়েছে এবং উৎকোচ ও ভাড়াটে বাহিনীর সাহায্যে ও তথাকথিত আফ্রিকার 'অশ্বেত-কায়দের' অন্ধকারে ও দাসত্বে রেখে তারা তাদের লুণ্ঠনকারী অস্তিত্ব বিলম্বিত করছে।...

প্রাচ্য থেকে আলো আসছে!

প্রতীচ্য, তার সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষসদের দরুন পরিণত হয়েছে অন্ধকার

ও দাসত্বের প্রজননক্ষেত্রে। আজকের কর্তব্য হচ্ছে সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও আনন্দের স্বার্থে এই প্রজননক্ষেত্রটিকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া।

ঝিজ্‌ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৬
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৮
সম্পাদকীয়
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের ধারা এগিয়ে চলেছে। বিপ্লবের জোয়ার তার পথের সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করে ক্রমশঃ উত্তাল হয়ে উঠছে। পবিত্র জলস্পর্শে শয়তান যেমন পলায়ন করে তেমন পুরানো জগতের দালালেরা এবং এস্টল্যাণ্ড, লাত্‌ভিয়া আর লিথুয়ানিয়ার চরম প্রতিক্রিয়াশীলেরা পালিয়ে যাচ্ছে এই মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারের মুখে।

এস্টল্যাণ্ডের রাইফেলধারীরা ইতিমধ্যেই তাপ্‌স্‌ নামক একটি প্রসিদ্ধ জংশনকে ঘিরে ফেলেছে। গণ-কমিশার পরিষদের আদেশ অনুযায়ী আমাদের নৌবাহিনী সমুদ্র থেকে সম্ভাব্য আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত এস্টল্যাণ্ডকে পাহারা দিচ্ছে। এস্টল্যাণ্ডের শ্রমজীবী জনগণ উৎফুল্ল। রেভেলের মুক্তি আর খুব দূরে নয়। বলা অনাবশ্যক, ব্রিটিশ বাহিনী যদি এস্টল্যাণ্ডে প্রবেশের ও তা দখল করার চেষ্টা করে তাহলে তা সমগ্র এস্টোনীয় জাতির দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে।

লিথুয়ানিয়ায় বিপ্লবের দাবানল বেড়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই ভিল্‌না শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের হাতে চলে গেছে। ভিল্‌নার সাম্প্রতিক আকর্ষণীয় সমাবেশগুলো[৪৫] কাইজারের সেই সন্তানটির—'তারিবা'-র—মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। গণ-কমিশার পরিষদ ও লাল ফৌজের কাছে ভিল্‌না সোভিয়েত কর্তৃক প্রেরিত উদ্দীপনাপূর্ণ অভিনন্দন বাণীটি[৪৬] লিথুয়ানিয়ার মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সোচ্চারভাবে বলেছে। কভ্‌নো, শাউলি ও অন্যান্য শহরে, গ্রাম ও গ্রাম-এলাকায় জল্লাদ জেনারেল হফ্‌ম্যানের একেবারেই নাকের ডগায় যে সোভিয়েতগুলি কাজ করছে তাতেই প্রমাণিত হয় সোভিয়েত বিপ্লবের আক্রমণের তীব্রতা কত বেশি। ভিলেই-কাতে সংগঠিত লিথুয়ানিয়ার শ্রমিক সরকার[৪৭] ও তার অগ্নিবর্ষী ইস্তাহার নিঃসন্দেহে লিথুয়ানিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশের একটা বিশ্বস্ত কেন্দ্রস্থল তৈরী করবে। লিথুয়ানিয়ার লাল গোলন্দাজেরা তাদের দেশের মুক্তি নিয়ে আসবে। রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার[৪৮] কর্তৃক লিথুয়ানিয়ার শ্রমিক সরকারকে স্বীকৃতিদান চূড়ান্ত বিজয়ে তাদের আস্থাকে দৃঢ়তর করবে।

লাত্‌ভিয়ায় বিপ্লব দ্রুতগতিতে ও অপ্রতিহতভাবে বিস্তার লাভ করছে। গৌরবদীপ্ত লাত্‌ভিয়ার লাল গোলন্দাজেরা ইতিপূর্বেই ভল্‌কা অধিকার করেছে এবং বিজয়গর্বে রিগা ঘিরে ফেলেছে। সম্প্রতি গঠিত লাত্‌ভিয়ার সোভিয়েত সরকার নিশ্চিত লাত্‌ভিয়ার শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকদের বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বার্লিন সরকারের দুমুখো নীতি ও জার্মানির দখলদারী কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ করে এর ইস্তাহারে অকপটভাবে ঘোষণা করছে :

'আমরা দ্বিধাহীনভাবেই আমাদের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শত্রুদের পক্ষ থেকে সমস্ত রকমের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করছি, এনমকি এ হস্তক্ষেপ যদি এমন কোন সরকার যে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলে দাবি করে তাদের পক্ষ থেকেও ঘটে।'

লাত্‌ভিয়ার সোভিয়েত সরকার শুধুমাত্র সকল দেশের, এবং প্রথমতঃ ও সর্বাগ্রে রাশিয়ার, বিপ্লবী সর্বহারাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। বলা হয়ে থাকে :

'আমরা সাহায্যের আবেদন জানাই এবং সমগ্র পৃথিবীর ও বিশেষতঃ রাশিয়ার সোশ্যালিস্ট ফেডারেটিভ্‌ সোভিয়েত রিপাবলিকের খাঁটি বিপ্লবী সর্ব-হারাদের নিকট তা প্রত্যাশা করি।'

এ কথা কি বলা প্রয়োজন আছে যে, রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার লাত্‌ভিয়া যে এখন মুক্তির পথে তাকেও তার সাহসী রাইফেলধারীদের সম্ভাব্য সকল রকম সাহায্যদান করবে?

উত্তরে ফিনল্যাণ্ডে সবকিছুই এখনো 'শান্ত'। কিন্তু এই শান্তভাব ও স্তব্ধতার মুখোসের অন্তরালে প্রতিবিপ্লবীরা ঘুমিয়ে নেই, তারা নতুন যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। স্বিনহুফ্‌ভুদের পদত্যাগ ও ম্যানারহাইমের নিয়োগ আভ্যন্তরীণ 'সংস্কার' পরিবর্তন সূচিত করে এবং ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে পেত্রোগ্রাদের উপর ব্রিটেনের আক্রমণের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়। এবং, অবশ্যই তা বিপ্লবী সংকটকে, যা ফিনল্যাণ্ডে পরিণত হচ্ছে, তীব্রতর করতে বাধ্য।

ইউক্রেনে স্কোরোপাদ্‌স্কির সুন্দর নাটকীয় পলায়ন ও আঁতাত কর্তৃক ভিন্নিচেংকোর ডাইরেক্টরির স্বীকৃতি একটা নূতন ছবি—আঁতাত কূটনীতির নতুন 'কর্মের' ছবি উদ্‌ঘাটিত করে। স্পষ্টতঃই মিঃ পেৎলুরা যে মাত্র

গতকালও 'স্বাধীনতার' তরবারি ঘোরাচ্ছিল, আজ সে আঁতাত শক্তির অনুকূলে অর্থাৎ ক্র্যাসনভ ও ডেনিকিন, যারা তার সাহায্যে 'এগিয়ে' আসছে, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। বিদ্রোহী সেনাবাহিনী এবং সোভিয়েতগুলিকে ইউক্রেনের প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং প্রধান বন্ধু হচ্ছে 'স্বাগত অতিথিবর্গ'—আঁতাত ও তার বন্ধুরা—ক্র্যাসনভ ও ডেনিকিন শ্বেত-রক্ষীরা, যারা ইতিপূর্বেই ডন উপত্যকা অধিকার করে নিয়েছে। একবার ইউক্রেনকে জার্মানদের নিকট বিক্রি করে মিঃ পেৎলুরা এখন পুনরায় তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট বিক্রি করছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইউক্রেনের শ্রমিক-কৃষকেরা ভিন্নিচেংকো ও পেৎলুরার এই নতুন বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ কাজের হিসেব নেবে। ইউক্রেনে দ্রুত বিকাশমান, বিপ্লবী আন্দোলন ও পেৎলুরার সেনাবাহিনীকে ইতিমধ্যেই যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা এর যথেষ্ট প্রত্যয়জনক প্রমাণ।

ঘটনা এগিয়ে চলছে।· ·

ঝিজন্ ন্যাশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৭
২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৮
সম্পাদকীয়

পূর্ব ফ্রণ্ট থেকে ভি. আই. লেনিনকে পত্র[৪]

কমরেড লেনিন,

সভাপতি, প্রতিরক্ষা পরিষদ।

তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাকে নিয়মিত অবহিত রাখব। ইতিমধ্যে 'থার্ড আর্মি'র একটা জরুরী প্রয়োজন আপনার দৃষ্টিগোচর করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছি। বিষয়টা হল এই যে 'থার্ড আর্মি'তে (৩০,০০০-এরও বেশি লোক) রয়েছে কেবল রণক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত ১১,০০০ সৈনিক; তারা শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে অপারগ। প্রধান সেনাপতি কর্তৃক প্রেরিত ইউনিটগুলি অনির্ভরযোগ্য এবং এমনকি অংশতঃ বিরোধীও; এদের ভালভাবে ঝাড়-বাছাই দরকার। 'থার্ড আর্মি'র যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাকে বাঁচাবার জন্য এবং ভায়াৎকার দিকে শত্রুপক্ষের দ্রুত অগ্রগতি (ফ্রণ্টের কম্যাণ্ডের তাবৎ রিপোর্ট ও 'থার্ড আর্মি'র মত অনুযায়ী এটা একটা প্রচণ্ড বিপদ) প্রতিহত করার জন্য রাশিয়া থেকে অন্ততঃ তিনটি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত রেজিমেণ্টকে প্রেরণ করা এবং তাদেরকে সেনাবাহিনীর প্রধানের হাতে ন্যস্ত করা একান্তই জরুরী। যথাযথ সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর এই উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করার জন্য আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। আমরা আবারো বলছি এটা না করা হলে পার্ম-এর মতো ভায়াৎকারও একই পরিণতি ঘটবার বিপদ থেকে যাবে। সংশ্লিষ্ট কমরেডদের সাধারণ ধারণাও এইরূপ এবং আমাদের হাতের তথ্যপ্রমাণও তা সমর্থন করে।

ভায়াৎকা
৫ই জানুয়ারি, ১৯১৯
বিকাল ৮ ঘটিকা

স্তালিন
এফ. জারঝিনস্কি

৩০১ নং প্রাভদায় প্রথম প্রকাশিত
২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

ভি. আই. লেনিনের কাছে প্রদত্ত রিপোর্ট

কমরেড লেনিনকে।

আমরা আপনার সাংকেতিক তার পেয়েছি। তদন্তের ফলে উদ্‌ঘাটিত বিপর্যয়ের কারণসমূহ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আপনাকে অবহিত করেছি[৫০]। রণক্লান্ত ইউনিটের এক সৈন্যদল যার কোন রিজার্ভ নেই বা কোন দৃঢ় কম্যাণ্ডও নেই এবং যার পার্শ্বদেশ উত্তর দিক থেকে আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত—এরূপ কোন সৈন্যদল উন্নততর ও সদ্য-প্রেরিত শত্রুবাহিনীর জোরালো আক্রমণের মুখে ভেঙে না পড়ে পারে না। আমাদের মতে থার্ড আর্মি এজেন্সিগুলির মধ্যে এবং তার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠাঙ্গনেই কেবল গোলমাল ছিল না, সেই সঙ্গে গোলমাল ছিল অন্যত্রও—

১। গোলমাল ছিল সেনাপতিমণ্ডলী এবং আঞ্চলিক সামরিক কমিশার-মণ্ডলীর মধ্যে, যারা এমন সব ইউনিটকে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিল, যে ইউনিটগুলি স্পষ্টতঃই ছিল অবিশ্বস্ত ;

২। গোলমাল ছিল নিখিল রুশ কমিশার ব্যুরোর মধ্যে যারা পৃষ্ঠাঙ্গনে সংগঠিত ইউনিটগুলিতে যাদের পাঠাতো তারা কমিশার পদবাচ্য ছিল না, ছিল আধপাকা জওয়ান ;

৩। গোলমাল ছিল প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের মধ্যে, যাদের তথাকথিত আদেশ ও নির্দেশ ফ্রন্ট এবং আর্মির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে প্রয়োজনীয় রদবদল না ঘটাতে পারলে রণাঙ্গনে সাফল্য অর্জনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

সমর বিভাগের নিকট এই আমাদের উত্তর।

১। **দুটি রেজিমেণ্ট।** দুটি রেজিমেণ্ট আত্মসমর্পন করেছে : প্রথম সোভিয়েত ও পেত্রোগ্রাদ থেকে আগত নৌসেনার একটি রেজিমেণ্ট। আমাদের বিরুদ্ধে তারা কোন শত্রুতামূলক কাজ করেনি। যারা শত্রুতামূলক আচরণ আরম্ভ করে তারা হচ্ছে উরালের আঞ্চলিক সামরিক কমিশারমণ্ডলী দ্বারা গঠিত ইলুয়িনস্কোয়ে গ্রামে অবস্থানকারী দশম ডিভিশনের দশ নম্বর ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট। অধিকন্তু আঞ্চলিক সামরিক কমিশারমণ্ডলী দ্বারা গঠিত

ওচারৃস্কি জাভেদে অবস্থিত ইঞ্জিনীয়ারদের দশম রেজিমেণ্টের বিদ্রোহ আগে-ভাগেই পণ্ড করে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। শত্রুপক্ষে পলায়ন ও শত্রুতামূলক আচরণের কারণ ছিল রেজিমেণ্টগুলিতে প্রতিবিপ্লবী চিন্তা—যার কারণ নির্দেশ করা যায় পুরানো পদ্ধতিতে সমাবেশ ও সংগঠন করার মধ্যে, যে ব্যবস্থায় চাকুরীর জন্য আহূত ব্যক্তিদের প্রাথমিক বাছাই করা হতো না, এবং এ কারণেও যে, রেজিমেণ্টগুলিতে ন্যূনতম রাজনৈতিক শিক্ষারও ছিল অভাব।

২। **মতোভিলিখা।** কারখানার যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক দোকানের সাজসরঞ্জাম খুলে ফেলা হয় ও যথাসময়ে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং রেলে বোঝাই করা হয়; কিন্তু সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়নি কিংবা ধ্বংস করেও ফেলা হয়নি। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় কলেজিয়াম[৫১] মুখ্য পরিবহন অফিসার, এবং সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সামরিক পরিষদ—এরা অবিশ্বাস্য রকমের অব্যবস্থা প্রদর্শন করে। মতোভিলিখার ছ' ভাগের পাঁচভাগ শ্রমিককে এবং সেই সঙ্গে গোটা টেকনিক্যাল স্টাফ সহ গোটা কারখানাটাকে পার্মে ফেলে আসা হয়। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী মাস দেড়েকের মধ্যে কারখানা আবার চালু করা যেতে পারে। পার্মের পতনের পূর্বাহ্নে মতোভিলিখার শ্রমিকরা বিদ্রোহ করেছে বলে যে গুজব তা সমর্থিত হয়নি; খারাপ খাদ্য সরবরাহের জন্য শুধুমাত্র তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

৩। **সেতু ও অন্যান্য মূল্যবান ইমারতের ধ্বংসসাধন।** সেনা-বাহিনীর বিপ্লবী সামরিক পরিষদের অব্যবস্থা ও পশ্চাদপসরণকারী ইউনিট এবং সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগের অভাবহেতু সেতু ইত্যাদি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে যে, সেতুটি উড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যে কমরেডটির উপর ন্যস্ত ছিল অগ্নিসংযোগ করার কয়েক মিনিট পূর্বেই শ্বেত-রক্ষীদের হাতে নিহত হওয়ায় সে তার দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেনি। সেতুর রক্ষীদের পলায়ন ও সমস্ত 'সোভিয়েত' কর্মচারীদের 'বেপাত্তা' হয়ে যাবার দরুন এই কৈফিয়ৎ যাচাই করে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

৪। **পার্মে রিজার্ভ বাহিনী।** রিজার্ভ বাহিনী তখনো একটি দুর্বল এবং অবিশ্বস্ত 'সোভিয়েত রেজিমেণ্ট' নিয়ে গঠিত ছিল, যা ফ্রন্টে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষে চলে যায়। অন্য কোন রিজার্ভ বাহিনী ছিল না।

৫। **সম্পত্তি ও লোকক্ষয়।** কিছু সংখ্যক দলিলপত্র অদৃশ্য হওয়ায়

এবং কিছু সংখ্যক সংশ্লিষ্ট 'সোভিয়েত' বিশেষজ্ঞদের শত্রুপক্ষে চলে যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণের পূর্ণ ছবি তৈরী করা এখনো অসম্ভব।

যে অপর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তদনুসারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ হল : ২৯৭টি রেলওয়ে এঞ্জিন (যার ৮৬টি মেরামতের অযোগ্য), প্রায় ৩,০০০ রেলওয়ে ওয়াগন (সম্ভবতঃ আরও বেশি), ৯০০,০০০ পুড তৈল ও প্যারাফিন, কয়েক লক্ষ পুড কষ্টিক সোডা, বিশ লক্ষ পুড লবণ, পঞ্চাশ লক্ষ রুবল মূল্যের ঔষধ, মতোভিলিখা প্ল্যান্টের ও পার্ম রেলওয়েশপের গুদামঘর যার ভিতর প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ছিল, মতোভিলিখা প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, কামাক্লোটিল্লাব জাহাজের যন্ত্রপাতি, ৬৫ ওয়াগান ভর্তি চামড়া, সৈন্যবাহিনীর সরবরাহ বিভাগের ১৫০ ওয়াগন ভর্তি খাদ্যদ্রব্য, কার্পাস সুতো, বস্ত্র, খনিজ তৈল ইত্যাদি ভর্তি জেলা জল-পরিবহন পর্ষদের বিরাট গুদাম, দশ গাড়ি আহত ব্যক্তি, রেলওয়ের অ্যাক্সল্-এর গুদাম যার মধ্যে রয়েছে মার্কিনী অ্যাক্সল-এর বিরাট মজুত, ২৯টি বন্দুক, ১০,০০০ গোলা, ২,০০০ রাইফেল, ৮০ লক্ষ কার্তুজ ; ২২শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮,০০০ মানুষ হয় নিহত, আহত বা নিখোঁজ হয়েছে। রেলওয়ের বিশেষজ্ঞ এবং কার্যতঃ সমস্ত সরবরাহ বিশেষজ্ঞরা পার্মেই রয়ে গেছেন। ক্ষতির হিসেব চলছে।

৬। **সেনাবাহিনীর বর্তমান লড়াইয়ের ক্ষমতা।** বর্তমানে থার্ড আর্মিতে রয়েছে দুই ডিভিশন সৈন্য (উনত্রিংশতি ও ত্রিংশতি), ১৪,০০০ বেয়নেট, ও ৩,০০০ স্যাবার, ৩২০টি মেশিনগান ও ৭৮টি বন্দুক। সংরক্ষিত : রাশিয়া থেকে প্রেরিত সপ্তম ডিভিশনের একটি ব্রিগেড যাকে এখনো পর্যন্ত তার অনির্ভরযোগ্যতার জন্য কাজে পাঠানো যায়নি এবং তার সম্পূর্ণ ঝাড়াই-বাছাই দরকার। তৎসেভিস্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত তিনটি রেজিমেন্ট এখনো এসে পৌছায়নি (এবং আসবেও না, যেহেতু মনে হয়, গতকাল তারা নার্ভার দিকে পুনঃ প্রেরিত হয়েছে)।[৫২] যুদ্ধরত ইউনিটগুলি আক্রমণের মুখে ক্ষতবিক্ষত ও কষ্ট করে তাদের অবস্থান রক্ষা করছে।

৭। **থার্ড আর্মির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।** বাহ্যতঃ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক এবং 'কেতাদুরস্ত' বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোন ব্যবস্থাই নেই—প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারেই অপদার্থ, যুদ্ধ এলাকার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই এবং ডিভিশনগুলি কার্যতঃ স্বাধীন।

৮। **পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্য কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া**

হয়েছে ? গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে : (১) কুস্কুরের দিকে সেকেণ্ড আর্মির অগ্রগতি যা নিঃসন্দেহে থার্ড আর্মির বিরাট সাহায্য এবং (২) স্তালিন জার্‌ঝিনস্কির প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, ফ্রন্টে ৯০০ নবীন ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বেয়নেট থার্ড আর্মির হৃত মনোবল উদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ। কয়েকদিনের মধ্যে ফ্রন্টে দুই স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী এবং থার্ড ব্রিগেডের (ইতিমধ্যেই বাছাইকৃত) ৬২তম রেজিমেণ্টকে আমরা পাঠিয়ে দেব। দশদিনের মধ্যে আরও একটি রেজিমেণ্ট যাবে। থার্ড আর্মির ফ্রন্টও এটা জানে এবং পৃষ্ঠাঙ্গনের পোষকতাও তারা অনুভব করছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসও দৃঢ়তর হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এখন এক পক্ষকাল আগের চেয়ে অবস্থা অনেকটা ভাল। এমনকি স্থানে স্থানে সেনাবাহিনী আক্রমণও করছে এবং তা সাফল্যহীন নয়। যদি শত্রুপক্ষ আমাদের কয়েক সপ্তাহের সময় দেয় অর্থাৎ ফ্রন্টে তারা যদি নতুন সৈন্য না নামায় তাহলে থার্ড আর্মির এলাকায় একটা স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে আশা আছে।

সম্প্রতি আমরা কাইগোরদের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা সেই রাস্তা ধরে ভায়াৎকার দিকে অগ্রসরমান কয়েকটি শত্রুবাহিনীর ঘিরে ফেলার উত্তরমুখী গতি প্রতিহত করায় ব্যস্ত আছি। প্রসঙ্গতঃ ভায়াৎকায় যে আমরা কেন এসেছি তার একটি কারণ কাইগোরদে একটি 'স্কী'-বাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করা যা আমরা করবই। অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কে : (পশ্চাদ্ভাগ শক্তিশালী করার জন্য) সব ধরনের লোকজন জড়ো ও মোতায়েন করছি, পশ্চাদভাগে আর্মি ইউনিট-গুলিতে তাদের নিযুক্ত করছি এবং গ্লাজভ ও ভায়াৎকা সোভিয়েতগুলিতে ঝাড়াই-বাছাই চালাচ্ছি। কিন্তু, অবশ্যই, এর ফলাফল কিছুদিন পর্যন্ত বোঝা যাবে না।

অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি এই। কোন প্রকারেই এগুলিকে পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচনা করা যায় না, কারণ থার্ড আর্মির পরিশ্রান্ত ইউনিটগুলিতে অন্ততঃ আংশিক রদবদল ব্যতীত বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। সুতরাং অন্ততঃ দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য আমাদের জন্য পাঠানো দরকার। শুধুমাত্র তখনই ফ্রন্টের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রয়োজন :

(১) আর্মি কম্যাণ্ডারের বদলী ;

(২) তিনজন সুদক্ষ রাজনৈতিক কর্মী প্রেরণ ;

(৩) স্থানচ্যুত কর্মচারীদের দ্রুত মোতায়েনের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পার্টি কমিটি, আঞ্চলিক সোভিয়েত ইত্যাদি এক্ষুণি ভেঙে দেওয়া।

ভায়াৎকা, ১৯শে জানুয়ারি, ১৯১৯

জে. স্তালিন
এফ. জারঝিন্স্কি

পুনঃ অনুসন্ধান-কার্য সমাধা করার জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা মস্কোতে ফিরে যাব।

১৯৪২ সালে 'লেনিন মিসেলানি'র
৩৪তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত

ভায়াৎকা তে
পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলির
সম্মিলিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ

১৯শে জানুয়ারি, ১৯১৯

(সভার কার্যবিবরণী থেকে)

সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে, এটা বলা উচিত যে, রণাঙ্গনে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গিয়েছে; ভায়াৎকা গুবের্নিয়ার বিপ্লবী সামরিক কমিটি এখনি গঠন করতে হবে। যদি শত্রু এগিয়ে আসে তাহলে ভেতরের প্রতিবিপ্লবীদের অভ্যুত্থানের সাহায্য সে পাবে যার সঙ্গে বিপ্লবী সামরিক কমিটি যেমন হওয়া উচিত তেমন ছোট ছোট গতিশীল সংগঠনই এঁটে উঠতে পারবে।

নিম্নোক্ত সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা নূতন কেন্দ্র এখনি প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

(১) গুবের্নিয়া কর্মসমিতি ;

(২) আঞ্চলিক সোভিয়েত ;

(৩) গুবের্নিয়া পার্টি কমিটি ;

(৪) বিশেষ কমিশন ;

(৫) স্থানীয় সামরিক কমিশারমণ্ডলী।

সমস্ত সৈন্য ও মালমশলা ভায়াৎকা বিপ্লবী সামরিক কমিটির হাতে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। যাহোক, সোভিয়েত সংগঠনগুলির বর্তমান কাজ বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়; পরন্তু একে তীব্রতর করতে হবে।

গুবের্নিয়া কেন্দ্রের ধাঁচে অনুরূপ সংগঠন 'উয়েজ্‌দ'গুলিতে তৈরী করতে হবে।

বিপ্লবী কমিটিগুলির এইরূপ জাল বিস্তৃত হলে অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চিত হবে।

এবং কেবল তখনই নতুন আক্রমণ রচনা করতে তৈরী হব।

কমরেড স্তালিন তার প্রস্তাব নিম্নলিখিত আকারে পেশ করেন :

পৃষ্ঠাঙ্গনকে শক্তিশালী করার ও রক্ষা করার এবং সমস্ত সোভিয়েত ও ভায়াৎকা গুবের্নিয়া পার্টি সংগঠনের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যে একটি ভায়াৎকা বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠিত হবে, গুবের্নিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে যার সিদ্ধান্তগুলি উপরে উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলির উপর বাধ্যতামূলক হবে।

'গর্কোভ্স্কায়া কমিউনা' পত্রিকার ২৯০ সংখ্যা
প্রথম প্রকাশিত
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্মের পতনের কারণ দেখিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রতিরক্ষা পরিষদের কমিশন কর্তৃক কমরেড লেনিনকে প্রদত্ত রিপোর্ট

বিপর্যয়ের সাধারণ চিত্র

বিপর্যয় যে অবশ্যম্ভাবী তা নভেম্বরের শেষের দিকে ইতিপূর্বেই প্রতীয়মান হয়েছিল যখন নাদেঝ্দিনস্কি থেকে ভারখোতুরিয়ে, বরনচিন্স্কি, কিন্, ইর্গিন্স্কি ও রোঝদেস্তভেন্স্কির মধ্য দিয়ে কামার বাম তীর পর্যন্ত সরলরেখা ধরে অর্ধবৃত্তাকারে শত্রুপক্ষ থার্ড আর্মিকে ঘিরে ফেলে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শক্তিশালী সমাবেশ করে কুশ্ভার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানে।

ঐ সময় থার্ড আর্মি, ৩০তম ডিভিশন, ৫ম ডিভিশন, একটি বিশেষ ব্রিগেড, একটি বিশেষ বাহিনী ও ২৯তম ডিভিশন মোট ৩৫,০০০ বেয়নেট ও স্যাবার, ৫৭১টি মেশিনগান ও ১১৫টি বন্দুক নিয়ে গঠিত ছিল ('যুদ্ধের নির্দেশ-নামা দ্রষ্টব্য)।

ইউনিটগুলির অবসাদ অবসরবিহীন ছয় মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধের পরিণতির দরুণ সেনাবাহিনীর মনোবল ও দক্ষতা ছিল শোচনীয়। কোনরকম রিজার্ভবাহিনী ছিল না। পশ্চাদ্ভাগ ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত (সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠাঙ্গনে রেলপথের লাগাতার ভাঙন)। সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহ ছিল বিশৃংখলাপূর্ণ ও অনিশ্চিত (সবচেয়ে কঠিন সময়ে ২৯তম ডিভিশনের বিরুদ্ধে যখন প্রচণ্ড আঘাত হানে তখন এর ইউনিটগুলি প্রকৃতপক্ষে রুটি ও অন্যান্য খাদ্য ছাড়াই পাঁচদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়েছে)।

যদিও একটি পার্শ্বদেশ তার অধিকারে ছিল, তবু কিন্তু থার্ড আর্মি উত্তর দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়ার বিপদ থেকে মুক্ত ছিল না। (বেষ্টনের বিরুদ্ধে প্রহরী হিসেবে সেনাবাহিনীর বাম পার্শ্বদেশে কোন শক্তি মোতায়েন করা হয়নি)। অন্যদিকে দক্ষিণ পার্শ্বদেশে নিকটবর্তী সেকেণ্ড আর্মি প্রধান সেনাপতির এক নিশ্চল (ইঝেভ্স্ক ও ভৎকিন্স্ক দখল করার পর দ্বিতীয় আর্মিকে যুদ্ধে লিপ্ত না করানো, যেহেতু একে অন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে), এবং দশদিন ধরে

একে নিশ্চল রাখা হয়, কুস্‌ভার আত্মসমর্পণের পূর্বে চরম সংকটজনক মুহূর্তে এগিয়ে এসে থার্ড-আর্মিকে সময়োপযোগী সাহায্য দান করার মতো অবস্থায় এ ছিল না (নভেম্বরের শেষদিকে)।

এইভাবে দক্ষিণে একান্তভাবে নিজের সহায়-সম্বলের উপরে নির্ভরশীল, উত্তরে শত্রুপক্ষের পরিবেষ্টনের মুখে অরক্ষিত, মজুদবাহিনীর অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ও পৃষ্ঠাঙ্গনের নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, অর্ধভুক্ত (২৯ নং ডিভিশন), তাপমাত্র যখন শূন্যের ৩৫ ডিগ্রী নীচে তখন প্রায় অনাবৃত (৩০ নং ডিভিশন) নাদেঝ্‌দিন্‌স্কি থেকে ওসায় দক্ষিণে (৪০০ ভার্স্ট-এর বেশি) কামার বাম তীর পর্যন্ত সুদীর্ঘ সরলরেখা ধরে বিস্তৃত এবং দুর্বল ও অনভিজ্ঞ এক সদর দপ্তর দ্বারা পরিচালিত থার্ড আর্মি যে শত্রুপক্ষের উন্নততর সদ্য আগত, সুপরিচালিত সেনাবাহিনীর (পাঁচ ডিভিশন) সামনে টিঁকে থাকতে পারবে না, সে তো অবশ্যম্ভাবী।

৩০শে নভেম্বর শত্রুপক্ষ আমাদের বাম পার্শ্বকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভিয়া স্টেশন দখল করে এবং কার্যতঃ ২৯তম ডিভিশনের তৃতীয় ব্রিগেডকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেয় (কেবলমাত্র ব্রিগেড কম্যাণ্ডার, মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ ও কমিশার পালিয়ে আসে ; ৯ নং সাজোয়া গাড়ি শত্রুদের হাতে চলে যায়)। ১লা ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ লিস্‌ভা সেক্টরে ক্রুতয় লগ্‌ স্টেশন দখল করে ও আমাদের ২নং সাজোয়া গাড়ি অধিকার করে নেয়। ৩রা ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ কুশ্‌ভিন্‌স্কি জাভদ্‌ অধিকার করে (ভারখো-তুরিয়ে এবং সমগ্র উত্তরাঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়)। ৭ই ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ বাইজার দখল করে। ৯ই ডিসেম্বর—লিস্‌ভা। ১২ই ও ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ছুসোভ্‌স্কায়া, কালিনো ও সেল্যাঙ্কা স্টেশনসমূহ, প্রথম সোভিয়েত বদলী ব্যাটেলিয়নের শত্রুপক্ষে যোগদান। ২০শে ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ ভালেঝ্‌নায়া স্টেশন অধিকার করে। ২১শে ডিসেম্বর—গোরি ও মস্তোভায়া, প্রথম সোভিয়েত রাইফেল রেজিমেণ্টের শত্রুপক্ষে যোগদান। শত্রুপক্ষ যখন মতোভিলিখার কাছে পৌছায় তখন আমাদের সৈন্যরা সাধারণভাবে পশ্চাদপসরণ করছে। ২৪ ও ২৫শে রাত্রে শত্রুপক্ষ বিনাযুদ্ধেই পার্ম দখল করে। গোলন্দাজবাহিনীর শহর প্রতিরক্ষার তথাকথিত ব্যবস্থা একটা প্রহসন বলে প্রমাণিত হয় ; ২৯টি বন্দুক শত্রুপক্ষের হাতে ফেলে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়।

এভাবে কুড়ি দিনে, সেনাবাহিনী তার বিশৃংখল পশ্চাদপসরণে ভার্খোতুরিয়ে

থেকে পার্ম পর্যন্ত ৩০০ ভার্স্টেরও বেশি স্থান ছেড়ে দেয়, ১৮,০০০ মানুষ, অসংখ্য বন্দুক ও শতশত মেশিনগান হারায়। (পার্মের পতনের পর থার্ড আর্মিতে থাকে দুই ডিভিশন সৈন্য, ৩৫,০০০ এর স্থলে মোট ১৭,০০০ বেয়নেট ও স্যাবার, ৫৭১-এর স্থলে ৩২৩টি মেসিনগান এবং ১১৫-এর স্থলে ৭৮টি বন্দুক। 'যুদ্ধের নির্দেশনামা' দ্রষ্টব্য।)

সঠিকভাবে বলতে গেলে এটা পশ্চাদপসরণ ছিল না, আরও কম করে নতুন অবস্থানে ইউনিটগুলির সংঘবদ্ধ অপসারণও বলা চলে না, এ ছিল চরম-ভাবে বিপর্যস্ত ও সম্পূর্ণ মনোবলহীন একটি সৈন্যদলের চূড়ান্ত বিশৃংখলভাবে পলায়ন, যার সেনানীরা কি ঘটছে তা উপলব্ধি করতে কিংবা অনিবার্য বিপর্যয় সম্পর্কে আগে থাকতে ধারণা করতে সক্ষম ছিল না, সক্ষম ছিল না ভূখণ্ডের বিনিময়ে ও পূর্বপ্রস্তুত স্থানে সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে একে রক্ষা করার মতো সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণেও। বিপর্যয়টা ছিল 'আকস্মিক' এই বলে থার্ড আর্মির সদর দপ্তরের সোচ্চার হাহাকার শুধু প্রমাণ করে যে, আর্মির সঙ্গে এই সংস্থাগুলির কোনো যোগ ছিল না, কুশ্‌তা ও লিস্‌ভার ঘটনাবলীর মারাত্মক প্রতিফল সম্পর্কেও এদের কোন ধারণা ছিল না এবং সৈন্যবাহিনীর তৎপরতা সংগঠনে ও পরিচালনায় ছিল তারা অক্ষম।

থার্ড আর্মির এলাকাভুক্ত শহরও জনপদগুলি থেকে চূড়ান্ত বিশৃংখলার মধ্যে স্থানত্যাগের ব্যাপারে যে তুলনাহীন অব্যবস্থা ও অপদার্থতা প্রকাশ পায়; সেতুটিকে ধ্বংস করে দেওয়া, পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিনষ্ট করে দেওয়া এবং সর্বশেষে শহর প্রহরা তথাকথিত গোলন্দাজ বাহিনীর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যে লজ্জাকরজনক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়—এসব কিছুরই কারণ বোঝা যায় পূর্বোক্ত ঘটনাবলী থেকে।

যদিও স্থানত্যাগের কথা সেই আগস্ট মাসেই শুরু হয়েছিল, তবু তা সংগঠিত করার জন্য কার্যতঃ প্রায় কিছুই করা হয়নি। কেউই, কোন সংস্থাই কেন্দ্রীয় কলেজিয়ামকে সংযত করবার কোন চেষ্টাই করেনি; ওদিকে কেন্দ্রীয় কলেজিয়াম স্থানত্যাগের পরিকল্পনা রচনার সীমাহীন আলোচনায় ব্যস্ত সংস্থাগুলির কাজেকর্মে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে থাকে কিন্তু স্থানত্যাগের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই, একেবারে কোন ব্যবস্থাই, গ্রহণ করে না (এমনকি 'নিজের পরিবহন-ব্যয়ের একটা তালিকাও' কলেজিয়াম তৈরী করেনি)।

কেউই কোন সংস্থাই উরাল রেলওয়ে প্রশাসনের উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেনি যে প্রশাসন রেলওয়ে কর্মচারীদের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সন্দেহজনকভাবে অপারগ প্রমাণিত হয়েছিল।

১২ই ডিসেম্বর তারিখে পরিবহনের মুখ্য অধিকর্তা স্তোগভ লোকাপসরণের অধিকর্তাপদে নিয়োগ পরিস্থিতিতে এতটুকুও উন্নতি ঘটায়নি কেননা অবিলম্বে পার্ম পরিত্যাগ করানোর আনুষ্ঠানিক শপথ সত্ত্বেও ('আমি অঙ্গীকার করছি, সব কিছুই স্থানান্তরিত করা হবে') স্তোগভের স্থানান্তরকরণের কোন পরিকল্পনা, স্থানান্তরকরণের জন্য কোন স্টাফ ছিল না, ছিল না কোন সামরিক বাহিনী যার দ্বারা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও শৃংখলাহীন সামরিক ইউনিটগুলির পক্ষে বিশৃংখল ও অননুমোদিত 'স্থানান্তরণ' বন্ধ করা যায় (এঞ্জিন, ওয়াগন প্রভৃতি দখল)। ফল হল এই যে, সমস্ত রকমের আবর্জনা—ভাঙা চেয়ার ও ঐ ধরনের অকেজো আসবাবপত্রাদি স্থানান্তরিত হল কিন্তু মতোভিলিকা প্ল্যাণ্ট ও কামা ফ্লোটিলার যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝাই করা গাড়িগুলি, আহত সৈনিক বা আমেরিকান অ্যাক্সেল ও বগি এবং শত শত ভাল এঞ্জিন ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করা হল না।

আঞ্চলিক পার্টি কমিটি, আঞ্চলিক সোভিয়েত, বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ও সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর এসব জানত না এমন নয়, কিন্তু স্পষ্টতঃই তারা 'হস্তক্ষেপে বিরত ছিল', এই সংস্থাগুলি স্থানান্তরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপরে নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ খাটায়নি।

ইতিপূর্বে অক্টোবর মাসেই সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর পার্মের প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থার কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু কথার থেকে তা বেশিদূর এগোয়নি, কারণ ২৬টি বন্দুক (আরও তিনটি যা যথাযথ কাজের উপযুক্ত ছিল না) একটিও গুলি না ছুঁড়েই তাদের সকল ঘোড়া ও বর্ম সহ শত্রুপক্ষের হাতে ফেলে আসা হয়। তদন্তের ফলে দেখা যায় যে বন্দুকগুলি রাখার ব্যাপারে ব্রিগেডকম্যাণ্ডার কী করছিল সদর দপ্তর একটু কষ্ট করে যদি তা দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে সামরিক ইউনিটগুলির বিশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ এবং পার্মের (২০শে ডিসেম্বর) পতনের মুহূর্তের সাধারণ বিশৃংখল অবস্থা, এবং ব্রিগেড কম্যাণ্ডার কর্তৃক আদেশ অমান্য করে ২৪শে (এই ব্রিগেড কম্যাণ্ডারটি ২৪ তারিখ শত্রুপক্ষে পলায়ন করে) পর্যন্ত বন্দুক স্থাপন স্থগিত রাখা, ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে একটি মাত্র কাজ করার ছিল যা

হচ্ছে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বন্দুকগুলিকে রক্ষা করা অথবা নিদেনপক্ষে ঐগুলিকে অকেজো করে দেওয়া। কিন্তু তখন নিশ্চয়ই সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা উঠতে পারত না। ঐগুলির কোনটাই যে করা গেল না তা হচ্ছে সদর দপ্তরের অবহেলা ও অপদার্থতার জন্য।

অনুরূপ অদক্ষতা ও কুপরিচালনা কামা সেতুটি ধ্বংস করার ও পার্মে ফেলে আসা সম্পত্তির বিনাশের ব্যাপারে দেখা যায়। পার্ম পতনের কয়েক মাস পূর্বে সেতুটিতে মাইন পোঁতা হয় কিন্তু কেউই সেটিকে যাচাই করে দেখেননি (সেতুটি উড়িয়ে দেওয়ার আগের দিন বিস্ফোরক ব্যবস্থা ঠিকঠাক অবস্থায় ছিল কিনা—এ কথা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারছে না)। মাইনটির বিস্ফোরণ ঘটাবার দায়িত্ব ছিল 'সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য' কমরেড মেদ্‌ভেদিয়েভ-এর উপর কিন্তু সেতুর প্রহরীরা যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিল, এ কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছে না। বিস্ফোরক ব্যবস্থাটি যখন কার্যকর করা হবে তখন শ্বেতরক্ষী দালালদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মেদ্‌ভেদিয়েভকে রক্ষা করার জন্য প্রহরীরা প্রস্তুত ছিল—এ কথাও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছে না। সুতরাং প্রমাণ করা অসম্ভব:

(১) বিস্ফোরণ ঘটাবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে যখন সেতুর প্রহরীরা 'কেউ জানে না কোথায়' পালিয়ে গেল, তখন শ্বেতরক্ষী দালাল কর্তৃক মেদ্‌ভেদিয়েভ বাস্তবিকই নিহত হয়েছিল কিনা;

(২) মেদ্‌ভেদিয়েভ নিজেই পালিয়ে গেল কিনা যেহেতু সে সেতুটি উড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না;

(৩) অথবা সম্ভবতঃ মেদ্‌ভেদিয়েভ সেতুটি উড়িয়ে দিতে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা উড়ানো যায়নি। কারণ বৈদ্যুতিক তার লাগানো ত্রুটিপূর্ণ ছিল অথবা যে সেতুর উপর গোলা নিয়োগ করছিল সম্ভবতঃ সে শত্রুর আগুনে চার্জ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল অথবা সম্ভবতঃ যখন শত্রু অকুস্থলে এসে পৌঁছাল হয়তো তারপর গোলা নিক্ষেপের পূর্বে মেদ্‌ভেদিয়েভ নিহত হল কিনা।

অধিকন্তু, বিপ্লবী সামরিক পরিষদ এবং সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর সঠিক ও নির্দিষ্ট কোন কর্তৃত্বকে বা বিশেষ ব্যক্তিকে অ-স্থানান্তরিত সম্পত্তি বিনষ্ট করার দায়িত্ব অর্পণ করার চেষ্টা করেনি। অধিকন্তু, এ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিত্যক্ত কল কারখানা ও সম্পত্তি ধ্বংসসাধন বা ভাঙন বাধ্যতামূলক করে কোন

নিয়মমাফিক (লিখিত) আদেশ থাকতে দেখা যায়নি। এ কারণেই অধিকাংশ স্বল্পমূল্যের সম্পত্তি (উদাহরণস্বরূপ রেলওয়ে ওয়াগন) ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধ্বংস (পোড়ানো) করা হয় সেখানে অনেক মূল্যবান সম্পত্তি (যন্ত্র, পোশাক ইত্যাদি) অক্ষত থেকে যায়। অধিকন্তু, অ-স্থানান্তরিত সম্পত্তি পুড়িয়ে বা উড়িয়ে দেওয়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কর্তৃক স্পষ্টতঃই 'আতংক বন্ধ' করার অজুহাতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় (এই ব্যক্তিদের পাওয়া যায়নি)।

আর্মি ও পশ্চাদ্ভাগের বিশৃংখলা ও বিপর্যয়ের সাধারণ চিত্রের এবং আর্মি-পার্টি ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে কুপরিচালনা ও দায়িত্বহীনতার সঙ্গে যোগ করতে হবে দায়িত্বশীল কর্মচারীদের, প্রায় পাইকারী হারে শত্রুপক্ষে যোগদানের অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রতিরক্ষার কাজে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার বানিন ও তার সমস্ত কর্মচারী, রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার আদ্রিয়ানভস্কি ও আঞ্চলিক রেলওয়ে প্রসাশনের সকল বিশেষজ্ঞ, সামরিক পরিবহন দপ্তরের প্রধান স্থখরস্কি ও তার কর্মচারীবৃন্দ, আঞ্চলিক সামরিক কমিশার সংসদ মোতায়েন করার অধিকর্তা বুকিন ও তার কর্মচারীবৃন্দ, প্রহরীবাহিনীর সেনানায়ক উকিমৎসেভ, গোলন্দাজ বাহিনীর কম্যাণ্ডার ভাল্যুঝেনিছ্, বিশেষ সেনাসমাবেশের অধিকর্তা এস্কিন্, ইঞ্জীনিয়ার ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়ক ও তার সহকারী, ১নং ও ২নং পার্ম স্টেশনগুলির নায়কবৃন্দ, সেনাবাহিনীর সরবরাহ দপ্তরের সমগ্র হিসাবরক্ষা বিভাগ, কেন্দ্রীয় কলেজিয়ামের অধিকাংশ সদস্য—এ সবই এবং আরও অনেকে পার্মে রয়ে গেছে ও শত্রুপক্ষে চলে গেছে।

এসব কিছু সাধারণ আতংকই শুধু বাড়িয়েছে যা পশ্চাদপসরণকারী ইউনিট-গুলিকেই নয় এমনকি পার্মের পতনের মুহূর্তে যে রিভলিউশনারি কমিটি গঠিত হয় তাকেও অধিকার করে। এগুলি শহরে ও গুবেনিয়া সামরিক কমিশার সংসদে বিপ্লবী শৃংখলা রক্ষা করতে পারেনি যা শহরের বিভিন্ন সংযোগ হারিয়ে ফেলে, ফলে পার্ম থেকে গার্ড ব্যাটেলিয়ানের দুটি কোম্পানি সরিয়ে নেয়া হয়নি যারা পরে হোয়াইটদের দ্বারা নিহত হয় এবং একটি স্কি ব্যাটেলিয়ান খোয়া যায় তারাও হোয়াইটদের দ্বারা নিহত হয়। শহরের বিভিন্ন অংশে শ্বেত দালালদের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত প্ররোচনামূলক গুলিবর্ষণ (২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর) সাধারণ আতংকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই আতংককে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

পরাজয়ের প্রত্যক্ষ কারণগুলি ছিল থার্ড আর্মির অবসন্নতা (ছয় মাস ধরে একটানা অবিরাম যুদ্ধ) ও নির্ভরযোগ্য কোন মজুত বাহিনীর অভাব। থার্ড আর্মি ছড়িয়ে ছিল ৪০০ ভার্স্ট দীর্ঘ একটা সরু লাইন ধরে ; স্বভাবতঃই তার আশংকা ছিল শত্রুপক্ষের পরিবেষ্টনী আক্রমণের মুখে অবরুদ্ধ হয়ে যাবার ; তার ফলে সে নিজেকে আরও ছড়িয়ে দিল উত্তরদিকে ; শত্রুপক্ষও সুযোগ পেল যে-কোন পয়েন্টে তাকে আক্রমণ করার। পূর্ব-ফ্রন্টের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ এবং প্রজাতন্ত্র সেপ্টেম্বর মাসেই এসব বিষয়ে এবং মজুত বাহিনীর অভাব সম্বন্ধে অবগত ছিল (থার্ড আর্মির দায়িত্বশীল অফিসারদের থার্ড আর্মির ইউনিটগুলির অবসন্নতা জানিয়ে এবং 'বদলী' ও 'মজুত বাহিনী' ইত্যাদি দাবি করে যে তারবার্তা, 'পরিশিষ্টে' তা দেখুন) ; কিন্তু কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর হয় আদৌ কোন মজুত বাহিনী পাঠায়নি অথবা ছোট ছোট অপদার্থ সৈন্যের দল পাঠায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে কুশ্‌ভা হারানোর পর সেনাবাহিনীর অবসন্নতার উল্লেখ ও বদলীর দাবি বিশেষ করে ঘন ঘন আসতে থাকে। ৬ই ডিসেম্বর পূর্ব ফ্রন্টের নিকট অবস্থার শোচনীয়তা জানিয়ে মজুত বাহিনীর জন্য আর্মি কম্যাণ্ডার লাশেভিচ আবেদন জানান কিন্তু স্মিল্‌গা (পূর্ব ফ্রন্ট) উত্তর দেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ, নতুন কোন সেনাবাহিনী পাঠানো যাবে না'। ১১ই ডিসেম্বর থার্ড আর্মির বিপ্লবী সামরিক পরিষদ সদস্য ত্রিফোনভ সরাসরি তারে স্মিল্‌গাকে (পূর্ব ফ্রন্ট) জানান, 'এটা খুবই সম্ভব যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পার্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হব। আমাদের যা দরকার তা হল দুটি অথবা তিনটি শক্তিশালী রেজিমেণ্ট। ভায়াৎকা অথবা নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে এদের সংগ্রহ করতে চেষ্টা করুন।' স্মিল্‌গার (পূর্ব ফ্রন্ট) উত্তর : 'নতুন সেনাবাহিনী পাঠানো যাবে না, মুখ্য সেনানায়ক সাহায্য করতে অস্বীকার করছেন।' ('পরিশিষ্ট' দেখুন।) আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে কেন্দ্রের আদেশানুযায়ী ৩,৩৮৮টি বেয়নেট, ১৩৪টি মেশিনগান, ২২টি বন্দুক, ৯৭৭টি ঘোড়া সহ মোট ১৩,১৫৩ জন সৈন্য অতিরিক্ত শক্তি হিসেবে থার্ড আর্মিতে এসে পৌছায়। এদের মধ্যে, প্রথম

ক্রোন্‌স্তাদ্‌ নৌসেনাদল (১,২৪৮ জন) শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে, একাদশ স্বতন্ত্র নৌসেনাদল (৮৩৪ জন) বাহিনী ছেড়ে চলে যায়, নৃশংসভাবে তাদের সেনানায়ককে হত্যা করায় ক্রোন্‌স্তাদ্‌ দুর্গের পঞ্চম ফিল্ড ব্যাটারিকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয় এবং কিন্‌ ও স্তোনিয়ানদো (১,২১৪ জন) পশ্চিমে ডেকে পাঠানো হয়। কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২২টি কোম্পানি পাঠাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে বস্তুতঃ কেন্দ্র কিছুই করেনি। কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত সপ্তম ডিভিশনের তৃতীয় ব্রিগেড (তিন রেজিমেণ্ট) মাত্র জানুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে গ্রাজভে পৌঁছায় যখন ইতিপূর্বেই পার্মের পতন ঘটে গেছে। অধিকন্তু ব্রিগেডের সঙ্গে একেবারে প্রথম পরিচয়ই প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে রেড আর্মিতে এর কোন স্থান নেই (পরিষ্কার প্রতিবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি, সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি সমত্বহীনতা, ব্রিগেডের ভেতরেই কুলাকদের একটি শক্ত দলের অস্তিত্ব, 'ভায়াৎকা আত্মসমর্পণ কর'—এই হুমকি ইত্যাদি)। আরও, ব্রিগেড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না (গ্রীষ্মকালীন লটবহরহীন গাড়ির মতোই গুলি ছোড়ায় অদক্ষ), সেনানায়কেরা তাদের রেজিমেণ্টগুলির সঙ্গে ছিল অপরিচিত এবং রাজনৈতিক শিক্ষার কাজ ছিল নগণ্য। মাত্র জানুয়ারির শেষের দিকে, তিন অথবা চার সপ্তাহের বিশোধনের ও ব্রিগেডের সম্পূর্ণ বাছাই করণের এবং কম্যুনিস্টদের লালফৌজের সাধারণ সৈনিক হিসেবে এর শক্তিবৃদ্ধি করা এবং গভীর রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা করার পরই একে উপযুক্ত যুদ্ধক্ষম ইউনিট হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়েছিল (এর তিনটি রেজিমেণ্টের একটিকে ২০শে জানুয়ারি ফ্রণ্টে পাঠানো হয়, দ্বিতীয়টিকে জানুয়ারির ৩০ তারিখের পূর্বে পাঠানো যাবে না এবং তৃতীয়টিকে ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের পূর্বে নয়)। ওগারস্কি ঝাভদে অবস্থিত আমাদের দশম ঘোড়সওয়ার ও দশম ইঞ্জিনীয়ার রেজিমেণ্ট গঠনের পদ্ধতির মধ্যে একই রকমের দুর্বলতার আরও নজীর মেলে (তাদের উভয়েই উরাল আঞ্চলিক সামরিক সংসদ দ্বারা গঠিত), তাদের প্রথমটি আমাদের পশ্চাদ্ভাগের ইউনিটগুলিকে আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয়টিও চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সফলকাম হয় না।

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিই সামরিক সমাবেশের দুর্বলতাগুলির কারণ: মে মাসের শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছা নীতি অনুযায়ী লালফৌজ গঠিত হয় (সারা রুশ সেনা-সমাবেশ পর্ষৎ-এর নির্দেশানুসারে), দলভুক্তি তখন শ্রমিক ও কৃষক **যারা অন্যের শ্রম শোষণ করে না** তাদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ (সারা রুশ সেনা-

সমাবেশ পর্ষৎ কর্তৃক তৈরী 'সুপারিশপত্র' ও 'পরিচয় পত্র' দেখুন)। সম্ভবতঃ স্বেচ্ছাসৈনিক সময়কালীন গঠনব্যবস্থার কঠোরতার এ হচ্ছে অন্যতম কারণ। মে মাসের শেষের দিকে যখন সারা রুশ সেনাসমাবেশ পর্ষৎ ভেঙে দেওয়া হয় ও গঠন ব্যবস্থার কাজের ভার সারা রুশ সেনাপতিমণ্ডলীর উপর পড়ে তখন অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়। নিখিল রুশ সেনাপতিমণ্ডলী জারের সময়ে যে গঠন ব্যবস্থা চালু ছিল তা পুরোপুরি হাতে নিয়ে নেয় ও সম্পত্তিগত প্রতিষ্ঠা বিবেচনা না করেই মোতায়েন সকল ব্যক্তিকে লালফৌজের কাজের জন্য ভর্তি করে। নিখিল রুশ সেনা-সমাবেশ পর্ষতের 'পরিচয়-পত্রে' উল্লিখিত মোতায়েন ব্যক্তিদের সম্পত্তিগত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সারা রুশ সেনাপতিমণ্ডলী প্রবর্তিত 'পরিচয়-পত্রের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটা সত্য, ১৯১৮ সালের ১২ই জুন গণ-কমিশার পরিষদ শ্রমিক ও কৃষক **যারা অন্যের শ্রম শোষণ করে না** তাদের যুদ্ধার্থে সমাবেশের জন্য তার প্রথম আদেশ জারী করেন কিন্তু স্পষ্টতঃই সারা রুশ সেনাপতিমণ্ডলীর ব্যবহারিক কাজে কিংবা এর অর্ডারে কিংবা 'পরিচয়-পত্রে ও কর্মপঞ্জী'তে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। প্রধানতঃ এ থেকে বোঝা যায় কেন আমাদের গঠন ব্যবস্থার এজেন্সীর কাজের যতটা ছিল 'জনতা ফৌজ' ততটা লালফৌজ ছিল না। কেবল জানুয়ারির মধ্যভাগে যখন প্রতিরক্ষা পরিষদের কমিশন উরালের আঞ্চলিক সামরিক কমিশার-সংসদকে চেপে ধরে এবং গঠন ব্যবস্থার পদ্ধতি সম্পর্কিত সেনাপতি-মণ্ডলীর সমস্ত দলিলপত্র ও নির্দেশনামা দাবি করে কেবল তখনই সারা-রুশ সেনাপতিমণ্ডলী গঠন ব্যবস্থার সম্পর্কে গভীর চিন্তা করার সময় পেল এবং সমস্ত আঞ্চলিক সামরিক সংসদ তারবার্তায় নির্দেশ জারী করল: 'পরিচয়-পত্র ও কর্মপঞ্জীর ১৪, ১৫ ও ১৬ নং ধারা পুরণ করে পাঠান; "রিক্রুট"-এর পার্টিগত অবস্থান কি, সে অপরের শ্রম শোষণ করে কিনা এবং একটা সাধারণ শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে সে পার হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করুন' (তারবার্তা মারফৎ এই আদেশ ১৯১৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি প্রেরিত হয়, 'পরিশিষ্ট' দেখুন)। এবং এসব করা হয় কখন? যখন এগারোটি ডিভিশন ১লা ডিসেম্বরের মধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছে, ফ্রন্টে পাঠানো হয়ে গিয়েছে এবং তারা যে শ্বেতরক্ষীদেরই বাহিনী তা ধরা পড়তে শুরু করেছে।

নব-গঠিত সেনাদলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে (শোচনীয় খাদ্য ও পোশাক, স্নানাগারহীন ইত্যাদি। 'টেস্টিমনি অব্ দি কমিশন অব্ এন্-

কোয়ারি অব্ দি ভায়াৎকা পার্টি কমিটি' দেখুন), আঞ্চলিক সামরিক সংসদের আশ্চর্যরকমের অবহেলা এবং অপরীক্ষিত অফিসারদের চূড়ান্ত রকমের বাছ-বিচারহীনভাবে সেনানী পদে নিয়োগের ফলে, যাদের অনেকেই তাদের ইউনিটগুলিকে শত্রুপক্ষে নিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করেছিল, গঠন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সর্বশেষে, সেনাপতিমণ্ডলী এটাও দেখল না যে এক অঞ্চলের লোকজন বাহিনী-ভুক্তির ব্যাপারে অন্য অঞ্চলে বদলী হওয়া উচিত (ভিন্ন সামরিক অঞ্চলে) যা করলে পাইকারী হারে দলছুট হয়ে পালানোর হিড়িক কমানো যেত। আমরা ইউনিটগুলিতে সন্তোষজনক শিক্ষাগত কাজের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই বলছি না (সারা রুশ কমিশারমণ্ডলীর দুর্বলতা ও অযোগ্যতা)।

এটা পরিষ্কার যে অর্ধ-শ্বেতরক্ষীদের মজুত ১০৮ বাহিনী বলে যাকে গণ্য করা উচিত তেমন একটি বাহিনী, যা কেন্দ্র এখানে পাঠিয়েছিল, তা থার্ড আর্মির কোন কাজে আসতে পারবে না (বস্তুতঃপক্ষে এদের অর্ধেকই পথ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল)। তবুও থার্ড আর্মির ইউনিটগুলি এতই ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত ছিল যে পশ্চাদ্পসরণের সময় সৈন্যরা সমস্ত দলে দলে বরফের উপর শুয়ে পড়ত ও তাদের কমিশারকে তাদের গুলি করার অনুরোধ জানাত: 'আমরা—মার্চ করা তো দূরে থাক—আমাদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছি না, আমরা নিঃশেষিত। কমরেড, আমাদের নিষ্কৃতি দিন!' ('বিভাগীয় কমিশার য়্যাকোভস্কি-র সাক্ষ্য' দ্রষ্টব্য।)

সিদ্ধান্ত

সংরক্ষিত বাহিনী ব্যতীত যুদ্ধ করার এ রীতি বন্ধ করতে হবে। একটা স্থায়ী সংরক্ষিত বাহিনী রাখার ব্যবস্থা চালু করতে হবে, নচেৎ বর্তমান অবস্থান রক্ষা করা অথবা সাফল্য অর্জন কোনটাই সম্ভব হবে না। এ ছাড়া বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যদি সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক অনুসৃত সংগ্রহণ ও সংগঠনের পুরানো পদ্ধতি মৌলিকভাবে সংশোধিত হয় এবং সেনাপতিমণ্ডলীর গঠনটাই পরিবর্তিত হয় শুধু তাহলেই সংরক্ষিত বাহিনী কাজের হতে পারে।

প্রথম প্রয়োজন, সংগৃহীত লোকদের কঠোরভাবে বিত্তশালী (অনির্ভর-যোগ্য) ও বিত্তহীন (কেবলমাত্র যারা লালফৌজে চাকুরীর উপযুক্ত)—এই দুইভাগে ভাগ করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, একটি অঞ্চলের সংগৃহীত লোকজনকে বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা এবং ফ্রন্টে লোক প্রেরণের নীতি হওয়া উচিত 'নিজের গুবেনিয়া থেকে যতদূরে ততই মঙ্গল' (আঞ্চলিক নীতি পরিবর্জন)।

তৃতীয়তঃ, আকারে বৃহৎ, নিয়ন্ত্রণে অক্ষম এমন ইউনিট (ডিভিশন) যা গৃহযুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, তেমন ইউনিট গঠনের অভ্যাস বর্জন করা এবং ব্রিগেড থেকে বৃহত্তর ইউনিট না গঠনের নিয়ম চালু্ করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, সে সকল আঞ্চলিক সামরিক কমিশারমণ্ডলীর উপর সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ; (সবার আগে দরকার বর্তমান কমিশারদের জায়গায় নতুন কমিশারদের নিয়োগ) খাদ্য ও শিবির সংস্থান এবং নবগঠিত বাহিনীগুলির সাজসরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপার তাদের চরম অবহেলা লালফৌজের মধ্যে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

সর্বশেষে, সারা রুশ কমিশারমণ্ডলী যে সামরিক ইউনিটগুলিকে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 'কমিশার' সরবরাহ করে, যারা কোনও সন্তোষজনক ভিত্তিতে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের কাজ সংগঠনে অপারগ, তাদের জায়গায় নতুন লোকের ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব শর্ত পালন না করার ফলে আমাদের বাহিনী-গঠন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা রণাঙ্গনে যা পাঠাচ্ছেন তাকে লালফৌজ না বলে 'জনতা ফৌজ' বলাই ভাল এবং 'কমিশার' শব্দটি কলংকজনক পদে পরিণত হয়েছে।

বিশেষ করে, থার্ড আর্মির যুদ্ধ করার দক্ষতা যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এক্ষুণি কমপক্ষে অন্ততঃ তিনটি নির্ভরযোগ্য রেজিমেণ্টের সংরক্ষিত বাহিনী প্রেরণ একান্তই প্রয়োজন।

সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের নির্দেশ

দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে থার্ড আর্মির বিপ্লবী সামরিক পরিষদ গঠিত, যাদের একজন (লাশোভিচ্) আদেশ করে এবং অন্যজন (ত্রিফোনভ) যে কি করে তা আমরা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছি : সে সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করে না, আর্মির রাজনৈতিক শিক্ষাদান ব্যবস্থাও দেখে না এবং সাধারণভাবে কিছুই সে করছে বলে মনে হয় না ; বস্তুতঃপক্ষে আদৌ কোন বিপ্লবী সামরিক পরিষদ নেই।

সমরাঞ্চলের সঙ্গে সদর দপ্তরের কোন সংযোগ নেই ; ডিভিশন ও ব্রিগেডের

মধ্যে একে অবহিত রাখার জন্য এবং ডিভিশন ও ব্রিগেডের সেনানীরা আর্মি কম্যাণ্ডারের আদেশ কঠোরভাবে মেনে চলছে কিনা তা দেখার জন্য কোন বিশেষ প্রতিনিধি নেই ; সদর দপ্তর ডিভিশন ও ব্রিগেড কম্যাণ্ডারদের সরকারী বিবরণ (প্রায়ই ভ্রমাত্মক) পেয়েই সন্তুষ্ট ; এসব সম্পূর্ণ তাদের হাতে (তারা সামন্ত রাজাদের ন্যায় ব্যবহার করছে)। সমরাঞ্চলের সঙ্গে সদর দপ্তরের যোগাযোগের (সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না) এবং সেনাবাহিনীতে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের (সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের আর্মির দুটি ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগের শিথিলতার সম্পর্কে অনবরত বিলাপ) কারণ হল এই। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের অভাব শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর ভিতরই নয়, ফ্রন্টের বিভিন্ন আর্মির মধ্যেও (যেমন পূর্বাঞ্চল)। এটা ঘটনা যে ১০ তারিখ থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত, অসমান যুদ্ধে যখন থার্ড আর্মির রক্ত ঝরছিল তখন তার পার্শ্ববর্তী সেকেণ্ড আর্মি পূর্ণ দুই সপ্তাহ অনড় হয়ে রইল। তবুও এটা পরিষ্কার যে, সেকেণ্ড আর্মি, যে ১০ই নভেম্বর আইঝেভস্ক্-ভৎকিন্স্ক সামরিক দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছে, যদি অগ্রসর হত, (তা সহজেই করতে পারত, কারণ ঐ সময় এর বিরুদ্ধে কোন শত্রু সৈন্য ছিল না) তাহলে পার্মের বিরুদ্ধে শত্রু কোন গুরুতর আক্রমণ এমনকি আরম্ভও করতে পারত না (যেহেতু তার পশ্চাদ্ভাগ সেকেণ্ড আর্মি কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারত) এবং থার্ড আর্মিও রক্ষা পেত।

তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে সেকেণ্ড ও থার্ড আর্মির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঘটেছে রণাঙ্গন থেকে প্রজাতন্ত্রের সামরিক পরিষদের বিচ্ছিন্নতা ও প্রধান সেনাপতির অবিবেচনাপ্রসূত আদেশগুলির জন্য। আমাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার কামেনেভ এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ বলেন :

'আইঝেভস্ক্ ও ভৎকিন্স্ক দখল করার পূর্বে, নভেম্বরের প্রথমদিকে, ১০ তারিখের পরে নয়, আমরা এরূপ নির্দেশ পেলাম যে এই স্থানগুলো দখল করার পর সেকেণ্ড আর্মিকে অন্য ফ্রন্টে, সঠিক স্থান উল্লেখিত হয়নি, বদলী করতে হবে। এ আদেশ পাওয়ায় আর্মিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়নি ; শত্রুর সংযোগে একে আনা যায়নি, অন্যথায় সময়মতো একে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হতো। ইতিমধ্যে অবস্থা খুবই গুরুতর হয়, তবু শ্বেতরক্ষী দস্যুদের অঞ্চল মুক্ত করায় আর্মি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সুতার্নবার্গ সোকল্নিকভ মধ্যস্থতা করার ও সারপুকভে যাওয়ার পূর্বে

আদেশ বাতিল হয়নি। কিন্তু এতে দশদিন সময় লেগেছিল। এভাবে দশটি দিন নষ্ট হয়ে গেল যে সময়ে সেনাবাহিনীকে অনড় থাকতে বাধ্য করা হল। তারপর সেকেণ্ড আর্মির কম্যাণ্ডার শোরিনের সারপুকভে শমন সেকেণ্ড আর্মিকে পঙ্গু করে দিল যা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও একে আরও পাঁচদিনের জন্য নিশ্চল থাকতে বাধ্য করে। সারপুকভে শোরিন কস্ত্যায়েভ কর্তৃক সম্বর্ধিত হন যিনি তাঁকে সেনাপতিমণ্ডলীর অফিসার কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি তা নন জেনে তাঁকে বরখাস্ত করেন এই বলে যে তাঁকে দক্ষিণ ফ্রন্টের সহকারী কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাঁরা 'আরও ভাল চিন্তা করে রেখেছিল' ('পূর্বাঞ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষের বিবৃতি' দেখুন)।

প্রধান সেনাপতি ক্ষমার অযোগ্য নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে আদেশ জারী করেছেন, তার প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ দরকার। পূর্ব ফ্রন্টের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সদস্য গুসেভ্ বলেন (২৬শে ডিসেম্বর): 'সম্প্রতি পাঁচ-দিনের মধ্যে পূর্ব ফ্রন্ট তিনবার তার-নির্দেশ পায়: (১) মূল নির্দেশ—ওরেন-বুর্গ। (২) মূল নির্দেশ—ইয়েকাতেরিনবুর্গ। (৩) থার্ড আর্মির সাহায্যে যাও' (গুসেভের সি. সি., আর. সি. পি-এর নিকট পত্র দেখুন)। এ কথা মনে রেখে যে প্রত্যেকটি নতুন নির্দেশ কার্যকরী করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন, সহজেই এটা বোধগম্য যে প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ও প্রধান সেনাপতির দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নিজেদের নির্দেশগুলির প্রতি কতটা হালকা মনোভাবের ছিল।

এ কথা বলা প্রয়োজন যে পূর্ব ফ্রন্টের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের তৃতীয় সদস্য—স্মিল্গা অন্য দুইজন সদস্য কামেনেভ ও গুসেভের বিবৃতির সঙ্গে পুরো-পুরি একমত ছিলেন ('স্মিল্গার সাক্ষ্য' ৫ই জানুয়ারি দেখুন)।

সিদ্ধান্ত

সেনাবাহিনী একটা শক্ত বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ছাড়া কাজ করতে পারে না। বিপ্লবী সামরিক পরিষদে অন্ততঃ তিনজন সদস্য থাকা উচিত যাদের একজন—আর্মি সরবরাহ বিভাগ তদারক করবে, দ্বিতীয়জন রাজ-নৈতিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা দেখবে ও তৃতীয়জন নেতৃত্ব দেবে। শুধুমাত্র এভাবেই আর্মি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

ডিভিশন ও ব্রিগেডগুলির কম্যাণ্ডারদের সরকারী বিবরণেই (প্রায়ই অযথার্থ নয়) আর্মির সদর দপ্তরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে না; এর নিজের প্রতিনিধি—এজেন্ট থাকবে যারা নিয়মিতভাবে একে অবহিত রাখবে এবং গভীরভাবে সজাগ থেকে দেখবে যে আর্মি কম্যাণ্ডারের আদেশ কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে। শুধুমাত্র এভাবেই সদর দপ্তর ও আর্মির মধ্যে সংযোগ নিশ্চিত হবে, ডিভিশন ও ব্রিগেডগুলির স্বয়ংতন্ত্র লোপ করা হবে, এবং কার্যকরী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

কোন সেনাদল স্বয়ংতন্ত্রী ও পরিপূর্ণ স্বয়ং-সর্বস্ব ইউনিট হিসাবে কাজ করতে পারে না। এর কাজের সময় সম্পূর্ণরূপে সন্নিহিত সেনাদলের উপর এবং সর্বোপরি প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। অপরাপর বিষয় সমান হলে, যদি কেন্দ্রের নির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং সন্নিহিত সেনাদলের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগের যদি অভাব থাকে তাহলে সবচেয়ে দক্ষ সেনাদলেরও বিপর্যয় ঘটতে পারে। ফ্রন্টগুলিতে এবং প্রথমতঃ পূর্ব ফ্রন্টে, বিভিন্ন সেনাদলের কাজের উপর একটা সুনির্দিষ্ট সম্পূর্ণ সুচিন্তিত সুকৌশলী নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আরোপ করা প্রয়োজন। খামখেয়ালী অথবা নির্দেশগুলির কু-চিন্তিত ব্যাখ্যা এবং আনুষাঙ্গিক সকল উপাদানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ব্যর্থতা, ফলতঃ নির্দেশগুলির দ্রুত পরিবর্তন, নির্দেশগুলির অস্পষ্টতা, যেমনটি হয় প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের ক্ষেত্রে, সেনাদল পরিচালনা অসম্ভব করে তোলে, ফলে ঘটে প্রচেষ্টা ও সময়ের অপচয় এবং ফ্রন্টকে করে অসংবদ্ধ। প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ফ্রন্টের সঙ্গে নিকট সংযোগ রক্ষাকারী ছোট একটি দলে, ধরুন পাঁচজন সদস্য নিয়ে, (তাদের দুজন বিশেষজ্ঞ, তৃতীয় ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরবরাহ দপ্তরের, চতুর্থজন সেনাপতিমণ্ডলীর উপর এবং পঞ্চমজন সারা রুশ কমিশারমণ্ডলীর উপর তদারকী করবে) যাঁরা সেনাদলের নিয়ন্ত্রণে খামখেয়ালী ও হাল্‌কা মনে কাজ করবেন না এরূপ যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সংস্কার করা হবে।

পশ্চাদ্ভাগের অনিরাপত্তা এবং পার্টি ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য

তদন্তে প্রকাশ পায় যে থার্ড আর্মির পশ্চাদ্ভাগ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছিল।

ছুটি ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে আর্মি বাধ্য হয়; একদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে যাদের সে যেভাবেই হোক চিনেছিল ও দেখতে পেত এবং অন্যদিকে পশ্চাদ্ভাগের ছলনা-কারী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যারা শ্বেতরক্ষী দালালদের নির্দেশে রেলপথ উড়িয়ে দিয়েছিল এবং সমস্ত রকমের এমন সব অসুবিধার সৃষ্টি করত যে বিশেষ সশস্ত্র গাড়ি দিয়ে আর্মির পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করতে হতো। সমস্ত পার্টি ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলি পার্ম ও ভায়াৎকা গুবের্নিয়ার অধিবাসীরা যে 'দৃঢ়ভাবে প্রতিক্রিয়া-শীল' সে সম্পর্কে একমত পোষণ করত। আঞ্চলিক পার্টি কমিটি, আঞ্চলিক সোভিয়েত ও গুবের্নিয়া কার্যকরী সমিতি ও গুবের্নিয়া পার্টি কমিটি এই অঞ্চলের গ্রামগুলি যে 'দৃঢ়ভাবেই কুলাক' তা ব্যক্ত করে। যখন আমরা মন্তব্য করলাম যে সুদৃঢ় কুলাক গ্রাম বলে এমন কোন জিনিস নেই, শোষিত ছাড়া কুলাকদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়, কারণ শোষণ করার মতো কুলাকদের কাউকে পেতে হবে, তখন উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁধ ঝাঁকায় এবং এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করে। অধিকন্তু আরও ব্যাপক তদন্তে পরিস্ফূট হয় যে সোভিয়েতগুলির মধ্যে অনাস্থাভাজন ব্যক্তি রয়েছে, দরিদ্র কৃষকদের কমিটিগুলো কুলাকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পার্টি সংগঠনগুলো দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য ও কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন পার্টির কাজ অবহেলিত এবং স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা পার্টি ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ দুর্বলতা, বিশেষ কমিশনগুলো, যারা পার্টি ও সোভিয়েত কাজকর্মের সাধারণভাবে ভাঙন হেতু প্রদেশগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার একমাত্র প্রতিনিধি, তাদের কাজকর্ম তীব্রতর করে ঢাকবার চেষ্টা করে। সোভিয়েত ও পার্টি-সংগঠনগুলি যাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ (অথবা স্বরাষ্ট্র বিভাগের গণ-কমিশারমণ্ডলীর) ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণও ছিল না তাদের কাজের শোচনীয়তাই শুধুমাত্র বিস্ময়জনক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারে যে বিশেষ ট্যাক্স[৫৩] সম্পর্কে বিপ্লবী নির্দেশনামা থাকে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শক্তির স্বপক্ষে গরিব কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল তা কুলাকদের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্রে রূপান্তরিত হয় যা কুলাকরা গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করত (আইনতঃ, কুলাকদের উদ্যোগে দরিদ্র কৃষকদের কমিটিগুলিতে প্রতিষ্ঠিত, সম্পত্তির ভিত্তিতে না হয়ে ব্যক্তির উপর কর বসানো হতো, যা দরিদ্র কৃষকদের উত্তেজিত করেছিল এবং কর ও সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে কুলাকদের আন্দোলন সম্প্রসারিত করেছিল)। তবুও ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত কর্তাব্যক্তি বুঝায়

যে বিশেষ কর সম্পর্কে 'ভুল বোঝাবুঝি' ছিল মূল কারণগুলির একটি, যদিও একমাত্র প্রধান নয়, যা গ্রামাঞ্চলকে প্রতিবিপ্লবী করে তোলে। সোভিয়েত সংগঠনগুলির সাম্প্রতিক কাজকর্ম সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশার সংসদ অথবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কোন পরিচালনা পরিলক্ষিত হবে না (এটা লক্ষণীয় যে পার্ম ও ভায়াৎকা গুবেনিয়ার দরিদ্র কৃষক সমিতিগুলির পুনঃনির্বাচন ২৬শে জানুয়ারিও আরম্ভ হয়নি)। পার্টি সংগঠনের সাম্প্রতিক কাজকর্মের কোন পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রক্ষিত হবে না। ফ্রণ্টে আমরা যতদিন ছিলাম ততদিনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট থেকে আমরা একটি মাত্র দলিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এটা পার্ম থেকে পেঞ্জাতে কমরেড করোবভ্‌কিনকে বদলীর আদেশ দেয় এবং তা এভ্‌গরদৎসেভা নামে কোন 'সম্পাদক' কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। (এর স্পষ্ট অসুবিধার জন্য এই আদেশ কার্যকরী করা হয়নি।)

এ সকল অবস্থার ফল এই দাঁড়াল যে পার্টি ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হল, দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে সংযোগ হারাল এবং বিশেষ কমিশন ও দমনমূলক ব্যবস্থাসমূহ যার তলায় গ্রামাঞ্চল গোঙাচ্ছিল তার উপর তাদের সকল আস্থা স্থাপন করতে লাগল। বিশেষ কমিশনগুলো নিজেরাই, যতদূর পর্যন্ত না তাদের কাজ পার্টি ও সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যথাযথ আন্দোলনমূলক ও গঠনমূলক কাজ দ্বারা সম্পূরিত ও সমান্তরাল-ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, সম্পূর্ণ ও চরম বিচ্ছিন্নতায় মধ্যে পড়েছিল যা ছিল সোভিয়েত শক্তির সম্মানের পরিপন্থী। যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত পার্টি ও সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতস্থানগুলি চটপট প্রকাশ করতে পারত; কিন্তু পার্ম ও ভায়াৎকা পার্টি এবং সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা তাদের কাজ সংগঠিত করার ক্ষমতা অথবা সোভিয়েত শক্তির সাম্প্রতিক কর্তব্য বোঝার জন্য বিশিষ্ট নয় ('বিশ্ব সামাজিক' বিপ্লব সম্পর্কে ফাঁকা কথা ছাড়া এর মধ্যে কিছুই নেই; গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শক্তির সুনির্দিষ্ট কাজ ভোলস্ত সোভিয়েতগুলির পুনর্নির্বাচন, বিশেষ কর, কোলচাক ও অন্যান্য শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্য, এ সবই হচ্ছে 'হীন' বিষয়বস্তু যা পত্র-পত্রিকা গর্বের সঙ্গে পরিহার করে)। উদাহরণস্বরূপ ঘটনাটার গুরুত্ব ভেবে দেখুন যে ভায়াৎকার সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলোর ৪,৭৬৬ জন অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের ৪,৪৬৭ জনই গুবেনিয়া গ্রামীণ শাসনব্যবস্থায় জারের সময়কার

একই পদে অধিষ্ঠিত ছিল ; অথবা, সাদা কথায় বললে, পুরানো জারের জেমস্তভো প্রতিষ্ঠানগুলিরই সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান বলে শুধু পুনঃ নামকরণ করা হল (ভুলবেন না যে এই 'সোভিয়েত কর্মচারীরা' ভায়াৎকা গুবের্নিয়ার সমগ্র চামড়া-উৎপাদনকারী অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে)। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আমাদের প্রশ্নাবলীর ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা প্রকাশ পায়। আঞ্চলিক পার্টি কমিটি ও আঞ্চলিক সোভিয়েত, স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও স্থানীয় পার্টির কর্মকর্তারা কি তা জানতেন ? অবশ্যই না। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশার সংসদ কি এ সম্পর্কে জানতেন ? অবশ্যই না। কিন্তু কি করে কেন্দ্র আদেশ দেয় সাধারণভাবে শুধু প্রদেশগুলিতেই নয়, এমনকি আমাদের প্রাদেশিক সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রধান ক্ষতস্থানগুলি সম্পর্কে যদি কোন ধারণা না থাকত ?

সিদ্ধান্ত

আমাদের আর্মিগুলির পক্ষে এক প্রচণ্ড অসুবিধা হল পশ্চাদ্‌ভাগের অস্থায়িত্ব যা প্রধানতঃ পার্টির কাছে অবহেলা, কেন্দ্রের নির্দেশ কার্যকরী করতে সোভিয়েতগুলির অক্ষমতা, এবং স্থানীয় বিশেষ কমিশনগুলোর অস্বাভাবিক আস্থা (প্রায় বিচ্ছিন্ন) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

পশ্চাদ্‌ভাগকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন :

(১) স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট নিয়মিত বিবরণ পাঠানোর কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্তন ; স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মিত সার্কুলার পাঠানো ; প্রাদেশিক পার্টি পত্র-পত্রিকাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মুখপত্রের একটা সংবাদ বিভাগ স্থাপন ; পার্টি ক্যাডারদের (প্রধানতঃ শ্রমিকদের থেকে) শিক্ষার জন্য স্কুল সংগঠন এবং ক্যাডারদের যথাযথ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে সংগঠিত পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর হাতে এ সকল ব্যবস্থার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত।

(২) সোভিয়েতগুলির সাম্প্রতিক কাজের দিকে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশারমণ্ডলীর ক্ষেত্র কঠোরভাবে নির্দেশ করে দেওয়া ; স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশারমণ্ডলীর সঙ্গে সারা রুশ বিশেষ কমিশনকে অন্তর্ভুক্ত করা* ;

* সারা রুশ বিশেষ কমিশনের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র বিভাগের গণ-কমিশারমণ্ডলীর একত্রীকরণে কমরেড ঝের্‌ঝিন্‌স্কি ভিন্নমত পোষণ করেন।

সোভিয়েতগুলি কর্তৃক কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের আদেশগুলি যাতে সঠিকভাবে ও ত্বরিত গতিতে সম্পাদিত হয় তা দেখা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশারমণ্ডলীর কাজ বলে ঠিক করা; স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশারমণ্ডলীর নিকট নিয়মিত বিবরণ দাখিল গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলির কাজ বলে নির্ধারণ করা; স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গণ-কমিশারমণ্ডলীর প্রয়োজনীয় নিয়মিত নির্দেশ সোভিয়েতের নিকট প্রেরণ কর্তব্য বলে নির্ধারণ করা; প্রাদেশিক সোভিয়েত সংবাদ সংস্থাকে নির্দেশ দেবার জন্য **সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজ্ভেস্তিয়ার** একটা সংবাদ সংস্থা বিভাগ স্থাপন করা।

(৩) গণ-কমিশারমণ্ডলী এবং ফ্রন্টে ও পশ্চাদ্ভাগে তার অনুরূপ আঞ্চলিক বিভাগসমূহের 'সংগঠন ব্যবস্থার ত্রুটি' অনুসন্ধান করার জন্য—প্রতিরক্ষা পরিষদের অধীনে একটা নিয়ন্ত্রণ ও অনুসন্ধান কমিশন গঠন করা।

সরবরাহ ও অপসারণ কার্যের সংস্থাসমূহ

সরবরাহ ব্যাপারে মুখ্য ব্যাধি হল সরবরাহ এজেন্সীগুলির পরস্পর-সংঘাতী সংখ্যা বাহুল্য এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। উবাল সরবরাহ, গুবের্নিয়া সরবরাহ, শহর সরবরাহ, উয়েজ্দ সরবরাহ বোর্ড, ও থার্ড আর্মির সরবরাহ বিভাগ থেকে পার্মের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ তাদের খাদ্য সরবরাহ পেত। ঐসব কারণে, সরবরাহের কাজ খুবই খারাপভাবে অগ্রসর হচ্ছিল যেহেতু সেনাবাহিনী (২৯তম ডিভিশন) অভুক্ত ছিল এবং পার্ম ও মতোভিলিখার শ্রমিকরা ছিল বুভুক্ষু, রুটির রেশন ক্রমান্বয়ে কমে কমে অনাহারের স্তরে নেমে আসে (⅛ পাউণ্ড)।

উপরে উল্লিখিত সরবরাহ এজেন্সীগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবহেতু সেনাবাহিনীতে খাদ্য সরবরাহে বিশৃংখলা বেড়ে যাচ্ছে—এর কারণ খাদ্য বিভাগের গণ-কমিশারমণ্ডলী পার্ম গুবের্নিয়া যে হস্তচ্যুত তা হিসেব করেনি এবং এখনো ভায়াৎকাতে স্থানান্তরিত করার পরিবর্তে পার্ম ও অন্যান্য দূরবর্তী গুবের্নিয়ার থার্ড আর্মিকে খাদ্য পাঠানোর অর্ডার দিচ্ছে। এটাও উল্লেখ করা উচিত যে খাদ্য বিভাগের গণ-কমিশারমণ্ডলী এখনো শস্য নদীর পারে বয়ে নিতে অগ্রসর হয়নি, কিংবা জলপথ পর্ষদ-এর কাছেও তার জাহাজগুলির মেরামতের জন্য যায়নি এবং নিঃসন্দেহে এ ভবিষ্যতে সরবরাহের ক্ষেত্রে দারুণ জটের সৃষ্টি করবে।

এজেন্সিগুলির সংখ্যাবাহুল্য ও আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের জন্য সেনা-বাহিনীকে সমরোপকরণ সরবরাহ আরও প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরবরাহ দপ্তর, কেন্দ্রীয় যুদ্ধাস্ত্র বিভাগ, বিশেষ সরবরাহ কমিশন ও থার্ড আর্মির যুদ্ধাস্ত্র বিভাগ অবিরত সরবরাহের সক্রিয় কাজে বাধা দিয়ে ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে একে অন্যের অন্তরাল হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ থার্ড আর্মির সেনানী কর্তৃক রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডারের নিকট (ট্রট্স্কির নিকট অনুলিপি সহ) পার্মের পতনের ঠিক পূর্বে ১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রেরিত তারবার্তার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি :

'পূর্ব ফ্রন্টের সরবরাহ-প্রধান তার ৩২৪৯ নং তারবার্তার ইয়ারোস্লাভ্ল অঞ্চলের ছয় হাজার জাপানী রাইফেলের একটা অর্ডার পাঠানো হয়েছে বলে বিবৃত করেছে। এ অর্ডার, প্রজাতন্ত্রের সামরিক পরিষদের প্রধান সেনাপতি কস্ত্যায়েভ এর ৪৯৩ নং তারবার্তা থেকে যা দেখা যায়, সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এক মাস পূর্বে থার্ড আর্মির কেন্দ্রীয় দপ্তর ঐ রাইফেলগুলি বুঝে নেওয়ার জন্য একজন এজেণ্টকে পাঠায়। ইয়ারোস্লাভ্ল অঞ্চলের যুদ্ধাস্ত্র দপ্তরে পৌছে সে তার করে যে এ বিষয়ে ঐখানে কেউ কিছুই জানে না যেহেতু কেন্দ্রীয় যুদ্ধাস্ত্র বিভাগ (সি. ও. ডি.) থেকে কোন নির্দেশ পৌছায়নি। এজেণ্ট মস্কোয় সি. ও. ডি-এর নিকট চলে যায় ও সেখান থেকে তার করে যে সেনাধ্যক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে ঐ রাইফেলগুলো পাঠানো যায়নি। গতকাল এজেণ্টের নিকট থেকে আমরা এই মর্মে তার পেয়েছি যে সি. ও ডি. দ্ব্যর্থহীনভাবে রাইফেল দিতে অস্বীকার করেছে এবং সে ফিরে এসেছে। বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সবররাহ প্রধান তাঁর ২০৮ নং তারে জানিয়েছেন যে থার্ড আর্মির হাতে ছয় হাজার রাইফেল হস্তান্তরিত করার জন্য সেকেণ্ড আর্মিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেকেণ্ড আর্মির কম্যাণ্ডার তাঁর ১৫৬০ নং তারে রাইফেলগুলো গ্রহণ করার জন্য ইঝেভ্স্কে একজন এজেণ্ট অবিলম্বে প্রেরণ করতে অনুরোধ করেছেন। এজেণ্টকে ইঝেভ্স্কে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তাকে রাইফেলগুলো দেওয়া হয়নি এই অজুহাতে যে কোন আদেশ পাওয়া যায়নি। সেকেণ্ড আর্মির কম্যাণ্ডার তাঁর ৬৫৪২ নং তারে এবং পূর্ব ফ্রন্টের সরবরাহ-প্রধান তাঁর ৬৫৪১ নং তারে ইঝেভ্স্ক কারখানা যাতে রাইফেলগুলো খালাস করে সেজন্য নির্দেশ

দেবার অনুরোধ করেন। এ মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত কারখানায় কোন আদেশ প্রেরিত হয়নি এবং এজেন্টের কাছ থেকে গৃহীত সংবাদ অনুযায়ী ইঝেভ্স্কে সমস্ত রাইফেল সোমবার দিন কেন্দ্রের নিকট প্রেরিত হবে। এইভাবে দুটি অর্ডারে দশ হাজার রাইফেল সেনাবাহিনীর খোয়া যায়। সেনাবাহিনীর অবস্থা সুবিদিত। রাইফেল ব্যতীত পরিপূরক বাহিনী ফ্রণ্টে পাঠানো যেতে পারে না এবং পরিপূরক বাহিনীর অভাবহেতু ফ্রণ্ট ভেঙে পড়ছে যার ফলাফলের সঙ্গে আপনারা পরিচিত। সেনাধ্যক্ষের সম্মতি অনুযায়ীই রাইফেলের জন্য অর্ডার ইয়ারোস্লাভ্ল অঞ্চলের যুদ্ধাস্ত্র বিভাগকে পাঠানো হয়েছিল এবং এজন্য থার্ড আর্মি কম্যাণ্ডার সি. ও. ডি-র বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগ এনেছে ও একটা তদন্তের দাবি করছে।'

এই তারবার্তার সারমর্ম ফ্রণ্ট কম্যাণ্ডার কামেনেভ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়েছে ('ফ্রণ্ট-কম্যাণ্ডারের সাক্ষ্য' দ্রষ্টব্য)।

স্থানান্তরকরণের ব্যাপারেও এজেন্টদের অনুরূপ বিশৃংখলা ও সংখ্যাবাহুল্য চালু ছিল। রেলওয়ে কর্মচারীদের দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত অন্তর্ঘাতমূলক কাজ রেলওয়ের আঞ্চলিক প্রধান বন্ধ করতে সম্পূর্ণ অপরাগ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনা, যানবাহনের ভিড়ে পথরোধ, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় জাহাজের রহস্যজনকভাবে উধাও হওয়া স্থানান্তরীকরণের খুব কঠিন সময়ে আঞ্চলিক প্রশাসনকে হকচকিয়ে দিয়েছিল, তবুও কার্যকরীভাবে দুষ্কর্ম বন্ধ করতে তা কিছুই করেনি অথবা কিছু করতে অক্ষম ছিল। কেন্দ্রীয় কলেজিয়াম 'কাজ করেছিল' অর্থাৎ আলোচনা করেছে কিন্তু মাল বোঝাই জাহাজকে সুশৃংখল-ভাবে স্থানান্তরকরণের বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। থার্ড আর্মির মুখ্য পরিবহন অফিসার যিনি স্থানান্তরকরণেরও প্রধান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাহাজগুলি (যন্ত্রপাতি এবং মত্তোভিলিখা কারখানার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) সরানোর ব্যাপারে কিছুই করেননি। সমস্ত রকমের আজেবাজে জিনিস সরানো হয়েছিল এবং সমস্ত সংগঠনের, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই, স্থানান্তর-করণের ব্যাপারে হাত ছিল এবং ফল হয়েছিল বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা।

সিদ্ধান্ত

সেনাবাহিনীর সরবরাহের উন্নতিকল্পে প্রয়োজন:

(১) কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী সরবরাহ এজেন্সিগুলির সংখ্যাধিক্য বন্ধ করতে

হবে (কেন্দ্রীয় সরবরাহ বিভাগ, বিশেষ সরবরাহ কমিশন, কেন্দ্রীয় যুদ্ধাস্ত্র বিভাগ—এদের প্রত্যেকটি যা উপযুক্ত মনে করে তাই করে) এবং তাদের একটি বিভাগে রূপান্তরিত করতে হবে, যাকে অর্ডারগুলির ত্বরিৎ কার্যকরী করার জন্য কঠোরভাবে দায়ী থাকতে হবে।

(২) সেনাবাহিনীর বিভাগকে নির্দেশ দিতে হবে যে প্রত্যেকটি ডিভিশনে অন্ততঃ এক পক্ষকালের রেশন সরবরাহ মজুত হিসেবে রাখতে হবে।

(৩) খাদ্য গণ-কমিশারমণ্ডলীকে তাদের একেবারে নিকটবর্তী গুবেনিয়ার সেনাবাহিনীকে অর্ডার দিতে বিশেষ করে ভায়াৎকা গুবেনিয়ার থার্ড আর্মির জন্য এর অর্ডারগুলি স্থানান্তরিত (অবিলম্বে) করার নির্দেশ দিতে হবে।

(৪) খাদ্য গণ-কমিশারমণ্ডলীকে নদীর পারে এক্ষুণি শস্য নিয়ে যাবার জন্য এবং এর স্টীমারগুলো মেরামত করার জন্য জলপথ পর্ষৎকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেওয়া।

সক্ষম বাস্তত্যাগ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন :

(১) স্থানীয় কেন্দ্রীয় কলেজিয়ামগুলি উচ্ছেদ করা।

(২) জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের অধীনে যার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের অধিকার থাকবে এমন একটি একক বাস্তত্যাগের এজেন্সি নিযুক্ত করা।

(৩) এ এজেন্সিকে, প্রয়োজনের সময়ে, বাস্তত্যাগের কাজ পরিচালনা করার জন্য বিশেষ এজেন্সি অকুস্থলে প্রেরণ সব সময়ের অপরিহার্য শর্ত আরোপ করে, সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের ও উক্ত অঞ্চলের রেলওয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া।

(৪) বিভিন্ন অঞ্চলের রেলওয়ে প্রশাসনে, বিশেষ করে উরাল অঞ্চল (এর কর্মচারীদের অসন্তোষজনক প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে) রেলের গণ-কমিশার-মণ্ডলীতে দায়িত্বশীল এজেন্সি নিযুক্ত করা যায়। রেলওয়ে বিশেষজ্ঞের আস্থা অর্জনে ও রেলওয়ে কর্মচারীদের নাশকতামূলক কাজ চূর্ণ করতে সমর্থ।

(৫) রেলের গণ-কমিশারমণ্ডলীকে যেসব অঞ্চলে প্রচুর এঞ্জিন ও ওয়াগন আছে সেসব অঞ্চল থেকে শস্য-উৎপাদনকারী অঞ্চলে এক্ষুণি স্থানান্তর করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত এঞ্জিনগুলিকে মেরামত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

কতকগুলো দলিলপত্রের 'অদৃশ্য' হওয়ায় ও সংশ্লিষ্ট সোভিয়েত কর্মচারী ও

বিশেষজ্ঞের পুরোটাই শত্রুশিবিরে যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতির একটি পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করা অসম্ভব। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ হল: ৪১৯,০০০ ঘন সাঝেন জ্বালানি কাঠ ও ২,৩৮৩,০০০ পুড কয়লা, এ্যানথ্রাসাইট ও পিট; ৬৬, ৮০০,০০০ পুড আকরিক ও অন্যান্য কাঁচামাল; ৫,০০০,০০০ পুড মৌল পদার্থ ও শিল্পজাত দ্রব্য (ঢালাই লোহা, এলুমিনিয়াম, টিন, জিংক ইত্যাদি); ৬,০০০, ০০০ পুড খোলা-উনুন ও বেসিমার ধাতুপিণ্ড, বার ও স্ল্যাব; ৮,০০০,০০০ পুড লোহা ও ইস্পাত (ষ্ট্রাক্‌চারাল স্টিল, শিট আয়রণ, তার, রেল প্রভৃতি); ৪,০০০,০০০ পুড লবণ; ২৫৫,০০০ পুড কষ্টিক ও ক্যালসাইনড্ সোডা; ৯০০,০০০ পুড তৈল ও প্যারাফিন; ৫,০০০, ০০০ রুবল মূল্যের ঔষধপত্র; মতোভিলিখা কারখানার গুদামঘরগুলি এবং পার্ম রেলওয়ে শপ; আমেরিকান অ্যাক্সেল-এর মজুতসহ রেলওয়ে অ্যাক্সেল ষ্টোর; কটন উল, বস্ত্র, খনিজতৈল, পেরেক, গরুর গাড়ি ইত্যাদি ভর্তি জেলা জল সরবরাহ পর্ষদের গুদামঘর; ৬৫ ওয়াগন ভর্তি চামড়া; সেনা সরবরাহ বিভাগের ১৫০ ওয়াগন ভর্তি খাদ্যদ্রব্য; ২৯৭টি রেলের ইঞ্জিন (৮৬টি বিকল), ৩,০০০-এরও বেশি রেলওয়ে ওয়াগন; প্রায় ২০,০০০ জন নিহত, ধৃত অথবা নিরুদ্দেশ সৈনিক ও ১০ গাড়ি ভর্তি আহত সৈনিক; ৩৭টি বন্দুক, ২৫০টি মেশিনগান, ২০,০০০-এর অধিক রাইফেল, ১০,০০০,০০০-এর বেশি কার্তুজ—১০,০০০-এর বেশি গোলা।

সমগ্র রেল লাইন, মূল্যবান সংস্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা কিছুই বললাম না।

রণাঙ্গনকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

জানুয়ারির ১৫ তারিখে নির্ভর করা যায় এমন ১২০০ বেয়নেট ও স্যাবার রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছে; দুদিন পর দুই স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী এবং ৩য় ব্রিগেডের ৬২তম রেজিমেণ্টকে (পুরো বাছাইয়ের পর) ২০ তারিখে পাঠানো হয়েছে। এই ইউনিটগুলি শত্রুর অগ্রগতি থামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে, থার্ড আর্মির মনোবলে বিরাট পরিবর্তন এনেছে এবং পার্মের দিকে আমাদের অগ্রগতি উন্মুক্ত করে দিয়েছে যা এ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। একই ব্রিগেডের ৬৩তম রেজিমেণ্টকে (একমাস ধরে বহিষ্করণের পর) জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে ফ্রণ্টে পাঠানো হবে। ৬১তম রেজিমেণ্টকে ১০ই

ফেব্রুয়ারির পূর্বে পাঠানো যাবে না (এর পুরোপুরি ঝাড়াই-বাছাই দরকার); বামপ্রান্ত শত্রুর আক্রমণের বিপদের পক্ষে উন্মুক্ত হওয়ার দুর্বলতা থাকায় ভায়াৎকার স্কি ব্যাটেলিয়নকে স্বেচ্ছাবাহিনী (সর্বসমেত ১,০০০) দ্বারা জোরদার করা হল, দ্রুত গোলা নিক্ষেপকারী বন্দুক সহ জানুয়ারির ২৮ তারিখ থার্ড আর্মির শেষ বাম পার্শ্বের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের জন্যে ভায়াৎকা থেকে ছেরদাইনের দিকে পাঠানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি এর অবস্থানকে শক্তিশালী করতে হয় এবং যদি এর সাফল্যের সদ্ব্যবহার করতে চায় তাহলে থার্ড আর্মিকে সমর্থন করার জন্য আরও তিনটি নির্ভরযোগ্য রেজিমেণ্ট রাশিয়া থেকে পাঠাতে হবে।

সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে সোভিয়েত ও পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলির বাছাই-ঝাড়াইয়ের কাজ চলছে। ভায়াৎকা ও উয়েস্তদ্ শহরগুলোতে বিপ্লবী কমিটি সংগঠিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন তৈরীর জোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে এবং তা এগিয়ে চলছে। নতুন পথে সমস্ত পার্টি ও সোভিয়েতের কাজকর্মের পুনর্গঠন চলছে। সামরিক নিয়ন্ত্রণ এজেন্সীও পরিস্কৃত ও পুনর্গঠিত হয়েছে। গুবেনিয়া বিশেষ কমিশনকে বহিষ্কার করা হয়েছে ও নতুন পার্টি কর্মী দ্বারা এর শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছে। ভায়াৎকা রেলপথের উপরে চাপ কমানো হয়েছে। অভিজ্ঞ পার্টি-কর্মীদের পাঠানো দরকার এবং থার্ড আর্মিকে পুরোপুরি শক্তিশালী করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সমাজতান্ত্রিক কর্মের প্রয়োজন।

তাদের বিবরণ শেষ করে কমিশন পুনরায় গণ কমিশার সংসদ এবং পশ্চাদ্ভাগও রণাঙ্গনের স্থানীয় বিভাগগুলির তথাকথিত 'সাংগঠনিক ত্রুটি' সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য প্রতিরক্ষা পরিষদের অধীনে একটি নিয়ন্ত্রণ ও অনুসন্ধান কমিশন স্থাপন করার উপর চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার বলে বিবেচনা করে।

কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলির কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরানোর সময় সোভিয়েত শক্তি অপরাধী কর্মচারীদের সাধারণতঃ সংযত করার ও শাস্তি দানের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এই পদ্ধতিকে চূড়ান্ত দরকারী ও সম্পূর্ণ উপযোগী বলে গণ্য করার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন একে অপ্রতুলও মনে করে। কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধুমাত্র শৈথিল্য, কোন কোন কর্মচারীর অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার জন্যই নয়, অন্যদের অনভিজ্ঞতার জন্যও বটে। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিশন বেশ

কিছু সংখ্যক সম্পূর্ণ সৎ, অক্লান্ত ও অনুরক্ত কর্মচারী পেয়েছে যারা কিন্তু অপ্রতুল অভিজ্ঞতার জন্য বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি করেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কাজে লব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মতো এবং ইতিপূর্বেই নিযুক্ত তরুণ কর্মচারীদের যারা সর্বহারাদের নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করতে ইচ্ছুক তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবার মতো যদি সোভিয়েত শক্তির হাতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকত তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া গঠন দ্রুতগতিতে ও কম আয়াসে এগিয়ে যেত। প্রতিরক্ষা পরিষদের অধীনে উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণ ও অনুসন্ধান কমিশনই হবে এই সংস্থা। কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা দৃঢ়তর করতে এই কমিশনের কাজকর্ম কেন্দ্রের কাজের সহায়ক হবে।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯১৯ — কমিশন :

মস্কো — জে. স্তালিন

এফ. জারঝিন্স্কি

১৩নং প্রাভদায় প্রথম প্রকাশিত

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৫

জাতিগত প্রশ্নে সরকারী নীতি

এক বৎসর পূর্বে, এমনকি অক্টোবর বিপ্লবেরও আগে রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া ছিল বিচ্ছিন্নতার এক প্রতিমূর্তি। পুরানো 'সীমাহীন রুশ সাম্রাজ্যের' পাশাপাশি ছিল নতুন ছোট ছোট 'রাষ্ট্রের' এক পুরো সিরিজ যারা বিভিন্ন দিকে চলছিল—এইই ছিল চিত্র।

অক্টোবর বিপ্লব ও ব্রেস্ট শান্তি গভীরতর হল ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়াকে এগিয়ে দিল। লোকে এখন আর রাশিয়ার কথা না বলে বলে বৃহৎ রাশিরায় কথা। সীমান্ত অঞ্চলে গঠিত বুর্জোয়া সরকারগুলো কেন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সরকারের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল ও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

এরই পাশাপাশি সীমান্ত অঞ্চলের শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েতগুলির নিঃসন্দেহে কেন্দ্রের সঙ্গে ঐক্যের জন্য ছিল একান্ত আগ্রহ। কিন্তু এই আগ্রহ নিমজ্জিত ও পরবর্তীকালে অবদমিত হয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী যারা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিল তাদের বিরোধী ধারা দ্বারা।

অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা এ ব্যাপারে এগিয়ে যায় এবং সীমান্তের সরকারগুলিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের যা কিছু দরকার তা প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে, কতকাংশে সীমান্ত অঞ্চল দখল করে ও সাধারণভাবে রাশিয়ার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণকে মদত দিয়ে পুরানো রাশিয়ার বিচ্ছিন্নকরণকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগায়। আঁতাত সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ট্রো-জার্মানদের পিছনে পড়ে থাকার ইচ্ছা ছিল না এবং অনুরূপ পদ্ধতি তারা গ্রহণ করল।

বলশেভিক পার্টির শত্রুরা অবশ্য (অবশ্যই !) এই বিচ্ছিন্নকরণের দোষ সোভিয়েত সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সহজেই এটা বোধগম্য হবে যে সাময়িক বিচ্ছিন্নতার অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়াকে সোভিয়েত সরকার প্রতিহত করতে পারত না এবং করার ইচ্ছাও তার ছিল না। সোভিয়েত সরকার উপলব্ধি করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী বেয়নেটের সাহায্যে বলপূর্বক রক্ষিত রাশিয়ার ঐক্য রুশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে বাধ্য।

সোভিয়েত সরকার এর নিজস্ব প্রকৃতির প্রতি অসৎ না হয়ে রুশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির সাহায্যে ঐক্য রক্ষা করতে পারত না। সোভিয়েত সরকার সচেতন ছিল যে ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য ছাড়া অন্য কোন রকম ঐক্য সমাজতন্ত্রের জন্য দরকার নেই এবং এরূপ ঐক্য কেবলমাত্র রুশিয়ার জাতিগুলির শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বেচ্ছাকৃত ঐক্যের আকারেই আসতে পারে নতুবা আদৌ নয়।...

অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সমগ্র চিত্রই পাল্টে দেয়। একদিকে, যে সকল সীমান্ত অঞ্চল দখলের বীভৎসতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল সেখানে রাশিয়ার সর্বহারা ও তাদের রাষ্ট্র-কাঠামোর প্রতি এমন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ জন্মাল যা সীমান্ত অঞ্চলগুলির সরকারের বিচ্ছিন্নতাকামী প্রচেষ্টাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অপরদিকে, এখন আর সেই বিদেশী সশস্ত্র বাহিনী (অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদ) নেই যা অধিকৃত অঞ্চলগুলির শ্রমজীবী মানুষকে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক বর্ণ প্রকাশে বাধা দিয়েছিল। যে শক্তিশালী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে ঘটে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের যে কিছু সংখ্যক জাতিগত প্রজাতন্ত্রের পত্তন হয় তাতে অধিকৃত অঞ্চলের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। স্বীকৃতির জন্য সোভিয়েত জাতীয় সরকারগুলি কর্তৃক অনুরোধের জবাবে রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার সদ্যগঠিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা নিঃসর্তে স্বীকার করে নিল। এরূপ করে সোভিয়েত সরকার তার পুরানো ও পরীক্ষিত নীতিতে অটল রইল যে নীতি—জাতিসত্তাসমূহের বিরুদ্ধে সকল রকম বলপ্রয়োগ বাতিল করে এবং তাদের শ্রমজীবী জনতার বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। সোভিয়েত সরকার উপলব্ধি করেছিল যে শুধুমাত্র পারস্পারক বিশ্বাসের ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাবুঝি গড়ে ওঠে এবং শুধুমাত্র পারস্পরিক বোঝাবুঝির ভিত্তিতে মানুষের দৃঢ় ও অটুট ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

পুনরায়, সোভিয়েত সরকারের শত্রুরা তার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার 'আর একটা প্রচেষ্টা' চালানোর অভিযোগ করতে ছাড়েনি। এদের মধ্যে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ কেন্দ্রের দিকে অধিকৃত অঞ্চলগুলি কত প্রবল-ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পেরে একটা 'নতুন' শ্লোগান তুলেছে—গোলা ও তরবারির সাহায্যে, অবশ্যই সোভিয়েত সরকারকে উৎখাত করে 'বৃহত্তর রাশিয়ার' পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ক্র্যাসনভ ও ডেনিকিনরা, কলচাক ও চৈকোভস্কিরা

যারা মাত্র গতকাল রাশিয়াকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল উর্বরক্ষেত্রে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল তারাই এখন হঠাৎ 'সারা রুশ রাষ্ট্রের' 'কল্পনা' করছে। ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজির দালালরা, যাদের রাজনৈতিক প্রবণতা অস্বীকার করা যায় না, এবং যারা মাত্র গতকালও রাশিয়ার বিচ্ছিন্নকরণ নিয়ে জুয়া খেলছিল এখন এত আকস্মিকভাবে তাদের খেলা বদলে দিয়েছে যে তারা একটি নয় একই সঙ্গে দুটো 'সারা রুশ' সরকার (সাইবেরিয়ায় ও দক্ষিণ অঞ্চলে) গঠন করেছে। এসব কেন্দ্রের প্রতি সীমান্ত অঞ্চলের অদম্য আকর্ষণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যা দেশের ও বিদেশের প্রতিবিপ্লবীরা এখন কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

কদাচ এ কথা বলা দরকার যে রাশিয়ার জাতিসমূহের শ্রমজীবী জনতার দেড় বৎসরের বৈপ্লবিক কাজ করার পর, 'পুরানো রাশিয়ার' (অবশ্যই পুরানো সরকার সহ) হবু পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামী প্রতিবিপ্লবী ক্ষুধা হতাশায় পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের প্রতিবিপ্লবীদের পরিকল্পনা যতই কল্পাশ্রয়ী হচ্ছে, সোভিয়েত সরকারের নীতি তত বেশি বাস্তব বলে দেখা যাচ্ছে যা সম্পূর্ণরূপে রাশিয়াব জাতিসমূহের পারস্পরিক ও সৌভ্রাতৃমূলক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, এটাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তবানুগ ও বৈপ্লবিক নীতি।

রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করে বিয়েলোরুশীয় প্রজাতন্ত্রের[৫৫] সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের যে সাম্প্রতিক ঘোষণা তা দ্বারাই এটা, উদাহরণস্বরূপ, সোচ্চাররূপে প্রমাণিত। ঘটনা হচ্ছে এই যে বিয়েলোরুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, যার স্বাধীনতা সাম্প্রতিককালে এর সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে স্বীকৃত হয়েছে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে রুশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে এর ঐক্য ঘোষণা করেছে। এর ফেব্রুয়ারি ৩ তারিখের ঘোষণায় বিয়েলোরুশ সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস স্বীকার করছে যে 'কেবলমাত্র সন্ত স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত ঐক্য ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ের জয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে।'

'সমস্ত স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির শ্রমজীবী মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ঐক্য।'... এই হচ্ছে সঠিক পথ যা সোভিয়েত সরকার জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রচার করছে এবং যা এখন হিতকর ফল প্রদান করছে।

আরও বিয়েলোরাশিয়ার সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস লিথুয়ানীয় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া স্থির করেছে এবং দুটি প্রজাতন্ত্রের ও রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তারবার্তায় প্রকাশ যে লিথুয়ানিয়ার সোভিয়েত সরকার একই মত পোষণ করে এবং, মনে হয়, সমস্ত লিথুয়ানীয় পার্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী পার্টি লিথুয়ানিয়া কমিউনিস্ট পার্টির এক সম্মেলন লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন জানায়। আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সদ্য আহৃত লিথুয়ানিয়ার সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস[৫৬] একই পথ অনুসরণ করবে।

জাতীয় প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের নীতির যথার্থতার এটি আর একটি নিদর্শন।

এভাবে পুরানো সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যের ফাটল থেকে স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে রাশিয়ার জাতিসমূহ এক নতুন, স্বেচ্ছাকৃত ও সৌভ্রাতৃমূলক ঐক্যের পথে এগিয়ে আসছে।

এ পথ প্রশ্নাতীতভাবে সহজতম নয়, তবে এ হচ্ছে একমাত্র পথ যা রাশিয়ার জাতিগুলির শ্রমজীবী মানুষের এক দৃঢ় ও ধ্বংসাতীত সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে।

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৩০
৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

তুর্কিস্তানের সোভিয়েত ও
পার্টি সংগঠন সমূহের প্রতি

পূর্বের সীমান্ত অঞ্চলগুলির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জাতিসমূহের শ্রমজীবী জনগণকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সাধারণ কাজে টেনে আনা পার্টি ও সোভিয়েত কর্মচারীদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক স্তরকে উন্নীত করা ও তাদের সমাজতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষিত করা, আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে সাহিত্যের বিকাশ সাধন, স্থানীয় লোক যারা সর্বহারা-দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাদের সোভিয়েত সংগঠনে নিযুক্ত করা ও অঞ্চলকে শাসন করার কাজে তাদের টেনে আনা দরকার।

কেবলমাত্র ঐ পথেই সোভিয়েত শক্তি তুর্কিস্তানের শ্রমজীবী মানুষের নিকট প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

মনে রাখা উচিত যে তুর্কিস্তানের, তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সঙ্গে পূর্বের শোষিত দেশগুলোর সেতু-বন্ধন রূপ সম্পর্ক রয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তুর্কিস্তানে সোভিয়েত ক্ষমতার দৃঢ়ীকরণ সমগ্র প্রাচ্যের উপর এক বিরাট বৈপ্লবিক প্রভাব খাটাতে পারে। সুতরাং উপরোল্লিখিত কাজ তুর্কিস্তানের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির, সোভিয়েতগুলির সারা রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং গণ-কমিশার পরিষদের ইস্তাহার আকারে গৃহীত একগাদা সিদ্ধান্তের প্রতি জাতিসত্তাসমূহ সম্পর্কিত গণ-কমিশারমণ্ডলী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ও এর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করছে যে তুর্কিস্তানের পার্টি ও সোভিয়েত কর্মচারীরা এবং প্রথম ও প্রধানতঃ সোভিয়েতের জাতীয় বিভাগগুলি তাদের উপর ন্যস্ত কাজগুলো সুষ্ঠভাবে পালন করবে।

মস্কো
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯

পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোর সদস্য
গণ-কমিশার
জে. স্তালিন

ঝিজ্‌ন ন্যাশনেলনস্তেই
২রা মার্চ, ১৯১৯

দুটি শিবির

পৃথিবী নিশ্চিতভাবে এবং অবধারিতভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে : সাম্রাজ্যবাদের শিবির ও সমাজতন্ত্রের শিবির।

ওখানে **ওদের** শিবিরে রয়েছে তাদের পুঁজি, অস্ত্রশস্ত্র, পরীক্ষিত দালাল এবং অভিজ্ঞ প্রশাসক নিয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান।

এখানে **আমাদের** শিবিরে আছে সোভিয়েত রাশিয়া এবং তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ ও ইউরোপের দেশগুলোর বর্তমান সর্বহারা বিপ্লব যাদের পুঁজি, পরীক্ষিত দালাল অথবা অভিজ্ঞ প্রশাসক নেই, কিন্তু অন্যদিকে রয়েছে অভিজ্ঞ উত্তেজক কর্মী যারা মুক্তির আহ্বানে শ্রমজীবী মানুষের চিত্তকে উজ্জীবিত করতে সমর্থ।

এ দুই শিবিরের মধ্যে লড়াই, বর্তমান দিনের সমস্ত ব্যাপারের কেন্দ্র, পুরানো ও নতুন জগতের নেতৃবর্গের বর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি-গুলির সারবস্তু নির্ধারিত করে।

এস্টল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া, তুর্কিস্তান ও সাইবেরিয়া, পোল্যাণ্ড ও ককেশাস এবং সবশেষে রাশিয়া নিজে কোন লক্ষ্য নয়। এগুলি শুধুমাত্র লড়াইয়ের ক্ষেত্র, সাম্রাজ্যবাদ যা দাসত্বের জোয়াল দৃঢ়তর করছে এবং সমাজতন্ত্র যা দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে—এই দুটি শক্তির মধ্যে মরণপণ লড়াই।

সাম্রাজ্যবাদের শক্তি জনগণের অজ্ঞতার মধ্যে নিহিত—যে জনগণ তাদের প্রভুদের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করছে ও নিজেদের জন্য তৈরী করছে শোষণের শৃংখল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতা একটা অস্থায়ী ব্যাপার এবং যতই জন-সাধারণের অসন্তোষ বাড়ে এবং বিপ্লবী আন্দোলন ছড়ায় ততই অনিবার্য-ভাবে সময়ের গতিতে তা কেটে যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি আছে—কিন্তু কে না জানে যে অবশ্যম্ভাবীর কাছে পুঁজিও ক্ষমতাহীন? এ কারণে, সাম্রাজ্যবাদের শাসন অস্থায়ী ও অনিশ্চিত।

সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা নিহিত আছে বিপর্যয় **না ডেকে**, বিপুল বেকারী বৃদ্ধি **না করে**, নিজেদের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর আরও দস্যুবৃত্তি **না করে**,

বিদেশের ভূমি আরও দখল না করে যুদ্ধ শেষ করার অক্ষমতার মধ্যে। যুদ্ধ শেষ করা কিংবা জার্মানির উপর এমনকি বিজয়লাভও প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল যুদ্ধের জন্য যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় তা কে বহন করবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে পুনর্জীবন লাভ করে রাশিয়ার উদ্ভব হয়েছে কারণ সে-দেশের ও বিদেশের সাম্রাজ্যবাদীদের মূল্যে যুদ্ধ শেষ করেছে এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে এর জন্য দায়ী তাদের উচ্ছেদ করে তাদের উপরই যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তা করতে পারে না; তারা তাদের নিজেদেরকে উচ্ছেদ করতে পারে না, তা না হলে তারা সাম্রাজ্যবাদীই হতো না। সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় যুদ্ধ শেষ করতে হলে শ্রমিকদের অনাহারের মধ্যে নিক্ষেপ করতে তারা 'বাধ্য' ('অলাভজনক' কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সামগ্রিকভাবে বেকারত্ব, অতিরিক্ত অপ্রত্যক্ষ কর, খাদ্যদ্রব্যের সাংঘাতিক রকমের মূল্যবৃদ্ধি); তারা জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ইউক্রেন, ককেশাস, তুর্কিস্তান, সাইবেরিয়া প্রভৃতিকে লুঠ করতে 'বাধ্য'।

এটা কি বলা দরকার যে এ সকল বিপ্লবের ভূমিকে প্রসারিত করে, সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে নাড়া দেয় ও অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে?

তিন মাস পূর্বে জয়ে মুহ্যমান সাম্রাজ্যবাদ স্থাবারের শব্দ ধ্বনিত করছিল ও তার সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা রাশিয়াকে দখল করার হুমকী দিচ্ছিল। কি করে 'দারিদ্র্য-পীড়িত' ও 'বর্বর' সোভিয়েত রাশিয়া 'সুশৃংখল' ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারল, যারা 'এমনকি' জার্মানকে পর্যন্ত তাদের গর্ব করার মতো প্রাযুক্তিক যন্ত্রপাতির জন্য ধ্বংস করেছিল? তারা যা ভেবেছিল তা এই। কিন্তু তারা একটা 'তুচ্ছ বিষয়' দেখেনি, তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে শান্তি, এমনকি 'অসুন্দর' শান্তিও অবশ্যই তাদের সেনাবাহিনীর 'শৃংখলার' ক্ষতিসাধন করবে এবং এর বিরোধীদের আর একটা যুদ্ধ উদ্বুদ্ধ করবে, যখন বেকারী ও জীবনযাত্রার অধিক ব্যয়—অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলন তাদের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করবে।

এবং আমরা কী দেখলাম? হস্তক্ষেপের কাজে 'শৃংখলাপরায়ণ' সৈন্য-বাহিনী অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে: অনিবার্য রোগ—হতাশায় এ আক্রান্ত। 'অসামরিক শান্তি' ও 'আইন-শৃংখলা, এদের বিপরীত গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হল। রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ঝটপট তৈরী বুর্জোয়া 'সরকারগুলো' সাবানের বুদ্বুদ বলে প্রমাণিত হয়েছে, প্রমাণিত হয়েছে হস্তক্ষেপের আবরণ হিসেবে

অনুপযুক্ত—যা অবশ্য (অবশ্যই !) 'মানবতা' ও 'সভ্যতার' নামে হাতে নেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তাদের আশা 'ওয়াক ওভার' শুধুমাত্র ব্যর্থই হয়নি—এমনকি একটু পিছিয়ে যাওয়ায় প্রিন্সেস্ দ্বীপপুঞ্জে[৫৭] প্রয়োজনীয়তাও তারা বোধ করে। একটা 'সম্মেলনে'ও তাকে আহ্বান করায় লালফৌজের সাফল্যের নিমিত্ত, নতুন জাতীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির চেহারা, যারা প্রতিবেশী দেশগুলিকে বিপ্লবের চেতনায় সংক্রামিত করছিল, পশ্চিমে বিপ্লবের বিস্তৃতি ও আঁতাতের দেশগুলিতে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতের আবির্ভাব ইত্যাদি যুক্তি ছিল অধিকতর প্রত্যয় সমন্বিত। অধিকন্তু, বিষয়গুলো এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে এমনকি অপ্রশম্য ক্লিমেঞ্চু যে এই গতকাল বার্ন সম্মেলনের[৫৮] ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেছিল এবং যে 'নৈরাজ্যবাদী' রাশিয়াকে গিলে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, আজ—বরং বিপ্লব দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় সে সৎ 'মার্কসবাদী' দালাল বুড়ো কাউট্স্কির সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ নয় এবং তাকে সে মধ্যস্থতা অর্থাৎ 'অনুসন্ধান'-এর জন্য রাশিয়ায় পাঠাতে চায়।

সত্যই :

'এখন তারা কোথায়, উদ্ধত কথা,
মহিমান্বিত শক্তি, সেই রাজকীয় মুখভাব ?'[৫৯]

তিনমাসের মতো সময়ের মধ্যে এ সকল পরিবর্তন ঘটেছে।

স্বীকার করার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে যে একইদিকে এ ঝোঁক চলতে থাকবে, কেননা এটা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান 'ঝড় ও ঝঞ্ঝার' দিনে রাশিয়াই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন হরতাল ও সরকারবিরোধী সমাবেশ-এর অবর্তমানে 'স্বাভাবিকভাবে' অগ্রসর হচ্ছে, ইউরোপের বর্তমান সরকারগুলোর মধ্যে সোভিয়েত সরকারই হচ্ছে **সবচেয়ে বেশি স্থায়ী** এবং সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তি ও সম্মান, ভিতরে এবং বাইরে দিনে দিনে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির শক্তি ও সম্মানের অধঃপতনের প্রত্যক্ষ অনুপাতে বর্ধিত হচ্ছে।

পৃথিবী সমন্বয়ের অতীত দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে : সাম্রাজ্যবাদের শিবির ও সমাজতন্ত্রের শিবির। সাম্রাজ্যবাদ তার মৃত্যুযন্ত্রণায় তার সর্বশেষ খড় 'জাতিসংঘকে' আঁকড়ে ধরছে, সমস্ত দেশের দস্যুকে একটিমাত্র আঁতাতের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করে একে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তার প্রচেষ্টা

ব্যর্থ হয়েছে কারণ সময় ও অবস্থা এর বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে কাজ করছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্রোত অপ্রতিহতভাবে বাড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিগুলিকে অবরোধ করছে। শোষিত প্রাচ্যের দেশগুলিতে এর বজ্রধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় মাটি পুড়তে আরম্ভ করেছে। অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের চরম শাস্তি নিহিত।

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৪১
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

প্রাচ্যে আমাদের কর্তব্য

লালফৌজের পূর্বমুখী অগ্রগমনের জন্য ও তুর্কিস্তানের দিকে পথ উন্মুক্ত হওয়ায় আমাদের সামনে নতুন কয়েকটি কর্তব্য এসে পড়েছে।

রাশিয়ার পূর্বাংশের অধিবাসীরা মধ্য গুবের্নিয়ার মতো সম্পৃক্ত নয় যা সমাজতান্ত্রিক গঠন ত্বরান্বিত করে কিংবা পশ্চিম ও দক্ষিণের সীমান্ত অঞ্চলের ন্যায় তারা সাংস্কৃতিকভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তও নয় যা উপযুক্ত জাতীয়রূপে সোভিয়েত শক্তিকে দ্রুতগতিতে ও বিনা আয়াসে সজ্জিত করা সম্ভবপর করে তোলে। এ সকল সীমান্ত অঞ্চল ও রাশিয়ার মধ্যভাগের বিপরীতে পূর্বাঞ্চলে—তাতার, বাস্‌কির, কিরখিজ, উজ্‌বেক, তুর্কম্যান, তাজিক ও বহুসংখ্যক অন্যান্য জাতীয় গোষ্ঠি (সর্বসমেত প্রায় তিন কোটি অধিবাসী)—সংস্কৃতিগত পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলির বিরাট বৈষম্য উপস্থিত করছে যারা এখনো পর্যন্ত মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেনি অথবা মাত্র সাম্প্রতিককালে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে।

নিঃসন্দেহে অবস্থা জটিলতর এবং প্রাচ্যে সোভিয়েত শক্তির কর্তব্য কতকাংশে ব্যাহত করে।

জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির জটিলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহিঃপ্রভাবিত 'ঐতিহাসিক' রকমের জটিলতাগুলি। আমরা প্রাচ্যের জাতিগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জার সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, রাশিয়ার বণিক যারা পূর্বাঞ্চলের প্রভুর ন্যায় কাজ করেছে তাদের অতৃপ্ত লোভ, এবং রাশিয়ার ধর্মযাজক যারা সৎ অথবা অসৎ উপায়ে মুসলিম জাতিগুলিকে গোঁড়া চার্চের অধীনে আনবার চেষ্টা করেছিল তাদের ধর্মযাজকীয় নীতির জন্য—যে অবস্থা যা কিছু রুশীয় তার প্রতিই প্রাচ্য জাতিগুলির অবিশ্বাস ও ঘৃণার উদ্রেক করেছিল, তারই উল্লেখ করছি।

এ কথা সত্য যে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় এবং শোষিত জাতি-গুলিকে মুক্ত করার সোভিয়েত সরকারের নীতি নিঃসন্দেহে জাতিগত শত্রুতার পরিবেশকে দূর করতে সাহায্য করেছে এবং প্রাচ্য জাতির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাশিয়ার সর্বহারা অর্জন করেছে। অধিকন্তু, এটা স্বীকার করার যথেষ্ট ভিত্তি

রয়েছে যে প্রাচ্যের জাতিগুলি, তাদের অধিকতর শিক্ষাদীপ্ত প্রতিনিধিরা রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল থেকে তাদের মুক্তির প্রাকার ও পতাকারূপে গণ্য করতে আরম্ভ করেছে। তথাপি সীমিত সংস্কৃতি ও পশ্চাদপদ জীবন-যাত্রার ধারা এক কোপেই পরিত্যাগ করা যায় না এবং তারা এখনো তাদের প্রভাব প্রাচ্যে সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার অনুভব করাচ্ছে (এবং করতে থাকবে)।

এ বাধাগুলিই ছিল রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী প্রণয়ন কমিশনের[৬০] সামনে যখন এর খসড়াতে বলে যে জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে 'আর. সি. পি. ঐতিহাসিক বিকাশের স্তর যেখানে একটা জাতি মধ্যযুগ থেকে বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাসিকে বা বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাসি থেকে সোভিয়েত ডিমোক্র্যাসিতে উত্তরণ করেছে কিনা বিবেচনা করে ঐতিহাসিক ও শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরছে' এবং 'ঐ জাতিগুলি যারা শোষক জাতি ছিল তাদের সর্বহারারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং শোষিত অথবা অসমান জাতিদের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেকার জাতীয় ভাবপ্রবণতার অবশেষ সম্পর্কে বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল থাকবে।'

আমাদের কর্তব্য হল :

(১) পশ্চাদ্পদ জাতির সাংস্কৃতিক মানকে প্রতিটি উপায়ে উন্নীত করা, স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ব্যবস্থা তৈরী করা, এবং যে ভাষা জন্মগত ও চারিদিকে শ্রমজীবী অধিবাসীর বোধগম্য সেই ভাষায় আমাদের মৌখিক ও ছাপানো সোভিয়েত প্রচার চালানো।

(২) প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনতাকে সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠনে নিযুক্ত করা এবং যে সকল লোক সোভিয়েত শক্তিকে সমর্থন করে ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তাদের নিয়ে তাদের ভোলস্ত উয়েজ্দ ও অন্যান্য সোভিয়েত গঠন করতে সর্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করা।

(৩) সকল রকমের অযোগ্যতা, আনুষ্ঠানিক ও প্রকৃত, তা পুরানো রাজত্ব থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হোক কিংবা গৃহযুদ্ধের পরিবেশে জন্ম নিক, যা মধ্যযুগের অবশেষ ও জাতীয় নির্যাতন, যা পূর্বেই ভেঙে পড়েছে, তা থেকে নিজেদের মুক্ত করার সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বাধীন তৎপরতা প্রদর্শনে প্রাচ্যের জাতিগুলিকে বাধা দেয় তা বর্জন করা।

কেবলমাত্র এই পথেই সোভিয়েত শক্তি সীমাহীন প্রাচ্যের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ জাতিগুলির নিকটও প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

শুধু এভাবেই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের চারিদিকে সর্বগ্রাসী আবেষ্টনী তৈরী করে পশ্চিমের সর্বহারা বিপ্লব ও প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সেতু নির্মিত হতে পারে।

কর্তব্য হচ্ছে প্রাচ্যে সোভিয়েত শক্তির একটা দুর্গ তৈরী করা, কাজান ও উফাতে, সমরখন্দ ও তাসখন্দে একটা সমাজতান্ত্রিক বাতিঘর প্রতিষ্ঠা করা যা প্রাচ্যের অত্যাচারিত জাতিদের মুক্তির পথে আলো প্রজ্বলিত করবে।

আমাদের সন্দেহ নেই যে আমাদের উৎসর্গীকৃত পার্টি ও সোভিয়েত কর্মচারীরা যাঁরা সর্বহারা বিপ্লবের ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধে সমস্ত চাপ বহন করেছেন এই অতিরিক্ত দায়িত্বটুকু, যা ইতিহাস তাঁদের হাতে অর্পণ করেছে, কৃতিত্বের সঙ্গে তা তাঁরা সম্পাদন করবেন।

প্রাভদা, সংখ্যা ৪৮

২রা মার্চ, ১৯১৯

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

দুটি বৎসর

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯১৭

রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব। মিলিউকভ-কেরেনস্কি সরকার। সোভিয়েত-গুলিতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা প্রধান দল। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ৪০০-৫০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪০-৫০ জন বলশেভিক। রাশিয়ার সোভিয়েতসমূহের প্রথম সম্মেলনে[৬১] বলশেভিকরা কষ্টে ১৫-২০ শতাংশ ভোট আদায় করে। এই সময়ে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে বলশেভিক পার্টি ছিল দুর্বলতম। এর মুখপত্র **প্রাভদা**[৬২] সর্বত্র 'নৈরাজ্যবাদী' বলে নিন্দিত। এর বক্তারা যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানান তখন সৈন্য ও কর্মীরা তাদের প্লাটফরম থেকে টেনে নামিয়ে দেয়। কমরেড লেনিনের সোভিয়েত ক্ষমতা[৬৩] সম্পর্কে বিখ্যাত থিসিস্ সোভিয়েত-গুলো কর্তৃক গৃহীত হয়নি। সামাজিক-স্বদেশপ্রেমিক মার্কা প্রতিরক্ষাবাদী পার্টিগুলির—মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের পক্ষে—এ এক সম্পূর্ণ বিজয়ের সময়।

ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেমে যায় না এবং এ শিল্পকে বিপর্যস্ত করে, কৃষিকে উপেক্ষা করে, খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থায় বিশৃংখল এনে এবং শত সহস্র নতুন প্রাণ গ্রাস করে তার মারাত্মক কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯১৮

রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব। কেরেনস্কি-কনোভালভ বুর্জোয়া সরকার উচ্ছিন্ন। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিলুপ্ত। জমি জনগণের সম্পত্তিতে পরিগণিত। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। একটা লাল-বাহিনী সংগঠিত। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা পেত্রোগ্রাদে সংবিধান পরিষদের হাতে 'সমস্ত ক্ষমতা' অর্পণ করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। সংবিধান পরিষদকে বরখাস্ত করা হয় এবং বুর্জোয়াদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দক্ষিণে, উরালে, সাইবেরিয়ায় লালফৌজের সাফল্য। চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট

রিভলিউশনারিরা সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আশ্রয় নেয়, সেখানে তারা প্রতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রাশিয়ার সমস্ত পার্টির মধ্যে বলশেভিকরা এখন সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে ঐক্যবদ্ধ। ইতিপূর্বেই ১৯১৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-গুলির দ্বিতীয় সর্ব-রুশ সম্মেলনে বলশেভিক পার্টি চূড়ান্ত সাখ্যাধিক্য ভোট (৬৫-৭০ শতাংশ) অধিকার করে। সোভিয়েতগুলির পরবর্তী বিকাশ নিশ্চিতভাবে বলশেভিক পার্টির সপক্ষে। শ্রমিক সোভিয়েতগুলির ক্ষেত্রে যেখানে শতকরা ৯০ জন সদস্য বলশেভিক, এবং শুধু সৈনিকদের সোভিয়েত যেখানে শতকরা ৬০-৭০ জন সদস্য বলশেভিক শুধু সেখানেই তা প্রযোজ্য নয় কিন্তু কৃষক সোভিয়েতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সেখানেও বলশেভিকরা সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছে।

কিন্তু বলশেভিক পার্টি এখন শুধুমাত্র সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টিই নয়। এ রাশিয়ার **একমাত্র** সমাজতান্ত্রিক পার্টিও বটে। কারণ মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যারা চেকোশ্লোভাক ও দুতভ, ক্র্যাসনভ ও আলেক্সিয়েভ, অস্ট্রো-জার্মান ও ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করছিল রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর কাছে তারা সমস্ত নৈতিক সম্মানবোধ খুইয়েছে।

যা হোক, দেশের আভ্যন্তরীন, এ অসাধারণ অনুকূল অবস্থা বাতিল ও প্রতিকূল হয়ে যায় এ কারণে যে এখনো রাশিয়ার কোন বিদেশী বন্ধুদেশ নেই, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদ রূপ সমুদ্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত যেন একটি দ্বীপ। ইউরোপের শ্রমিকরা ক্লান্ত, রক্ত ঝরছে···কিন্তু তারা যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে, যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাববার মতো সময় তাদের নেই! ইউরোপীয় 'সোস্যালিষ্ট' পার্টিগুলি সম্পর্কে বলা যায়, যারা সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট তাদের তরবারি বিক্রী করে দিয়েছে কেমন করে বলশেভিকদের গালি দেওয়া ছাড়া অন্যরূপ করতে পারে---ঐ 'অশান্ত' লোকগুলি যারা তাদের 'বহুমূল্য' 'বিপজ্জনক পরীক্ষা' দ্বারা শ্রমিকদের 'ক্ষতিসাধন' করছে?

সুতরাং, এটা আশ্চর্যজনক নয় যে এ সময়ে বলশেভিক পার্টির মধ্যে সর্বহারা বিপ্লবের ভিত্তি প্রসারিত করার, পশ্চিমের শ্রমিকদের (এবং প্রাচ্যেরও)

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনে টেনে আনার, সমস্ত দেশের বিপ্লবী শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন প্রতিষ্ঠা করার একটা জোর প্রবণতা থাকবে।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৯

রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা আরও সংহত হওয়া। এর আঞ্চলিক বিস্তার। লালফৌজের সংগঠন। দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে লালফৌজের সাফল্য। এস্টল্যাণ্ড, লাত্ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বিয়েলোরাশিয়া ও ইউক্রেনে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরীতে সর্বহারা বিপ্লব। স্বিদেম্যান-এবার্ট সরকার ও জার্মান সংবিধান পরিষদ। বাভারিয়াতে একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। সমগ্র জার্মান জুড়ে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা!' ও 'একটি এবং স্বিদেম্যান-এর পতন হোক!' শ্লোগান সহ রাজনৈতিক ধর্মঘট। ধর্মঘট এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালীতে শ্রমিকদের সোভিয়েত। পুরানো সেনাবাহিনীর নৈতিক অধঃপতন এবং আঁতাতভুক্ত দেশগুলির সৈনিক ও নাবিকদের সোভিয়েত। সোভিয়েত ব্যবস্থা সর্বহারা একনায়কত্বের সার্বজনীন রূপ নিয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে বামপন্থী কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি ও জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যাণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। তারা যোগাযোগ ও সমন্বয়কালের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ভাঙন। মস্কোতে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন[৬৪] এবং সমস্ত দেশের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ সংগ্রামী তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা। রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবের বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায়: এখন রাশিয়ার মিত্র রয়েছে। প্যারিতে সাম্রাজ্যবাদী 'জাতিসংঘ' এবং এর সহায়ক বার্নের সোশ্যাল-পেট্রিওটিক সম্মেলন 'বলশেভিক সংক্রমণের' হাত থেকে ইউরোপীয় শ্রমিকদের দূরে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া হয়েছে এবং হতে বাধ্য ও পৃথিবীর সর্বহারা বিপ্লবের পতাকাবহনকারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের অগ্রবর্তী শক্তির আকর্ষণের কেন্দ্র। 'বিশুদ্ধ রাশিয়া-জাত দ্রব্য' থেকে বলশেভিজম্ শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে নাড়িয়ে দিচ্ছে।

তা এখন এমনকি মেনশিভকদের দ্বারাও স্বীকৃত যারা সংবিধান পরিষদের জন্য 'তাদের চিন্তা ভুলে গিয়ে' এবং তাদের সেনাবাহিনীকে হারিয়ে আস্তে

আস্তে সোভিয়েতগুলির রিপাবলিকের শিবিরে ভিড়ে যাবে।

এমনকি দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীরাও তা অস্বীকার করতে পারে না যারা কলচাক এবং দুতভ্‌দের হাতে সংবিধান পরিষদ হারিয়ে সোভিয়েতের দেশে নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য হয়।

সংক্ষিপ্তকরণ

এ দু'বৎসরের সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রাম বলশেভিকরা যা দূরদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তাই সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেছে: সাম্রাজ্যবাদের দেউলিয়া হওয়া এবং একটা সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা; দক্ষিণপন্থী 'সমাজতন্ত্রী' পার্টিগুলির অপদার্থতা ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবক্ষয়; বলশেভিকবাদের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও সংবিধান পরিষদের শ্লোগানের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র; বলশেভিকবাদের বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব এবং সংগ্রামী তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবশ্যম্ভাবী সৃষ্টি।

ঝিজ্‌ন ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৮
৯ই মার্চ, ১৯১৯
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

সাম্রাজ্যবাদের মজুত শক্তি

সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার লড়াই চলছে। জাতীয় 'উদার-নৈতিকতা' এবং 'ছোট' জাতিগুলির 'পৃষ্ঠপোষকতা', আঁতাতের 'শান্তিপূর্ণ-ভাব' এবং তার আগ্রাসী কার্যকলাপ 'পরিত্যাগ করা', 'নিরস্ত্রীকরণের' আহ্বান এবং মীমাংসা-আলোচনার জন্য 'উদ্‌গ্রীব প্রস্তুতি', রাশিয়ান জনগণের জন্য 'উদ্বেগ' এবং তাদেরকে সকল 'প্রাপ্তিসাধ্য প্রকারে' 'সাহায্য করার' 'অভিপ্রায়' —এইসব এবং অনুরূপ অন্য সব কিছু হল সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সাঁজোয়া গাড়ি ও গোলাবারুদ জোরদার যোগানের একটি মাত্র, আড়াল সমাজতন্ত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করার, 'ছোট' জাতি, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য 'জনমতের' নিকট 'গ্রহণযোগ্য' নতুন পদ্ধতি 'অনুসন্ধান'কে আড়াল দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত এক সাধারণ কূটনৈতিক কৌশল।

মাস চারেক আগে সাম্রাজ্যবাদী মিত্রপক্ষ তার অস্ট্রো-জার্মান প্রতি-দ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে 'রাশিয়ার ব্যাপারে' সশস্ত্র হস্তক্ষেপের (আগ্রাসনের!) জন্য নিশ্চিত ও স্পষ্টভাবে জোর দিচ্ছিল। 'নৈরাজ্যমূলক' রাশিয়ার সঙ্গে কোনও মীমাংসা-আলোচনা নয়! সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা ছিল তাদের 'মুক্ত' সৈন্যবাহিনীর অংশকে রুশ ভৌগোলিক এলাকায় সরিয়ে নেওয়া, তাদেরকে **স্কোরোপাদ্‌স্কি এবং ক্র্যাসনভ, ডেনিকিন ও বাইশেরাখভ, কলচাক ও চাইকোভ্‌স্কিদের** শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে সংযুক্ত করা ও বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি সোভিয়েত রাশিয়াকে এক 'লৌহবলয়ে' জোর করে সংকুচিত করা। কিন্তু বিপ্লবের জোয়ারে সেই পরিকল্পনা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারে বিহ্বল ইউরোপের শ্রমিকরা সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্ষেত্রে 'মুক্ত বাহিনী' স্পষ্টতঃই অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া অভ্যুত্থানমুখী শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেরাই বলশেভিকবাদে 'সংক্রামিত' হয়। এর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল সোভিয়েত বাহিনীর দ্বারা খারশন ও নিকোলায়েভের অধিকার যেখানে আঁতাত বাহিনী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ হানতে অস্বীকার করে। পরিকল্পিত 'লৌহবলয়' সম্পর্কে বলা যায় যে তা শুধু

'মারাত্মক' বলেই প্রমাণিত হয়নি, এমনকি, তা নিজেই কতকগুলি ফাটলের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। প্রত্যক্ষ এবং খোলাখুলি হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা এইভাবেই স্পষ্টতঃ 'অনুপযোগী' হয়ে দাঁড়ায়। এটাই ব্যাখ্যা করছে বলশেভিকদের সঙ্গে মীমাংসা করার 'অনুমোদনযোগ্যতা' ও রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা', রাশিয়ায় বার্ন কমিশন পাঠানোর প্রস্তাব[৬৫], এবং সর্বশেষে একটি 'শান্তি সম্মেলনে'[৬৬] রাশিয়ার সবকটি 'কার্যকরী' সরকারকে প্রস্তাবিত আমন্ত্রণ (দ্বিতীয়বার!) সম্পর্কে লয়েড জর্জ ও উইলসনের সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলিকে।

কিন্তু **খোলাখুলি** হস্তক্ষেপকে বর্জন করার এইটিই একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে এই ঘটনাও ছিল যে লড়াই চালাতে গিয়ে একটি নতুন পরিকল্পনা, নতুন, **ছদ্ম** ধরনের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ উদ্ভাবিত হয়, খোলাখুলি হস্তক্ষেপের চাইতে যা অবশ্য জটিল কিন্তু অন্যদিকে 'সভ্য' এবং 'মানবিক' আঁতাতশক্তির কাছে তা অধিকতর 'সুবিধাজনক'। আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার **বিরুদ্ধে** সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা তাড়াহুড়োয় প্রস্তুত রুমানিয়া, গ্যালিশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানি এবং ফিনল্যাণ্ডের পুঁজিবাদী সরকারগুলির আঁতাতের কথা বলছি। এটা সত্য যে মাত্র গতকালই এই সরকারগুলি 'জাতীয়' স্বার্থ এবং জাতীয় 'স্বাধীনতার' অজুহাতে পরস্পরের গলা কাটছিল। এ-ও সত্য যে গতকালই সব গৃহশীর্ষ থেকে গ্যালিশিয়ার বিরুদ্ধে রুমানিয়ার, পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গ্যালিশিয়ার, জার্মানির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের 'দেশপ্রেমিক যুদ্ধের' কথা চীৎকৃত হচ্ছিল। কিন্তু আঁতাতের অর্থবৈভবের তুলনায়, একবার যখন তা 'পরস্পরধ্বংসী যুদ্ধ' থামানোর নির্দেশ দিয়েছে, তখন 'পিতৃভূমির' গুরুত্ব কতটুকু! একবার যখন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঁতাত একটি যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা, সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটেরা কী 'আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে ওঠা' ছাড়া আর কিছু করতে পারে! এমনকি জার্মান সরকারও, যা আঁতাতের হাতেই অপমানিত ও কাদায় পদদলিত হয়েছিল, তা-ও সমস্ত আত্মসম্মানবোধ খুইয়েছিল এবং আঁতাত শক্তির স্বার্থে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি ভিক্ষা করে নিয়েছিল। স্পষ্টতঃই রাশিয়ার ব্যাপারে 'হস্তক্ষেপ না করার' এবং বলশেভিকদের সঙ্গে 'শান্তি' আলোচনা করার কথা বকতে গিয়ে আঁতাতের আনন্দে ডগমগ হওয়ার সব কারণই রয়েছে। যখন অপরের মূল্যে, 'ছোট' দেশগুলির মূল্যে, একটি জাতীয় পতাকার আড়ালে ছদ্ম 'চূড়ান্তভাবে নিরাপদ'

হস্তক্ষেপ সংগঠিত করার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন এ-রকম খোলাখুলি হস্তক্ষেপের অর্থ কী যা সাম্রাজ্যবাদের কাছে 'বিপজ্জনক', তা-ছাড়া বড় দরের ক্ষতি-স্বীকারেরও দাবি রাখে? রাশিয়ার বিরুদ্ধে রুমানিয়া, গ্যালিশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানির একটি যুদ্ধ? কিন্তু, নিশ্চিতভাবেই এ হল 'জাতীয় অস্তিত্বের' জন্য, 'পূর্ব রণাঙ্গন রক্ষার' জন্য একটি যুদ্ধ, বলশেভিক 'সাম্রাজ্যবাদ'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রুমানীয়, গ্যালিসীয়, পোল এবং জার্মানদের 'নিজেদের' সংগঠিত এক যুদ্ধ। এতে আঁতাতের কী করার আছে? সত্য যে আঁতাত এদেরকে অর্থ আর অস্ত্র যোগাচ্ছে, কিন্তু তা তো 'সভ্য' দুনিয়ার আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা পবিত্র এক অর্থনৈতিক কর্মসূচী মাত্র। এটা কী স্পষ্ট নয় যে আঁতাত হচ্ছে কপোতের ন্যায় নিরীহ, তা হস্তক্ষেপের 'বিরুদ্ধে'?...

এইভাবেই, সাম্রাজ্যবাদ তলোয়ার ঘোরানোর নীতি, খোলাখুলি হস্তক্ষেপের নীতি থেকে প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপের নীতিতে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ছোট-বড়, পরনির্ভর জাতিগুলিকে টেনে আনার নীতিতে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুদয়ের জন্য, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সব দেশের শ্রমিকদের লালিত সহমর্মিতার জন্য প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের নীতি ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ এই নীতির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছে।

এতে সন্দেহ নেই যে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ রিজার্ভদের, তথাকথিত 'ছোট' জাতিদের আহ্বান করার নীতি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে অবতীর্ণ করানোর নীতিও অনুরূপভাবে ব্যর্থ হবে। এবং এর কারণ শুধু এই নয় যে পাশ্চাত্ত্যের ক্রমবিকাশমান বিপ্লব সব কিছু সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের ভিত ধ্বংস করে দিচ্ছে, শুধু এই জন্য নয় যে বিপ্লবী আন্দোলন খোদ 'ছোট' দেশগুলির মধ্যেই দৃঢ়ভাবে স্ফীতিলাভ করছে, এর কারণ এটাও যে এই সব দেশের 'সৈন্যবাহিনীর' সঙ্গে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকদের যোগাযোগ নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে বলশেভিকবাদের বীজাণু দ্বারা 'সংক্রামিত' করবে। সাম্রাজ্যবাদের 'পৈতৃক সংস্কার' লুঠেরা চরিত্র সম্পর্কে এই সব দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য সমাজতন্ত্রবাদ প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।

প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপের সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হবে এই যে তা

'ছোট' দেশগুলিকে বিপ্লবের পরিধিতে টেনে আনবে এবং সমাজতন্ত্রের বনিয়াদকে বিস্তৃত করবে।

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৫৮
১৬ই মার্চ, ১৯১৯
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে[৬৭] সামরিক প্রশ্নে প্রদত্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ

(২১শে মার্চ, ১৯১৯)

এখানে আলোচিত সবকটি প্রশ্নই একটিতে পরিণত হয়: রাশিয়ার একটি কঠোর শৃংখলাবদ্ধ নিয়মিত সেনাবাহিনী থাকবে কী থাকবে না?

ছ' মাস আগে, পুরানো জারের সেনাবাহিনীর পতনের পর আমাদের একটি নতুন, একটি স্বেচ্ছাসৈন্যের বাহিনী হয়েছিল, একটি বাহিনী যা ছিল খারাপভাবে সংগঠিত, যার নিয়ন্ত্রণ ছিল সামূহিক এবং যা সব সময় নির্দেশ মানত না। এটা ছিল এমন এক সময়ে যখন একটি আঁতাত আক্রমণের আভাস দেখা দিচ্ছিল। সেনাবাহিনীটি পুরোপুরি যদি না-ও হয় প্রধানতঃ শ্রমিকদের নিয়েই তৈরী হয়েছিল। এই সেচ্ছাসৈন্য বাহিনীতে শৃংখলার অভাব থাকায়, এটি সব সময় নির্দেশ না মেনে চলায় এবং বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে বিশৃংখলা থাকায় আমরা পরাজিত হই এবং ক্র্যাসনভ যখন সাফল্যের সঙ্গে দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন শত্রুর হাতে কাজান সমর্পণ করি।...ঘটনাগুলি দেখিয়ে দেয় যে একটি স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী সমালোচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, অপর একটি বাহিনী, একটি নিয়মিত বাহিনী, যা শৃংখলাবোধে উদ্দীপিত, যার একটি সক্ষম রাজনৈতিক বিভাগ রয়েছে এবং প্রথম নির্দেশেই যা উত্তিষ্ঠিত হতে ও শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে প্রস্তুত এবং সক্ষম তা আমরা তৈরী করতে না পারলে আমাদের প্রজাতন্ত্রকে আমরা রক্ষা করতে পারব না।

আমি নিশ্চয়ই বলব যে সেই অ-শ্রমিক মানুষেরা—কৃষকরা, যারা আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ হয়েছে, তারা সমাজতন্ত্রের জন্য স্বেচ্ছায় লড়াই করবে না। বহু ঘটনা এর প্রমাণ দেবে। পশ্চাদ্ভাগে এবং রণাঙ্গনে ধারাবাহিক বিদ্রোহ, রণাঙ্গনে ধারাবাহিক বাড়াবাড়ির ঘটনা দেখিয়ে দেবে যে আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ যে অ-সর্বহারা মানুষেরা তারা স্বেচ্ছায় সাম্যবাদের জন্য লড়তে প্রস্তুত নয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে এই সব ব্যক্তিদেরকে পুনঃশিক্ষিত করা, তাদের মধ্যে লৌহদৃঢ় শৃংখলাবোধ উজ্জীবিত করা, তাদেরকে ফ্রন্টে এবং পশ্চাদ্ভাগে সর্বহারা নেতৃত্বের অনুসারী করা,

আমাদের সাধারণ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য তাদেরকে লড়াই করতে বাধ্য করা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে একটি সত্যকারের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ করা, একমাত্র যা দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্নটি এমনি দাঁড়াচ্ছে।

…হয় আমরা একটি সত্যকারের শ্রমিক ও কৃষকের সৈন্যবাহিনী, একটি সুকঠোর সুশৃংখল নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলব এবং প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করব অথবা আমরা তা করব না এবং সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য যাবে হারিয়ে।

…স্মিরনভের পরিকল্পনা অসমর্থনযোগ্য কারণ তা শুধু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃংখলাহানি ঘটায় ও একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব করে দেয়!

জে. স্তালিনের 'বিরোধী সম্পর্কে। নিবন্ধ এবং ভাষণ (১৯২১-২৭)'
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৮-এ সর্বপ্রথম প্রকাশিত

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ (স্টেট কণ্ট্রোল) সংস্থার পুনর্গঠন

(সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একটি
সভায় প্রদত্ত প্রতিবেদন, ৯ই এপ্রিল, ১৯১৯)
(সংবাদপত্রের প্রতিবেদন)

কমরেড **স্তালিন** দেখিয়ে দেন যে একমাত্র রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংস্থাই পরিশোধন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যায়নি যা অন্য সব বিভাগেই সম্পন্ন হয়েছে। কাগজে নিয়ন্ত্রণ নয়, বাস্তব এবং যথার্থ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে বক্তার মতে বর্তমান রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মীদের মধ্যে নতুন এবং সতেজ শক্তি সঞ্চার করে একে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে চালু শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলিকে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণকার্যে যুক্ত সকল শক্তিকে সাধারণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মধ্যে সমবেত করতে হবে। সুতরাং পুনর্গঠনের বুনিয়াদী নীতি হল রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গণতন্ত্রীকরণ এবং তাকে শ্রমিক ও কৃষক জনগণের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যে আনা।

বক্তার উপস্থাপিত খসড়া ডিক্রীটি[৬৮] সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৭৭
১০ই এপ্রিল, ১৯১৯

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের হাতে বাকুর ছাব্বিশ জন কমরেড গুলির মুখে খুন

আমাদের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা দুটি দলিল[৬৯] উপস্থিত করছি যা গত বছরের শরতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বাকুর সোভিয়েত ক্ষমতার দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরকে পাশবিক হত্যার ঘটনা সপ্রমাণ করছে। এই দলিলগুলি নেওয়া হয়েছে বাকুর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি সংবাদপত্র **জ্নামায়া ক্রুদা**[৭০] এবং বাকুর সংবাদপত্র **ইয়েদিনায়া রোশিয়া**[৭১] অর্থাৎ সেই একই মহল থেকে যারা এই কদিন আগেই ব্রিটিশদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছিল আর বলশেভিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবং যারা ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে এখন তাদের কালকের মিত্রদেরকেই নিন্দা করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রথম দলিলটি ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮-র রাত্রে ব্রিটিশ ক্যাপটেন টীগ্-জোন্সের দ্বারা বাকু শহরে ২৬ জন সোভিয়েত কর্মকর্তার (শৌমিয়ান, দজাপারিদ্‌যে, ফিওলিতভ, ম্যালিগিন প্রমুখ) বিনা বিচারে বর্বর হত্যাকাণ্ডের কথা বিবৃত করবে, ক্র্যাসনাভোদস্ক থেকে আশখাবাদের পথে তখন তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে সে (টীগ-জোন্স—অনু.) নিয়ে যাচ্ছিল। টীগ-জোন্স ও তার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক স্যাঙাতরা গোড়ায় গোটা ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবে আশা করেছিল এবং মিথ্যা প্রচার চালাতে চেয়েছিল যে বাকু বলশেভিকরা জেলখানায় বা হাসপাতালে 'স্বাভাবিক' মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু এই চক্রান্ত স্বতঃই ব্যর্থ হয় কারণ জানা গেল যে এমন সব প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে যারা মুখ বুজে থাকতে রাজী নয় এবং ব্রিটিশ পাশবিকতার মুখোস পুরোপুরি খুলে দিতে প্রস্তুত। এই দলিলটি জনৈক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি শাইকিনের স্বাক্ষরিত।

দ্বিতীয় দলিলটি ১৯১৯-এর মার্চের শেষদিকে ব্রিটিশ জেনারেল থমসনের সঙ্গে প্রথম দলিলটির লেখক শাইকিনের যে কথাবার্তা হয়েছিল তা পুংখানুপুংখ-ভাবে বর্ণনা করছে। জেনারেল থমসন দাবি করেছিল যে ক্যাপটেন টীগ-জোন্স যে ২৬ জন বাকু বলশেভিককে পাশবিকভাবে হত্যা করেছিল তার

প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম শাইকিনের বলতে হবে। শাইকিন এই শর্তে প্রত্যক্ষ-দর্শীদের নাম বলতে ও তথ্যাদি হাজির করতে রাজী ছিলেন যে ব্রিটিশ কম্যাণ্ড, বাকুর জনসাধারণ এবং তুর্কিস্তান বলশেভিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। তুর্কিস্তান সাক্ষীদের ব্রিটিশ এজেন্টরা খুন করবে না এই গ্যারান্টিও শাইকিন দাবি করেছিলেন। কোন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করতে বা সাক্ষীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানে কোনরকম গ্যারান্টি দিতে থমসন যেহেতু অস্বীকৃত হয় তাই আলোচনা ভেঙে যায় এবং শাইকিন চলে যান। দলিলটি আকর্ষক এই কারণে যে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বরতাকে পরোক্ষভাবে সপ্রমাণ করে এবং শুধু প্রমাণই করে না, সেই সঙ্গে সেইসব ব্রিটিশ এজেন্টদের পাশবিকতা এবং অপরাধ-থেকে অব্যাহতি লাভের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ে যারা বাকু এবং ট্রান্সকাস্পিয়ান 'আদিবাসীদের' ওপর হিংস্রতা উদ্গার করেছিল ঠিক যেমনভাবে মধ্য আফ্রিকার নিগ্রোদের ওপরে ওরা করে থাকে।

বাকুর ২৬ জন বলশেভিকদের ঘটনা এই: ১৯১৮-র আগস্টে যখন তুর্কি-বাহিনী বাকুর কাছাকাছি এসে পৌঁছায় এবং বাকু সোভিয়েতের সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক সদস্যরা বলশেভিকদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে সোভিয়েতের অধিকাংশের সমর্থন অর্জন করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তখন শৌমিয়ান এবং দজাপারিদ্জের নেতৃত্বে বাকু বলশেভিকরা সংখ্যালঘু হওয়ায় তাদের ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করে এবং তাদের রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের কাছে ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে চলে যায়। বাকুর নবগঠিত ব্রিটিশ, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক কর্তৃত্বদের সম্মতি নিয়ে বলশেভিকরা সোভিয়েত ক্ষমতার নিকটতম অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পেত্রোভস্কে অপসৃত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পেত্রোভস্কের পথে বাকু বলশেভিক ও তাদের পরিবারবর্গ যে স্টিমারে ছিল পিছন থেকে অনুসরণ-কারী ব্রিটিশ জাহাজ তার ওপর গোলা বর্ষণ করে এবং তা ক্র্যাসনাভোদস্কে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা হল আগস্টের কথা।

ব্রিটিশ কারাবন্দীদের বিনিময়ে বাকু কমরেডদের ও তাদের পরিবারবর্গের মুক্তি দাবি করে রুশ সোভিয়েত সরকার কয়েকবারই ব্রিটিশ কম্যাণ্ডের কাছে আবেদন করে, কিন্তু ব্রিটিশ কম্যাণ্ড অবধারিতভাবেই উত্তরদানে বিরত থাকে। অক্টোবরের মধ্যেই বেসরকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান মারফত খবর

আসতে শুরু করে যে বাকু কমরেডদের গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ১৯১৯ সালের ৫ই মার্চ তিফ্‌লিস থেকে আস্ত্রাখান একটি বেতারবার্তা পায় এই মর্মে যে 'দ্‌জাপারিদ্‌ঝে এবং শৌমিয়ান ব্রিটিশ কম্যাণ্ডের হাতে নেই ; স্থানীয় সংবাদ অনুযায়ী তারা গত সেপ্টেম্বরে কিঝিল-আরভাটের কাছে এক দল শ্রমিকের একতরফা হামলায় নিহত হয়।' আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ খুনীদের পক্ষ থেকে শৌমিয়ান এবং দ্‌জাপরিদ্‌ঝের প্রতি যারা অসীম শ্রদ্ধাশীল সেই শ্রমিকদের ঘাড়ে নিজেদের পাশবিক নৃশংসতার অপরাধের বোঝা চাপানোর এইটি হল প্রথম সরকারী প্রয়াস। উপরি-উল্লিখিত দলিলগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর এখন এটা নিশ্চয়ই প্রমাণিত বলে গ্রাহ্য করতে হবে যে আমাদের বাকু কমরেডরা যারা স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে এসেছিল এবং উদ্বাস্তু হিসেবে পেত্রোভ্‌স্কের পথে যাচ্ছিল, তারা বাস্তবে 'সভ্য' আর 'মানবিক' ব্রিটেন থেকে আগত নরখাদকদের হাতে বিনা বিচারে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

'সভ্য' দেশগুলিতে বলশেভিক সন্ত্রাস ও বলশেভিক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে প্রচার করা প্রথাসিদ্ধ এবং ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদেরকে সাধারণত সন্ত্রাস ও গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের বিরোধী বৈরী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এটাই কী স্পষ্ট নয় যে সোভিয়েত সরকার তার বিরোধীদের প্রতি কখনোই 'সভ্য' ও 'মানবিক' ব্রিটিশদের মতো এত জঘন্য ও কুৎসিত ব্যবহার করেনি, এবং এক-মাত্র সাম্রাজ্যবাদী নরখাদকেরা যারা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সকল নৈতিক সততা থেকে বিচ্যুত তাদেরকেই রাত্রিতে হত্যার পথ নিতে হয়, বিরোধী শিবিরের নিরস্ত্র রাজনৈতিক নেতাদের ওপর অপরাধীর মতো আক্রমণ হানতে হয়! এখনো এমন যদি কেউ থাকেন যাঁরা এতে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাঁরা আমাদের নীচে মুদ্রিত তথ্যগুলি পাঠ করুন এবং বিষয়গুলি যথাযথভাবে অবহিত হোন।

বাকু মেনশেভিক আর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যখন বাকুতে ব্রিটিশদের আমন্ত্রণ করল এবং বলশেভিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল, তখন তারা ভেবেছিল যে তারা ব্রিটিশ 'অতিথিদের'-কে একটি শক্তি হিসেবে 'ব্যবহার' করতে পারবে ; তারা ভেবেছিল যে তারাই থাকবে দেশের প্রভু আর 'অতিথিরা' শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবে। বাস্তবে হল উল্টোটা : 'অতিথিরা'-ই হল চূড়ান্ত প্রভু, যেখানে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং

মেনশেভিকরা ২৬ জন বলশেভিক কমিশারকে জঘন্য ও পাষণ্ডোচিতভাবে হত্যা করার প্রত্যক্ষ সহযোগীতে পরিণত হল। এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তাদের নয়া মনিবদের মুখোস সতর্কভাবে খুলে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হল, আর মেনশেভিকরা তাদের বাকু সংবাদপত্র 'ইস্ক্রা'য়[৭১] গতকালকের 'সমাদৃত অতিথিদের' বিরুদ্ধে বলশেভিকদের সঙ্গে মোর্চা গঠনের সপক্ষে বলতে বাধ্য হল।

এটা কী স্পষ্ট নয় যে সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের সঙ্গে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের মৈত্রী হল ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের সঙ্গে তাদের মনিবদের একটি 'মৈত্রী'? এখনো যদি কেউ এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে তিনি নীচে পুনঃপ্রকাশিত জেনারেল থমসন ও শাইকিন মহাশয়ের 'আলাপ'টি পড়ুন এবং সত্য করে বলুন যে শাইকিন মহাশয়কে একজন প্রভু বলে মনে হচ্ছে কিনা আর জেনারেল থমসনকে মনে হচ্ছে এক 'সমাদৃত অতিথি'।

ইজ্‌ভেস্তিয়া, সংখ্যা ৮৫
২৩শে এপ্রিল, ১৯১৯
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় বিশেষ অবধায়ক সিসিগ্রী-র কাছে প্রেরিত তারবার্তা

ভূমি-সংক্রান্ত বিশৃংখলার কারণগুলি অনুসন্ধানকালে উয়েজ্‌দের কৃষক জনগণের সাধারণ রাজনৈতিক মনোভাব অনুসন্ধান করা ছাড়া নিম্নলিখিতগুলির প্রতি অনুগ্রহপূর্বক নজর দেবেন :

(১) রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমি বিভাগ এবং রাষ্ট্রীয় খামার পর্ষদের নীতিসমূহ। রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠিত করার জন্য কৃষকদের জাতিগুলিকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে দখল করার ঘটনা ঘটেছে কি? এগুলি সংগঠিত করতে গিয়ে এমন জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কি, যার ফলে কৃষকদের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে?

(২) যৌথ খামার সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমি বিভাগের নীতি। কৃষি-কমিউন ও আর্টেল, যৌথ চাষ ইত্যাদি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কোনরকম বলপ্রয়োগের ব্যাপার ঘটেছে কি? যৌথ খামার সংগঠিত করতে গিয়ে স্থানীয় কৃষক জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থহানি ঘটেছে কি?

(৩) চিনি-বীট বাগিচার জন্য জমি জাতীয়করণের ক্ষেত্রে প্রধান চিনি পর্ষদের নীতি। জাতীয়করণের কর্মকাণ্ড এমন এক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে কি যা কৃষকদের মৌলিক স্বার্থের পরিপন্থী? জাতীয়কৃত জমির অঞ্চলগুলি কৃষকদের নিজেদের জমিজোত ব্যবহার দুঃসাধ্য করে তুলেছে কি? কৃষকদেরকে ক্ষুব্ধ করতে পারে এমন সব ব্যবস্থা (যথা, চিনি শোধনাগারগুলিকে নিশ্চিতভাবে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ করা; চিনি-বীট আবাদে পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন জমির এলাকা জাতীয়করণ করা ইত্যাদি) গৃহীত হয়েছে কি?

(৪) এছাড়া নিম্নরূপ প্রশ্নাবলি: জমি-সংক্রান্ত বিশৃংখলার কারণ কি জেলায় জমির অভাব? অ-শ্রমজীবী ব্যক্তিদের জমি কি কৃষকদের হাতে অর্পিত হয়েছে, এবং তা হলে কোন্ শর্তে হয়েছে? উয়েজ্‌দ ভূমি বিভাগ বা তার কোন কর্মকর্তাদের অথবা ভোলস্ত্‌ ভূমি বিভাগগুলির তরফ থেকে সাধারণভাবে এমন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি, যা কেন্দ্রের নির্দেশাবলী

বা ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে কৃষকদেরকে ক্ষুব্ধ করতে পারে? তাছাড়া, কর্তৃত্বের অপব্যবহারের কোন নজিরও রয়েছে কি?

এই তারবার্তার প্রাপ্তিসংবাদ এবং কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা তারযোগে জানান।

৭ই মে, ১৯১৯

গণ-কমিশার, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংস্থা
জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

সরাসরি তারযোগে লেনিনের কাছে পেত্রোগ্রাদ থেকে প্রেরিত প্রতিবেদন[৭৩]

মাস তিনেক আগে যা হচ্ছিল তার থেকে নিঃসন্দেহে আরও ভালরকম সংগঠিতভাবে এখন সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি প্রেরণ করা হচ্ছে, কিন্তু এটাও আবার আমার কাছে পরিষ্কার যে যেসব ইউনিট পেত্রোগ্রাদে পাঠানো হচ্ছে সে সম্পর্কে কী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বা কী তাঁর চীফ অফ স্টাফ কেউই কিছুই জানেন না। সেই জন্যই কাজান থেকে দ্বিতীয় ব্রিগেড অশ্বারোহী ব্রিগেডের বেশে মাত্র মুষ্টিমেয় লোকের উপস্থিতির মতো বিস্ময় ঘটেছে। যাই হোক, পেত্রোগ্রাদ এ-তাবৎ সামরিক বিদ্যালয়গুলি থেকে মাত্র ছ'শ লোক পেয়েছে যারা সত্যিসত্যি কর্মক্ষেত্রে সক্ষম।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি অবশ্য ইউনিটগুলির সংখ্যাগত পরিমাণ নয়, তাদের যোগ্যতা। গোটা দলটিকে নার্ভার ওপারে হারিয়ে দেবার জন্য আমাদের যা দরকার তা হল তিনটি পদাতিক রেজিমেণ্ট—অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে তারা সক্ষম—আর অন্তত একটি অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট। যথাসময়ে এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি আপনি পূরণ করতে পারলে এস্টোনিয়ানদের এখন থেকে আগেই হটিয়ে দেওয়া যেত।

যা হোক, ফ্রন্টের পরিস্থিতি যেহেতু সুস্থির হয়েছে, ফ্রন্টের বাহিনী দৃঢ় হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে আমাদের বাহিনী ইতোমধ্যেই অগ্রসর হয়েছে সেহেতু বিপদের কোন কারণ নেই।

আজ আমি আমাদের ক্যারেলিয়ান দুর্গ-শিবির পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি চলনসই দেখেছি। ফিনরা এক একগুঁয়েরকম নীরবতা বজায় রাখছে এবং যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার যে তারা সুযোগের অধিকার গ্রহণ করেনি। কিন্তু এর কারণ হল এই যে দেশের ভেতর তাদের নিজেদের অবস্থা ক্রমশঃই এমন অস্থির হয়ে উঠছে ঠিক যেমন ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ফিনিশ্ কমরেডরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন।

জ্বালানি সংকটের দরুন নৌবহর সংকুচিত করার জন্য কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের একটি প্রস্তাব আজ আমাকে দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের

নৌবহরের সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি যে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের প্রস্তাবটি পুরোপুরি বেঠিক। কারণগুলি হল : প্রথমতঃ, যদি বড় ইউনিটগুলিকে ভাসমান বহরে পরিণত করতে হয় তাহলে তাদের পক্ষে কামান চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে, অর্থাৎ সেগুলি আদৌ গোলা ছুঁড়তে পারবে না কারণ জাহাজের গতির সঙ্গে তার কামানগুলির কাজের সম্পর্ক রয়েছে ; দ্বিতীয়তঃ, এটা ঠিক নয় যে আমাদের কোন বড়-মাপের গোলা নেই—এই সেদিনই বারটি জাহাজবোঝাই গোলা 'আবিষ্কৃত' হয়েছে ; তৃতীয়তঃ, জ্বালানি সংকট দূর হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা ইতোমধ্যেই 'মাজুত' ছাড়াও চারশ কুড়ি হাজার পুড (১ পুড=৩৬·১১ পাউণ্ড—অনু.) কয়লা জমিয়ে ফেলতে সফল হয়েছি এবং প্রত্যহ এক ট্রেনবোঝাই কয়লা পাচ্ছি ; চতুর্থতঃ, আমি নিজে নিশ্চিত যে আমাদের নৌবহর সুশৃংখল নাবিক যারা পেত্রোগ্রাদকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে প্রস্তুত তাদের নিয়ে এক সত্যকারের নৌবহরে পরিণত হচ্ছে।

ইতোমধ্যেই কর্মক্ষেত্রে সক্ষম এমন যুদ্ধ-বাহিনীর সংখ্যা এখানে জানাতে আমি চাই না, কিন্তু এটা বলা আমি আমার দায়িত্ব মনে করি যে প্রাপ্ত নৌশক্তির সাহায্যে আমরা পেত্রোগ্রাদকে সমুদ্র থেকে উদ্ভূত যে-কোন আক্রমণের হাত থেকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করতে পারব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, পেত্রোগ্রাদের সকল কমরেড এবং আমি নিশ্চিত মনে করি যে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের প্রস্তাবটি বর্জিত হোক।

এ ছাড়া তিন-চার সপ্তাহ সময়ের জন্য প্রত্যহ কয়লা সরবরাহ দু' ট্রেন-বোঝাই বর্ধিত করা একেবারেই জরুরী বলে আমি মনে করি। আমাদের নৌবহরের সদস্যরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এতে আমাদের ডুবো-জাহাজ এবং রণতরীগুলিকে আমাদের পক্ষে লড়াকু ভূমিকায় নামানো সম্ভব হবে।

স্তালিন

২৫শে মে, ১৯১৯-এ লিখিত
'১৯১৯ সালে পেত্রোগ্রাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত
দলিলগুলির' সংকলনে প্রথম প্রকাশিত
মস্কো, ১৯৪১

লেনিনের কাছে তারবার্তা

ক্র্যাসনায়া গোর্‌কা অধিকারের পর সেরায়া লোসাদ[৭৪] অধিকৃত হয়েছে। তাদের কামানগুলি চমৎকার অবস্থায় রয়েছে। সবকটি দুর্গ ও শিবিরে জোর তল্লাস চলছে।

নৌবিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলছেন যে সমুদ্র থেকে ক্র্যাসনায়া গোর্‌কা অধিকার করা নৌবিজ্ঞানের বিরোধী। এই তথাকথিত বিজ্ঞানের জন্য আমি শুধু দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমার অসামরিক ব্যক্তিদের সামূহিক হস্তক্ষেপ এমনকি মাটিতে ও সমুদ্রে পূর্বেকার নির্দেশগুলি বাতিল করে আমাদের নিজেদের মত পর্যন্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই গোর্‌কা দ্রুত অধিকৃত হয়েছে।

এটা ঘোষণা করা আমার দায়িত্ব বলে মনে করি যে বিজ্ঞানের প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা থাকলেও ভবিষ্যতেও আমি এইভাবেই কাজ করে যাব।

১৬ই জুন, ১৯১৯ **স্তালিন**

প্রাভদা, সংখ্যা ৩০১
২১শে ডিসেম্বর, ১৯১৯-এ
সর্বপ্রথম প্রকাশিত

পেত্রোগ্রাদ থেকে লেনিনকে সরাসরি তারবার্তা

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

প্রথম। কলচাক হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শত্রু, কারণ পশ্চাদপসারণের জন্য তার স্থান রয়েছে যথেষ্ট, তার সেনাদলের জন্য লোকবল আছে প্রচুর এবং একটি খাদ্যসমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি রয়েছে। কলচাকের সঙ্গে তুলনা করলে জেনারেল রদ্‌জিয়াংকো হল পতঙ্গমাত্র কারণ পশ্চাদ্‌ভূমিতে তার না আছে খাদ্য, পশ্চাদ্‌-পসারণের জায়গাও নেই, যথেষ্ট লোকবলও নেই। লোকবলের অভাবে, দু-তিনটি উয়েজ্‌দে যেখানে তার কাজ এখন সীমাবদ্ধ সেখানে বিশটি বয়স্ক শ্রেণীর সমাবেশ তার শেষ অবস্থারই ইংগিত দেয়, এবং যেহেতু কৃষকরা এই ধরনের সমাবেশকে সহ্য করতে পারে না তাই তারা তাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য। সুতরাং **কোনও পরিস্থিতিতেই** পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্টের জন্য পূর্ব ফ্রন্ট থেকে সেই সংখ্যক সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত হবে না যা পূর্ব ফ্রন্টে আমাদের আক্রমণোদ্যোগকে থামিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে। এস্টল্যাণ্ড সীমানায় রদ্‌জিয়াংকোকে ফিরে যেতে বাধ্য করতে হলে (আর এগোনোর কোনও কারণ আমাদের নেই) এক ডিভিশন সৈন্যই যথেষ্ট হবে, এবং এটা সরিয়ে নেওয়ায় পূর্বফ্রন্টে আক্রমণোদ্যোগ ব্যাহত হবে না। অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়ে আপনার বিশেষ নজর দেবেন।

দ্বিতীয়। ক্রোনস্তাদ্‌ অঞ্চলে আমরা একটি বড় ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করেছি। এতে সারা ক্রোনস্তাদ্‌ দুর্গ এলাকার সবকটি দুর্গের ব্যাটারী কম্যাণ্ডাররাই জড়িত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল দুর্গকে অধিকার করা, নৌবহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া, আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণ হানা এবং রদ্‌জিয়াং-কোর জন্য পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে রাস্তা খুলে দেওয়া। সংশ্লিষ্ট দলিলগুলি আমাদের হাতে এসেছে।

এটা এখন আমার কাছে স্পষ্ট যে রদ্‌জিয়াংকো তার তুলনামূলকভাবে ছোট্ট বাহিনী নিয়ে কেন এত ঔদ্ধত্যের সাথে পেত্রোগ্রাদের দিকে এগিয়েছিল।

ফিন্‌দের ঔদ্ধত্যও এখন বোধগম্য। আমাদের তাবৎ যুদ্ধ-অফিসারদের পলায়নও বোধগম্য। ব্যাপারটা এত বিস্ময়ের যে ক্র্যাসনায়া গোর্‌কার বিশ্বাস-ঘাতকতার মুহূর্তেই ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলি রঙ্গমঞ্চ থেকে উবে গেল; সুনিশ্চিত-ভাবেই ব্রিটিশরা মনে করেছিল যে তাদের তরফ থেকে সরাসরি নাক-গলানো (হস্তক্ষেপ!) সুবিধানজনক হবে না, এবং শ্বেতাঙ্গদের হাতে দুর্গ ও নৌবহরের অধিকার যাওয়ার পরেই একটি নতুন 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠায় 'রুশ জন-গণকে সাহায্য করার' উদ্দেশ্যে তারা হাজির হওয়া শ্রেয়তর মনে করেছিল।

নিশ্চিতভাবেই রদ্‌ঝিয়াংকো এবং ইয়ুদেনিশ (শেষোক্ত জনের মধ্যেই সেই ষড়যন্ত্রের সূত্রগুলি পাওয়া যাবে যা ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের দূতাবাসের মাধ্যমে ব্রিটেনের অর্থে পুষ্ট হয়েছিল) তাদের গোটা পরিকল্পনাকে দাঁড় করিয়েছিল সেই ষড়যন্ত্রের সফল রূপায়ণের প্রত্যাশার ওপর যা আমরা, আমি আশা করি, গোড়াতেই বিনাশ করেছি (এর সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে)।

আমার অনুরোধ যে: দূতাবাসের আটক কর্মকর্তাদের কোনও অব্যাহতি দেবেন না, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে কঠোর অন্তরীণে রাখবেন, তা অনেক নতুন সূত্র উদ্‌ঘাটন করছে।

তিন-চার দিনের মধ্যে আপনাকে আমি বিস্তৃততর তথ্য দেব, আপনার আপত্তি না থাকলে আশা করি এই সময়ের মধ্যেই এক দিনের জন্য আমি মস্কো যাব।

আমি ম্যাপটি পাঠাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত যে এটা আমি পারিনি তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে এই পুরো সময়টি আমি ফ্রন্ট-লাইনের কাছে ছিলাম, অধিকাংশ সময়ে খোদ রণাঙ্গনেই।

১৮ই জুন, ১৯১৯ **স্তালিন**
রাত ৩টা

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৩
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১-এ
সর্বপ্রথম প্রকাশিত

পেত্রোগ্রাদ রণাঙ্গন

(প্রাভদায় সাক্ষাৎকার)

অল্পদিন আগে পেত্রোগ্রাদ রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাগত কমরেড **স্তালিন** আমাদের প্রতিনিধিকে ফ্রন্টের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিবৃত করেন।

১। পেত্রোগ্রাদের প্রবেশপথ

পেত্রোগ্রাদ প্রবেশপথ হল সেই স্থানগুলি যেখান থেকে শত্রুপক্ষ অগ্রসর হলে, যদি তারা সফল হয়, তবে পেত্রোগ্রাদকে ঘিরে ফেলতে পারে, রাশিয়া থেকে একে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অধিকারও করতে পারে। এই স্থানগুলি হল: (ক) পেত্রোঝাভোদ্স্ক সেক্টর, অগ্রগমনের নিশানা জ্‌ভান্‌কা; লক্ষ্য—পেত্রোগ্রাদকে পূর্বদিক থেকে বেষ্টন করা; (খ) ওলোনেৎস সেক্টর, অগ্রগমনের নিশানা লোদেইনোয়ে পোলিয়ে; লক্ষ্য—আমাদের পেত্রোঝাভোদ্স্ক বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করা; (গ) ক্যারেলিয়ান সেক্টর, অগ্রগমনের প্রত্যক্ষ নিশানা পেত্রোগ্রাদ; লক্ষ্য—উত্তরদিক থেকে পেত্রোগ্রাদকে দখল করা; (ঘ) নারভা সেক্টর, অগ্রগমনের নিশানা গাৎশিনা এবং ক্র্যাসনয়ে সেলো; লক্ষ্য—দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে পেত্রোগ্রাদ বা অন্ততঃপক্ষে গাৎশিনা-তোসনো এলাকা দখল করা এবং দক্ষিণদিক থেকে পেত্রোগ্রাদ গ্রাস করা; (ঙ) প্‌স্কভ সেক্টর, অগ্রগমনের নিশানা দ্‌নো-বোলোগোয়ে; লক্ষ্য—পেত্রোগ্রাদকে মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং সর্বশেষে (চ) ফিনল্যাণ্ড উপসাগর ও লাদোগা হ্রদ যা শত্রুকে পেত্রোগ্রাদের পূর্বে ও পশ্চিমে সৈন্য অবতরণের সুযোগ করে দেবে।

২। শত্রুপক্ষের বাহিনী

এই সব সেক্টরে শত্রুর বাহিনী হল বহুবর্ণ এবং বিভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট। পেত্রোঝাভোদ্স্ক সেক্টরে সার্বিয়াবাসী, পোল্যাণ্ডবাসী, ব্রিটিশ, কানাডীয় এবং একদল রুশ শ্বেতরক্ষী অফিসাররা কর্মরত, তারা সকলেই তথাকথিত মিত্রপক্ষের যোগানো অর্থে পুষ্ট। ওলোনেৎস সেক্টরে রয়েছে হোয়াইট ফিন্‌রা, যাদেরকে ফিন্‌ সরকার দু-তিন মাসের জন্য ভাড়া করেছে এবং তাদেরকে

নির্দেশ দিলে সেই জার্মান অফিসাররা যারা জার্মান জবর-দখলের পরেও পিছনে থেকে গেছিল। ক্যারেলিয়ান সেক্টরে তথাকথিত নিয়মিত ফিন্ বাহিনীর ইউনিটগুলি রয়েছে। নার্ভা সেক্টরে রয়েছে রুশ যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে নিযুক্ত রুশ ইউনিটগুলি এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নিযুক্ত ইঙ্গারম্যানল্যাণ্ড ইউনিটগুলি। এই সব ইউনিটগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর-জেনারেল রদ্‌জিয়াংকো, প্স্কভ সেক্টরের বাহিনীও তৈরী হয়েছে যুদ্ধবন্দী ও স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত রুশ ইউনিটগুলির দ্বারা, এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বালাখোভিচ। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে কাজ করছে ব্রিটিশ ও ফিন্ ডেস্ট্রয়ার (৫ থেকে ১২) এবং ডুবোজাহাজ (২ থেকে ৮)।

সকল তথ্যসাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় যে পেত্রোগ্রাদ ফ্রন্টে শত্রুর বাহিনী বড় নয়। শত্রুপক্ষ যেখানে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সেই নার্ভা সেক্টর অন্যান্য কম সক্রিয় যদিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন সেক্টরগুলির চাইতে কিছু কম 'লোকবলের' অভাবে পীড়িত নয়।

নিশ্চিতভাবেই এটা বুঝিয়ে দেয় যে, মাস দুয়েক আগে **দি টাইমস্**[৫] 'দু-তিন দিনের মধ্যেই' পেত্রোগ্রাদের পতন হবে এই উল্লসিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্বেও কেন শত্রুপক্ষ তার পেত্রোগ্রাদ ঘিরে ফেলার সাধারণ লক্ষ্য পূরণ দূরস্থান—এই সময়কালের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের ধরণে একটিমাত্র সেক্টরেও একটি আংশিক সাফল্যও অর্জন করতে পারেনি।

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মাণ যে সেই আত্মদৃপ্ত 'উত্তর-পশ্চিম ফৌজ' যাকে জেনারেল ইয়ুদেনিশ ফিনল্যাণ্ডে তাঁর অনুকূল অবস্থান থেকে নির্দেশ দেন, বুড়োশেয়াল গুচকভ ডেনিকিনের কাছে প্রেরিত তাঁর রিপোর্টে যে ফৌজের ওপর তাঁর আশা ও আস্থা প্রকাশ করেছিলেন, তা এখনো পর্যন্ত জন্মই নেয়নি।

৩। শত্রুপক্ষের হিসেব

সকল তথ্যসাক্ষ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে পেত্রোগ্রাদে এবং রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষ তার সমর্থকদের বাহিনী, আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত শ্বেতরক্ষীদের ওপর যেমন ভরসা করেছিল শুধুমাত্র তার নিজস্ব বাহিনীর ওপর সে রকম অথবা ততটা ভরসা করেনি। এরা হল প্রথমতঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সেই তথাকথিত দূতাবাসগুলি যা পেত্রোগ্রাদে থেকে গেছিল (ফরাসী,

সুইশ, গ্রীক, ইতালীয়, ডাচ, ডেনিশ, রুমানীয়া প্রভৃতি), যা শ্বেতরক্ষীদের অর্থ যুগিয়েছিল আর ইয়ুদেনিশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল এবং ব্রিটিশ, ফরাসী, ফিন্ ও এস্টোনীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। এই ভদ্রমহোদয়েরা আমাদের ফৌজের পৃষ্ঠাঙ্গনে যাদেরকেই কিনে নেওয়া যায় তাদের প্রত্যেককে কিনে ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়িয়েছিল। তারপর হল রুশ অফিসারদের মধ্যে অর্থে ক্রয়যোগ্য ব্যক্তিরা যারা রাশিয়াকে ভুলে গেছিল, সবটুকু মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকের রাশিয়ার শত্রুদের কাছে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। সর্বশেষে হল বিত্তবান পুঁজিপতি ও জমিদারেরা যারা পেত্রোগ্রাদের সর্বহারাশ্রেণীর হাতে ঘা খেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দেখা গেছিল যে তারা হাতিয়ার মজুত করেছিল এবং আমাদের বাহিনীর পেছনে ছুরি মারার জন্য অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল। এরাই ছিল সেই শক্তি যাদের ওপর শত্রু যখন পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে যাত্রা করেছিল তখন নির্ভর করেছিল। ক্রোন্‌স্তাদের প্রবেশদ্বার ক্র্যাসনায়া গোর্‌কা দখল করতে এবং এইভাবে দুর্গ-এলাকাকে লড়াই থেকে নিবৃত্ত রাখতে দুর্গগুলিতে বিদ্রোহ জাগাত এবং পেত্রোগ্রাদে কামান দাগো আর তারপর একটি সামূহিক বিভ্রান্তির মুহূর্তে পেত্রোগ্রাদের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সঙ্গে ফ্রন্ট এলাকায় সামগ্রিক আক্রমণোদ্যোগকে যুক্ত করে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের কেন্দ্রভূমিকে ঘিরে ফেল ও দখল কর—এই রকমই ছিল শত্রুপক্ষের হিসেব।

৪। রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

কিন্তু শত্রুপক্ষ ভুল হিসেব করেছিল। ক্র্যাসনায়া গোর্কা যা বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার কল্যাণে শত্রুপক্ষ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দখল করতে সক্ষম হয়েছিল তা বাল্টিক নাবিকদের সমুদ্র ও স্থলভাগ থেকে নিক্ষিপ্ত শক্তিশালী এক আঘাতেই সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে দ্রুত প্রত্যর্পিত হয়। ক্রোন্‌স্তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলি যা একদা দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক আত্মরক্ষাবাদী এবং অফিসারশ্রেণীর মধ্যে যারা অর্থে ক্রয়যোগ্য তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ বিচলিত হতে শুরু করেছিল তা বাল্টিক নৌবহরের বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের লৌহদৃঢ় হাতে দ্রুত আয়ত্তে আসে। তথাকথিত দূতাবাসগুলি ও তাদের গুপ্তচরদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম গণ্ডগোলের জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়।

সর্বোপরি, দূতাবাসগুলির কয়েকটিতে মেশিনগান, রাইফেল (রুমানিয়ার দূতবাসে একটি কামান পর্যন্ত), গোপন টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। পেত্রোগ্রাদের বুর্জোয়া মহল্লায় এক ঝটিতি তল্লাশীতে চার হাজার রাইফেল ও কয়েক শ বোমা খুঁজে পাওয়া যায়।

শত্রুপক্ষের সাধারণ আক্রমণোদ্যোগ **দি টাইমস্** যেমন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছিল যেমন সাফল্যের মুকুট পরা দূরস্থান, তা সূচনাতেও সফল হতে পারেনি। ওলোনেৎসের ফিন্ হোয়াইটরা যারা লোদইনোয়ে পোলিয়ে দখল করার জন্য চেষ্টা করছিল তারা পর্যুদস্ত হয় ও ফিনল্যাণ্ডে আবার বিতাড়িত হয়। শত্রুর পেত্রোমাভোদ্স্ক দলটি, যা পেত্রোমাভোদ্স্ক থেকে অল্প কয়েক ভার্স্ট (১ ভার্স্ট = ০·৬৬২৯ মাইল—অনু.) মাত্র দূরে অবস্থান নিয়েছিল তারা এখন আমাদের ইউনিটগুলির আক্রমণে দ্রুত পশ্চাদপসারণ করছে, এরা (ইউনিটগুলির—অনু.) তাদের পার্শ্বদেশ জখম করে দিয়েছে। শত্রুর প্স্কভ দলটি হতোদ্যম হয়ে পড়েছে, কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি এবং স্থানে স্থানে পশ্চাদপসারণও করছে। শত্রুর সর্বাপেক্ষা সক্রিয় নার্ভা দল সম্পর্কে বলা যায় যে নিজের লক্ষ্য অর্জন করা দূরস্থান, আমাদের ইউনিটগুলির আক্রমণে তা প্রতিনিয়তই পিছু হঠছে এবং লালফৌজের আঘাতে ইয়ামবুর্গের পথে ভেঙে পড়ছে এবং বিলুপ্ত হচ্ছে। আঁতাত শক্তির আনন্দোল্লাস তাই অসময়োচিত বলে মনে হচ্ছে। গুচকভ আর ইয়ুদেনিশের আশা অপূর্ণ হয়েছে। ক্যারেলিয়ান সেক্টর এখনো নিষ্ক্রিয় রয়েছে এবং তার সম্বন্ধে এখনো কিছু বলতে পারা যাবে না কারণ ভিদ্‌লিৎসা জাভোদে[৭৮] তার পরাজয়ের পর ফিন্ সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে নিজের স্বর নামিয়ে ফেলেছে ও রুশ সরকারের প্রতি তার চড়া গলার কুৎসা থামিয়েছে এবং সর্বোপরি ক্যারেলিয়ান রণাঙ্গনে তথাকথিত ঘটনাগুলি কার্যতঃ বন্ধ করেছে।

এটা ঝড়ের পূর্বাভাস শান্ততা কিনা তা কেবল ফিন্ সরকারই জানে। সব দিক থেকেই এটা বলা যায় যে সকল সম্ভাব্য বিস্ময়ের জন্য পেত্রোগ্রাদ প্রস্তুত আছে।

৫। নৌবহর

নৌবহরের সম্পর্কে অল্প কয়েকটি কথা না বলে আমি থাকতে পারছি না। এটা অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার যে, যে বাল্টিক নৌবাহিনী অস্তিত্বহীন বলে

মনে করা হতো তা এখন সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এটা আমাদের বন্ধু ও শত্রুদের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। একই রকম সন্তোষজনক এই ঘটনা যে রুশ অফিসারবর্গের একটি অংশ অর্থে ক্রীত হওয়ার যে সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে তা নৌবহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একেবারে ন্যূনতম সংক্রামিত করেছে। এখানে আমাদের এমন লোক রয়েছেন যাঁদের সম্মান দিয়ে বলা যায় যে তাঁরা ব্রিটেনের সোনার চাইতে রাশিয়ার মর্যাদা এবং স্বাধীনতাকে অধিকতর মূল্য দিয়ে থাকেন। আরও সন্তোষজনক ঘটনা হল যে বাল্টিক নাবিকরা আবার তাদের পুরানো শক্তি পেয়েছে এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি রুশ বিপ্লবী নৌবহরের মহত্তম ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করেছে। এই সব কারণ না থাকলে পেত্রোগ্রাদকে সমুদ্র থেকে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বিস্ময়কর আঘাতের সামনে রক্ষা করা যেত না। আমাদের নৌবহরের পুনরুজ্জীবনের একটি আদর্শ উদাহরণ শত্রুপক্ষের চারটি ডেষ্ট্রয়ার ও তিনটি ডুবোজাহাজের সঙ্গে জুন মাসে আমাদের দু'টি ডেষ্ট্রয়ারের এক অসম লড়াই যাতে আমাদের নাবিকদের বীরত্ব ও বাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চীফের নেতৃত্বের কল্যাণে আমাদের ডেষ্ট্রয়ারগুলি শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজগুলির একটিকে ডুবিয়ে দিয়ে জয়যুক্ত হয়েছিল।

৬। পর্যালোচনা

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আতংক হিসেবে অনেক সময় য়ুদ্‌জিয়াংকোকে কলচাকের চাইতে কিছু কম বিপজ্জনক বলে না ধরে, কলচাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তুলনাটি বেঠিক। কলচাক হচ্ছে সত্যসত্যই বিপজ্জনক, কারণ তার অবকাশ নেওয়ার জায়গা আছে, তার লোকশক্তি আছে যা তার বাহিনীর ইউনিটগুলিতে আবার ভর্তি করা যায়, এবং তার খাদ্য আছে যা তার ফৌজকে খাওয়ানো যায়। য়ুদ্‌জিয়াংকো আর ইয়ুদেনিশের দুর্ভাগ্য হল যে তাদের যথেষ্ট জায়গা, লোকবল বা খাদ্য নেই। ফিনল্যাণ্ড আর এস্টল্যাণ্ড অবশ্য রুশ যুদ্ধ-বন্দীদের দিয়ে শ্বেতরক্ষী গড়ে তোলার ভিত্তি খানিকটা তুলে ধরেছে। কিন্তু প্রথমতঃ, শ্বেতরক্ষী, ইউনিটের জন্য যুদ্ধবন্দীরা যথেষ্ট সংখ্যক অথবা পুরোপুরি আস্থাভাজন কোন লোকই যোগান দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ফিনল্যাণ্ড ও এস্টল্যাণ্ডে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী অস্থিরতার দরুণ খোদ এই সব দেশের পরিস্থিতিই শ্বেতরক্ষী ইউনিট গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল নয়। তৃতীয়তঃ,

রদ্‌জিয়াংকো ও বালাকোভিচের অধিকৃত অঞ্চল (সব মিলিয়ে দুই উয়েজ্‌দ) ক্রমশঃ এবং রীতিমতো সংকুচিত হচ্ছে ও দম্ভে পূর্ণ 'উত্তর-পশ্চিম ফৌজ' যদি আদৌ জন্মাতে পারে তা হলেও তা অবিলম্বেই প্রসারিত হওয়ার ও কৌশলী অভিযান চালানোর জায়গা পাবে না। কারণ—এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে —কী ফিনল্যাণ্ড কী এস্টল্যাণ্ড কেউই অন্তত এখন 'তাদের নিজস্ব অঞ্চলকে' রদ্‌জিয়াংকো, বালাকোভিচ ও ইয়ুদেনিশের হাতে তুলে দিচ্ছে না। 'উত্তর-পশ্চিম ফৌজ' হচ্ছে পশ্চাদ্ভূমিবিহীন একটি সৈন্যবাহিনী। এটা বলা বাহুল্য যে এ-ধরনের একটি 'বাহিনী' বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না যদি না শত্রুপক্ষের নিকট অনুকূল কোন রকম নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উপাদান ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিকাশের ওপর বাইরে থেকে এসে প্রভাব বিস্তার করে—সে রকম কিছু অবশ্য যাবতীয় তথ্যের নিরিখে তার প্রত্যাশা করার ভিত্তিই নেই।

পেত্রোগ্রাদ লালফৌজের জিততেই হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৪৭
৮ই জুলাই, ১৯১৯

পশ্চিম রণাঙ্গণের পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনকে চিঠি

কমরেড লেনিনকে।

পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে।

ষোড়শ বাহিনীর পুরানো, বিধ্বস্ত, রণক্লান্ত ইউনিটগুলি যারা পশ্চিম রণাঙ্গনের সক্রিয়তম শত্রু—পোলদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে—তারা যে শুধু আক্রমণ ঠেকাতে অক্ষম তা নয়, নিজেদের রক্ষা করতেই অপারগ নয়, এমনকি তাদের গোলন্দাজ বাহিনীগুলির পশ্চাদপসরণকেও আড়াল দিতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে যার ফলে সেগুলি শত্রুর হাতে গিয়ে পড়ছে। আমি আশংকা করি যে ইউনিটগুলির এই ধরনের অবস্থায় বেরেঝিনায় তার পশ্চাদপসারণের সময় ষোড়শ বাহিনী দেখবে যে তার কামান বা মালবাহী ট্রেন নেই। এ বিপদও রয়েছে যে বেশির ভাগ রেজিমেণ্টগুলিরই বিধ্বস্ত ও হতোদ্যম সদস্যরা বাহিনীকে আবার নতুন সৈন্য জড়ো করে পূর্ণ করতে শীঘ্রই অক্ষম হয়ে যেতে পারে—এটা নিশ্চয়ই বলতে হবে যে—তা-ও (সে ধরনের নতুন সৈন্যও—অনু.) অযৌক্তিক রকম দেরীতে এসে পৌছাচ্ছে।

শত্রুপক্ষ দুটি প্রধান গতিপথ সহ বেরেঝিনার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে : বোরিসভের দিকে এবং স্লুৎস্ক ও বোব্রুইস্কের দিকে। এবং সে সাফল্যের সঙ্গেই এগোচ্ছে কারণ এর মধ্যেই বোরিসভের দিকে ত্রিশ ভার্স্ট মতো অগ্রসর হয়েছে, এবং দক্ষিণে স্লুৎস্কের দখল নিয়ে বোব্রুইস্ক—গোটা এলাকার মধ্যে একমাত্র চমৎকার বড় সড়কটির প্রবেশমুখের অধিকার নিয়েছে।

বোরিসভ যদি দখল হয়, এবং ফলতঃ যা সম্ভাব্য সেই ষোড়শ বাহিনীর নিদারুণভাবে বিধ্বস্ত সপ্তদশ ডিভিশন যদি পিছু হটে, তাহলে পঞ্চদশ বাহিনী বিপদে পড়বে এবং পলোৎস্ক ও দ্ভিনুস্ক সরাসরি বিপদাপন্ন হবে। আর বোব্রুইস্ক যদি দখল হয় ও শত্রু রেশিৎসা (যা তার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য)-য় আঘাত হানে তাহলে ষোড়শ বাহিনীর পুরো প্রিপিয়াৎ গ্রুপ অর্থাৎ অষ্টম ডিভিশনটি স্বভাবতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, গোমেল সরাসরি বিপদগ্রস্ত হবে এবং দ্বাদশ বাহিনীর পার্শ্বদেশ উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।

সংক্ষেপে, আমরা যদি শত্রুকে আমাদের ষোড়শ বাহিনীর পতন ঘটাতে দিই, তা সে ইতোমধ্যেই ঘটাচ্ছে, তাহলে আমরা পঞ্চদশ ও দ্বাদশ বাহিনীকেও পথে বসাব এবং তখন শুধু ষোড়শ বাহিনীকেই নয়, গোটা ফ্রন্টের ফৌজকেই আমাদের সারিয়ে তুলতে হবে এবং তাতে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে।

স্পষ্টতঃই, আমরা প্রায় গত বছরের পূর্ব সীমান্তের মতো অবস্থায় রয়েছি যখন ভাৎসেতিস এবং কোস্তিয়ায়েভ কলচাককে সর্ব প্রথমে আমাদের তৃতীয় বাহিনীর পতন ঘটাতে দিয়েছিল, তারপর দ্বিতীয় ও তারপর পঞ্চমকে, এইভাবে গোটা রণাঙ্গণের পুরো আধটি বছরের কাজকে একেবারে অনাবশ্যকভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছিল।

পশ্চিম রণাঙ্গণে, এই সম্ভাবনার বাস্তবে পরিণতিলাভের সমস্ত সুযোগ বিদ্যমান।

আমি এর আগেই লিখেছি যে পশ্চিম সীমান্ত হচ্ছে এমন এক শতজীর্ণ পোশাক যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিজার্ভবাহিনী ছাড়া শুধু তালি মেরে নিলে চলবে না এবং শত্রুপক্ষ যে-কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলে একটিমাত্র কঠোর আঘাত হানলেই গোটা ফ্রন্ট কেঁপে উঠবে বা বলা যায় যে নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এই আশংকাগুলি এখন ক্রমেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটি একক কম্যাণ্ডের অধীনে ঐক্যবদ্ধ শত্রুপক্ষ পশ্চিমে এতাবৎ সেই রুশ ফৌজগুলিকে কাজে নামায়নি যা সে রিগা, ওয়ারশ এবং কিশিনেভে প্রস্তুত বা প্রায়-প্রস্তুত রেখেছে।

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে আমি মনে করেছিলাম যে মোলোদেশনো এবং বারানোভিশি সংযোগস্থলে আক্রমণ হানা ও তা দখল করার জন্য এক ডিভিশন সৈন্যই যথেষ্ট হবে। এখন এক ডিভিশন সৈন্য আমাদের পক্ষে বোরিসভ-বোব্রু-ইস্ক-মোঝির লাইন অধিকার করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট হবে না।

একটি সফল আক্রমণোদ্যোগের কথা ভাবাও যায় না কারণ এজন্য আমাদের এখন (১১ই আগস্ট) অন্ততঃ দুই বা তিন ডিভিশন সৈন্য দরকার হবে।

এখন আপনি স্বয়ং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন: আপনি কি আমাদের এক ডিভিশন সৈন্য সরবরাহ করবেন, না, আমাদের ষোড়শ বাহিনীটিকে—যা এরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে—তাকে ধ্বংস করে দেবার সুযোগ শত্রুপক্ষকে দেবেন? কিন্তু অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিন, কারণ প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান।

আপনার,

জে. স্তালিন

পুনশ্চ। এই চিঠিটি ফ্রণ্ট কম্যাণ্ডারসহ পশ্চিম রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সকল সদস্যের দ্বারা পঠিত ও অনুমোদিত হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নিকট দু'য়েক দিনের মধ্যেই অনুরূপ একটি বিবৃতি পাঠানো হবে।

স্মোলেন্স্ক   জে. স্তালিন

১১ই আগস্ট, ১৯১৯

এই প্রথম প্রকাশিত

দক্ষিণ রণাঙ্গন[৭৮] থেকে লেনিনকে চিঠি

কমরেড লেনিন,

প্রায় দু'মাস আগে দনেৎস অববাহিকা বরাবর, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হানা প্রধান আঘাতটি সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর সাধারণ সদর দপ্তর নীতিগত-ভাবে কোন আপত্তি করেনি। এবং তারা যদি একে বাতিল করত, তা হলেও তা করা হতো এই ভিত্তিতে যে গ্রীষ্মের সময়ে দক্ষিণ বাহিনীর পশ্চাদপসারণের জন্য একটি 'দায়' অর্থাৎ বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে সেনাবাহিনী এক এলো-পাথাড়ি ধরনের বিন্যাস রয়ে গেছে যা পুনর্বিন্যস্ত করতে গেলে এমন গুরুতর দেরী হয়ে যায় যাতে ডেনিকিনের সুবিধা হয়। **একমাত্র** এই কারণেই আমি আক্রমণের সরকারী স্বীকৃত গতিপথ সম্পর্কে আপত্তি করিনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে সৈন্যদের বিন্যাসও আমূল পরিবর্তিত হয়েছে: অষ্টমবাহিনী (পূর্বতন দক্ষিণ রণাঙ্গনের প্রধানবাহিনী) দক্ষিণ সীমান্তের এলাকায় সরে গেছে এবং দনেৎস অববাহিকার সরাসরি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে; বুদোনির অশ্বারোহী বাহিনী (আরেকটি প্রধান বাহিনী) অনুরূপভাবে দক্ষিণ সীমান্তের এলাকায় সরে গেছে; এবং একটি নতুন বাহিনী—লাটভিয়ান ডিভিশনটি সংযোজিত হয়েছে, যা একমাসের মধ্যে পুনরায় নতুন সৈন্য দিয়ে পূর্ণ করা হবে এবং ডেনিকিনের সামনে আবার এক প্রচণ্ড শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।

আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে পুরানো বিন্যাসটি (সেই 'দায়') আর বর্তমান নেই। তাহলে সাধারণ সদর দপ্তরকে পুরানো পরিকল্পনার ওপর গোঁ ধরে থাকতে আর কী প্ররোচিত করছে? আপাতঃদৃষ্টিতে কিছুই নয়, আর যদি আমাকে বলতেই হয় তাহলে বলি এক উপদলীয় মনোভাব, প্রজাতন্ত্রের সামনে সর্বাধিক বিপজ্জনক এক স্থূলতম প্রকৃতির উপদলীয় মনোভাব যা সদর দপ্তরে সেই 'কুশলী' সদার গুসেভ লালন করেছে! এই সেদিন সাধারণ সদর দপ্তর নির্দেশ দিয়েছিল জারিৎসিন এলাকা থেকে ডন স্টেপ বরাবর নোভোরো-সিস্কে অগ্রসর হতে এমনি একটি পথ ধরে যেখানে আমাদের বৈমানিকদের পক্ষে উড্ডয়ন সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু আমাদের পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর পক্ষে সেখানে কষ্ট করে এগোনোও একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে এক বৈরী পরিবেশের মধ্যে এবং যেখানে একেবারেই কোন রাস্তা নেই সেখানে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন (প্রস্তাবিত) অভিযান আমাদেরকে এক নিদারুণ সর্বনাশে সন্ত্রস্ত করবে। এটা বোঝা কঠিন নয় যে কশাক গ্রামগুলিতে এমনি একটি অভিযান, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় যেমন দেখা গেছে, তেমন কেবলমাত্র কশাকদেরকে ডেনিকিনের পাশে আর নিজেদের গ্রামগুলি রক্ষা করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে সমবেত করতে পারে, ডনের রক্ষক হিসেবে ডেনিকিনকে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে, ডেনিকিনের জন্য একটি কশাক বাহিনী গড়ে দিতে পারে অর্থাৎ কেবলমাত্র ডেনিকিনকেই শক্তিশালী করতে পারে।

সংক্ষেপে, এই কারণের জন্যই এই মুহূর্তেই কোন কালক্ষেপ না করে, সেই পুরানো পরিকল্পনা যা ইতোমধ্যেই কার্যতঃ বিনষ্ট হয়েছে, তা বদলানো এবং তার জায়গায় এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার যাতে প্রধান আঘাতটি হানা হবে ভোরোনেঝ্ এলাকা থেকে খারকভ ও দনেৎস অববাহিকা বরাবর রোস্তভের দিকে। প্রথমতঃ, এখানে আমরা একটি পরিবেশ পাব যা বৈরী নয়, বরং পক্ষান্তরে আমাদের প্রতি এমন অনুকূল যে আমাদের অগ্রগতি সহজ করবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ এলাকা (দনেৎস) এবং ডেনিকিনের ফৌজের প্রধান রসদ-সরবরাহ কেন্দ্র—ভোরোনেঝ-রোস্তভ লাইন অধিকার করতে পারব (যার অভাব কশাক ফৌজকে শীতকালে রসদহীন করে ফেলবে, কারণ ডন নদী যেখান দিয়ে ডন ফৌজের রসদ সরবরাহ হয় তা বরফাচ্ছাদিত হয়ে যাবে এবং পূর্ব দনেৎস রেলপথ, লিখাইয়া-জারিৎসিন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে)। তৃতীয়তঃ, এই অগ্রগতির মাধ্যমে আমরা ডেনিকিনের ফৌজকে দু'টুকরো করতে পারব, যার একভাগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটি আমরা মাখ্নোর হাতে গ্রাস করতে দেব আর কশাক ফৌজদেরকে আমরা পার্শ্বদেশ ভঙ্গ হওয়ার বিপদে সন্ত্রস্ত করতে পারব। চতুর্থতঃ, আমরা কশাকদেরকে ডেনিকিনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে সমর্থ হব যে আমাদের অভিযান সফল হলে কশাক ইউনিটগুলিকে পশ্চিমমুখো সরাতে চেষ্টা করবে। সেদিকে কশাকদের অধিকাংশই যেতে রাজী হবে না, অবশ্য যদি ইতোমধ্যে আমরা তাদের সামনে শান্তির বিষয়টি, শান্তির জন্য আলোচনা ইত্যাদি তুলে ধরতে পারি। পঞ্চমতঃ, আমরা কয়লা পাব আর ডেনিকিন হবে কয়লা-হারা।

এই পরিকল্পনাটি অবশ্যই অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে কারণ বাহিনী-বণ্টন

ও স্থানান্তর সম্পর্কিত সাধারণ সদর দপ্তরের পরিকল্পনাটির দ্বারা দক্ষিণ সীমান্তে আমাদের সাম্প্রতিক সাফল্যগুলির বিপন্ন হওয়ার আশংকা আছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি কিছুই বলছি না যে কেন্দ্রীয় কমিটি ও সরকারের সম্প্রতি গৃহীত 'দক্ষিণ সীমান্তের জন্য সব কিছু' শীর্ষক সিদ্ধান্তটিকে সাধারণ সদর দপ্তর অবহেলা করছে ও কার্যতঃ তাকে বাতিল করছে।

সংক্ষেপে, যে পুরানো পরিকল্পনাটি বাস্তবে ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে তাকে অবশ্যই কোনও পরিস্থিতিতেই প্রাণোজ্জীবিত করা চলবে না। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে তা হবে বিপজ্জনক; একেবারে নিশ্চিতভাবেই তা ডেনিকিনের অবস্থানকে উন্নীত করবে। তার জায়গায় অপর একটি পরিকল্পনা অবশ্যই নিতে হবে। পরিবেশ আর পরিস্থিতি শুধু যে তেমন পরিবর্তনের পক্ষে অনুকূল তা-ই নয়, তারা নিশ্চিতভাবেই এমন নির্দেশও দিচ্ছে, সে ক্ষেত্রে বাহিনী-বণ্টনও অন্য পথে পরিচালিত হবে।

এ ছাড়া, দক্ষিণ সীমান্তে আমার কাজ এমন অর্থহীন, অপরাধীসুলভ আর নিষ্ফল হবে যে তা আমাকে দক্ষিণ সীমান্তে থাকা ছাড়া যেখানে খুশী এমনকি জাহান্নামে যাওয়ারও এক্তিয়ার দেবে অথবা আমাকে বরং বাধ্য করবে।

সেরপুখভ্   আপনার
১৫ই অক্টোবর, ১৯১৯   **স্তালিন**

প্রাভদা, সংখ্যা ৩০১
২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯-এ সর্বপ্রথম প্রকাশিত

লেনিনকে তারবার্তা

এত দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ভ্রাতৃশক্তি ও ডেনিকিনের গড়া প্রতিবিপ্লবের মেরুদণ্ডস্বরূপ স্কুরো ও মামোন্তভের অশ্বারোহী ফৌজ ভোরোনেঝে কমরেড বুদোনির অশ্বারোহী ফৌজের দ্বারা পুরোপুরি উৎখাত হয়েছে। ভোরোনেঝ্ লাল বীরদের দখলে আছে। জয়ের অসংখ্য স্মারক অধিকৃত হয়েছে এবং এখন সেগুলির হিসেব দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এটা নিশ্চিত হয়েছে যে শত্রুর ব্যক্তিগত নামাঙ্কিত সবকটি সাঁজোয়া ট্রেন দখল করা হয়েছে, এগুলির মধ্যে প্রথম হল জেনারেল স্কুরো সাঁজোয়া ট্রেন। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন চলছে। কমরেড বুদোনির অশ্বারোহী বাহিনীর লাল বীরদের শৌর্যের দ্বারা জেনারেল মামোন্তভ ও স্কুরোর নামের চতুর্দিকের অপরাজেয়তার জ্যোতি বিধ্বস্ত হয়েছে।

২৫শে অক্টোবর, ১৯১৯

দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ
স্তালিন

পেত্রোগ্রাদস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ২৪৪
২৬শে অক্টোবর, ১৯১৯

প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেসের উদ্বোধনে প্রদত্ত ভাষণ

২২শে নভেম্বর, ১৯১৯

কমরেডস্‌,

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রাচ্যের মুসলিম কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের এই দ্বিতীয় কংগ্রেস[৭৯] উদ্বোধনের জন্য আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি।

প্রথম কংগ্রেসের পর একটি বছর কেটে গেছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময় সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমটি হল পশ্চিমী ইউরোপ ও আমেরিকার বৈপ্লবিকীকরণ এবং সেখানে, পশ্চিমে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব; দ্বিতীয়টি হল প্রাচ্যের জনগণের জাগরণ, প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে, প্রাচ্যে বিপ্লবী আন্দোলন বিকাশ। সেখানে, পশ্চিমে সর্বহারারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের পুরোধাদের বিধ্বস্ত করার ও তাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা দখল করার হুমকি দিচ্ছে। আর এখানে সর্বহারারা সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্‌ভূমি, তার সম্পদের উৎসস্থল প্রাচ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করার হুমকি দিচ্ছে, কারণ প্রাচ্যই হল সেই বনিয়াদ যার ওপর সাম্রাজ্যবাদের সম্পদ সৃষ্ট হয়েছে; এইখান থেকে সে তার শক্তি সঞ্চয় করে, আর পশ্চিম ইউরোপে যদি সে আহত হয় তাহলে এইখানেই সে অবসর নিতে ইচ্ছুক।

এক বছর আগে, পাশ্চাত্ত্যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এক শক্ত বেষ্টনীতে সোভিয়েত রাশিয়াকে অবরুদ্ধ করতে হুমকি দিচ্ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে সে নিজেই অবরুদ্ধ, কারণ পার্শ্বদেশ আর পশ্চাদ্‌ভূমি উভয় ক্ষেত্রেই সে আক্রান্ত হচ্ছে। এক বছর আগে যখন প্রাচ্যের জনগণের প্রথম মুসলিম কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাদের দেশে ফিরতে যাচ্ছিলেন তখন প্রাচ্যের জনগণকে তাদের ঘুম থেকে জাগানোর জন্য এবং পাশ্চাত্ত্যের বিপ্লব ও প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে এক সেতুবন্ধ গড়ে তোলার জন্য তারা তাদের

যথাসাধ্য প্রয়াসের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজটিকে এখন পর্যালোচনা করলে আমরা সন্তুষ্টির সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি যে এই বিপ্লবী কার্যক্রম বৃথা যায়নি, যারা সকল নিপীড়িত জনগণের স্বাধীনতাকে নিষ্পেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে একটি সেতু নির্মিত হয়েছে।

সর্বশেষে, যদি আমাদের বাহিনী, আমাদের লালফৌজ প্রাচ্যাভিমুখে এত দ্রুত এগিয়ে থাকে তাহলে কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ, এর পিছনে নিশ্চয়ই আপনাদের কাজের অবদান কিছু কম কারণ নয়। প্রাচ্যের পথ যদি এখন উন্মুক্ত হয়ে থাকে তবে তারও জন্য আমাদের কমরেডদের, এখানকার প্রতিনিধিদের, যে কাজ তারা সম্প্রতি সম্পন্ন করেছেন তাতে তাদের মহৎ প্রয়াসের কাছে বিপ্লব ঋণী রয়েছে।

প্রাচ্যের জনগণের মুসলিম কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির—এবং প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তাতার, বাশ্‌কির, কিরঘিজ ও তুর্কিস্তানের জনগণের সংহতিই মাত্র প্রাচ্যে আমরা যেসব দ্রুত উন্নতি সাধন করেছি তা ব্যাখ্যা করতে পারে।

কমরেডবৃন্দ, আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই দ্বিতীয় কংগ্রেস যা প্রথম কংগ্রেসের চাইতে পরিমাণে ও গুণে উভয়তঃই ব্যাপকতর তা প্রাচ্যের জনগণকে জাগ্রত করার ইতোমধ্যেই আরব্ধ কাজকে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে নির্মিত সেতু দৃঢ় করার কাজকে, সাম্রাজ্যবাদের যুগায়ত জোয়াল থেকে শ্রমজীবী জনগণকে মুক্ত করার কাজকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

আমরা আশা করি যে প্রথম কংগ্রেসের উত্তোলিত পতাকাকে, প্রাচ্যের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পতাকাকে, সম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার পতাকাকে মুসলিম কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির সংগ্রামীরা সম্মানের সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে বহন করে নিয়ে যাবে! (**হর্ষধ্বনি**)

ঝিজ্‌ন্‌ ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৪৬
৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৯

দক্ষিণ রণাঙ্গন থেকে পেত্রোগ্রাদকে অভিনন্দন

দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ দক্ষিণ রণাঙ্গনের বাহিনীকে প্রেরিত আপনাদের অভিনন্দনের জন্য এবং যে লাল পতাকা তাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্য কমরেডসুলভ ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ভুলবে না যে পেত্রোগ্রাদই প্রথম এমন হাজার হাজার উন্নত ও লড়াইয়ে-পোড়-খাওয়া শ্রমিক পাঠিয়ে দক্ষিণ রণাঙ্গনকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল যারা আমাদের ফৌজের ডিভিশন-গুলিকে জয়ের বিশ্বাসে উদ্দীপিত করে তুলেছিল এবং আমাদের রণাঙ্গনের পরিস্থিতি পুরোপুরি রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।

সর্বোপরি এই সব শ্রমিকদের, লাল পেত্রোগ্রাদের সুযোগ্য সন্তানদের কাছেই—দক্ষিণ বাহিনী তার সাম্প্রতিকতম সাফল্যগুলির জন্য ঋণী।

এ বিষয়ে কমরেডরা নিশ্চিন্ত থাকুন যে দক্ষিণ রণাঙ্গনের ফৌজ রুশ সর্বহারাশ্রেণীর প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং পূর্ণ বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে দেওয়া পতাকাকে মর্যাদার সঙ্গে বহন করবে।

কিয়েভ এবং কুপিয়ান্স্ক ইতোমধ্যেই আমাদের দখলে আছে এবং সেই মুহূর্তও দূরে নয় যখন রোস্তভ আর নোভোচেরকাস্কের ওপর লাল পতাকা উড়বে।

পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদেরকে অভিনন্দন! অভিনন্দন বাল্টিক নৌবহরের গৌরবময় নাবিকদের প্রতি!

স্তালিন

পেত্রোগ্রাদস্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ২৮৯
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৯

দক্ষিণের সামরিক পরিস্থিতি

১। আঁতাত শক্তির নিষ্ফল পরিকল্পনা

১৯১৯ সালের বসন্তকালে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কলচাক-ডেনিকিন-ইয়ুদেনিশের এক যৌথ অভিযান পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রধান আক্রমণটি হানার কথা ছিল কলচাকের যার সঙ্গে পূর্ব দিক থেকে মস্কো অভিমুখে এক যুক্ত অভিযানের জন্য ডেনিকিন সারাতভে মিলিত হবে বলে আশা করেছিল। ইয়ুদেনিশের কথা ছিল পেত্রোগ্রাদে এক সহায়ক আক্রমণ হানার।

ডেনিকিনের কাছে গুচকভের প্রতিবেদনে যে রকম উল্লিখিত হয়েছে তদনুযায়ী এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল 'বলশেভিকবাদকে তার মূল প্রাণকেন্দ্র—মস্কো ও পেত্রোগ্রাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে এক আঘাতে ধ্বংস করা।'

এই অভিযানের পরিকল্পনাটি ডেনিকিনের দ্বারা কলচাকের কাছে একটি চিঠিতে প্রকটীকৃত হয়েছিল যেটি ১৯১৯-এর বসন্তকালে আমরা যখন গ্রিশিন-আলমাজভের সদর দপ্তর অধিকার করি তখন আমাদের হাতে এসে পড়ে। 'আসল ব্যাপারটি হল', ডেনিকিন কলচাককে লিখছে যে 'ভল্‌গায় থেমে যাওয়া নয়, বরং বলশেভিকবাদের হৃৎপিণ্ড মস্কোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। সারাতভে তোমার সঙ্গে মিলব বলে আমি আশা করি। · পোলরা তাদের কাজ করবে, আর ইয়ুদেনিশ সম্পর্কে বলা যায় যে সে কালক্ষেপ না করে পেত্রোগ্রাদে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত আছে।…'

ভল্‌গায় কলচাকের আক্রমণ যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, সেই বসন্তকালে ডেনিকিন এই রকমই লিখেছিল।

অবশ্য, পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। উরালের পরপারে কলচাক নিক্ষিপ্ত হয়। সেই মিলিস্কি-বালাশভ নদী এলাকাতে ডেনিকিনকে আটকানো হয়। ইয়ুদেনিশকে ইয়াম্‌বার্গের ওপারে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া নিরাপদ ও অটুট থেকে যায়।

কিন্তু আঁতাত নরখাদকরা আশা হারায় না। ১৯১৯-এর শরৎকালের মধ্যেই একটি নতুন বিধ্বংসী অভিযানের পরিকল্পনা সৃষ্টি হয়। আক্রমণের

কেন্দ্রস্থলকে পুব থেকে দক্ষিণে স্থানান্তর করা হয়, যেখান থেকে ডেনিকিন প্রধান আঘাতটি হানবে ঠিক হয়। বসন্তকালের মতোই, ইয়ুদেনিশ একটি সহায়ক আঘাত—পেত্রোগ্রাদের দিকে আরেকটি অভিযান করবে ঠিক হয়। স্বেচ্ছা-সেবক ফৌজের প্রাক্তন কম্যাণ্ডার জেনারেল মায়-মায়েভস্কি ওরেল অধিকৃত হওয়ার পরদিন প্রদত্ত একটি ভাষণে বলেছিলেন যে 'ডিসেম্বর শেষ হওয়ার আগেই, ১৯১৯-এর বড়দিনের মধ্যেই' তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মস্কোতে পৌঁছাবেন।

ডেনিকিনপন্থীরা এতই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে অক্টোবর মাসেই দনেৎসের পুঁজিপতিরা স্বেচ্ছাসেবক ফৌজের যে বাহিনীটি সর্বপ্রথম মস্কোতে প্রবেশ করবে তাকে দশ লক্ষ রুবল (জারের মুদ্রায়) উপহার দিতে যাচ্ছিল।…

কিন্তু অদৃষ্টের ইঙ্গিত ছিল যে এই পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হবে। ডেনিকিনের ফৌজকে পোলতভা-কুপিয়ানস্ক শার্তকোভো লাইনের অপরপারে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দেওয়া হয়। ইয়ুদেনিশকে উৎপাটিত করা হয় ও নার্ভার ওপারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। আর কলচাকের বিষয়ে বলা যায় যে, নোভো-নিকোলায়েভস্কে তার পরাজয়ের পর, তার বাহিনীর স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

এইবারও রাশিয়া নিরাপদ আর অটুট রয়ে গেল।

প্রতিবিপ্লবীদের এইবারকার ব্যর্থতা এত অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির বিজয়ীরা, আঁতাতের বুড়ো নেকড়েরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে, 'বলশেভিকবাদকে অস্ত্রের জোরে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।' সাম্রাজ্যবাদী ফকিরদের বিভ্রান্তি এমনই ছিল যে প্রতিবিপ্লবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণগুলি উপলব্ধি করার শক্তি তারা হারিয়েছিল এবং রাশিয়াকে কখনো এক 'চোরাবালি'-র সঙ্গে তুলনা করেছে যেখানে 'খুব সর্বোত্তম সৈন্যাধ্যক্ষ'-ও ব্যর্থ হবে নিশ্চিত, কখনো এক 'সীমাহীন মরুভূমি'-র সঙ্গে তুলনা করেছে যেখানে 'সর্বোত্তম সৈন্যবাহিনীগুলি'-ও বিনষ্ট হতে নিশ্চিত।

২। প্রতিবিপ্লবের পরাজয়ের কারণগুলি

প্রতিবিপ্লবের এবং প্রথমতঃ ডেনিকিনের পরাজয়ের কারণগুলি কী কী ?

(ক) প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর **পৃষ্ঠাঙ্গনের অস্থিতিশীলতা**। পৃথিবীতে

কোন সৈন্যবাহিনীই একটি স্থায়ী পৃষ্ঠাঙ্গন ছাড়া জয়যুক্ত হতে পারে না। আর ডেনিকিনের পৃষ্ঠাঙ্গন (এবং কলচাকেরও) খুবই অস্থায়ী। প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভূমির অস্থায়িত্বের কারণ হল এই বাহিনীগুলির সমাবেশ যারা করেছিল সেই ডেনিকিন-কলচাক সরকারের সামাজিক চরিত্র। ডেনিকিন এবং কলচাক তাদের সঙ্গে শুধু জমিদার আর পুঁজিপতিদের নয়, ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিরও জোয়াল নিয়ে এসেছিল। ডেনিকিন আর কলচাকের জয়ের অর্থ ছিল রাশিয়ার স্বাধীনতা হারানো, তাকে ব্রিটিশ ও ফরাসী ধনিকদের হাতে এক কামধেনুতে পরিণত করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডেনিকিন-কলচাক সরকার চূড়ান্তভাবে একটি জনবিরোধী, জাতিয়তাবিরোধী সরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত সরকার শব্দগুলির সর্বোত্তম অর্থে একমাত্র জনপ্রিয় ও একমাত্র জাতীয় সরকার কারণ তা সঙ্গে করে শুধুমাত্র ধনতন্ত্র থেকে শ্রমজীবী জনগণের মুক্তিই নিয়ে আসে না, আনে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে গোটা রাশিয়ার মুক্তিও, এক উপনিবেশ থেকে এক স্বাধীন ও মুক্ত দেশে রাশিয়ার রূপান্তরও।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে ডেনিকিন-কলচাক সরকার আর তাদের ফৌজ রুশ জনগণের ব্যাপক স্তরের সম্মান বা সমর্থন কোনটাই লাভ করতে পারে না?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে ডেনিকিন-কলচাক বাহিনীর বিজয়লাভের জন্য এক আবেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং যে উৎসাহ ব্যতিরেকে বিজয়লাভ একেবারেই সম্ভব নয় তা থাকতে পারে না?

ডেনিকিন-কলচাকে পৃষ্ঠাঙ্গন খণ্ড খণ্ড হয়ে রণাঙ্গনের ভিত্তিভূমিকে শক্তিহীন করে ফেলেছে, কারণ ডেনিকিন-কলচাক সরকার হল এমন একটি সরকার যা অবশ্যম্ভাবীভাবে রুশ জনগণের বন্ধন তৈরী করে, এমন এক সরকার যা জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে সবচাইতে বেশি অবিশ্বাস-বোধ জাগিয়ে তোলে।

সোভিয়েত বাহিনীর পৃষ্ঠাঙ্গন আরও, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং লাল সম্মুখভাগের বনিয়াদকে তা প্রাণরসে প্রতিপালিত করেছে কারণ সোভিয়েত সরকার হল এমন একটি সরকার যা রুশ জনগণকে মুক্ত করছে এবং জনগণের ব্যাপক স্তরের সবচাইতে বেশি আস্থা অর্জন করেছে।

(খ) প্রতিবিপ্লবের **প্রান্তবর্তী পরিস্থিতি**। অক্টোবর বিপ্লবের সূচনাকালেও বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে কিছুটা ভৌগোলিক সীমারেখা মানা

হতো। গৃহযুদ্ধ প্রসারের সাথে সাথে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের এলাকাগুলি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ইনার রাশিয়া তার শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতির কেন্দ্র মস্কো ও পেত্রোগ্রাদকে নিয়ে এবং তার জাতিগতভাবে অভিন্ন প্রধানতঃ রুশ জনসমষ্টি নিয়ে বিপ্লবের ভিত্তিভূমি হয়ে দাঁড়ায়। আর যেখানে কোন প্রধান শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতির কেন্দ্র নেই এবং যেখানকার অধিবাসীরা জাতিগত-ভাবে দারুণ বিভিন্ন—একদিকে, সুবিধাভোগী কশাক উপনিবেশস্থাপক এবং অপরদিকে পরাধীন তাতার, বাশ্‌কির ও কিরঘিজ (পূর্বে) ও ইউক্রেনীয়, চেচেন, ইঙ্গুশ এবং অন্যান্য মুসলিম জনগণকে নিয়ে গঠিত—রাশিয়ার সেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি, প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি কিন্তু প্রতিবিপ্লবের ভিত্তিভূমিতে পরিণত হয়।

এটা সহজেই বোধগম্য হবে যে রাশিয়ার যুধ্যমান শক্তিদের এই ভৌগোলিক বিন্যাসে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কারণ নিশ্চিতভাবেই, পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোর সর্বহারাশ্রেণী ছাড়া সোভিয়েত সরকারের বনিয়াদ আর কে গড়ে তুলবে? রুশ সাম্রাজ্যবাদের আদিম হাতিয়ার কশাক, যারা সুবিধাভোগী এবং একটি সামরিক জাত হিসেবে সংগঠিত হয়েছে এবং যারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির অ-রুশ জনগণকে দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করেছে তারা ছাড়া আর কে-ই বা ডেনিকিন-কলচাক প্রতিবিপ্লবের মেরুদণ্ড তৈরী করবে?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, অন্যতর কোন 'ভৌগলিক বিন্যাস' সম্ভব ছিল না?

কিন্তু এর ফলশ্রুতি ছিল (এবং আজও আছে) প্রতিবিপ্লবের ক্ষেত্রে অনেকগুলি মারাত্মক ও অবশ্যম্ভাবী অসুবিধা এবং বিপ্লবের ক্ষেত্রে সমসংখ্যক অবশ্যম্ভাবী সুবিধা।

নিদারুণ গৃহযুদ্ধের সময়কালে যুদ্ধমান সৈন্যবাহিনীর সাফল্যের জন্য এটা পূর্ণমাত্রায় আবশ্যক যে, যে মানবিক পরিবেশের উপাদানগুলি তাদেরকে প্রতিপালিত করছে ও যার প্রাণরস তাদেরকে সঞ্জীবিত করছে তাকে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্য জাতিভিত্তিক (বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে) অথবা শ্রেণীভিত্তিক (বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের বিকশিত পর্যায়ে) হতে পারে। এ-ধরনের ঐক্য ব্যতিরেকে দীর্ঘায়ত সামরিক সাফল্য অকল্পিত। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে দেনিচিক এবং কলচাকের বাহিনীর জন্য রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি (পূর্ব ও দক্ষিণ) জাতিগত বা শ্রেণীগত—কোন দিক থেকে মানবিক পরিবেশের সেই ন্যূনতম ঐক্য দেখায় না ও

দেখাতে পারে না যা ছাড়া (আমি আগেই বলেছি) সত্যকারের জয়লাভ অসম্ভব।

কারণ নিশ্চিতভাবেই একদিকে তাতার, বাশ্‌কির এবং কিরঘিজ (পূর্বে) ও ক্যালমিক, চেচেন, ইঙ্গুশ ও ইউক্রেনীয় (দক্ষিণে) এবং অপরদিকে কলচাক ও ডেনিকিনের মূলতঃ-রুশ স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসনের মধ্যে কী ধরনের জাতীয় ঐক্য থাকতে পারে ?

অথবা আবার বলা যায়ঃ একদিকে উরাল ও ওরেনবুর্গের সুবিধাভোগী কশাক, ডন ও কুবানদের সঙ্গে, অপরদিকে রুশ 'ইনোগোরোদনি' যারা সর্বদাই তাদের প্রতিবেশী কশাকদের দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হয়েছে তারা সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির অন্যান্য অধিবাসীদের কী ধরণের শ্রেণী-ঐক্য থাকতে পারে ?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে এমন ধরনের অসমসত্ত্ব উপাদানগুলিকে নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর প্রথম প্রচণ্ড আঘাতটিতেই ভেঙে পড়তে বাধ্য, যে এ-ধরনের প্রত্যেকটি আঘাত সেই সোভিয়েত সরকারের প্রতি রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির অ-কশাক লোকদের আকর্ষণ বাড়াতে বাধ্য যে স্পষ্টতঃই কর্তৃস্থানীয় জাতিগুলির উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাতিল করে দেয় এবং তাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা স্বেচ্ছায় পূরণ করে থাকে ?

সীমান্ত এলাকাগুলির বিপরীত দিকে ইনার রাশিয়া একেবারে ভিন্নতর একটি চিত্র তুলে ধরে। প্রথমতঃ, এ হল জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়, কারণ এর জনসংখ্যার নয়-দশমাংশ গ্রেট রুশদের নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয়তঃ, মানবিক পরিবেশের সেই শ্রেণী-ঐক্য যা সোভিয়েত বাহিনীর সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগের অগ্রবর্তী অংশকে প্রতিপালিত করে তা অর্জন করা সহজসাধ্য হয়েছে এই কারণে যে এই পরিবেশটি পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোর সেই শ্রমিকশ্রেণী যারা কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সোভিয়েত সরকারের চারিদিকে তাদেরকে সমবেত করেছে।

প্রসঙ্গতঃ এটাই সোভিয়েত রাশিয়ার পশ্চাদ্‌ভূমি ও সম্মুখভাগের মধ্যেকার সংগ্রামী সহযোগের কারণ, যে-ধরনের সহযোগের জন্য কলচাক-ডেনিকিন সরকার কখনই গর্ববোধ করতে পারেনি। রাশিয়া যাতে অবিলম্বেই নতুন বাহিনীর একটি পূর্ণ বিন্যাস সংস্থাপন করে তার জন্য সোভিয়েত সরকারকে সাহায্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে একটিমাত্র আহ্বান দিতে হবে।

এর মধ্যেও আমাদের সেই বিস্ময়কর শক্তি ও অতুলনীয় স্থিতিস্থাপকতার উৎসটি খুঁজতে হবে সংকটময় মুহূর্তগুলিতে সোভিয়েত সরকার সাধারণতঃ যা অভিব্যক্ত করেছে।

এখানেও সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা খুজতে হবে যা আঁতাতের ডাইনী-তাড়ানো-ওঝাদের কাছে অকল্পনীয় যে 'প্রতিবিপ্লবী ফৌজ যখন কতকগুলি বিশেষ সীমান্তে (ইনার রাশিয়ার সীমান্ত !) উপনীত হয়, তখন তারা অবশ্যম্ভাবী রূপে বিপর্যয় ভোগ করে। . '

প্রতিবিপ্লবীদের এবং প্রথমতঃ ডেনিকিনের পরাজয়ের পেছনে এই গভীরে-প্রোথিত কারণগুলি ছাড়া অন্যান্য আরও আশু কারণও বিদ্যমান (আমরা প্রধানতঃ দক্ষিণ রণাঙ্গনের কথাই উল্লেখ করছি)।

এগুলি হল :

(১) সোভিয়েত দক্ষিণ রণাঙ্গনে সৈন্য মজুত ও সৈন্য পুনঃসরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতি।

(২) রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতি।

(৩) পেত্রোগ্রাদ, মস্কো, ৎভার ও আইভানোভো-ভোঝ্‌নেসেন্‌স্ক্‌ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে কমিউনিস্ট শ্রমিকদের প্রবাহ যারা আমাদের দক্ষিণ বাহিনীতে যোগ দেয় ও তাকে পুরোপুরি রূপান্তরিত করে।

(৪) মামোন্তভের উপর্যুপরি আক্রমণে যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার সংস্কার সাধন।

(৫) আক্রমণোদ্যোগ চালানোর সময় দক্ষিণ বাহিনীর কম্যাণ্ড দ্বারা পার্শ্ব-দেশ আক্রমণের দক্ষ প্রয়োগ।

(৬) খোদ আক্রমণোদ্যোগটিরই সুবিন্যস্ত চরিত্র।

৩। দক্ষিণ রণাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি

ডেনিকিনের বাহিনীর সবকটি ইউনিটের মধ্যে যে ফৌজটিকে অবশ্যই সব-চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে হবে তা হল স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ (পদাতিক বাহিনী) কারণ এইটাই হল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং এর বাহিনীতে মজুত হিসাবে রয়েছে বিরাট সংখ্যক নিয়মিত অফিসার এবং স্কুরো ও মামোন্তভের ঘোড়সওয়ার ফৌজ। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্ব ছিল

মস্কো দখল করা; আর সকুরো ও মামোন্তভের ঘোড়সওয়ার ফৌজের দায়িত্ব ছিল আমাদের দক্ষিণ সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা ও তার পৃষ্ঠাঙ্গনকে ধ্বংস করা।

আমাদের পদাতিক বাহিনীর প্রথম নিশ্চিত সাফল্যগুলি অর্জিত হয় ক্রোমি-দ্মিত্রোভস্ক এলাকায় ও বেলের যুদ্ধে। এখানে আমাদের পদাতিক বাহিনী স্বেচ্ছাসেবক ফৌজের প্রথম (সর্বোত্তম) সেনাদল, জেনারেল কুটেপভের সেনাদলকে তার কর্নিলভ, দ্রোঝদভ, মার্কভ ও আলেক্সিয়েভ ডিভিশনগুলি সমেত পর্যুদস্ত করে।

আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম নিশ্চিত সাফল্যগুলি অর্জিত হয় ইকোরেটস, উসমান, ভোরোনেঝ এবং ডন নদীগুলির এলাকায় ভোরোনেঝের যুদ্ধে। এখানে কমরেড বুদোনির অশ্বারোহী দল সকুরো ও মামোন্তভের যৌথ সেনাদলের সঙ্গে প্রথমবার মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয় এবং তাদেরকে পরাভূত করে।

ওচেল ও ভোরোনেঝে আমাদের সাফল্যগুলি আমাদের পরবর্তী দক্ষিণমুখী অগ্রাভিযানের ভিত্তি তৈরী করেছিল। কিয়েভ, খারকভ, কুপিয়ানস্ক ও লিস্কিতে অর্জিত সাফল্যগুলি ছিল ওচেল এবং ভোরেনেঝে আমাদের অর্জিত বুনিয়াদী সাফল্যেরই পরিণতি ও বিকাশমাত্র। আমাদের ইউনিটগুলির চাপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তার বিধ্বস্ত যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিয়ে এবং তার পুরানো সক্রিয় সৈন্যের মধ্যে অর্ধেকের কম নয় এমন সংখ্যককে মৃত, আহত ও বন্দী অবস্থায় হারিয়ে এখন বিশৃংখলভাবে পিছু হটে যাচ্ছে। আস্থার সঙ্গেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে যে তাকে পশ্চাদ্‌ভূমিতে অপসারণ ও আগাগোড়া সংস্কার না করলে শীঘ্রই তার কোনরকম লড়াই করার ক্ষমতা থাকবে না।

সকুরো ও মামোন্তভের ঘোড়সওয়ার বাহিনী সম্পর্কে বলা যায় যে যদিও তা দু'টি নতুন কুবান সৈন্যদল (জেনারেল উলাগে ও জেনারেল নৌমেংকোর) ও জেনারেল চেসনোকভের পাঁচমেশালী উহ্‌লান-ডিভিশন দিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে তবু তা আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামনে কোনও গুরুতর বিপদ বহন করছে না। এটাই প্রমাণ হয়েছিল লিসিচান্‌স্কে সাম্প্রতিক লড়াইয়ে যেখানে আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দ্বারা পুনর্বিন্যস্ত সকুরো-মামোন্তভ দল সতেরটি কামান, আশিটি মেশিনগান এবং সহস্রাধিক মৃতকে

পরিত্যাগ করে পুরোপুরি উৎখাত হয়ে গেছিল।

অবশ্য এটা বলা যেতে পারে না যে ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনী ইতোমধ্যেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনী কলচাকের বাহিনীর মতো অতটা বিনষ্ট হয়নি। ডেনিকিন এখনোও কিছুটা রণকৌশলগত, এমনকি কিছুটা হয়ত রণনীতিগত ছলও গ্রহণ করতে সক্ষম। এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে দশ সপ্তাহকালে ডেনিকিনের কাছ থেকে সব মিলিয়ে আমরা মাত্র ১৫০টি কামান, ৬০০টি মেশিনগান, ১৪টি সাজোয়া ট্রেন, ১৫০টি লোকোমোটিভ, ১০,০০০ রেলওয়াগন ও ১৬,০০০ বন্দী দখল করতে সফল হয়েছি। কিন্তু একটি ব্যাপার সন্দেহাতীত যে: **ডেনিকিনের বাহিনী ঢালু পথ বেয়ে দুর্নিবারভাবে কলচাককে অনুসরণ করছে**, আর সে জায়গায় **আমাদের সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় ও গুণমানে উভয়তঃই দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।**

ডেনিকিনের চূড়ান্ত ধ্বংসের নিশ্চয়তা এইখানেই রয়েছে!

সেরপুখভ,

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯১৯

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯৩

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১৯

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

পুনশ্চ।[৮০] তাগানরোগে আমাদের সৈন্যদের দ্বারা ডেনিকিনের বাহিনীর সম্মুখভাগ বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে এই নিবন্ধটি লেখা হয়েছিল। বস্তুতঃ, এটাই এর সাবধানী চরিত্রকে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু এখন, যখন ডেনিকিনের বাহিনীর সম্মুখভাগ ভেদ করা হয়েছে, যখন ডেনিকিনের ডন ও ককেশীয় বাহিনী থেকে স্বেচ্ছাসেবক ডিভিশনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যখন তাগানরোগের প্রবেশমুখে দু'দিনের লড়াইয়ে (১লা ও ২রা জানুয়ারি) আমাদের বাহিনী শত্রুর কাছ থেকে দু'শরও বেশি কামান, সাতটি সাজোয়া ট্রেন, চারটি ট্যাঙ্ক এবং জয়ের অন্যান্য অসংখ্য স্মারক অধিকার করেছে, যখন তাগানরোগকে মুক্ত করার পর আমাদের বাহিনী প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র নোভোচেরকাস্ক এবং রোস্তভকে

অবরোধ করছে—তখন এই সময়ে এটা খুব আস্থা নিয়েই বলা যেতে পারে যে ডেনিকিনের বাহিনীর বিনাশ চলছে পূর্ণগতিতে।

আরেকটি আঘাত, আর তাতেই পূর্ণ বিজয় নিশ্চিত হবে।

কুর্স্ক,
৭ই জানুয়ারি, ১৯২০

'রিভলিউৎসিয়নি ফ্রন্ট' পত্রিকা, সংখ্যা ১
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২০
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

ইউক্রেনীয় শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর প্রতি নির্দেশনামা

৭ই মার্চ, ১৯২০

রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রবৃন্দের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের নির্দেশ নং ১২৪৭/৩পি/১২০/ এসএইচ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নির্দেশ নং ২৭১ অনুসারে, ৭ই মার্চ থেকে ৪২-তম ডিভিশনটিকে ইউক্রেনীয় শ্রমিক সৈন্যবাহিনীতে সংযুক্ত করা হয়েছে।[৮১]

বীর ৪২-তম ডিভিশন, যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে অন্যান্য ডিভিশনের পাশে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার শত্রুদের বিরুদ্ধে যারা বীরের মতো লড়াই করেছে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে ডেনিকিনের স্বেচ্ছাসেবক ফৌজকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেছে তাদেরকে এখন অর্থনৈতিক বিশৃংখলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য নিজেদের অস্ত্র নামিয়ে রাখতে হবে এবং দেশকে কয়লা যোগান দিতে হবে।

৪২-তম ডিভিশনের কম্যাণ্ডাররা! ডেনিকিনের সঙ্গে লড়াইয়ে আপনারা লালফৌজের সৈন্যদেরকে এক জয় থেকে অন্য জয়ে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষমতাকে প্রমাণ করেছেন—কয়লা সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও যে আপনারা তা-থেকে-কিছু-কম নয় এমন বিজয়ই অর্জন করতে সক্ষম তা-ই এখন দেখিয়ে দিন।

৪২-তম ডিভিশনের কম্যাণ্ডাররা! যুদ্ধক্ষেত্রে লাল ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে দৃষ্টান্তস্থানীয় নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষায় আপনাদের ক্ষমতা আপনারা প্রমাণ করেছেন—এখন দেখান যে কয়লার জন্যে লড়াইয়েও আপনারা শ্রমশৃংখলার পতকাকে অমলিন করে রাখতে সক্ষম।

৪২-তম ডিভিশনের লালফৌজের সদস্যবৃন্দ! শ্রমিক ও কৃষকের রাশিয়ার শত্রুর বিরুদ্ধে সসম্মানে ও সনিষ্ঠায় আপনাদের লড়াইয়ের ক্ষমতা আপনারা প্রমাণ করেছেন—এখন দেখান যে অনুরূপ সম্মান ও নিষ্ঠার সঙ্গেই আপনারা স্টেশনগুলিতে কয়লা পৌঁছে দিতে, তা ওয়াগনে ভর্তি করতে এবং কয়লাবাহী ট্রেনগুলিকে তাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে সক্ষম।

মনে রাখবেন যে রাশিয়ার কাছে কয়লা ডেনিকিনকে পরাজিত করার

মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উরাল অঞ্চলে তৃতীয় বাহিনীর রেজিমেণ্টগুলি কাঠ জ্বালানি মজুত করা ও চালান দেওয়ার ব্যাপারে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। ভল্‌গা অঞ্চলে, রিজার্ভ বাহিনীর রেজিমেণ্টগুলি লোকোমোটিভ ও রেলওয়াগন মেরামতের কাছে নিজেদেরকে গৌরবে মণ্ডিত করেছে। ৪২-তম ডিভিশনকেও কয়লা চালান করা, বোঝাই করা ও পরিবাহিত করার ক্ষেত্রে দেশের চাহিদা পূরণ করে অবশ্যই দেখিয়ে দিতে হবে যে অন্যদের তুলনায় তারা হীন নয়।

আপনাদের কাছে শ্রমিক ও কৃষকের রাশিয়া এটাই প্রত্যাশা করে।

ইউক্রেনীয় শ্রমিক সৈন্যবাহিনী পরিষদের সভাপতি

জে. স্তালিন

'প্রোলেতারস্কায়া রিভোলুৎসিয়া', সংখ্যা ৩
পত্রিকায় ১৯৪০ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত

ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর চতুর্থ সম্মেলনে[৮২] প্রদত্ত বক্তৃতামালা

১৭ই-২৩শে মার্চ, ১৯২০

১। সম্মেলনের উদ্বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণ

১৭ই মার্চ

কমরেডগণ, এখনো পর্যন্ত আপনাদের, ইউক্রেনীয় যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের কমিউনিস্টদের সামনে একটি বুনিয়াদী কর্তব্য হচ্ছে পোলদের অগ্রগতিকে আটকানো, পেৎলুরাকে উৎখাত করা এবং ডেনিকিনকে তাড়িয়ে দেওয়া। এই কাজ যে সাফল্যের সঙ্গেই পরিচালিত হচ্ছে, তা এখন আমাদের মিত্ররা, এমনকি শত্রুরাও স্বীকার করেছে।

আজ যখন ইউক্রেন বিপ্লবের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু ডেনিকিনের বাহিনী থেকে মুক্ত হয়েছে, তখন আপনাদের সামনে আরও একটি কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল নয় এমনই দায়িত্ব আপনাদের রয়েছে—তা হল ইউক্রেনের বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন করা। এতে সন্দেহ নেই যে আপনারা, যারা ডেনিকিনের সঙ্গে এঁটে উঠতে সফল হয়েছিলেন তারা অর্থনৈতিক বিশৃংখলার সঙ্গেও এঁটে উঠতে পারবেন, বিশৃংখলা প্রতিরোধ করতে ও উত্তরাঞ্চলে আপনাদের কমরেডদের সাহায্য করতে আপনারা আপনাদের সেই সবটুকু শক্তি ও সবটুকু উদ্যম প্রয়োগ করতে পারবেন যা কমিউনিস্টদেরকে অন্যান্য পার্টি থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে থাকে।

উত্তরাঞ্চলে যে এই দায়িত্ব পূরণ হতে চলেছে সে রকম লক্ষণ বিদ্যমান। শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর প্রেরিত বার্তাগুলি দেখিয়ে দেয় যে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় লোকোমোটিভ ও রেলওয়াগন মেরামত করা হচ্ছে এবং অধিক পরিমাণ জ্বালানি উৎপাদিত হচ্ছে। অনুরূপভাবেই উরাল অঞ্চলের শিল্পগুলি গড়ে উঠছে ও সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। আমার সন্দেহ নেই যে আপনারাও উত্তরাঞ্চলের কমরেডদের মতোই কাজ করবেন।

কমিউনিস্টরা এই কাজে একেবারে নিশ্চিত সফল হবে, কারণ আমাদের পার্টি হল দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ ও সনিষ্ঠ এবং সর্বোপরি আমাদের আদর্শ হল এই যে

'তোমাকে যদি মৃত্যুও বরণ করতে হয়, তবু আরব্ধ কাজ সমাধা করতেই হবে।' শুধুমাত্র নিজের শৃংখলা ও সংহতির জন্যই পার্টি সব ক'টি জেলা ও অঞ্চলে তার হাজার হাজার শ্রমিক কার্যকরীভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। এই শৃংখলা ও সংহতিই আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সক্ষম করেছে এবং এটাই আমাদেরকে এই আশা পোষণ করতে দিচ্ছে যে আমরা অনুরূপভাবেই আমাদের আরেক শত্রু—অর্থনৈতিক বিশৃংখলার বিরুদ্ধেও বিজয়ী হব।

২। অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন

১৯শে মার্চ

অর্থনৈতিক গঠনকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে বক্তব্য রাখতে হবে।

এক বছর আগে, যখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট সৈন্যবাহিনীর এক শক্ত বেষ্টনীতে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র অবরুদ্ধ হয়েছিল, তখন প্রতিরক্ষা পরিষদ একটি শ্লোগান তোলে: 'রণাঙ্গণের জন্য সবকিছু!' এর অর্থ ছিল এই যে আমাদের সমস্ত গঠনমূলক প্রয়াসকে যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ সরবরাহ ও তাকে নববলে বলীয়ান করার ওপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এক বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রতিরক্ষা পরিষদ সঠিক ছিল কারণ এই বছরটিতে আমাদের ভয়ংকর শত্রুরা প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে—ইয়ুদেনিশ, কলচাক ও ডেনিকিন প্রকৃতপক্ষে উৎখাতই হয়েছে। 'রণাঙ্গনের জন্য সবকিছু' শ্লোগানটি এইভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে ও ভাল ফল দিয়েছে।

কয়েক মাস আগে প্রতিরক্ষা পরিষদ আরেকটি শ্লোগান তোলে: 'জাতীয় অর্থনীতির জন্য সবকিছু!' এর অর্থ হল এই যে আমাদের সকল গঠনমূলক কাজকে অবশ্যই অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে, আমাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকে অবশ্যই অর্থনৈতিক বেদীতে উপস্থাপিত করতে হবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমাদের আর এখন কোন সামরিক কর্তব্য নেই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় রাশিয়াকে ধূলিসাৎ করার উদ্দেশ্যে আঁতাতশক্তির দু'টি প্রচেষ্টা—প্রথমটি পূর্ব দিক থেকে, কলচাকের সাহায্যে, এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণ দিক থেকে, ডেনিকিনের সাহায্যে—ব্যর্থ হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে যে একটি নতুন আঘাত হানবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে—পশ্চিম দিক থেকে। আঁতাতশক্তি এত নির্বোধ নয় যে তারা পোলিশ ভদ্রমহাশয়বৃন্দের শক্তিকে ব্যবহার

করবে না, যদি তা-ই করে তবে তার উদ্দেশ্য হবে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন গঠনাত্মক কর্তব্য সমাধায় বাধা দেওয়া। তাছাড়া, জার্মান অভ্যুত্থানকে[৮৩] কেন্দ্র করে কী ধরনের আশু সম্ভাব্য ফল প্রকাশ পেতে পারে আমরা তা এখনো জানি না। স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, পশ্চিম কিছু একটা নতুন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট জটিলতার সম্ভাবনাপূর্ণ। সুতরাং এটা কিছুতেই বলা যাবে না যে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসনের কাজে আমাদের সকল প্রয়াস পুনরায় প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা সামরিক কর্তব্যের প্রতি আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকছি। তথাপি, বুনিয়াদী শ্লোগানটি অবশ্যই সর্বদাই বুনিয়াদীই থাকবে।

নতুন শ্লোগান তোলার জন্য প্রতিরক্ষা পরিষদ ও আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে কি অনুপ্রাণিত করেছে? তা হল এই ঘটনাই, কমরেডবৃন্দ, যে বহিঃশত্রুর পরাজয়ের পরে নিজেদের দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিশৃংখলার এক দৃশ্য দেখলাম।

যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির সংস্কার সাধনের কর্তব্যের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা জড়িত রয়েছে?

জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বুনিয়াদী সমস্যা হল জ্বালানি। সবকটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই চালানো হয়েছে জ্বালানির উদ্দেশ্যে। আঁতাত-শক্তির সমস্ত কৌশলই আমাদেরকে জ্বালানি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

তিন ধরনের জ্বালানি রয়েছে: কয়লা, তেল আর কাঠ।

কয়লার সমস্যা নিয়েই শুরু করা যাক।

১৯১৬ সালে অর্থাৎ বিপ্লবের পূর্বে, আমরা কি মাসে কমপক্ষে ১৪০-১৫০ মিলিয়ন পুড কয়লা উৎপাদন করতাম এবং অন্যান্য স্থানে কমপক্ষে ১২০ মিলিয়ন কয়লা চালান দিতাম। এখন আমরা খুব বেশি হলেও ১৮ মিলিয়ন পুড কয়লা ও অ্যানথ্রাসাইট উৎপাদন করছি এবং খুব বেশি হলে ৪-৫ মিলিয়ন পুড চালান দিচ্ছি। ছবিটি পরিষ্কার।

দ্বিতীয় ধরনের জ্বালানি হল তেল। আমাদের তেল জ্বালানির প্রধান উৎস হল বাকু অঞ্চল। ১৯১৬ সালে আমরা সব মিলিয়ে বাকু থেকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পুড তেল, গ্রোঝ্নি থেকে ১০০ মিলিয়ন মতো এবং উরাল (এম্বা) থেকে প্রায় ১৫ মিলিয়ন পুড তেল সংগ্রহ করেছিলাম। আপনারা তো জানেন যে আমাদের তেলের প্রধান উৎস—বাকু—আমাদের অধিকারে

নেই। জ্বালানি উৎস হিসাবে এর রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ তৈলখনি। গত বছর এর উৎপাদন ছিল ২০০ মিলিয়ন পুডের মতো উচ্চ পরিমাণ। কিন্তু কি অবস্থায় যে একে আমরা ফিরে পাব, আমি তা জানি না। আমরা যেটুকু জানি তা হল হোয়াইটরা একে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

তৃতীয় ধরনের জ্বালানি হল কাঠ। আগেকার দিনে, কয়লার মাপের হিসাবে ফি বছর ৫০০ মিলিয়ন পুড কাঠ জ্বালানি পাওয়া যেত। চীফ টিম্বার কমিটির হিসাব অনুযায়ী এখনকার উৎপাদন এর ৫০ শতাংশের বেশি নয়।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন যে, জ্বালানির বিষয় বিচার করলে আমাদের অবস্থা খুব সংকটময়।

দ্বিতীয় সমস্যা হল লৌহ ও ইস্পাতের। সব দিক থেকেই বিচার করলে বলা যায় যে লৌহ আকর (iron ore) ঢালাই-না-করা লৌহ (Pig iron) ও একেবারে সম্পূর্ণ লৌহ-উৎপাদনের (finished product) আমাদের প্রায় একমেবম্ উৎস ছিল, এবং আছে, দনেৎস্-ক্রিভয় রোগ্ অববাহিকা। ১৯১৬ সালে ঢালাই-না-করা লৌহের উৎপাদন ছিল প্রতিমাসে কমপক্ষে ১৬ মিলিয়ন পুড। ডনবাসে আমাদের কম করে ৬৫টি ব্লাস্ট ফারনেস চালু ছিল। এই ৬৫টির একটিও আজ চালু নেই। ১৯১৬ সালে আমাদের লৌহ ও ইস্পাত প্রকল্পগুলি প্রতি মাসে প্রায় ১৪ মিলিয়ন পুড অর্ধ-প্রস্তুত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করত। এখন তারা এই পরিমাণের পাচ শতাংশের বেশি উৎপাদন করছে না। ১৯১৬ সালে আমরা প্রতি মাসে প্রায় ১২ মিলিয়ন পুড সম্পূর্ণ পূর্ণ-প্রস্তুত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করেছিলাম। আজ হয়—এই পরিমাণের দুই থেকে তিন শতাংশ। লৌহ ও ইস্পাতের ব্যাপারেও বলা যায় যে আমরা খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছি।

তৃতীয় সমস্যা হল খাদ্যশস্যের। শিল্পক্ষেত্রকে যদি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করতে হয় তা হলে আমাদের শ্রমিকদেরকে অবশ্যই খেতে দিতে হবে। শস্যের অভাব হল আমাদের প্রধান অসুবিধা এবং আমাদের শিল্পক্ষেত্রে পক্ষাঘাতব্যাধির প্রধান কারণ। যুদ্ধের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে আমরা প্রতিবছর প্রায় ৫,০০০ মিলিয়ন পুড খাদ্যশস্যের আবাদ করতাম। এ থেকে ৫০০ মিলিয়ন পুডেরও বেশি অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হতো। অবশিষ্ট সব-টুকুই আভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য লেগে যেত। এমনকি ১৯১৪ সালেও, যখন যুদ্ধ

শুরু হয়ে গেছে এবং সীমান্তগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তখনো আমরা দশ মাসে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন পুড শস্য রপ্তানী করতে সক্ষম হতাম। পরবর্তীকালে রপ্তানী নেমে দাঁড়ায় ৩০ মিলিয়ন পুডে।

এইসব থেকে প্রমাণ হয় যে দেশে উদ্বৃত্ত শস্য আছে, অবশ্যই তা থাকবে। স্বভাবতঃই আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে শস্য সংগ্রহ করার ও সেই পরিমাণ শস্য যা ছাড়া শিল্পকে স্বনির্ভর করা অসম্ভব তার মজুত তৈরীর করার বাস্তবিক সম্ভাবনা আছে কিনা. তাহলে আমরা উত্তর দিতে পারি যে এ-রকম নিঃসংশয়েই বর্তমান আছে। আমাদের পক্ষে এখন ৩০০ মিলিয়ন পুড মজুত সংগ্রহ করা যার কথা আমাদের কমরেডরা এত সোচ্চারে বলে থাকেন তা বস্তুগতভাবে বলা যায় যে খুবই সম্ভব। গোটা সমস্যাটি হল একটি স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থা তৈরী করা, কৃষকদের মানসিকতাকে অনুধাবন করা, ধৈর্য ও দক্ষতা প্রয়োগ করা এবং এই কাজে এমন শক্তিদের নিয়োগ করা যাদের কথাকে কাজে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাহী ক্ষমতা বিদ্যমান। এ ব্যাপারে আমি আমাদের ইউক্রেনের অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, হিসেব করা হয়েছিল যে শেষ ফসলের মধ্য থেকে ইউক্রেনে অন্ততঃ ৬০০ মিলিয়ন পুড শস্য জমা হয়েছে। খানিকটা চেষ্টা করলেই, এই ছ'শ মিলিয়ন পুড সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু আমাদের খাদ্য এজেন্সিগুলি ১৬০ মিলিয়ন পুডের অনধিক দাবি করাই সিদ্ধান্ত নিল এবং আরও সিদ্ধান্ত নিল যে মার্চ মাসের মধ্যেই প্রায় ৪০ মিলিয়ন পুড সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই পরিমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। আমাদের এজেন্সিগুলির শৈথিল্যের জন্য ও আমাদের খাদ্য অফিসারদের পেছনে পেছনে যাথ্নোর লোকদের রীতিমতো অনুচর বৃত্তির জন্য এবং অনেকগুলি জেলায় কুলাক বিদ্রোহের জন্য চল্লিশ মিলিয়নের বদলে আমরা মাত্র দু'মিলিয়ন পুড সংগ্রহ করতে সফল হয়েছিলাম।

পরের সমস্যাটি হল চিনির। ১৯১৬ সালে আমরা প্রায় ১১৫ মিলিয়ন পুড চিনি উৎপাদন করেছিলাম। প্রয়োজন ছিল ১০০ মিলিয়ন পুড পরিমাণের। আজ আমাদের মাত্র তিন মিলিয়ন রয়েছে।

এই হল আমাদের আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার এই ধরনের পরিস্থিতি স্বভাবতঃই আমাদেরকে এই শ্লোগান তুলতে বাধ্য করেছে যে 'জাতীয় অর্থনীতির জন্য সবকিছু!'

এই শ্লোগানটি কী বোঝায়? এ যা বোঝাতে চায় তা হল এই যে সমস্ত প্রচারমূলক ও গঠনাত্মক কাজকে নতুন, অর্থনৈতিক গতিপথে অবশ্যই পুনঃ-সংগঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক বিশৃংখলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে কীভাবে এবং একটি নতুন অর্থনীতি কেমন করে গড়ে তুলতে হবে জনগণকে তা শেখানোর জন্য আমাদের এখন অ-কমিশনড্ অর্থনৈতিক অফিসারদের ও শ্রমিকদের মধ্য থেকে অফিসারদের তৈরী করতে হবে। একমাত্র বিশৃংখলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথেই নতুন গঠনমূলক কর্মসূচী সম্ভব হবে এবং এর জন্য দরকার হল অফিসারদের আয়াসসাধ্য প্রশিক্ষণ। গত বছর আমরা যদি সামরিক ইউনিটগুলির মধ্যে একে অপরের সমকক্ষ হওয়ার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকি, তাহলে এখন আমাদের সেই একই জিনিস অবশ্যই করতে হবে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কল-কারখানায়, রেলওয়েতে এবং খনিতে শ্রমিকদের মধ্যে। স্পষ্টতঃই, এই আন্দোলনে শুধু শ্রমিকদেরই নয়, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকেও আমাদের সামিল করতে হবে।

এরপর, আগে যা বলা হয়েছে সেসব ছাড়াও এটা দেখতে হবে যে শিল্প পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এ তাবৎ যেমন ধারা হয়ে এসেছে তা থেকে অধিকতর বিস্তৃত অধিকার, অধিকতর স্বাতন্ত্র্য যেন স্থানীয় অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে, বিশেষতঃ আঞ্চলিক ও জেলা সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়। এখনো পর্যন্ত অবস্থাটি ছিল এই যে প্রধান পর্ষৎগুলির, একমাত্র প্রধান পর্ষৎগুলির নির্দেশেই কাজ পরিচালিত হতো: এখন আমাদের এলাকাগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে এবং তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা তাদের সেই ধরনের উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারে যা ছাড়া আমাদের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করা কঠিন হয়ে পড়বে।

সর্বশেষে, সেইসব সংগঠনগুলিকে সমর্থন যোগানোর জন্য আমাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে প্রতিরক্ষা পরিষদ যেগুলিকে সামরিক থেকে অর্থ নৈতিক কাজের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করেছে। আমি শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর কাউন্সিল-গুলির কথা উল্লেখ করছি। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে গোটা সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলিকে যান্ত্রিকভাবে অর্থনৈতিক কাজে নিয়োগ করা সব সময় উপযোগী হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের রিজার্ভ ইউনিটগুলির কাজের সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমির মেহনতী মানুষের কাজের মধ্যে এক ধরনের সাযুজ্য রচনা করতে হবে।

ইউক্রেনীয় শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর কথা বলতে গিয়ে আমি এটা অবশ্যই বলব যে কতকগুলি কারণের জন্য তা এই সবেমাত্র কাজ শুরু করতে পেরেছে। প্রথম কর্তব্য ছিল বর্তমান পরিস্থিতিকে অনুধাবন করা, এবং তারপরে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা আবশ্যক তা বিচার করা। আমরা যা দেখতে পেয়েছি তা হল এক ম্লান ছবি। রেলপরিবহন বিশেষরকম খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এটা বলতেই হবে যে চারটি ইউক্রেনীয় রেলপথে—দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ, দনেৎস্ এবং ইয়েকাতেরিনিন্স্কায়াতে—অনেকগুলি লোকোমোটিভ রয়েছে, কিন্তু তার ৭০ শতাংশই অকেজো পড়ে আছে। ফল হয়েছে এই যে, খারকভ-মস্কো লাইনে দৈনিক যে ৫৫ জোড়া ট্রেন চলত, এখন তার বদলে আমরা মাত্র চার কী পাঁচ, বড় জোর আট জোড়া ট্রেন চালাতে পারছি।

ইউক্রেনের পরিস্থিতি সম্পর্কে এইসব তথ্য সংগ্রহ করার পর শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর পরিষদ কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আমি অবশ্যই উল্লেখ করব।

প্রথমতঃ, কয়লা শিল্পের শ্রমিকদেরকে সামরিক মানসিকতায় অনুপ্রাণিত করা, এবং সেই সঙ্গে কয়লা চালানের মেহনতী দায়িত্বপালনে গ্রামীণ জনগণকে সামিল করা।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের মধ্য থেকে শিল্পক্ষেত্রে নতুন শক্তি নিয়ে আসা, কারণ আমরা জানি যে বিপ্লবের পূর্বে শিল্পক্ষেত্রে যে ২৫০,০০০ শ্রমিক কর্মরত ছিল তার মধ্যে মাত্র ৮০,০০০ জন টিঁকে আছে। কিন্তু এই নতুন শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে, সর্বপ্রথমে তাদেরকে খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং এই বিষয়ে আমরা কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়তঃ, কয়লাশিল্পের শীর্ষে একটি কেন্দ্রীয় পর্ষৎ গঠন করা যার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে একটি স্বাস্থ্য প্রশাসন, একটি যোগাযোগ দপ্তর, একটি সরবরাহ দপ্তর, একটি সামরিক আদালত ও একটি রাজনৈতিক দপ্তর।

এই সমস্ত দরকার এই কারণে যাতে ইউক্রেনের শিল্পগুলি ও পরিবহণ ব্যবস্থা যথাযথ চলে, জনবল, খাদ্য, চিকিৎসা-সেবা এবং রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, স্বার্থান্বেষীদের অবদমিত করা যায় ও শ্রম-পলাতকদের দনেৎস অববাহিকা থেকে চুপিসারে পালানোয় ক্ষান্ত করা যায় এবং শিল্প ও পরিবহণে শ্রম-শৃংখলা প্রবর্তন করা যায়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে এখন

থেকে কমিউনিস্ট পার্টির দনেৎস গুবের্নিয়া কমিটির সভাপতি কয়লাশিল্পের রাজনৈতিক দপ্তরেরও প্রধান হবেন। কয়লা শিল্পে কাজের জন্য পার্টি শক্তির সর্বপ্রকারের বণ্টন এবং এক জেলা থেকে অন্য জেলায় তাদের স্থানান্তর এখন থেকে রাজনৈতিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসবে।

সাধারণ বিচারে এগুলিই হল সেই সব ব্যবস্থা যা অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে যদি আমরা যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির সংস্কারের জন্য কাজ শুরু করতে চাই এবং তাকে তার চূড়ান্ত বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে চাই।

আমার প্রতিবেদনের উপসংহারে, আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অর্থনৈতিক গঠনকার্যের বিষয়ে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য[৮৪] পেশ করতে চাই।

৩। অর্থনৈতিক নীতিবিষয়ক প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার জবাব

২০শে মার্চ

এটা উল্লেখযোগ্য যে প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউই কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত করার প্রয়াস পাননি। খারকভ সম্মেলনের প্রস্তাবটি হল সোভিয়েতসমূহের সপ্তম কংগ্রেসের[৮৫] প্রস্তাবগুলির একটি সংযোজনীমাত্র এবং তা কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যে অর্থনৈতিক গঠনকার্য সম্পর্কে আলোচিত সমস্যাগুলির একটি গোটা ধারাকে স্পর্শই করেনি।

আমি এর আগেই বলেছি যে এখনকার বুনিয়াদী কর্তব্য হচ্ছে কয়লা শিল্পের পুনর্বাসন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, ইউক্রেনীয় শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর পরিষদ এমন একটি কয়লা শিল্প পর্ষৎ সংগঠিত করার ওপর তার নজর প্রধানত; কেন্দ্রীভূত করছে, যা এই শিল্পে নিয়মিত সরবরাহ ও শৃংখলা প্রবর্তন সুনিশ্চিত করতে সক্ষম।

আপনারা জানেন যে সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আমাদের শিল্পব্যবস্থা ঠিক এখন দেড় বছর আগে লালফৌজ যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমনি এক শৈথিল্য ও গেরিলা মানসিকতার পর্যায়ের মধ্যে চলেছে। সেই সময়ে পার্টি কেন্দ্র সৈন্যবাহিনীকে আপন স্থৈর্যে ফিরিয়ে আনার, শৃংখলা প্রবর্তন করার ও গেরিলা ইউনিটগুলিকে নিয়মিত ইউনিটে রূপান্তর করার এক আহ্বান ঘোষণা করেছিল। একই জিনিস এখন অবশ্যই করতে হবে শিল্পের ক্ষেত্রে

যা ভেঙে পড়ছে। এই ভেঙে পড়া শিল্পব্যবস্থাকে অবশ্যই আবার তার স্থৈর্যে ফিরিয়ে আনতে হবে ও সংগঠিত করতে হবে নচেৎ আমরা নিজেদেরকে বিশৃংখলা থেকে মুক্ত করতে পারব না।

এখানে জনৈক কমরেড বলেছেন যে শ্রমিকরা সামরিকীকরণকে ভয় পায় না। কারণ ভাল শ্রমিকরা শৃংখলার অভাবে দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে' এটা পুরোপুরি সত্য। শ্রমিকরা অব্যবস্থার জন্য দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা শিল্পক্ষেত্রে নিয়ম চালু করতে ও শ্রম-শৃংখলা প্রবর্তন করতে সক্ষম এমন নেতৃত্বকে সানন্দে বরণ করবে।

৪। সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ

২৩শে মার্চ

কমরেড স্তালিন তাঁর সমাপ্তি ভাষণে সারা-ইউক্রেনীয় সম্মেলনের কাজ পর্যালোচনা করেন। গ্রামাঞ্চলের ও অর্থনৈতিক গঠনকর্মের ক্ষেত্রে কাজের বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাবগুলির সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি একটি মূল্যায়ন দেন। শেষোক্ত প্রশ্নটি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে[৮৬] চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হবে।

তিনি বলেন যে 'আমাদের নীতির মৌল সমস্যাটি—গ্রামাঞ্চলে কাজের বিষয়টি—আমার মতে সঠিকভাবেই স্থিরীকৃত হয়েছে।' 'আমি মনে করি যে এখানে, ইউক্রেনে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে আমরা সেই একই ধরনের বিকাশের স্তরের মধ্য দিয়ে চলছি যা দেড় বছর আগে রাশিয়াতেও ছিল, তখন ভল্গা অঞ্চল ও মধ্য রাশিয়ার অসংখ্য অঞ্চল এক বিদ্রোহের অবস্থার মধ্যে ছিল। রাশিয়ার মতো এখানেও এই সময়কালটি এক অতীতের বিষয়ে পর্যবসিত হবে।

'গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে গরিব কৃষকদের ওপর আস্থা রাখতে হবে। মাঝারি কৃষকরা একমাত্র তখনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে যখন তারা নিশ্চিত হবে যে সোভিয়েতরাজ হচ্ছে শক্তিশালী। একমাত্র তারপরেই মাঝারি কৃষক আমাদের পাশে আসবে।

'এইসব বিবেচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, আপনারা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তা প্রশ্নাতীতভাবেই সঠিক।

'আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও রয়েছে যা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এটি হল

আমাদের পার্টিতে বোরোৎবিস্টদের[৮৭] অন্তর্ভুক্তি। বোরোৎবিস্টরা হল এমন একটি পার্টি যা গ্রামাঞ্চল থেকে তার পুষ্টিরস পেয়েছে। এখন যেহেতু বোরোৎবিস্টরা আমাদের পার্টির সঙ্গে একত্রীভূত হয়েছে তখন সর্বহারাশ্রেণী ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় একটি মৈত্রী স্থাপনে আমরা সক্ষম। আপনারা জানেন যে এই মৈত্রীই হল আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা ও শক্তির বনিয়াদ।

'আপনাদের সম্মেলনের সফল কাজের জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

'এতদ্দ্বারা আমি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।' (**হর্ষধ্বনি**)

ইউক্রেনীয় শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর সম্পাদকমণ্ডলীর দলিল ও
খারকভের সংবাদপত্র **কমিউনিস্ট**, সংখ্যা ৬২, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬,
১৮ই, ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে মার্চ, ১৯২০-এ
প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পুনঃপ্রকাশিত

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা হিসেবে লেনিন

মার্কসবাদীদের দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। তারা উভয়েই মার্কসবাদের পতাকা-তলে কাজ করে এবং নিজেদেরকে 'খাঁটি' মার্কসবাদী বলে মনে করে। তথাপি তারা কোনমতেই অভিন্ন নয়। বরং সত্যকারের এক গভীর গহ্বর তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে কারণ তাদের কাজের পদ্ধতি হল পরস্পরের একবারে বিপরীত।

প্রথম গোষ্ঠীটি মার্কসবাদকে এক বাহ্যিক স্বীকৃতি, এক আনুষ্ঠানিক সমর্থন দানের মধ্যেই সাধারণতঃ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। মার্কসবাদের সারকে উপলব্ধি করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়ে, তাকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়ে, তারা মার্কসবাদের জীবন্ত, বৈপ্লবিক নীতিগুলিকে প্রাণহীন, অর্থহীন সূত্রে পরিণত করে। তারা তাদের কাজকে অভিজ্ঞতার ওপর, বাস্তব কর্মধারা যা শেখায় তার ওপর না দাঁড় করিয়ে মার্কসের উদ্ধৃতির ওপর দাঁড় করায়। জীবন্ত বাস্তবের বিশ্লেষণ থেকে নয়, বরং উপমা ও ঐতিহাসিক সমান্তরতা থেকে তারা তাদের শিক্ষা ও নির্দেশ গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর প্রধান রোগ হল কথা আর কাজের ভেতর ফারাক। এই কারণেই স্বপ্নভঙ্গ আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে নিয়ত অসন্তোষ জন্মায় যা তাকে বারংবার বিপন্ন করে ও তাকে 'প্রতারিত' করে। এই গোষ্ঠীর নাম হল মেনশেভিকবাদ (রাশিয়াতে), সুবিধাবাদ (ইউরোপে)। লণ্ডন কংগ্রেসে[৮৮] কমরেড তিশ্‌কা এই গোষ্ঠীকে সঠিকভাবেই আখ্যা দিয়েছিলেন যখন তিনি যে বলেছিলেন এরা মার্কসবাদী অবস্থানের উপরে উঠে দাঁড়ায় না, বরং তার তলায় শুয়ে গড়ায়।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি মার্কসবাদকে বাহ্যিক স্বীকৃতিদানের ওপরে নয়, বরং তাকে উপলব্ধি ও কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের ওপরে মূল গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যে বিষয়ের ওপর এই গোষ্ঠীটি তার নজর প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত করে থাকে তা হল মার্কসবাদকে উপলব্ধি করার যেসব ধারা ও মাধ্যম পরিস্থিতিকে সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করে তা নির্দিষ্ট করা এবং পরিস্থিতি যেমন যেমন পরিবর্তিত হয় তেমন তেমন সেই ধারা ও মাধ্যমগুলিকেও পরিবর্তন করা। ঐতিহাসিক উপমা ও

সমান্তরতা থেকে নয় বরং চতুষ্পার্শ্বিক পরিবেশের সমীক্ষা থেকেই তারা তাদের নির্দেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে। উদ্ধৃতি আর প্রবাদের ওপর নয়, বরং অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রতিটি পদক্ষেপ যাচাই করে, নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং কী করে এক নতুন জীবন গড়া যায় তা অন্যকে শিখিয়ে, বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরেই তারা তাদের কাজকে দাঁড় করায়। বস্তুতঃ, এটাই ব্যাখ্যা করে যে এই গোষ্ঠীর কার্যধারায় কথা আর কাজের মধ্যে কেন কোন ফারাক নেই এবং কেনই-বা মার্কসের শিক্ষাগুলি তাদের জীবন্ত, বৈপ্লবিক শক্তিকে বজায় রাখতে পারে। এই গোষ্ঠীটির প্রতি মার্কসের সেই বাণী পুরোপুরি প্রযুক্ত হতে পারে যে মার্কসবাদীরা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদেরকে অবশ্যই আরও অগ্রসর হতে হবে এবং একে পরিবর্তন করতে হবে।[৮৯] এই গোষ্ঠীটির নাম হল বলশেভিকবাদ, সাম্যবাদ।

এই গোষ্ঠীটির সংগঠক ও নেতা হলেন ভি. আই. লেনিন।

১। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসেবে লেনিন

পাশ্চাত্যে যে সময় শ্রমিকদের পার্টি গঠিত হয় তখন সেখানে যেমন ছিল তা থেকে পৃথক ধরনের বিশেষ পরিবেশের মধ্যে রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির গঠন ঘটেছিল। যেখানে পাশ্চাত্যে, ফ্রান্সে এবং জার্মানিতে, শ্রমিকদের পার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে এমন এক সময়ে উদ্ভূত হয় যখন ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টিগুলি আইনী ছিল, যখন বুর্জোয়া বিপ্লব ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে, যখন বুর্জোয়া পার্লামেন্টগুলি বিদ্যমান, যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় বসে দেখে যে তারা নিজেরই সর্বহারাশ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন—সেখানে রাশিয়াতে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির গঠন হয়েছিল এক প্রচণ্ডতম ভয়ংকর স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে একটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রত্যাশায়; এমন এক সময়ে যখন একদিকে যারা শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্য ব্যবহার করতে উদগ্র আগ্রহী সেই বুর্জোয়া 'আইনী মার্কসবাদীদের' জোয়ারে পার্টি সংগঠনগুলি উপচে উঠেছিল এবং যখন অপরদিকে জারের সেনাবাহিনী পার্টির সারি থেকে তার সর্বোত্তম কর্মীদেরকে অপহরণ করে নিচ্ছিল, এমনি এক সময়ে যখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন দাবি করছে যে সেই আন্দোলনকে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে নেতৃত্ব দিতে পারে এ রকম বিপ্লবীদের একটি বিশ্বস্ত, সংহত ও যথেষ্ট গোপন লড়াকু গোষ্ঠী থাকুক।

কর্তব্য ছিল ছাগলের পাল থেকে ভেড়াদের আলাদা করা, বহিরাগত শক্তিগুলি থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, এলাকাগুলিতে অভিজ্ঞ বিপ্লবীদের নিয়ে ক্যাডার সংগঠিত করা, তাদেরকে একটি স্পষ্ট কর্মসূচী ও দৃঢ় রণকৌশল দেওয়া এবং সর্বশেষে এই সব ক্যাডারদেরকে আত্মনিবেদিত বিপ্লবীদের এমন একটি একক, জঙ্গী সংগঠনে সমবেত করা যা ঘাতক সৈন্যবাহিনীর আক্রমণকে ঠেকানোর মতো যথেষ্ট গোপন ও একই সঙ্গে জনগণের সঙ্গে এমন যথেষ্ট সম্বদ্ধ যাতে প্রয়োজনায় মুহূর্তে তাদের সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মেনশেভিকরা, সেইসব লোকেরা যারা মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে 'শুয়ে থাকে', তারা খুব সহজভাবেই প্রশ্নটির মীমাংসা করেছে: শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রামরত অ-দলীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে ঠিক যে রকমভাবে পাশ্চাত্যে শ্রমিকদের পার্টি উদ্ভূত হয়েছে, যতটা সম্ভব ঠিক সেই রকমটি রাশিয়াতেও হওয়া উচিত; এর অর্থ এলাকাগুলিতে 'মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক লড়াই' আপাততঃ এই সময়ের জন্য যথেষ্ট, কোনও সারা রুশ জঙ্গী সংগঠন তৈরী করতে হবে না এবং শেষকালে·· হ্যাঁ, শেষকালে যদি ঐ সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি একান্তই না গড়ে ওঠে তবে একটি অ-দলীয় শ্রমিক কংগ্রেস ডাকতে হবে ও তাকেই পার্টি বলে ঘোষণা করতে হবে।

মেনশেভিকদের এই 'মার্কসীয়' 'পরিকল্পনা' যদিও রাশিয়ার পরিস্থিতিতে কল্পলোকের মতো অলীক, তবুও যে তা পার্টি নীতির ধারণাকে অসম্মান করা, পার্টি ক্যাডারদের ধ্বংস করা, সর্বহারাশ্রেণীকে তার নিজের পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও শ্রমিকশ্রেণীকে লিবারেলদের দরদী দাক্ষিণ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করানোর উদ্দেশ্যে অবধারিতভাবেই ব্যাপক বিক্ষোভ বর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটায়— তা মেনশেভিকরা এবং সম্ভবতঃ বেশ ভাল সংখ্যক বলশেভিকরাও তৎকালে খুব কমই সন্দেহ করেছিল!

রুশ সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টিকে লেনিন যে অসীম সেবা দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে তিনি মেনশেভিকদের সংগঠন সম্পর্কিত 'পরিকল্পনাটি'-র গোটা বিপদকে এমন এক সময়েই উদঘাটিত করে দিয়েছিলেন যখন এই 'পরিকল্পনাটি' বীজাকারেই ছিল, যখন এর স্রষ্টারাও কষ্ট করে এর রূপরেখাটি উপলব্ধি করছিল, এবং এর মুখোস খুলে দিয়ে তিনি সংগঠনের ব্যাপারে মেনশেভিকদের শৈথিল্যের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানা শুরু করেছিলেন এবং এই প্রশ্নটির ওপর

পার্টির ক্রিয়াশীল কর্মীদের গোটা নজরটি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। কারণ পার্টির অস্তিত্বটিই বিপন্ন হয়েছিল; পার্টির কাছে এটা ছিল জীবন-মরণের ব্যাপার।

পার্টি শক্তিগুলির সমবেত হওয়ার কেন্দ্র হিসেবে একটি সারা-রুশ রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করা, এলাকাগুলিতে পার্টির 'নিয়মিত ইউনিট' হিসেবে একনিষ্ঠ পার্টি ক্যাডারদের সংগঠিত করা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই সব ক্যাডারদেরকে একসত্তায় সংগঠিত করা এবং তাদেরকে এমন একটি সারা-রুশ জঙ্গী পার্টিতে একত্রীভূত করা যার সুনির্দিষ্ট পরিধি, একটি স্পষ্ট কর্মসূচী, দৃঢ় রণকৌশল ও এক একক আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান—এই ছিল সেই পরিকল্পনা যা লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, **কী করিতে হইবে?**[৯০] এবং **এক পা আগে, দুই পা পিছে**[৯১]তে বিকশিত করেছিলেন। এই পরিকল্পনাটির গুণ নিহিত রয়েছে এইখানে যে তা রাশিয়ার বাস্তব অবস্থার প্রতি পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ক্রিয়াশীল কর্মীদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তাদের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে তা অনবদ্যভাবে সাধারণ রূপ দিয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্য লড়াইয়ে, রাশিয়ার সক্রিয় কর্মীদের অধিকাংশই লেনিনকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিল এবং কোন ভাঙনের আশংকায় তারা নিবৃত্ত হয়নি। এই পরিকল্পনার বিজয় সেই ঘন-সন্নিবদ্ধ এবং ইস্পাত-দৃঢ় কমিউনিস্ট পার্টির বনিয়াদ তৈরী করেছিল বিশ্বে যার কোন সমকক্ষ নেই।

আমাদের কমরেডরা (শুধু মেনশেভিকরা নয়!) অনেক সময় লেনিনকে মতবিরোধ ও ভাঙনের দিকে মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের জন্য, সমঝওতাকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে নির্মম হওয়ার জন্য ও ইত্যাকারের জন্য অভিযুক্ত করে থাকে। নিঃসন্দেহে একদা এটা সত্য ছিল। কিন্তু এটা সহজেই বোঝা যাবে যে আমাদের পার্টি যদি তার মধ্য থেকে অ-সর্বহারা চরিত্রের, সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের বহিষ্কার না করে দিত, তবে তা নিজেকে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্ত করতে পারত না, তার চারিত্রিক তেজ ও শক্তি অর্জন করতে পারত না। বুর্জোয়া শাসনের যুগে, একটি সর্বহারা পার্টি ঠিক যে মাত্রায় তার নিজের ও শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরকার সুবিধাবাদী, বিপ্লববিরোধী ও অ-পার্টিসুলভ উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, শুধু সেই মাত্রাতেই তা বিকশিত হতে পারে ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। লাসাল ঠিকই ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে: 'অবাঞ্ছিতদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পার্টি নিজেকে শক্তিশালী করে তোলে।'[৯২]

অভিযোগকারীরা সাধারণতঃ জার্মান পার্টির উদাহরণ দেয় যাতে তৎকালে 'ঐক্য' বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথমতঃ, সব ধরনের ঐক্যই শক্তির চিহ্ন নয় এবং দ্বিতীয়তঃ একজনকে একদিকে শিদেম্যান ও নস্কে এবং অপরদিকে লিবনেখ্‌ট্ ও লুক্সেমবুর্গের মধ্যেকার 'ঐক্যের' চূড়ান্ত মেকীয়ানা ও অসত্যতাকে বুঝতে হলে তিন পার্টিতে বিদীর্ণ প্রাক্তন জার্মান পার্টির প্রতি কেবল এক নজর তাকাতে হবে। তাছাড়া, কে-ই বা জানে যে জার্মান পার্টির বিপ্লবী উপাদান যদি তার প্রতিবিপ্লবী উপাদান থেকে যথাসময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত তবে তা জার্মান সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে ভাল হতো কিনা?…না, পার্টি-বিরোধী ও বিপ্লববিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথে পার্টিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে লেনিন সহস্রবার সঠিক ছিলেন। কারণ শুধুমাত্র সংগঠনের এই ধরনের নীতির জন্যই আমাদের পার্টি সেই আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও বিস্ময়কর সুসঙ্গতি তৈরী করতে পেরেছিল যা তাকে কেরেনস্কিরাজের আমলের জুলাই সংকট থেকে অক্ষতভাবে বেরিয়ে আসতে, অক্টোবর অভ্যুত্থানের চাপ বহন করতে, ব্রেস্ট আমলের সংকটকে অবিচলভাবে অতিক্রম করতে, আঁতাত শক্তির ওপর বিজয় সংগঠিত করতে এবং সর্বশেষে সেই অতুলনীয় নমনীয়তা অর্জন করতে সক্ষম করেছিল যা তাকে যে-কোনও মুহূর্তে তার কর্মীদের পুনর্বিন্যস্ত করতে ও যে-কোনও বড় কাজে তার শত-সহস্র কর্মীকে তাদের মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি না ঘটিয়ে সামিল করতে সুযোগ দিয়েছে।

২। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে লেনিন

কিন্তু সংগঠনের ক্ষেত্রে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির গুণাবলী হল বিষয়টির একটিমাত্র দিক। পার্টি এত দ্রুত বাড়তে পারত না এবং শক্তি সঞ্চয় করতে পারত না, যদি না তার কর্মসূচী ও রণকৌশল রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, যদি না তার শ্লোগানগুলি ব্যাপক শ্রমিক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলত এবং তাদেরকে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করত। বিষয়টির এই দিকটির প্রতি আমরা এবার নজর দেব।

পাশ্চাত্যে, উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সে ও জার্মানিতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়ে যে-রকম বিদ্যমান ছিল তা থেকে পৃথক পরিবেশে রাশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ('৯০৫) সংগঠিত হয়েছিল। যেখানে পাশ্চাত্যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এমন পরিবেশে যখন পুঁজিবাদ ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পর্যায়ে, শ্রেণী-

সংগ্রাম ছিল অনুন্নত, যখন সর্বহারাশ্রেণী ছিল দুর্বল ও সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র এবং তার দাবিসমূহ নির্ণয়ের জন্য তার নিজস্ব কোন পার্টি ছিল না, যখন শ্রমিক ও কৃষকের আস্থা অর্জন করতে ও তাদেরকে অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যেতে বুর্জোয়াশ্রেণী যথেষ্ট বিপ্লবী ছিল—সেখানে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়েছিল (১৯০৫) এমন পরিবেশে যখন পুঁজিবাদ ছিল যন্ত্রশিল্পের পর্যায়ে ও শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল উন্নত, যখন আনুপাতিক হারে সংখ্যাধিক ও পুঁজিবাদের উত্তাপে একত্রীভূত রুশ সর্বহারাশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ইতোমধ্যেই কতকগুলি লড়াই চালিয়েছে, তার এমন নিজস্ব পার্টি রয়েছে যা বুর্জোয়া পার্টি থেকে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ এবং তার নিজস্ব শ্রেণীগত দাবি-দাওয়া রয়েছে, যখন সর্বোপরি সরকারী ঠিকাদারীর ওপর অস্তিত্ব নির্বাহকারী রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক উত্তাপে এমন যথেষ্ট সন্ত্রস্ত হয়েছিল যে তারা শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে সরকার ও জমিদারদের সঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধন অন্বেষণ করছিল। মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধপ্রান্তরে সামরিক বিপর্যয়ের পরিণামে রুশ বিপ্লব যে ফেটে পড়েছিল তা আদতে অপরিহার্যভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র ঘটনাপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করেছিল।

পরিস্থিতি দাবি করেছিল যে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তার চতুষ্পার্শে বিপ্লবী কৃষকদের সামিল করবে এবং দেশের অভ্যন্তরে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও তার নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থের সমাধান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুগপৎভাবে এক দৃঢ়পণ সংগ্রাম শুরু করবে।

কিন্তু মেনশেভিকরা, যেসব লোকেরা মার্কসবাদের অবস্থানের তলায় 'শুয়ে গড়ায়', তারা নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রশ্নটি স্থির করে: যেহেতু রুশ বিপ্লব হল একটি বুর্জোয়া বিপ্লব, এবং যেহেতু বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরাই বুর্জোয়া বিপ্লব-গুলিতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে (ফরাসী ও জার্মান বিপ্লবের 'ইতিহাস' দেখুন), সেহেতু রুশ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী আধিপত্য প্রয়োগ করতে পারে না, নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে (সেই বুর্জোয়াদের যারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল); কৃষকসমাজকেও বুর্জোয়াশ্রেণীর অভিভাবকত্বের আওতায় অর্পণ করতে হবে যখন শ্রমিকশ্রেণী থাকবে এক চরম বামপন্থী বিরোধী হিসেবে।

এবং 'খাঁটি' মার্কসবাদের চূড়ান্ত বাণী হিসেবে মেনশেভিকরা বজ্জাত লিবারেলদের বুকনির সেই জঘন্য খিচুড়িটাই পরিবেষণ করল।...

রুশ বিপ্লবের প্রতি লেনিন যে অসীম অবদান দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে তিনি মেনশেভিকদের ঐতিহাসিক সমান্তরতার অসারতা এবং মেনশেভিকদের সেই 'বিপ্লবের পরিকল্পনা' যা বুর্জোয়াশ্রেণীর দরদী দাক্ষিণ্যের কাছে শ্রমিকদের স্বার্থকে সমর্পণ করেছিল তার গোটা বিপদটিরই মুখোস খুলে দিয়েছিলেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর একাধিপত্যের পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একাধিপত্য; ডুমায় অংশগ্রহণ করা ও তাতে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বুলিগিন ডুমা[২৪] বয়কট ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান; একটি ক্যাডেট মন্ত্রিসভা ও ডুমার জন্য 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'আকাঙ্ক্ষা লালনের' পরিবর্তে ডুমা যদি শেষ পর্যন্ত আহূতই হয় তবে একটি 'বাম মোর্চা'র চিন্তা এবং ডুমার বাইরে সংগ্রামের স্বার্থে ডুমার মঞ্চকে ব্যবহার; ক্যাডেট পার্টির সঙ্গে একটি 'মোর্চা' গঠনের পরিবর্তে একটি প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসেবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা—এই রকমই ছিল সেই রণকৌশলগত পরিকল্পনা লেনিন যা তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা **গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দুই কৌশল**[২৫] এবং **ক্যাডেটদের জয় ও শ্রমিকদের পার্টির কর্তব্য**[২৬]-তে বিকশিত করেছিলেন।

এই পরিকল্পনার গুণ নিহিত রয়েছে এই ঘটনায় যে তা রাশিয়াতে **বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী বিপ্লবের** যুগে সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীদাবিগুলি সোজা-সুজি দৃঢ়ভাবে তৈরী করেছিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ সহজ করেছিল এবং **সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের** চিন্তাকে বীজাকারে ধারণ করেছিল। রাশিয়ার বাস্তবক্ষেত্রের কর্মীদের অধিকাংশই এই রণকৌশলগত পরিকল্পনার জন্য লড়াইয়ে লেনিনকে দৃঢ় ও অবিচলভাবে অনুসরণ করেছিল। এই পরিকল্পনাটির জয়ই সেই বিপ্লবী রণকৌশলগুলির ভিত্তি তৈরী করেছিল যেগুলির কল্যাণে আমাদের পার্টি এখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদকে কাঁপিয়ে তুলছে।

ঘটনাবলীর পরবর্তী বিকাশ: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চারটি বছর এবং দেশের গোটা অর্থনৈতিক জীবনের বিপর্যয়; ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও বিখ্যাত দ্বৈত-শাসন; অস্থায়ী সরকার যা ছিল বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র এবং পেত্রো-গ্রাদ সোভিয়েত অফ ডেপুটিজ্ যা ছিল সর্বহারাশ্রেণীর ভ্রাম্যমান একাধিপত্যের নমুনা; অক্টোবর বিপ্লব ও সংবিধান পরিষদের ভাঙন, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টতন্ত্রের বিনাশ ও সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটি

গৃহযুদ্ধে রূপান্তর ও সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'মার্কসবাদী' আখ্যার দাবিদারদের সঙ্গে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের একযোগে আক্রমণোদ্যোগ এবং সর্বশেষে গণ-পরিষদের প্রতি যারা আশ্লিষ্ট ও সর্বহারাশ্রেণীর দ্বারা যারা নিম্নে নিক্ষিপ্ত এবং বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে ধনতন্ত্রের তটে তাড়িত সেই মেনশেভিকদের করুণ অবস্থা—এই সবই লেনিন তাঁর **দুই কৌশল**-এ বিপ্লবী রণকৌশলের যে নীতিগুলি সূত্রবদ্ধ করেছেন সেগুলির যথার্থতা প্রমাণ করেছিল। এমন ঐতিহ্য যে পার্টির, সে নিমজ্জিত পাহাড়ের আঘাতকে ভয় না করে সম্মুখের দিকে সাহসের সঙ্গে ভেসে যেতে পারে।

আমাদের সর্বহারা বিপ্লবের কালে, যখন পার্টির প্রত্যেকটি শ্লোগান ও একজন নেতার প্রত্যেকটি উক্তির যাথার্থ্য কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করা হয়ে থাকে, তখন সর্বহারাশ্রেণী তার নেতাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে। সর্বহারাশ্রেণী এমন নেতাদের ইতিহাস জানে যারা ঝঞ্ঝার সময়ে নেতা ছিলেন, বাস্তবক্ষেত্রের নেতা ছিলেন, ছিলেন আত্মত্যাগী ও সাহসী, কিন্তু তত্ত্বগত দিকে ছিলেন দুর্বল। এমন নেতাদের নাম জনগণ শীঘ্র ভোলে না। উদাহরণস্বরূপ, এমনই ছিলেন জার্মানিতে লাসাল এবং ফ্রান্সে ব্ল্যাঙ্কো। কিন্তু সংগ্রাম তো সামগ্রিকভাবে শুধু স্মৃতিচর্চার ওপর নির্ভর করে থাকে না: তার একটি স্পষ্ট লক্ষ্য (একটি কর্মসূচী) আর এক দৃঢ় গতিপথ (রণকৌশল) থাকতেই হবে।

আরেক ধরনের নেতা রয়েছেন—শান্তিকালীন নেতা, যারা তত্ত্বগত দিকে মজবুত, কিন্তু সংগঠন ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে দুর্বল। এই ধরনের নেতারা সর্বহারাদের কেবল উপর মহলের কাছে জনপ্রিয় হন এবং তা-ও হন কিছুটা সময় পর্যন্ত। যখন বিপ্লবের যুগ সূচিত হয়, যখন নেতাদের কাছ থেকে বাস্তব বিপ্লবী শ্লোগান দাবি করা হয়, তখন তত্ত্ববিদ্‌রা মঞ্চ ত্যাগ করেন ও নতুন লোকদের রাস্তা খুলে দেন। উদাহরণস্বরূপ, এমনই ছিলেন রাশিয়ায় প্লেখানভ আর জার্মানিতে কাউটস্কি।

সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের পদকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে একজনকে অবশ্যই তত্ত্বগত ক্ষেত্রের শক্তিকে সর্বহারা আন্দোলনের বাস্তব সংগঠনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পি. আক্সেলরড যখন মার্কসবাদী ছিলেন তখন লেনিন সম্পর্কে লিখেছিলেন যে লেনিন 'একজন ভাল

বাস্তবক্ষেত্রের কর্মীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটি তত্ত্বগত শিক্ষা ও একটি প্রসারিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সার্থকভাবে যুক্ত করেছেন' (লেনিনের পুস্তিকা **রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কর্তব্য**-তে পি. আক্সেলরডের মুখবন্ধ[৯৭] দেখুন)। 'সভ্য' পুঁজিবাদের তত্ত্ববিদ আক্সেলরড মহাশয় এখন লেনিন সম্পর্কে কী বলবেন তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। কিন্তু আমরা যারা লেনিনকে ভালমতো জানি এবং যারা বস্তুগতভাবে বিষয়গুলিকে বিচার করতে পারি, তাদের কোনও সন্দেহই নেই যে লেনিন এই পুরানো গুণকে পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানেই একজনকে সেই কারণটি খুঁজতে হবে যে কেন আর কেউ নয়, একমাত্র লেনিনই আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ও সবচেয়ে ইস্পাত-দৃঢ় সর্বহারা পার্টির নেতা।

প্রাভদা, সংখ্যা ৮৬
২৩শে এপ্রিল, ১৯২০
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

লেনিনের পঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (ব.)-র মস্কো কমিটির আহূত এক সভায় প্রদত্ত ভাষণ

২৩শে এপ্রিল, ১৯২০

এখানে আমরা যেসব ভাষণ ও স্মৃতিকথা শুনেছি তারপরে আমার খুব অল্পই বলার থাকে। আমি শুধু কমরেড লেনিনের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা, যা কেউ উল্লেখ করেননি, সেই বৈশিষ্ট্যটির কথা—আপন ভুল স্বীকারে তাঁর নম্রতা আর সাহসের কথা—উল্লেখ করতে চাই।

দুটি ঘটনার কথা—আমার মনে পড়ে যখন লেনিন, সেই মহামানব, স্বীকার করেছিলেন যে তিনি ভুল করেছেন।

প্রথম ঘটনাটি হল ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে ফিনল্যাণ্ডের ট্যামারফোর্সে সারা-রুশ বলশেভিক সম্মেলনে উইট্ ডুমা বয়কট করার সিদ্ধান্ত[৯৮] সম্পর্কে। উইট্ ডুমা বয়কটের প্রশ্নটি সম্পর্কে তখন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কমরেড লেনিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সাতজনের একটি দল যাঁদের ওপর আমরা প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা সর্বপ্রকারের গুণবাচক বিশেষণ আরোপ করতাম, তাঁরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ইলিচ ডুমা বয়কট করার বিরোধী ও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সপক্ষে। পরে দেখা গেছিল যে এটা বাস্তবে তেমনই ছিল। কিন্তু বিতর্ক যখন শুরু হল, এবং প্রদেশগুলি থেকে আগত, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, সাইবেরিয়া এবং ককেশাস থেকে আগত বয়কটপন্থীরা আক্রমণ শুরু করল এবং আমাদের বলা যখন শেষ হল তারপর আমাদের বিস্মিত করে লেনিন উঠে দাঁড়ালেন ও ঘোষণা করলেন যে তিনি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সপক্ষেই ছিলেন কিন্তু এখন দেখছেন যে তিনি ভুল ছিলেন, প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গেই তিনি নিজেকে যুক্ত করলেন। আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এটার ফল ছিল একটি বৈদ্যুতিক শকের মতো। আমরা তাঁকে বারংবার অভিনন্দিত করলাম।

অনুরূপ চরিত্রের আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে কেরেন্স্কির আমলে, এক সময় যখন গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সোভিয়েত থেকে এক সংবিধান পরিষদের উত্তরণের পথ তৈরী করবে এমন একটি নতুন

প্রতিষ্ঠানের একটি প্রাক্-পার্লামেন্টের পরিকল্পনা করছিল, তখন সেই সময়ে পেত্রোগ্রাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমরা গণতান্ত্রিক সম্মেলন ভেঙে না দেওয়ার ও সোভিয়েতসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার, সোভিয়েত-সমূহের একটি কংগ্রেস আহ্বান করার, একটি অভ্যুত্থান শুরু করার এবং সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসকে রাষ্ট্রক্ষমতার হাতিয়ার বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। ইলিচ, যিনি তখন পেত্রোগ্রাদের বাইরে গোপনে থাকছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত হলেন না এবং লিখলেন যে জঞ্জালটাকে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে) নিকেশ করা এবং অবিলম্বে রোধ করা উচিত।

আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে ব্যাপারটা অত সহজ নয়, কারণ আমরা জানতাম যে গণতান্ত্রিক সম্মেলনের সদস্যদের অর্ধেক, নিদেনপক্ষে এক-তৃতীয়াংশই ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগত প্রতিনিধি এবং সম্মেলনকে বন্ধ করলে বা ভেঙে দিলে আমরা কেবল বিষয়টিকে নষ্টই করে দেব এবং ফ্রণ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করব। আমরা মনে করেছিলাম যে আমাদের, বাস্তবক্ষেত্রের কর্মীদের কাছে পথের সবকটি খানাখন্দ অনেক বেশি স্পষ্ট। কিন্তু ইলিচ ছিলেন এক মহামানব ; তিনি খানাখন্দের ভয়ে ভীত ছিলেন না, বিপদকে তিনি ভয় পাননি এবং বলেছিলেন যে : 'জাগো এবং লক্ষ্যের দিকে সোজা এগিয়ে যাও!' অন্যদিকে আমরা, বাস্তবক্ষেত্রের কর্মীরা বিশ্বাস করেছিলাম যে ঐ সময়ে এ-ধরনের পথে এগোলে কিছু ভাল ফল মিলবে না, যেটা করতে হবে তা হল প্রতিবন্ধকগুলির কিনারা দিয়ে চলা যাতে পরবর্তী-কালে সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়। এবং ইলিচের সকল পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, আমরা তাঁর কথা শুনলাম না ও সোভিয়েতসমূহকে শক্তিশালী করায় এগিয়ে চললাম এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হল ২৫শে অক্টোবরের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস ও সফল অভ্যুত্থান। ইলিচ ইতোমধ্যে পেত্রোগ্রাদে হাজির। মৃদু হেসে এবং আমাদের দিকে চোরা চাউনি হেনে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আপনারাই ঠিক ছিলেন।'

আমরা আবার স্তম্ভিত হলাম।

কমরেড লেনিন তাঁর ভুল স্বীকার করতে ভয় পেতেন না।

এই নম্রতা আর সাহসই আমাদেরকে বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল। (**হর্ষধ্বনি**)

'ভ্লাদিমির ইলিচ য়ুলিয়ানভ-লেনিনের পঞ্চাশতম জন্মদিন'
শীর্ষক আলোচনাচক্রে প্রথম প্রকাশিত, মস্কো, ১৯২০

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঁতাতশক্তির নয়া অভিযান

এটা সন্দেহাতীত যে শ্রমিক ও কৃষকের রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলিশ অভিজাতবর্গের অভিযান বাস্তবে আঁতাতশক্তিরই একটি অভিযান। এইটাই শুধু ব্যাপার নয় যে, জাতিপুঞ্জ ('লীগ অফ নেশনস'), যা আঁতাতশক্তির নেতৃত্বাধীন এবং পোল্যাণ্ড যার সদস্য, তা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভিযানকে কার্যতঃ অনুমোদিত করেছে। প্রধান ব্যাপারটি হল এই যে আঁতাতের সাহায্য ছাড়া পোল্যাণ্ড রাশিয়ার ওপর তার আক্রমণকে সংগঠিত করতে পারত না, প্রথমতঃ ফ্রান্স এবং ব্রিটেন ও আমেরিকাও অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, অর্থ ও শিক্ষক দিয়ে পোল্যাণ্ডের আক্রমণোদ্যোগকে যতটা তারা পারে তেমন সব সাহায্যই করছে। পোলিশ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আঁতাতের আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য বিষয়টিকে স্পর্শ করে না কারণ সেগুলি ছিল পোল্যাণ্ডকে সমর্থনের উপায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, খোদ সমর্থন করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। কমরেড চিকারিনের সঙ্গে কার্জনের কূটনৈতিক যোগাযোগ[৯৯] বা ব্রিটিশ সংবাদপত্রে আগ্রাসন-বিরোধী ভণিতাপূর্ণ প্রবন্ধগুলিও বিষয়টিকে প্রভাবিত করেনি কারণ এইসব হৈ-চৈয়ের উদ্দেশ্য ছিল একটিই, তা হল সাদাসিধে রাজনীতিবিদ্‌দের চোখে ধুলো দেওয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গে শান্তির জন্য আলোচনার দ্বারা আঁতাত-শক্তির সংগঠিত সত্যকারের সশস্ত্র আগ্রাসনের জঘন্য কাজকে আড়াল দেওয়া।

১। সাধারণ পরিস্থিতি

আঁতাতশক্তির বর্তমান অভিযানটি হল পর পর তৃতীয়বারের।

প্রথম অভিযানটি চালানো হয় ১৯১৯-এর বসন্তকালে। সেটা ছিল এক যৌথ অভিযান কারণ তা কলচাক, ডেনিকিন, পোল্যাণ্ড, ইয়ুদেনিশ এবং তুর্কিস্তান ও আর্‌খান্‌গেল্‌স্কে ইঙ্গ-রুশ যুক্ত সেনাবাহিনীর এক যৌথ আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিল, আক্রমণের প্রধান ভারটি ছিল কলচাকের এলাকায়।

তৎকালে আঁতাতশক্তি ছিল দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ এবং খোলাখুলি আগ্রাসনের পক্ষে তা দাঁড়িয়েছিল: পাশ্চাত্ত্যে শ্রমিক-আন্দোলনের দৌর্বল্য, সোভিয়েত

রাশিয়ার শত্রুদের সংখ্যা এবং রাশিয়াকে জয় করার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস আঁতাতশক্তির মাতব্বরদের খোলাখুলি আক্রমণের একটি উদ্ধত নীতি গ্রহণে সক্ষম করেছিল।

তৎকালে রাশিয়া ছিল এক সংকটময় পরিস্থিতিতে কারণ শস্য এলাকা (সাইবেরিয়া, ইউক্রেন, উত্তর ককেশাস) ও জালানি উৎস-স্থল (দনেৎস্ অববাহিকা, গ্রোঝনি, বাকু) থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে ছ'টি ফ্রন্টে লড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। আঁতাতশক্তি এটা লক্ষ্য করেছিল এবং তার প্রত্যাশিত বিজয়ের প্রতি সাগ্রহে তাকিয়েছিল। **দি টাইমস্** পত্রিকা তো ইতিমধ্যেই ঢাক পেটাচ্ছিল।

তথাপি, রাশিয়া এই সংকটকে নিরাপদে অতিক্রম করেছিল এবং তার সবচেয়ে শক্তিমান শত্রু কলচাককে আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত করা হয়েছিল। ব্যাপারটি হল এই যে রাশিয়ার পশ্চাদ্‌ভূমি, সুতরাং তার সৈন্যবাহিনীও তার শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্‌ভূমি ও সৈন্যবাহিনী থেকে অধিকতর দৃঢ় ও নমনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আঁতাতশক্তির **দ্বিতীয় অভিযানটি** ১৯১৯-এর শরৎকালে চালানো হয়েছিল। সেটাও ছিল এক যৌথ অভিযান কারণ তা ডেনিকিন, পোল্যাণ্ড ও ইয়ুদেনিশের (কলচাককে হিসেবের বাইরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল) এক যুক্ত আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিল। সেইবার আক্রমণের প্রধান ভারটি ছিল দক্ষিণে, ডেনিকিনের এলাকায়।

এই সময়ে আঁতাতশক্তি সর্বপ্রথম আভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এই প্রথম সে তার উদ্ধত স্বরকে নমনীয় করতে শুরু করে, খোলাখুলি আগ্রাসনের প্রতি তার বিরুদ্ধতার আভাস দেয়, রাশিয়ার সঙ্গে মীমাংসা-আলোচনা অনুমোদনযোগ্য বলে ঘোষণা করে এবং উত্তর থেকে তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে তৎপর হয়। পাশ্চাত্ত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ এবং কলচাকের পরাজয় স্পষ্টতঃই আঁতাতের পক্ষে খোলাখুলি আগ্রাসনের পূর্বতন নীতিকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল। আর তারা প্রকাশ্যে খোলাখুলি আগ্রাসনের কথা বলতে সাহস পায়নি।

কলচাকের ওপর বিজয়লাভ এবং শস্য এলাকাগুলির মধ্যে একটি (সাইবেরিয়া) পুনরুদ্ধার করা সত্ত্বেও রাশিয়া এই সময়ে আবার এক সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়ে, কারণ আমাদের সৈন্যবাহিনীর গোলা, রাইফেল ও

মেশিনগান সরবরাহের প্রধান উৎস টুলার প্রবেশমুখে প্রধান শত্রু ডেনিকিন দণ্ডায়মান ছিল। তথাপি এই সংকট থেকেও রাশিয়া নিরাপদ ও অক্ষতভাবে বেরিয়ে আসে। এবং এরও কারণ ছিল সেই একই অর্থাৎ আমাদের পশ্চাদ্‌ভাগের, সুতরাং আমাদের সৈন্যবাহিনীরও অধিকতর দৃঢ়তা ও নমনীয়তা।

আঁতাতশক্তির **তৃতীয় অভিযানটি** এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে পরিচালিত হচ্ছে। গোড়াতেই দেখা যাবে যে, আগের আগের অভিযানগুলির মতো এই অভিযানটিকে একটি যৌথ আক্রমণ বলা যাবে না, কারণ আঁতাতের পুরানো মিত্ররাই (কলচাক, ডেনিকিন, ইয়ুদেনিশ) যে শুধু পরিত্যক্ত হয়েছে তা নয়, হাস্যকর পেৎলুরা আর 'তার' হাস্যকর 'সৈন্যবাহিনী'কে আমরা যদি গ্রাহ্য না করি, তাহলে নতুন কেউ-ই (যদি কেউ থাকে) এতাবৎ যোগ দেয়নি। এখনো পর্যন্ত পোল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী মিত্র ছাড়া একাই মুখোমুখি হচ্ছে।

তা ছাড়া কুখ্যাত অবরোধটিও শুধু নৈতিক ও বাস্তবভাবেই নয়, আনুষ্ঠানিকভাবেও বিনষ্ট হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে ও পাশ্চাত্যে রাশিয়ার সরকারী প্রতিনিধিদের সহ্য করতে আঁতাতশক্তি বাধ্য হয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলন যা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শ্লোগানগুলি গ্রহণ করছে এবং প্রাচ্যে সোভিয়েত বাহিনীর নতুন সাফল্যগুলি আঁতাতের অভ্যন্তরের বিরোধকে প্রসারিত করছে, নিরপেক্ষ ও সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলিতে রাশিয়ার সম্মান বাড়াচ্ছে এবং রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার আঁতাতের নীতিকে কল্পস্বর্গবৎ অলীক করে দিচ্ছে, পোল্যাণ্ডের সেই 'স্বভাবিক' মিত্র এস্টল্যাণ্ডকে নিরপেক্ষ করে দেওয়া হয়েছে। লাত্‌ভিয়া আর লিথুয়ানিয়া যারা গতকালও ছিল পোল্যাণ্ডের সংগ্রামী মিত্র তারা আজ রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি-আলোচনা চালাচ্ছে। ফিনল্যাণ্ডের সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

সর্বশেষে আঁতাতের তৃতীয় অভিযানের সূচনাকালে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও বলতেই হবে যে আরও ভালর দিকেই চূড়ান্তভাবে পাল্টে গেছে। রাশিয়া শুধু শস্য আর জ্বালানি এলাকার (সাইবেরিয়া, ইউক্রেন, উত্তর ককেশাস, দনেৎস অববাহিকা, গ্রোঝনি, বাকু) দিকেই রাস্তা খোলেনি, সেই সঙ্গে ফ্রন্টের সংখ্যাও ছয় থেকে দুইয়ে নামিয়েছে, এবং সেই কারণে পশ্চিমে সৈন্য জমায়েত করার অবস্থা তার আছে।

আগে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সংযোজিত করতে হবে যে রাশিয়ার শান্তি প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়ে পোল্যাণ্ড হয়েছে এক আক্রমণকারী পক্ষ এবং রাশিয়া হল আত্মরক্ষাকারী পক্ষ, রাশিয়ার পক্ষে এটা হল এক বিরাট এবং অপরিমেয় নৈতিক সুবিধা।

এই সব পরিস্থিতি রাশিয়ার বিজয়লাভের জন্য এমন এক নতুন অবস্থা, নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছে যা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঁতাতের আগেকার, প্রথম ও দ্বিতীয়বারের অভিযানের সময় ছিল না।

প্রধানতঃ এইটাই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রমহল যে হতাশা ও অবিশ্বাসের সুরে পোলিশ বাহিনীর সাফল্যের মূল্যায়ন করে থাকে তাকে ব্যাখ্যা করে।

২। পশ্চাদ্‌ভূমি—আঘাত হানার এলাকা

পৃথিবীর কোনও সৈন্যবাহিনীই একটি দৃঢ় পশ্চাদ্‌ভূমি ব্যতিরেকে বিজয়ী হতে পারে না (আমরা অবশ্য দৃঢ় ও সুস্থিত বিজয়ের কথা বলছি)। ফ্রন্টের কাছে পশ্চাদ্‌ভূমি হল প্রাথমিক গুরুত্বের, কারণ এই পশ্চাদ্‌ভূমি, কেবল এই পশ্চাদ্‌ভূমি থেকেই ফ্রন্ট শুধু তার সব ধরনের রসদই নয়, তার লোকবলও পায় —পায় তার লড়াকু শক্তি, অনুভূতি আর আদর্শ। একটি অশক্ত পশ্চাদ্‌ভূমি এবং তদনুরূপ আরও একটি বৈরী পশ্চাদ্‌ভূমি নিশ্চিতভাবেই এক সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ সৈন্যবাহিনীকেও অশক্ত ও ধ্বসে-পড়া পিণ্ডে পরিণত করে। কলচাক ও ডেনিকিনের দুর্বলতার পিছনে কারণ ছিল এই যে, তাদের 'নিজস্ব' কোনও পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল না, তারা যেমন আগেও ছিল তেমনি মূলতঃ-রুশ মাতব্বর-জাতির আকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন থেকে তারা এই সব আকাঙ্ক্ষার প্রতি যারা বৈরীভাবাপন্ন সেই অ-রুশ উপাদান থেকে নিজেদের ফ্রন্টকে গড়ে তুলতে, তা থেকে রসদ নিতে ও পুনরায় শক্তিসম্পন্ন হতে বেশ ভালমতোই বাধ্য হয়েছিল, এবং তারা এমন সব এলাকায় কাজ চালাতে বাধ্য হয়েছিল যেগুলি ছিল নিশ্চিতভাবেই তাদের সৈন্যবাহিনীর কাছে অচেনা। এটা স্বাভাবিকই যে এ-ধরনের সৈন্যবাহিনী যার কোনও আভ্যন্তরীণ, জাতীয় এবং লেশমাত্র শ্রেণী-ঐক্য নেই এবং যা এক বৈরী পরিবেশ দ্বারা অবরুদ্ধ তা সোভিয়েত বাহিনীর প্রথম শক্তিশালী আঘাতেই ভেঙে পড়বে।

এইদিক থেকে, পোলিশ বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভূমি কালচাক ও ডেনিকিনের

চাইতে বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই স্বতন্ত্র—তা পোল্যাণ্ডের বিরাট অনুকূলে। কলচাক ও ডেনিকিনের পশ্চাদ্‌ভূমির মতো না হয়ে পোলিশ বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভূমি হয়েছে সুসংহত ও **জাতিগতভাবে** ঐক্যবদ্ধ। আর এই কারণেই তার ঐক্য আর দৃঢ়তা। এর প্রধান অনুভূতি—'মাতৃভূমির মানসিকতা'—অসংখ্য পথ ধরে পোলিশ ফ্রন্টে সঞ্চারিত হয়ে ইউনিটগুলিকে জাতীয় সংহতি আর দৃঢ়তা দিয়েছে। এই কারণেই পোলিশ সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তা। পোল্যাণ্ডের পশ্চাদ্‌ভূমি অবশ্য **শ্রেণীগতভাবে** সমসত্ত্ব নয় (আর তা হতেও পারে না!); কিন্তু শ্রেণীসংঘাত এমন স্তরে পৌঁছায়নি যে তা জাতীয় ঐক্যের অনুভূতির অপহ্নব ঘটাবে এবং এক অসমসত্ত্ব শ্রেণীসমন্বিত ফ্রন্টে বিরোধের বীজ বপন করবে। পোলিশ বাহিনী যদি পোল্যাণ্ডের নিজের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে লড়াই করে তবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নিঃসন্দেহে কঠিন হবে।

কিন্তু পোল্যাণ্ড তার নিজের এলাকায় সন্তুষ্ট নয় এবং সে লিথুয়ানিয়া ও বিয়েলোরাশিয়াকে আয়ত্তে এনে তার বাহিনীকে সম্মুখে এগিয়ে দিচ্ছে এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের গভীরে অনুপ্রবেশ করছে। এই পরিস্থিতি গোটা অবস্থাকেই পোলিশ সৈন্যবাহিনীর স্থায়িত্বের প্রচণ্ড প্রতিকূলে পরিবর্তিত করছে।

পোলিশ সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমানা ছেড়ে যত এগিয়ে যাচ্ছে ও তার সন্নিহিত এলাকাগুলির আরও ভেতরে অনুপ্রবেশ করছে, ততই তারা তাদের জাতীয় পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে দূরে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে নিজেদের সংযোগকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং নিজেদের এক অচেনা অজানা ও অধিকাংশতঃ বৈরী জাতীয় পরিবেশে এনে ফেলছে। আরও যা খারাপ তা হল এই ঘটনাটি যা সেই বৈরিতাকে উদগ্র করে তুলেছে যে পোল্যাণ্ডের সন্নিহিত এলাকাগুলি (বিয়েলোরাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন)-র অধিবাসীদের অধিকাংশ হল এমন অ-পোলিশ **কৃষকেরা** যারা পোলিশ **জমিদারদের** হাতে নিষ্পেষিত এবং এই কৃষকরা পোলিশ বাহিনীর আক্রমণোদ্যোগকে পোলিশ অভিজাতদের ক্ষমতালাভের জন্য যুদ্ধ হিসেবে, নিষ্পেষিত অ-পোলিশ কৃষকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করে। বস্তুতঃ এই ঘটনাই ব্যাখ্যা করে যে, কেন সোভিয়েত বাহিনীর 'পোলিশ অভিজাতবর্গ নিপাত যাক!' শ্লোগানটি এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশের মধ্যে

শক্তিশালী সাড়া পাচ্ছে, কেন এইসব অঞ্চলের কৃষকরা সোভিয়েত বাহিনীকে জমিদারী নিষ্পেষণ থেকে তাদের মুক্তিদাতা বলে স্বাগত জানাচ্ছে, কেন সোভিয়েত বাহিনীর আগমনের প্রত্যাশায় তারা প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করে উঠছে এবং পোলিশ বাহিনীকে তার পশ্চাদ্‌ভূমিতে আক্রমণ করছে। এই পরিস্থিতির কারণেই আরও সম্ভব হয়েছে সোভিয়েত বাহিনীর সেই অতুল উদ্দীপনা যা আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে।

এই সবকিছু পোলিশ বাহিনীর মধ্যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি না করে, তাদের মনোবল না ভেঙে, আপন লক্ষ্যের ন্যায়সঙ্গততায় আস্থা না ভেঙে, বিজয়লাভে বিশ্বাস না টুটিয়ে এবং পোলিশ বাহিনীর জাতীয় সংহতিকে এক অনুকূল থেকে প্রতিকূল উপাদানে পরিণত না করে পারে না।

এবং যত তারা এগোবে (যদি আদৌ তারা এগোয়), তত তীব্রভাবে তারা নিজেরাই পোলিশ অভিযানের এইসব প্রতিকূল দিকগুলি উপলব্ধি করবে।

এহেন পরিস্থিতিতে পোল্যাণ্ড কি স্থায়ী সাফল্যের প্রতিশ্রুতি বহন করে এমন এক দৃঢ় ও শক্তিশালী আক্রমণোদ্যোগ গড়ে তুলতে পারে ?

১৯১৮ সালে ইউক্রেনে নিজেদের পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জার্মান বাহিনী যে ধরনের অবস্থায় নিজেদেরকে ফেলেছিল, এই ধরনের পরিস্থিতিতে পোলিশ বাহিনীও কি সেই একই অবস্থায় নিজেদের ফেলেনি ?

এ থেকেই আমাদের সামনে প্রশ্ন আসে আঘাত হানার জায়গা সম্পর্কে। সাধারণভাবে যুদ্ধে ও বিশেষ করে গৃহযুদ্ধে সাফল্য, নিশ্চিত বিজয় বরাবরই নির্ভর করে আঘাত হানার জায়গাকে, যে জায়গা থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে তুমি তোমার প্রধান আঘাত গড়ে তুলতে ও হানতে চাও তাকে সাফল্যের সঙ্গে নির্বাচন করার ওপর। ডেনিকিনের বড় ভুলগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল এইটাই যে তার প্রধান আঘাত হানার জায়গা হিসেবে সে পছন্দ করেছিল দনেৎস্ অববাহিকা-খারকভ-ভোরোনেঝ-কুরস্ক অঞ্চলকে, এমন একটি অঞ্চল যা তার ক্ষেত্রে ছিল স্পষ্টতঃই অবিশ্বস্ত, তার প্রতি বৈরী এবং যেখানে সে তার বাহিনীর অগ্রসরের জন্য অনুকূল পরিবেশ বা দৃঢ় পশ্চাদ্‌ভূমি কোনটাই গড়ে তুলতে পারবে না। ডেনিকিন ফ্রন্টে সোভিয়েতবাহিনীর সাফল্যের পিছনে

অন্য সব কিছুর সঙ্গে এই ঘটনাটিও কারণ ছিল যে সোভিয়েত যুদ্ধ-নেতৃত্ব জারিৎসিন এলাকা (এক প্রতিকূল এলাকা) থেকে সেই দনেৎস্ অববাহিকা (এক পরম অনুকূল এলাকা)-য় তার প্রধান আঘাত হানার জায়গাকে সময় মতো সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতা নিতে পেরেছিল যেখানে সোভিয়েত বাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সোৎসাহে অভ্যর্থিত হয়েছিল এবং যেখানে থেকে ডেনিকিনের সম্মুখ বাহিনীকে দু' টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করা ও সোজা রোস্তভের দিকে বরাবর আরও আগুয়ান হওয়া সর্বাধিক সহজ ছিল।

এই ব্যাপারটি যা অনেক সময়েই প্রাচীন সামরিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে তার প্রায়শঃই নিশ্চিত গুরুত্ব থাকে;

এটা মনে রাখতে হবে যে এই ব্যাপারটিতে, তার প্রধান আঘাত হানার জায়গা সংক্রান্ত বিষয়টিতে পোল্যাণ্ড খুবই দুরবস্থায় আছে। ঘটনা হল এই যে, পূর্বে বর্ণিত কারণগুলির জন্য পোল্যাণ্ডের সন্নিহিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটিকেও পোলিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান আঘাত হানার বা সেই আঘাতকে আরও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অনুকূল বলে গণ্য করা চলে না। পোলিশ বাহিনী যেখানেই অগ্রসর হোক না কেন, সেখানেই তারা সেই ইউক্রেনীয়, রুশ বা বিয়েলোরুশ কৃষকদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে যারা সোভিয়েত বাহিনীর আগমন ও পোলিশ জমিদারদের হাত থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য অপেক্ষা করছে।

পক্ষান্তরে, এই ব্যাপারে সোভিয়েত বাহিনীর অবস্থা বেশ অনুকূল; বলতে গেলে তাদের জন্য সব জায়গাই 'সুন্দরভাবে কাজ' করবে কারণ সোভিয়েত বাহিনী যতই অগ্রসর হয় তারা ততই পোলিশ অভিজাতদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী না করে বরং উৎখাতই করে দেয় এবং কৃষকদেরকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

৩। সম্ভাবনা

এখনো পর্যন্ত পোল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাই লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিঃসঙ্গ বলে ধারণা করাটা হবে মূঢ়তা। যে কথা আমি বলতে চাইছি তা কেবল এই নয় যে পোল্যাণ্ড শুধু আঁতাত শক্তিবর্গের কাছ থেকেই সর্বাঙ্গীণ সমর্থন পাচ্ছে, আমি আরও যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে আঁতাতভুক্ত শক্তিবর্গ কর্তৃক সন্নিবিষ্ট পোল্যাণ্ডের সহযোদ্ধা বন্ধুবর্গের (যেমন, ডেনিকিনের সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশের) সমর্থন এবং সেই সঙ্গে 'ইউরোপীয় সভ্যতার'

ধ্বজাধারীদের সম্ভাব্য সমর্থনও সে পাচ্ছে এবং পাবে। রাশিয়ার প্রতিনিধি-দেরকে যেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি সেই সান্‌রেমো সম্মেলনের[100] সময়েই যে পোল্যাণ্ডের আক্রমণোদ্যোগ শুরু হয়েছিল তা নিছক আকস্মিক নয়। রোমানিয়া যে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি-আলোচনার বিষয়টিও খারিজ করল সেটাও আকস্মিক নয়।·· অধিকন্তু এটা খুব স্বাভাবিক যে প্রথম দর্শনে যাকে হঠকারী অভিযান বলে প্রতীতি হয় সেই পোলিশ আক্রমণোদ্যোগ বাস্তবে হল এমন এক যৌথ অভিযানের বিস্তৃতভাবে পরিকল্পিত নক্‌শার অংশবিশেষ যা ক্রমশঃ রূপায়িত হচ্ছে।

একই ব্যাপার বলতে হবে যে আঁতাতগোষ্ঠী যদি রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই তৃতীয় অভিযান সংগঠিত করার সময় তাকে জয় করবার ভরসা রাখে তবে সে ভুল হিসেব করেছে, কারণ ১৯২০ সালে রাশিয়াকে হারাবার সম্ভাবনা ১৯১৯-এ যা ছিল তা থেকে কম, অনেক কম।

আমরা ইতোমধ্যে রাশিয়ার জয়লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে তা বাড়ছে এবং অব্যাহতভাবেই বেড়ে চলবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, জয়লাভ ইতোমধ্যেই আমাদের পকেটস্থ। আমরা জয়লাভের যে সম্ভাবনার কথা বলেছি তা বাস্তব হতে পারে একমাত্র তখনি যদি অন্যান্য শর্তগুলি সমান হয়, অর্থাৎ **এই শর্তে যে ডেনিকিনের আক্রমণের সময় অতীতে আমরা যেমন পেরেছি তেমন এখনো এক বিরাট উদ্যোগ নিতে পারব, যে আমাদের সৈন্যবাহিনী ঠিক সময় মতো এবং নিয়মিত রসদ ও নতুন সৈন্যসম্ভার পাবে, যে আমাদের প্রচারকরা লাল-ফৌজের সদস্যদের ও তাদের চতুষ্পার্শের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণিত করবে এবং আমরা আমাদের পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে জঞ্জাল হঠিয়ে আমাদের সকল শক্তি দিয়ে ও সর্ব-প্রকারে তাকে শক্তিশালী করব।**

একমাত্র এই শর্তগুলি পূরণ করা গেলেই জয়লাভকে নিশ্চিত বলে ধরা যাবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ১১১ ও ১১২
২৫শে ও ২৬শে মে, ১৯২০
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

(ইউক্রেনীয় **রোস্টার** সাক্ষাৎকার)

রণাঙ্গনে প্রায় সপ্তাহ তিনেক কাটানোর পর প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সদস্য কমরেড জে. ভি. স্তালিন গত পরশু খারকভে ফিরেছেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন ঠিক সেই সময়েই লালফৌজ সেই আক্রমণাত্মক কার্যক্রম শুরু করেছিল ও ক্রমশঃ তাকে বিকশিত করেছিল যার সূচনা হয়েছিল লাল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর হাতে—পোলিশ রণাঙ্গনের বহুনিন্দিত ভাঙন ঘটানোর ঘটনায়।

ইউক্রেনীয় **রোস্টার** জনৈক সংবাদদাতার কাছে সাক্ষাৎকারে কমরেড স্তালিন বলেন যে:

ব্যূহভেদ

জুন মাসের গোড়ার দিকে পোলিশ রণাঙ্গনের ওপর কমরেড বুদোনীর ঘোড়সওয়ার ফৌজের আক্রমণের কথা বলতে গিয়ে অনেকে তার সঙ্গে—শত্রুপক্ষের রণাঙ্গনে এই ভাঙনের সঙ্গে—গত বছরে মামন্তভের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আক্রমণের তুলনা করেন।

কিন্তু এই ধরনের তুলনা একেবারেই বেঠিক।

মামন্তভের আক্রমণ ছিল রূপকথার মতো গেরিলা চরিত্রের এবং সে জন্য তা ডেনিকিনের ফৌজের সাধারণ আক্রমণসূচীর সঙ্গে যুক্তও ছিল না।

পক্ষান্তরে, ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অগ্রভেদী অভিযান হল লালফৌজের আক্রমণ-কার্যক্রমের সাধারণ ধারার একটি সন্ধিস্থল।

আমাদের ঘোড়সওয়ার ফৌজের আক্রমণ শুরু হয় ৫ই জুন। ঐ দিন সকালবেলায় লাল অশ্বারোহী বাহিনী এক দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে পোলিশ দ্বিতীয় বাহিনীর ওপর আঘাত হানে, শত্রু বাহিনীর সম্মুখভাগ বিদীর্ণ করে, বেরদিশেভ অঞ্চল বরাবর ধাবমান হয় এবং ৭ই জুনের সকালে ঝিতোমির দখল করে।

ঝিতোমির দখলের এবং অধিকৃত বিজয়-স্মারকসমূহের বিস্তৃত বিবরণ এর মধ্যে সংবাদপত্রে দেওয়া হয়েছে এবং সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। আমি কেবল একটি বিশিষ্ট বিষয় উল্লেখ করব। ঘোড়সওয়ার ফৌজের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ রণাঙ্গনের সদর দপ্তরের কাছে জানিয়েছিল যে: 'আমাদের

ঘোড়সওয়ার বাহিনীর প্রতি পোলিশ বাহিনী খুবই তাচ্ছিল্যভরে তাকায়। এটা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি যে পোলদের দেখাতে হবে যে আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে মর্যাদা দিতে হয়।' অগ্রভেদের পর কমরেড বুদোনী আমাদের লিখেছিলেন: 'পোলিশ অভিজাতবর্গ আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে মর্যাদা করতে শিখেছে; তারা একে অপরের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কাছে রাস্তা খোলা রেখে যাচ্ছে।'

ব্যূহভেদের ফলশ্রুতি

ব্যূহভেদের ফলশ্রুতি হয়েছিল এই:

যে পোলিশ দ্বিতীয় বাহিনীকে ভেদ করে আমাদের ঘোড়সওয়ার ফৌজ অগ্রসর হয়েছিল তাকে লড়াই থেকে বিরত করা হয়েছে—তার সৈন্যদের মধ্যে এক হাজারেরও বেশিকে বন্দী ও প্রায় আট হাজারকে নিকেশ করা হয়েছে।

আমি শেষোক্ত পরিসংখ্যানটি একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করেছি ও দেখেছি যে তা প্রায় সত্য, তাছাড়া এটাও সত্য যে পোলরা প্রথমদিকে আত্মসমর্পণ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল এবং আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে তাদের বাস্তবিকপক্ষে কচুকাটা করেই পথ করে নিতে হয়েছিল।

এই ছিল প্রথম ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় ফলশ্রুতি: পোলিশ তৃতীয় বাহিনী (কিয়েভ এলাকা)-কে তার পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল এবং তা অবরুদ্ধ হওয়ার বিপদে পড়েছিল, এর ফলে তা কিয়েভকোরোস্তেনের দিকে সামগ্রিক পশ্চাদপসারণ শুরু করেছিল।

তৃতীয় ফলশ্রুতি: পোলিশ ষষ্ঠ বাহিনী (কামেনেৎস্-পোদোলস্ক্ এলাকা) তার বাম পার্শ্বদেশে অসহায় হয়ে গিয়ে এবং ড্‌নিয়েস্তারের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে যাওয়ার ভয় পেয়ে সামগ্রিক পিছু হঠা শুরু করে।

চতুর্থ ফলশ্রুতি: অগ্রভেদ অভিযানটি যখন কার্যকরী হল ঠিক তখনি আমরা গোটা ফ্রন্ট জুড়ে এক প্রচণ্ড সামগ্রিক আক্রমণ শুরু করেছিলাম।

পোলিশ তৃতীয় বাহিনীর ভবিতব্য

পোলিশ তৃতীয় বাহিনীর ভবিতব্য এখনো পর্যন্ত সকলের কাছে স্পষ্ট নয় বলে আমি এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করব।

পোলিশ তৃতীয় বাহিনী তার মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও তার যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে বিনা ব্যতিক্রমে বন্দীদশার বিপদের মুখে পড়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে তার মালগাড়িগুলি পুড়িয়ে দিতে, তার রসদ-গুদামগুলি উড়িয়ে দিতে ও তার কামানগুলি অকেজো করে দিতে শুরু করেছিল।

তার প্রথম অসফল প্রয়াসগুলি ভালমতো হঠে যাওয়ার পর সে বাধ্য হল পলায়নের (পুরোপুরি পলায়ন) শরণ নিতে।

তার সক্রিয় যোদ্ধাদের (পোলিশ তৃতীয় বাহিনীর সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার) এক-তৃতীয়াংশ হয় বন্দী বা নিকেশ হয়েছিল। বাকী কম করে এক-তৃতীয়াংশ তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল ও জলাজঙ্গল ভেদ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছিল। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বা তার কিছু কমই মাত্র কোরেস্তেন বরাবর তাদের শিবিরের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ পেতে সফল হয়েছিল। এটা সংশয়াতীত যে পোলরা যদি সেপেতোভ্কা-সার্নি দিয়ে নতুন সৈন্য ইউনিট পাঠানোর মাধ্যমে সময়মতো সাহায্য প্রেরণ করতে ব্যর্থ হতো তবে পোলিশ তৃতীয় বাহিনীর এই অংশটিও বন্দীদশায় পড়ত অথবা জঙ্গল বরাবর ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।

যাই হোক না কেন, এটা মনে করা চলে যে পোলিশ তৃতীয় বাহিনীর আর অস্তিত্ব নেই। নিজেদের এলাকায় যে অবশিষ্টরা ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে তাদেরও আগাগোড়া সংস্কার প্রয়োজন হবে।

পোলিশ তৃতীয় বাহিনী যে কত প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে আপনার কাছে তার একটা ধারণা দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে এটা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে গোটা ঝিতোমির সড়ক জুড়ে আধপোড়া মালগাড়ি আর সব ধরনের মোটর গাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিল, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধানের বক্তব্য অনুযায়ী শেষোক্তের সংখ্যা হবে প্রায় তিন হাজার। আমরা ৭০টি কামান, অন্তত: ২৫০টি মেশিনগান এবং বিরাট পরিমাণ রাইফেল ও গুলি দখল করেছি যা এখনো পর্যন্ত গোনা হয়নি।

এই ছিল আমাদের জয়ের স্মারক।

রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

রণাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি নিম্নরূপভাবে বিবৃত করা যায়: পোলিশ ষষ্ঠ বাহিনী পিছু হঠছে, দ্বিতীয়টি পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রত্যাহৃত হচ্ছে এবং

তৃতীয়টির কার্যতঃ কোন অস্তিত্ব নেই এবং তার বদলে আনা হচ্ছে পশ্চিম ফ্রণ্ট বা দূর পশ্চাদ্ভূমি থেকে আগত অন্যান্য পোলিশ ইউনিটগুলিকে।

লালফৌজ গোটা ফ্রণ্ট ধরে অগ্রসর হয়েছে এবং ওভরুচ-কোরোস্তেন-ঝিতোমির-বের্দিশেভ-কাঝাতিন-কালিনোভকা-ভিন্নিৎসা-ঝিমেরিন্কা লাইন অতিক্রম করেছে।

উপসংহার

কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে আমাদের ফ্রণ্টে পোলদের নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছে।

সর্বোপরি, আমরা শুধু পোলদের বিরুদ্ধেই নয় বরং গোটা আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াই করছি যারা জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার সব ঘৃণ্য শক্তিকে জড়ো করেছে এবং পোলদেরকে সর্ববিধ সাহায্য যোগাচ্ছে।

তাছাড়া, এটা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে পোলদের মজুত বাহিনী রয়েছে যারা ইতোমধ্যেই নোভোগ্রাদ-ভোলিন্স্কে সমবেত হয়েছে এবং তাদের প্রভাব আগামী অল্পদিনের মধ্যেই নিঃসংশয়ে অনুভূত হবে।

এটাও মনে রাখা দরকার যে পোলিশ বাহিনীতে এখনো পর্যন্ত কোন সামূহিক নৈরাশ্য দেখা যায়নি। সন্দেহ নেই যে আরও লড়াই এখনো বাকী আছে, এবং তখন হবে প্রচণ্ড লড়াই।

এই কারণেই আমাদের কমরেডদের মধ্যে কয়েকজন যে দম্ভ ও ক্ষতিকর আত্মাভিমান প্রদর্শন করছেন তা আমি বেঠিক মনে করি, তাদের মধ্যে কয়েক-জন ফ্রণ্টের সাফল্যে সন্তুষ্ট না হয়ে 'ওয়ারশ অভিযান'এর আওয়াজ তুলছেন; অন্যেরা শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করায় তুষ্ট না হয়ে উদ্ধতভাবে ঘোষণা করছেন যে তাঁরা একমাত্র 'লাল সোভিয়েত ওয়ারশ'-তেই সন্তুষ্ট হতে পারেন।

সোভিয়েত সরকারের নীতি ও ফ্রণ্টে শত্রু বাহিনীর শক্তির সঙ্গে যে এই দম্ভ ও আত্মাভিমান একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ তা আর আমি বিশ্লেষণ করব না।

এটি আমি খুব নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করব যে রণাঙ্গন এবং পৃষ্ঠাঙ্গনে আমরা যদি কঠোরভাবে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা না চালাই তবে আমরা বিজয়ী হতে পারব না। তাছাড়া আমরা পশ্চিম থেকে আগত আমাদের শত্রুদেরকে পরাস্ত করতে পারব না।

এটা বিশেষ করে র‍্যাঙ্গেলের বাহিনীর সেই আক্রমণের দ্বারা জোরালো-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা 'বিনা মেঘে বজ্র'-এর মতো উদ্‌গত হয়েছে এবং মারাত্মক আকার গ্রহণ করেছে।

ক্রিমিয়ার রণাঙ্গন

এতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই যে পোলদের কঠিন অবস্থাকে সহজ করে তোলার জন্যই র‍্যাঙ্গেলের আক্রমণ আঁতাতের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। একমাত্র বোকা রাজনীতিকরাই বিশ্বাস করবে যে ক্রিমিয়া থেকে র‍্যাঙ্গেল ও আঁতাত যে আক্রমণের প্রস্তুতি করছে তাকে আড়াল দেওয়ার জন্য শান্তির আলোচনাকে ব্যবহার করা ছাড়া কমরেড চিকারিনের সঙ্গে কার্জনের আলোচনার অন্যতর কোনও উদ্দেশ্য আছে।

র‍্যাঙ্গেল তখন পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল না, এবং সেই কারণেই (আর শুধুমাত্র সেই কারণেই!) 'মানবিক' কার্জন সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে র‍্যাঙ্গেলের বাহিনীর ওপর দয়া প্রদর্শনের ও তাদের প্রাণকে অব্যাহতিদানের জন্য ভিক্ষা চেয়েছিল।

আঁতাতশক্তিবর্গ স্পষ্টতঃই এই হিসেব করেছিল যে লালফৌজ যে মুহূর্তে পোলদেরকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে এবং অগ্রসর হতে শুরু করবে, ঠিক তখনি আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে র‍্যাঙ্গেল আবির্ভূত হবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে।

নিঃসংশয়ে র‍্যাঙ্গেলের আক্রমণোদ্যোগ পোলদের অবস্থানকে বেশ সহজ করে দিয়েছে, কিন্তু এটা বিশ্বাস করার মতো কারণ অল্পই আছে যে র‍্যাঙ্গেল আমাদের পশ্চিম বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ বিদীর্ণ করে এগিয়ে যেতে সফল হবে।

সমস্ত ক্ষেত্রেই, র‍্যাঙ্গেলের আক্রমণের ভার এবং শক্তি খুব আশু ভবিষ্যতে আপাত হয়ে উঠবে।

কমিউনিস্ট (খারকভ), সংখ্যা ১৪০
২৪শে জুন, ১৯২০

লেনিনকে তারবার্তা

১০ই জুন ক্রিমিয়ার রণাঙ্গনে আমাদের ফৌজের হাতে যিনি বন্দী হয়েছেন সেই রেভিশিন, জনৈক ফ্রণ্ট-এলাকার জেনারেল, আমার উপস্থিতিতে বলেছেন যে ঃ (ক) র‍্যাঙ্গেলের বাহিনী প্রধানতঃ ব্রিটিশদের কাছ থেকে এবং ফরাসীদের কাছ থেকেও তার পোশাক, কামান, রাইফেল, সাঁজোয়া গাড়ি এবং খাবার পাচ্ছে ; (খ) র‍্যাঙ্গেল সমুদ্র এলাকা থেকে বড় ব্রিটিশ জাহাজ ও ছোট ফরাসী জাহাজের সাহায্য পাচ্ছে ; (গ) র‍্যাঙ্গেল জ্বালানি (তরল) পাচ্ছে বাটুম থেকে (এর অর্থ বাকু তিফ্‌লিসকে কিছুতেই জ্বালানি যোগাবে না কারণ তা বাটুমকে সেটা বিক্রি করে দিতে পারে) ; (ঘ) জেনারেল এর্দেলী যিনি জর্জিয়ার দ্বারা অন্তরীণ হয়েছিলেন ও যাকে আমাদের হাতে দেওয়ার কথা ছিল তিনি মে মাসে ক্রিমিয়াতেই ছিলেন (যার অর্থ হল জর্জিয়া মিথ্যাচার করছে ও আমাদেরকে ঠকাচ্ছে) ।

র‍্যাঙ্গেলকে দেওয়া ব্রিটিশ ও ফরাসী সাহায্য বিষয়ে জেনারেল রেভিশিনের এজাহার অনুলিখিত হচ্ছে এবং তার স্বাক্ষরিত একটি অনুলিপি আপনার কাছে চিকারিনের জন্য মালমশলা হিসেবে পাঠানো হবে ।

২৫শে জুন, ১৯২০ — স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৩১৩

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৫-এ প্রথম প্রকাশিত

পোলিশ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

(প্রাভদার সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

কমরেড **স্তালিন,** যিনি দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন, আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

১। মে-জুন

গত দু'মাসে, মে ও জুনে, রণাঙ্গনের পরিস্থিতি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র উপস্থাপিত করেছে।

মে মাস ছিল পোলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের মাস। পোলরা তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে কিয়েভ-ঝ্মেরিন্কা লাইনের ওপারে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ওদেসাকে সন্ত্রস্ত করছিল। তাদের বামপার্শ্বে তারা মোলো-দেশনো-মিন্স্ক অভিমুখে আমাদের আক্রমণাত্মক কার্যসূচীকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করছিল। কেন্দ্রস্থলে নিজেদেরকে মোঝিরে সংঘবদ্ধ করে ও রেশিংসা দখল করে তারা গোমেলকে সন্ত্রস্ত করছিল।

পক্ষান্তরে, জুন ছিল পোলিশ বাহিনীর মে মাসে অর্জিত সাফল্যগুলির দ্রুত ও নিদারুণ অবলুপ্তির মাস। পোলদের ইউক্রেনে অভিযান ইতোমধ্যেই রোধ করা হয়েছিল কারণ তাদেরকে শুধু কিয়েভ থেকেই হটিয়ে দেওয়া হয়নি, রোভনো-প্রোসকুরভ-মোঘিলেভ লাইনের ওপারে নিক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল। গোমেলের দিকে তাদের অভিযানটিও রোধ করা হয়েছিল কারণ তাদের বাহিনীকে মোঝিরের ওপারে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। আর তাদের বাম পার্শ্ব-দেশ—পোলিশ সংবাদপত্রমহল অনুযায়ী যা সবচেয়ে দৃঢ়—তার সম্পর্কে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে গত কয়েকদিনে এই এলাকাতে আমাদের ফৌজ মোলোদেশ্নোর দিকে শক্তিশালী আঘাত হেনেছে তাতে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে এখানেও পোলদেরকে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

জুলাই মাস রণাঙ্গনে রাশিয়ার অনুকূলে এক নিশ্চিত পরিবর্তনের ও সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর শিবিরে নিশ্চিত শ্রেষ্ঠতার একটি চিত্র উদ্ঘাটন করে।

২। ঝিতোমিরে ব্যূহভেদ

ঝিতোমির এলাকায় আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সংঘটিত ব্যূহভেদ অভিযানটি নিঃসংশয়ে রণাঙ্গনে চূড়ান্ত পরিবর্তন সাধনের এক নিশ্চিত উপাদান ছিল।

অনেকেই এর সঙ্গে মামন্তভের অগ্রভেদ ও আক্রমণের তুলনা করে ও তাদেরকে অভিন্ন দেখে। কিন্তু এটা বেঠিক। মামন্তভের অগ্রভেদ ছিল রূপকথার চরিত্রের এবং ডেনিকিনের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের সঙ্গে তা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে, কমরেড বুদোনীর অগ্রভেদ ছিল আমাদের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের ধারাবাহিক শৃংখলের এক অবশ্যম্ভাবী সন্ধিক্ষেত্র, এর লক্ষ্য শুধু শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগের কার্যক্রমকে বানচাল করাই নয়, সেইসঙ্গে এক নির্দিষ্ট রণনীতিগত দায়িত্বের প্রত্যক্ষ সম্পাদন।

ব্যূহভেদ অভিযানটি শুরু হয়েছিল ৫ই জুনের প্রত্যুষে। ঐদিন আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ইউনিটগুলি এক দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে, তাদের মাল-গাড়িগুলিকে মাঝখানে নিয়ে, পোপেল্‌নিয়া-কাঝাতিন এলাকায় শত্রুর অবস্থানকে বিদীর্ণ করে দিয়েছিল, বেরদিশেভ এলাকা বরাবর ধাবমান হয়েছিল এবং ৭ই জুন ঝিতোমিরকে দখল করেছিল। পোলদের প্রতিরোধ এত বেপরোয়া ছিল যে আমাদের ঘোড়সওয়ার ফৌজকে তাদের ঘোড়াগুলিকে রীতিমতো খাটিয়ে নিয়ে তবেই তাদের পথ বার করে নিতে হয়েছিল, ফল হয়েছিল এই যে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামরিক পরিষদের বক্তব্য অনুযায়ী পোলরা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ততঃ আট হাজারকে গুলিতে বা স্যাবারে নিহত ও আহত অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিল।

৩। ব্যূহভেদ অভিযানের ফলাফল

ঝিতোমির ব্যূহভেদ অভিযানের আগে পোলরা, ডেনিকিনের মতো না করে, তাদের রণাঙ্গনের প্রধান স্থানগুলিকে পরিখা ও কাঁটাতারের জালের এক বেষ্টনী দিয়ে সংরক্ষিত করেছিল এবং সচল যুদ্ধপদ্ধতির সঙ্গে পরিখা যুদ্ধপদ্ধতিকে সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এতে আমাদের অগ্রগতি অত্যন্ত ব্যাহত হয়েছিল। ঝিতোমির ব্যূহভেদ অভিযান পোলদের হিসাব-নিকাশকে বানচাল করে দিল এবং যুক্ত যুদ্ধপদ্ধতির মূল্যকে একেবারে সামান্যে পরিণত করল। ব্যূহভেদ অভিযানের সেটাই ছিল প্রথম সার্থক ফলাফল।

তাছাড়া ব্যূহভেদ অভিযান শত্রুর পশ্চাদ্‌ভূমির কার্যক্রম ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সরাসরি বিপর্যয়ে ফেলে দেয়, যার ফলে :

(ক) পোলিশ তৃতীয় বাহিনী (কিয়েভ এলাকা) অবরোধের ভয় পেয়ে এমন দ্রুত পিছু হঠা শুরু করে যা কালে সামগ্রিক পলায়নে পর্যবসিত হয় ;

(খ) পোলিশ দ্বিতীয় বাহিনী (বেরদিশেভ এলাকা) যা ঘোড়সওয়ার ফৌজের প্রধান আঘাতটি খেয়েছিল তা দ্রুত পশ্চাদ্‌পসারণ করে ;

(গ) পোলিশ ষষ্ঠ বাহিনী (ঝিমেরিন্‌কা এলাকা) তার বাম পার্শ্বদেশে অসহায় হয়ে পশ্চিমদিকে রীতিমতো পশ্চাদ্‌পসারণ শুরু করে ;

(ঘ) আমাদের বাহিনী গোটা রণাঙ্গন জুড়ে এক প্রচণ্ড আক্রমণোদ্যোগ সংগঠিত করে।

ঝিতোমির ব্যূহভেদ অভিযানের সে-ই ছিল দ্বিতীয় সদর্থক ফলাফল।

সর্বশেষে, ব্যূহভেদ অভিযানটি পোলদের ঔদ্ধত্য নির্মূল করে, তাদের নিজেদের শক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়, তাদের মনোবল নিঃশেষ করে দেয়। ব্যূহভেদ অভিযানটির আগে পোলিশ ইউনিটগুলি আমাদের বাহিনীর প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ঘোড়সওয়ার ফৌজের প্রতি, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে তাকাত, বেপরোয়াভাবে লড়াই করত এবং আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করত। একমাত্র ব্যূহভেদ অভিযানটির পরেই পোলরা পুরোপুরি দল বেঁধে আত্মসমর্পণ করতে ও সকলে একযোগে পলায়ন করতে শুরু করেছিল— পোলিশ মহলে নৈরাশ্যের সেই প্রথম চিহ্ন। বস্তুতঃ কমরেড বুদোনী রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদকে লিখেছেন যে : 'পোলিশ অভিজাতরা আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে সম্মান দিতে শিখেছে।'

৪। দক্ষিণ থেকে বিপদ

পোলিশবিরোধী রণাঙ্গনে আমাদের সাফল্য হল প্রশ্নাতীত। সমান প্রশ্নাতীত যে এইসব সাফল্য বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু এটা মনে করা অস্বাভাবিক দম্ভই হবে যে পোলরা প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে, যে আমাদের অবশিষ্ট কাজ যেটুকু রয়েছে তা হল 'ওয়ারশর দিকে অভিযান।'

এই ধরনের দম্ভ যা আমাদের কর্তৃস্থানীয়দের শক্তি নিঃশেষ করে দেয় ও এক ক্ষতিকারক আত্মাভিমান সৃষ্টি করে তা শুধু এই কারণেই বেঠিক নয় যে

পোল্যাণ্ডের এমন মজুত বাহিনী রয়েছে যা সে নিঃসংশয়ে ফ্রন্টে পাঠাবে, শুধু এই কারণে নয় যে পোল্যাণ্ড একা নয় এবং আঁতাতের কাছ থেকে এমন মদৎ পেয়েছে যা তাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে খোলাখুলি সাহায্য করে, সেই সঙ্গে এই কারণেও এবং প্রধানতঃ এই কারণেই যে আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভূমিতে পোল্যাণ্ডের এক নতুন মিত্র—র‍্যাঙ্গেলের উদ্ভব হয়েছে, যে পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে পোলদের ওপর আমাদের জয়লব্ধ ফলগুলিকে **বিনাশ করার** হুমকি দিচ্ছে।

এই আশা লালন করায় কোনও লাভ নেই যে র‍্যাঙ্গেল পোলদের সঙ্গে সমঝওতায় পৌঁছাতে পারবে না। সে ইতোমধ্যেই সমঝওতায় পৌঁছিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়েই কাজ করছে।

সেবাস্তোপলের সংবাদপত্র স্থলিগিনের **ভেলিকায়া রোসিয়া** যা র‍্যাঙ্গেল-পন্থীদের অনুপ্রেরণা, সে তার জুন সংখ্যায় এইরকমই লিখেছে:

> 'এতে সন্দেহ নেই যে আমরা আমাদের আক্রমণোদ্যোগ দিয়ে পোলদেরকে সাহায্য করছি, কারণ পোলিশ রণাঙ্গনে ব্যবহারের জন্য যা পরিকল্পিত সেই বলশেভিক শক্তিসমূহের একটি অংশকে আমরা আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এতেও সন্দেহ নেই যে পোলদের কার্যক্রম আমাদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যমূলক। আমরা পোলদের পছন্দ বা অপছন্দ করি তাতে কিছু যায় আসে না; আমরা আমাদেরকে অবশ্যই শুধু নিরুত্তাপ রাজনৈতিক মানদণ্ডে পরিচালনা করব। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পোলদের সঙ্গে একটি মোর্চা আজ আমাদের কাছে সুবিধাজনক; আর আগামীকাল···আচ্ছা, তখনি আমরা দেখব।'

র‍্যাঙ্গেল রণাঙ্গন হল নিশ্চিতভাবেই পোলিশ রণাঙ্গনেরই একটি সম্প্রসারণ, অবশ্য এই পার্থক্যটি রয়েছে যে র‍্যাঙ্গেল পোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভূমিতে অর্থাৎ আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক জায়গাতেই কাজ চালাচ্ছে।

সুতরাং র‍্যাঙ্গেলের বিপদকে দূরীভূত না করা পর্যন্ত 'ওয়ারশর দিকে অভিযান' বা সাধারণভাবে আমাদের সাফল্যগুলির স্থায়ী চরিত্রের কথা বলা হাস্যকর। তাছাড়া র‍্যাঙ্গেল শক্তিসঞ্চয় করছে এবং এমন কোনও প্রমাণ নেই যে দক্ষিণ থেকে ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে আমরা কোনও বিশেষ বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

৫। র‍্যাঙ্গেলকে খেয়াল রেখো

পোলদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের ফল হিসেবে আমাদের রণাঙ্গন একটি বৃত্তচাপের আকার ধারণ করছে, যার অবতল দিকটি রয়েছে পশ্চিমমুখী ও প্রান্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারমাণ, দক্ষিণ প্রান্তটি রয়েছে রোভনো এলাকায় আর উত্তরটি মোলোদেশ্‌নো এলাকাতে। এইটিই হল যাকে বলে পোলিশ বাহিনীর পক্ষে এক আগ্রাসী অবস্থান অর্থাৎ তার পক্ষে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থান।

নিঃসন্দেহে আঁতাতশক্তি এই পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুমানিয়াকে জড়ানোর জন্য সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, পোল্যাণ্ডের জন্য খুব ব্যাকুলভাবে নতুন মিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, র‍্যাঙ্গেলকে সাহায্য করার জন্য তার যথাসাধ্য করছে এবং সাধারণভাবে চেষ্টা করছে পোলদেরকে রক্ষা করতে। এটা খুবই সম্ভাব্য যে পোল্যাণ্ডের জন্য আঁতাত-শক্তি নতুন মিত্র বার করতে সফল হবে।

এতে সন্দেহের কারণ নেই যে রাশিয়া এই নতুন শত্রুদের প্রতিহত করার শক্তিও সংগ্রহ করবে। কিন্তু একটি কথা কিছুতেই ভোলা চলবে না: র‍্যাঙ্গেল যতক্ষণ পর্যন্ত অটুট আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের পশ্চাদ্‌ভূমিকে সন্ত্রস্ত করার অবস্থায় রয়েছে, ততক্ষণ আমাদের সম্মুখবাহিনী হবে অশক্ত ও নিরাপত্তাহীন এবং পোলিশ-বিরোধী রণাঙ্গনে আমাদের সাফল্যগুলি স্থায়ী হতে পারে না। একমাত্র র‍্যাঙ্গেলকে নির্মূল করা হলেই পোলিশ অভিজাত-দের ওপর আমাদের জয়কে আমরা নিরাপদ করতে পারব। সুতরাং সেই নতুন শ্লোগানটি পার্টি যা অবশ্যই তার নিশানে এখন উৎকীর্ণ করবে তা হল: 'র‍্যাঙ্গেলকে খেয়াল রেখো!' 'র‍্যাঙ্গেল নিপাত যাক্‌!'

প্রাভদা, সংখ্যা ১৫১
১১ই জুলাই, ১৯২০

লালফৌজ কীভাবে অভিনন্দিত হল

(ক্রাস্‌নোয়ারমেইয়েৎসে[১০১] বিবৃতি)

প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সদস্য কমরেড স্তালিন বলেন যে পোলিশ রণাঙ্গনে স্থানীয় জনগণের দ্বারা কী আত্যন্তিক অসাধারণ সহৃদয়তার সঙ্গে লালফৌজ অভ্যর্থিত হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য না করে তিনি পারেন না।

কমরেড স্তালিন বলেন যে 'কী পূর্বে কী দক্ষিণে আমি এমন মনোভাব দেখার সুযোগ পায়নি।

'ভল্‌গা এলাকা বা দক্ষিণের তুলনায় পশ্চিমে কৃষক জনগণের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও লালফৌজের লোকদের সঙ্গে তারা তাদের রুটির শেষ টুকরোটুকুও ভাগ করে নিতে প্রস্তুত ছিল।

'কাষ্টদায়ক "শকটবহনের" কাজটিও বিনা গুঞ্জনে সম্পন্ন হয়।

লালফৌজের লোকেরা সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতাই পেয়েছিল এবং মে মাসের শেষে যখন আমরা বাধ্য হলাম প্রত্যাবর্তন শুরু করতে তখন জনগণের বেদনা ছিল ব্যাপক।

'রণাঙ্গন এলাকার জনগণ পোলিশ দখলদারীর সবরকম যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সুতরাং পোলিশ অভিজাতদের অনুপ্রবেশ তাদের জন্য কী নির্দিষ্ট করে রেখেছে তা তারা পুরোপুরিই অবহিত ছিল।

'আমাদের রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির একটি পুরো দল রয়েছে যার চিকিৎসার কাজ পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করেছে কৃষক মেয়ে-পুরুষেরা, তারা আমাদের আহত লালফৌজের সদস্যদের প্রতি অতিশয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখিয়েছিল।

'রণাঙ্গনের অপর পারে বিয়েলোরুশ কৃষকদের মনোভাব সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম যে সেখানে ধারাবাহিক বিদ্রোহ ফেটে পড়ছে এবং গেরিলা গোষ্ঠীরা শত্রুর পশ্চাদ্‌ভূমি ছত্রভঙ্গ করে, গুদামে আগুন লাগিয়ে ও জমিদারদের তাড়িয়ে দিয়ে সক্রিয় রয়েছে।

'এটা নিশ্চিন্তে বলা যায় সাইবেরিয়াতে কলচাকের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমন ব্যাপার এখানেও হচ্ছে।

'আমাদের বাহিনীর আবির্ভাবের সাথে সাথেই শত্রুর পশ্চাদ্‌ভূমি সর্বত্রই নিজের ভেতর থেকেই ভেঙে যেতে শুরু করে।

'বিয়েলোরাশিয়াতে এখন আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল পোলিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে এক অকৃত্রিম কৃষক-বিপ্লব।'

ক্র্যাস্‌নোয়ারমেইয়েৎস, সংখ্যা ৩৩৭
১৫ই জুলাই, '৯২০

সকল পার্টি-সংগঠনের প্রতি

(রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (ব) কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া চিঠি)

আমরা এই মর্মে সংবাদ পেয়েছি যে র‍্যাঙ্গেলের চারিপাশে একদল অভিজ্ঞ ও বেপরোয়া খুনে জেনারেল জড়ো হয়েছে যারা কোনও কিছুতেই থামবে না।

র‍্যাঙ্গেলের সৈন্যরা চমৎকারভাবে বাহিনীতে সংগঠিত, বেপরোয়াভাবে লড়াই করে এবং আত্মসমর্পণ করার চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় বোধ করে।

কারিগরী দিক থেকে র‍্যাঙ্গেলের বাহিনী আমাদের থেকে আরও ভালভাবে সমৃদ্ধ, আজও পর্যন্ত ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, বিমানপোত, গোলাগুলি এবং বস্ত্রাদির সরবরাহ পশ্চিম থেকে অব্যাহতই আছে যদিও ব্রিটেনের জোর দাবি যে তারা তা বন্ধ করে দিয়েছে।

র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধে লড়াইরত আমাদের বাহিনীর দুর্বলতা রয়েছে এই ঘটনায় যে তারা পূর্বতন ডেনিকিনপন্থী এমন যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা মিশ্রিত যারা প্রায়শঃই শত্রুপক্ষে পালিয়ে যায় এবং দ্বিতীয়তঃ তারা কেন্দ্র থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ বা এককভাবে স্বেচ্ছাসৈন্য বা সংগঠিত কমিউনিস্টদেরকে পাচ্ছে না।

এই বাহিনী থেকে পূর্বতন যুদ্ধবন্দীদের বিতাড়িত করতে হবে ও তাকে নিয়মিতভাবে বিরাটসংখ্যক স্বেচ্ছাসৈন্য বা সংগঠিত কমিউনিস্ট সরবরাহ করতে হবে যাতে তাদের গোটা মানসিকতার পরিবর্তন করা যায় ও ভয়ংকর শত্রুকে পরাস্ত করায় তাদের সক্ষম করা যায়। ক্রিমিয়াকে যে-কোনও মূল্যেই রাশিয়াতে ফিরিয়ে আনতে হবে নইলে সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রুদের হাতে ইউক্রেন ও ককেশাসও বিপন্ন হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি এই সার্কুলার চিঠির ভিত্তিতে গণ-বিক্ষোভকে তীব্রতর করার জন্য এবং অন্যান্য ফ্রন্টের ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও অবিলম্বে ক্রিমীয় ফ্রন্টে কমিউনিস্টদের নিয়মিত পাঠানো সংগঠিত করার জন্য আপনা-দেরকে দায়িত্ব দিচ্ছে।

১৯২০ সালের জুলাইয়ে লিখিত,

১৯৪৫ সালে ৩৫তম 'লেনিন মিসেলানী'তে সর্বপ্রথম প্রকাশিত

প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী মজুতবাহিনী গঠন

১। রু. ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর নিকট প্রতিবেদন

একদিকে পোলদের ও র‍্যাঙ্গেলকে প্রকাশ্যে মদৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও আমেরিকার আচরণ ও এই মদৎকে নীরবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আচরণ এবং অপরদিকে পোলদের সাফল্যসমূহ, নতুন শক্তি দিয়ে র‍্যাঙ্গেলের বাহিনীর প্রত্যাশিত পুনঃশক্তিবিন্যাস এবং ডোরোখয় এলাকায় রুমানীয় পূর্ব বাহিনীর কেন্দ্রীভবন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এক গুরুতর আন্তর্জাতিক ও সামরিক পরিস্থিতি তৈরী করে তুলছে। প্রজাতন্ত্রকে নতুন বেয়নেট (প্রায় ১০০,০০০) ও নতুন স্যাবার (প্রায় ৩০,০০০) এবং অন্যান্য পরিপূরক সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পোলদের সর্বশেষ সাফল্যগুলি আমাদের সৈন্যবাহিনীর এক বুনিয়াদী ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করেছে, তা হল কার্যকরী সংগ্রামী মজুত-এর অভাব। সুতরাং প্রজাতন্ত্রের সামরিক শক্তি উন্নত করার জন্য আমাদের সাম্প্রতিক কর্মসূচীর প্রাথমিক বিষয় হিসেবে আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে এমন শক্তিশালী মজুত বাহিনী তৈরী করে যাদেরকে যে-কোন মুহূর্তে রণাঙ্গনে পাঠানো যাবে।

তদনুযায়ী আমি **প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী মজুতবাহিনী গঠনের জন্য** নিম্নলিখিত **কর্মসূচী** গ্রহণের প্রস্তাব রাখছি :

(১) ফায়ারিং লাইন-এর যেসব ডিভিশন কর্মক্ষম তাদের পুনঃশক্তিশালী করা অব্যাহত রেখে যেসব নিঃশেষিত ডিভিশন ও প্রায়-নিঃশেষিত (পদাতিক বাহিনী) কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে তাদেরকে পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রত্যাহার করে আনার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) প্রায় ১২ থেকে ১৫টি পদাতিক বাহিনীর ডিভিশনকে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন বলে দেখা যাবে এটা ধরে নিয়ে তাদেরকে এমন এলাকায় (সেগুলি অবশ্যই হবে শস্য এলাকা) কেন্দ্রীভূত করে রাখতে হবে যেখান থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে কোনও বিলম্ব না করে র‍্যাঙ্গেল, পোল বা রুমানীয় রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে (প্রত্যাহৃত ডিভিশনগুলির

এক-তৃতীয়াংশকে ধরা যাক, ওল্‌ভিয়োপোল এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে ; আরও এক-তৃতীয়াংশকে কোনোতোপ-বাখ্‌মাশ্‌ এলাকায় এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে ইলোভায়িস্কায়া-ভোল্‌নোভাখা এলাকায়)।

(৩) এই ডিভিশনগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই পুনঃশক্তিশালী ও সাহায্যপুষ্ট করতে হবে যাতে তাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা হয় ৭,০০০থেকে ৮,০০০ বেয়নেটের এবং যাতে তাদেরকে ১লা জানুয়ারি, ১৯২১এর মধ্যে লড়াইয়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করা যায়।

(৪) সক্রিয় কাজে রয়েছে আমাদের এ ধরনের ঘোড়সওয়ার ইউনিটগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনঃশক্তিশালী করার আশু পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে পরবর্তী ক'মাসের মধ্যে (জানুয়ারির মধ্যে) প্রথম ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে ১০,০০০, দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে ৮,০০০ এবং গাই-য়ের বাহিনীকে ৬,০০০ স্যাবার অর্পণ করা যায়।

(৫) প্রত্যেকটির ১,৫০০ স্যাবার রয়েছে এমন পাঁচটি ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড তৈরী করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (তেরেক কশাকদের নিয়ে একটি ব্রিগেড, ককেশীয় উচ্চভূমিবাসীদের নিয়ে আরেকটি, উরাল কশাকদের নিয়ে তৃতীয়টি, ওরেনবুর্গের কশাকদের নিয়ে চতুর্থটি এবং সাইবেরীয় কশাকদের নিয়ে পঞ্চমটি)। দু'মাসের মধ্যে ব্রিগেড তৈরী করা সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) অস্টিন এবং ফিয়াট গাড়িগুলির মেরামত ও নির্মাণের ওপর বিশেষ নজর দিয়ে একটি অটোমোবাইল শিল্প সংগঠিত ও উন্নত করার জন্য সবকিছু করতে হবে।

(৭) প্রধানতঃ মোটর যানগুলিকে সশস্ত্র করার উদ্দেশ্যে সাঁজোয়া প্লেটের উৎপাদন উন্নত করার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৮) বিমানপোত উৎপাদন উন্নত করার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৯) উপরিলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরবরাহ কর্মসূচী প্রসারিত করতে হবে।

২৫শে আগস্ট, ১৯২০ — জে. স্তালিন

মস্কো, ক্রেমলিন

২। রু. ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর নিকট বিবৃতি

মজুতবাহিনীর বিষয়ে ট্রট্স্কির উত্তর হল এড়িয়ে যাওয়া ধরনের। তার পূর্বতন তারবার্তা, তিনি তার উত্তরে যেটির উল্লেখ করেছেন, তা মজুতবাহিনী গঠনের **পরিকল্পনা** সম্পর্কে, সেরকম একটি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আভাসটুকুও দেয়নি। ডিভিশনগুলিকে কখন প্রত্যাহার করতে হবে; **কোন্** জায়গায়; **কোন্** তারিখের মধ্যে তাদেরকে আবার শক্তিশালী করে তুলতে হবে; নতুন সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও তাদেরকে একত্রীভূত করা—এইসব বিষয়গুলি (যেগুলি কিছুমাত্র বিস্তৃত নয়!) এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন অভিযানে একটি গুরুত্বপূর্ণ (**প্রতিকূল**) ভূমিকা নিয়েছিল রণাঙ্গন (উরাল, সাইবেরিয়া, উত্তর ককেশাস) থেকে মজুতবাহিনীর **দূরত্ব:** মজুতবাহিনী পরে পৌঁছায়, অনেক দেরীতে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কাজে ব্যর্থ হয়। সুতরাং মজুতবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার এলাকাগুলি আগেভাগে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে।

সমান গুরুত্বপূর্ণ (প্রতিকূলও বটে) ভূমিকা নিয়েছিল নতুন সৈন্যদের **প্রশিক্ষণের অভাব**; প্রায় কাঁচা এবং বিক্ষিপ্ত, শুধুমাত্র একটি সাধারণ আক্রমণোদ্যোগের জোয়ারের ক্ষেত্রেই উপযোগী এই নতুন সৈন্যরা শত্রুর জোরালো প্রত্যাঘাতকে সহ্য করতে সচরাচর ব্যর্থ হয়েছে, তাদের সব মালপত্র ফেলে গেছে এবং শত্রুর কাছে হাজারে হাজারে আত্মসমর্পণ করেছে। সুতরাং প্রশিক্ষণকেও শক্তিশালী করে তোলার সময়কাল সম্পর্কেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই আগেভাগে ভালরকম বিবেচনা করে নিতে হবে।

আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (প্রতিকূলও বটে) নিয়েছিল আমাদের মজুতবাহিনীর **অবিন্যস্ত, প্রস্তুতিহীন** চরিত্র: যেহেতু আমাদের কোন বিশেষ মজুত ইউনিট ছিল না, তাই প্রায়শঃই সমস্ত ধরনের ছাঁটকাট ইউনিট এমনকি ভোকর্[১০৩]কেও অন্তর্ভুক্ত করে অবিন্যস্তভাবে ও তাড়াহুড়ো করে মজুত-বাহিনীগুলি জোড়াতালি দেওয়া হতো যা আমাদের সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তার অপহ্নব ঘটানোর উদ্রেক করত।

সংক্ষেপে, প্রজাতন্ত্রকে কার্যকরী মজুত যোগানোর **জন্য সুসংবদ্ধ কাজ শুরু** করতেই হবে—নইলে এক নতুন 'অপ্রত্যাশিত' ('বিনা মেঘে বজ্রসম') সামরিক বিপর্যয়ের সামনে আমরা নিজেদেরকে ফেলবার ঝুঁকি নেব।

সরবরাহ 'সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' নয়—ট্রট্স্কি যেমন ভুলভাবে চিন্তা করেছেন। গৃহযুদ্ধের ইতিহাস দেখিয়েছে যে আমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও আমরা সরবরাহের সমস্যার মোকাবিলা করেছি, তবুও সৈন্যদেরকে দেওয়া 'সার্ট' এবং 'বুটজুতোর' অর্ধেকই চলে গেছে কৃষকদের হাতে। কেন? সৈন্যরা সেগুলি কৃষকদেরকে দুধ, মাখন, মাংস অর্থাৎ যেসব জিনিস আমরা তাদেরকে দিতে পারি না সেগুলির বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে (এবং সেগুলি বিক্রিই করে যাবে!)। এবং এই (গ্রীষ্মকালীন) অভিযানেও আমরা সরবরাহের সমস্যার মোকাবিলা করেছি কিন্তু তথাপি এক বিপর্যয় ভোগ করেছি (আমি যতদূর জানি, এখনো পর্যন্ত কেউই পোলিশ ফ্রন্টে আমাদের বিপর্যয়ের জন্য আমাদের সরবরাহকারীদেরকে দায়ী করে অভিযুক্ত করার সাহস করেনি…)। স্পষ্টতঃই, সরবরাহের থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এমন কারণ ছিল (যে সম্পর্কে ওপরে দেখুন)।

এই ক্ষতিকারক 'তত্ত্বটি' আমাদের সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে যে সৈন্যবাহিনীকে সরবরাহ যোগানোর ভার অবশ্যই দিতে হবে অসামরিক দপ্তরগুলিকে এবং বাদবাকী সমস্ত ভার দিতে হবে রণক্ষেত্রের কর্মীদেরকে। সংগ্রামী মজুত গঠন ও রণক্ষেত্র পরিচালনাসহ যুদ্ধ দপ্তরের এজেন্সিগুলির **সামগ্রিক কাজ** সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ওয়াকেবহাল হতে হবে ও তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যদি না তা নিজেকে আরেকটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন দেখতে চায়।

এই কারণে আমি জোর দিয়ে বলছি:

(১) যে যুদ্ধ দপ্তরের উচিত হবে না 'সৈন্যদের সার্টের' কথা বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া, বরং তাকে প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামী মজুত গঠনের জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে (এই মুহূর্তেই গড়ে তোলা শুরু করতে হবে),

(২) যে এই পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা (প্রতিরক্ষা পরিষদের মাধ্যমে) পরীক্ষিত করতে হবে;

(৩) যে প্রতিরক্ষা পরিষদ বা প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিশনের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বা চীফ অফ দি ফিল্ড স্টাফের রিপোর্ট পেশ করার প্রথা চালু করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটিকে রণক্ষেত্রের কর্মীদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে হবে।

৩০শে আগস্ট, ১৯২০ — **জে. স্তালিন**

এই প্রথম প্রকাশিত

রাশিয়ার জাতীয় প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের নীতি

রাশিয়ার বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের তিনটি বছর দেখিয়ে দিয়েছে যে মধ্য রাশিয়া ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি পরস্পরকে মদৎ না দিলে বিপ্লবের জয়লাভ ও সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে রাশিয়ার মুক্তি অসম্ভব হবে। বিশ্ববিপ্লবের অগ্নিকেন্দ্র সেই মধ্য রাশিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি, যারা কাঁচামাল, জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে পারে না। অপরদিকে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিও উন্নততর মধ্য রাশিয়ার রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক সাহায্য ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনে নিশ্চিতভাবেই নিক্ষিপ্ত হবে। যদি এটা বলা ঠিক হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর উন্নততর পাশ্চাত্য কৃষকসমাজের প্রাচ্য, যা কম উন্নত কিন্তু যা কাঁচামাল ও জ্বালানিতে পূর্ণ, তার সাহায্য ব্যতিরেকে বিশ্ব বুর্জোয়াশ্রেণীকে পর্যুদস্ত করতে পারে না তবে এটা বলাও সমান সঠিকই হবে যে উন্নততর মধ্য রাশিয়া ও রাশিয়ার সেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি যারা কম উন্নত কিন্তু যারা প্রয়োজনীয় সম্পদে পূর্ণ তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে বিপ্লবকে শেষ পর্যায় পযন্ত পরিচালনা করতে পারে না।

সোভিয়েত সরকার কায়েম হওয়ার একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকেই আঁতাতশক্তিবর্গ নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিল, তখন তারা মধ্য রাশিয়াকে তার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাকে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করার পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিল। এবং রাশিয়াকে অর্থনৈতিক অবরোধ করার পরিকল্পনাটি ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঁতাতশক্তির সবকটি অভিযানেরই অপরিবর্তনীয় ভিত্তি ছিল, এ থেকে ইউক্রেন, আজারবাইজান ও তুর্কিস্তানে তাদের সাম্প্রতিক ষড়যন্ত্রগুলি বাদ ছিল না।

সুতরাং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে এক দৃঢ় ঐক্য অর্জন করা।

এই কারণেই রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে এমন নির্দিষ্ট সম্পর্ক, নির্দিষ্ট বন্ধন সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা তাদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ ও

অবিনাশী ঐক্য সুনিশ্চিত করবে।

এই সম্পর্কগুলি কী হবে, তারা কেমন রূপই বা পরিগ্রহ করবে?

অন্য কথায় বলতে গেলে, রাশিয়ার জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের নীতি কী?

মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে সম্পর্কের রূপ হিসেবে সীমান্ত অঞ্চলগুলির রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবিটি বাতিল করতে হবে শুধু এই কারণেই নয় যে তা মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের পরিকল্পনাটিরই বিরুদ্ধে যায়, বরং মূলতঃ এই কারণেই যে তা মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের একেবারেই বিরুদ্ধে যায়। সীমান্ত অঞ্চলগুলির অপসারণ মধ্য রাশিয়া, পূর্বে ও পশ্চিমে মুক্তির আন্দোলনকে যা উদ্দীপিত করছে, তার বিপ্লবী শক্তির অপহ্নব ঘটাবে এই ঘটনাটি ছাড়াও অপসৃত সীমান্ত অঞ্চলগুলি নিজেরাই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের কবলে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবির পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে একজনকে কেবল নজর দিতে হবে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রতি যারা রাশিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবে আঁতাতশক্তির নিঃশর্ত ক্রীতদাসে নিজেদেরকে পরিণত করে স্বাধীনতার ছায়াটুকু মাত্র ধরে রাখতে পেরেছে; সবশেষে একজনকে কেবল ইউক্রেন ও আজারবাইজানের সাম্প্রতিক অবস্থার কথা মনে করতে হবে যাদের প্রথমটি জার্মান পুঁজির দ্বারা ও শেষোক্তটি আঁতাতশক্তির দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল।

সর্বহারাশ্রেণীর রাশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী আঁতাতশক্তির মধ্যে যখন জীবনমরণ লড়াই গড়ে উঠছে তখন সীমান্ত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে দুটি মাত্র সম্ভাব্য পরিণতি রয়েছে:

হয় তাদেরকে রাশিয়ার সঙ্গে একসাথে চলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সীমান্ত অঞ্চলগুলির শ্রমজীবী জনগণ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে;

অথবা তাদেরকে আঁতাতের সঙ্গে একসাথে চলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় কোনও পন্থা নেই।

তথাকথিত স্বাধীন জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতির তথাকথিত স্বাধীনতা একটি মায়া মাত্র এবং তা এইসব রাষ্ট্রপ্রতিমদের

একেকটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতাকেই আড়াল করে রাখে।

অবশ্য রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলির, এইসব অঞ্চলে যারা বসবাস করে সেই জাতিগুলির রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অ হস্তান্তরযোগ্য অধিকার রয়েছে; এবং ১৯১৭ সালে ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে যেমন হয়েছিল তেমনিভাবে এইসব জাতির কোনটি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে ধরে নেওয়া যায় যে রাশিয়া সেই ঘটনাটি মেনে নিতে ও সেই বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্নটি জাতিগুলির অধিকার যা হল প্রশ্নাতীত তার বিষয়ে নয়, বরং তা মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চল উভয়েরই ব্যাপক জনগণের স্বার্থের বিষয়ে, এই-সব স্বার্থ যা নির্ধারণ করেছে—এ হল সেই চরিত্রের প্রশ্ন—সেই বিক্ষোভেরই চরিত্র যা আমাদের পার্টিকে অবশ্যই চালাতে হবে যদি সে তার নিজের নীতিকে না বর্জন করতে চায় এবং জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের অভীপ্সাকে যদি একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রভাবিত করতে চায়। এবং জনগণের স্বার্থ সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবিটিকে বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে এক অত্যন্ত প্রতিবিপ্লবী দাবিতে পরিণত করেছে।

অনুরূপভাবে, রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যেকার ঐক্যের একটি রূপ হিসেবে সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকার বলে যা পরিচিত তাকেও বাতিল করতে হবে। গত দশ বছরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী (সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের উৎসস্থল)-র অভিজ্ঞতা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের মধ্যেকার ঐক্যের একটি রূপ হিসেবে সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের চূড়ান্ত ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। এর জীবন্ত প্রমাণ হল সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের স্রষ্টা স্প্রিঙ্গার ও বয়ার যারা এখন তাদের নিজেদের ধূর্ত কৌশলে গড়া জাতীয় কর্মসূচীর ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি রাশিয়ার সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের পাণ্ডা-প্রবক্তা, একদা-বিখ্যাত বুন্দ স্বয়ং সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অন্তঃসারশূন্যতাকে সরকারী-ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে:

> 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যা উপস্থাপিত করা হয়, সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারে সেই দাবিটি একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবেশে তার অর্থই হারিয়ে ফেলে' (**বুন্দের দ্বাদশ সম্মেলন**, ১৯২০, পৃঃ ২১ দেখুন)।

মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ঐক্যের একটিমাত্র সুবিধাজনক রূপ হিসেবে থাকে **আঞ্চলিক** স্বায়ত্তশাসনাধিকার যা জীবন ও জাতির গঠনের এক বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সুচিহ্নিত, এ হল এমন এক স্বায়ত্তশাসনাধিকার যার উদ্দেশ্য হল রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধনে যুক্ত করা। এই হল স্বায়ত্তশাসনাধিকারের সেই সোভিয়েত রূপ যা সোভিয়েত সরকারের দ্বারা ঘোষিত হয়েছিল তার কায়েম হওয়ার একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকেই এবং যা এখন সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক কমিউন ও স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের মাধ্যমে কার্যকরী করা হচ্ছে।

সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকার চিরকালের জন্য নির্ধারিত কোনও অনমনীয় বিষয় নয়; এতে সবচেয়ে বিচিত্র ধাঁচের ও মানের বিকাশের সুযোগ রয়েছে। সংকীর্ণ, প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার (ভল্‌গা, জার্মান, চুভাশ্‌ এবং ক্যারেলীয়) থেকে তা রূপ নেয় এক প্রশস্ততর রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের (বাশ্‌কির, ভল্‌গা, তাতার, কিরঘিজ); প্রশস্ত রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার থেকে তার আরও প্রশস্ততর রূপে (ইউক্রেন, তুর্কিস্তান); এবং সর্বোপরি ইউক্রেনীয় ধাচের স্বায়ত্তশাসনাধিকার থেকে সর্বোচ্চ রূপের স্বায়ত্তশাসনাধিকারে—চুক্তিনির্ভর সম্পর্কে (আজারবাইজান)। সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকারের এই নমনীয়তা হল তার প্রধান গুণগুলির অন্যতম; কারণ এই নমনীয়তাই তাকে রাশিয়ার বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত অঞ্চলগুলি, যারা তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরে একে অপরের থেকে চূড়ান্ত রকম পৃথক, তাদের সকলকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে পেরেছে। রাশিয়ায় জাতীয় প্রশ্নে সোভিয়েত নীতির তিনটি বছর দেখিয়ে দিয়েছে যে সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকারকে তার বিভিন্ন রূপে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার ঠিক পথেই রয়েছে, কারণ একমাত্র এই নীতিই তাকে রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলির দূরতম অংশের দিকে রাস্তা খুলতে, সবচেয়ে পশ্চাদ্‌পদ ও বিভিন্ন জাতির জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে ও এই জনগণকে মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে সবচেয়ে বিচিত্র ধরনের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম করেছে—এ হল এমন এক সমস্যা যা দুনিয়ার অন্য কোনও সরকার সমাধান করতে বা এমনকি সমাধান করার জন্য নিজেকে উদ্যোগী করতেও পারেনি (তা করতে ভয় পেয়ে!)। সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ভিত্তিতে

রাশিয়ার প্রশাসনিক পুনর্বিভাজন এখনো পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি ; উত্তর ককেশীয়রা, ক্যালমিক্‌রা, চেরেমিশ্‌রা, ভোতিয়াকরা, বুরিয়াতরা এবং অন্যান্যরা এখনো পর্যন্ত প্রশ্নটির ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ভবিষ্যতে রাশিয়ার প্রশাসনিক মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন এবং এইক্ষেত্রে যে ত্রুটিই থাকুক না কেন—আর কিছু ত্রুটি তো নিশ্চিতই ছিল—এটা মানতেই হবে যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রশাসনিক পুনর্বিভাজন সূচনা করে রাশিয়া সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যাঞ্চলের চতুষ্পার্শে সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে শামিল করার দিকে ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সরকারকে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্রে গ্রথিত করার দিকে এক অত্যন্ত বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে।

কিন্তু এ-ধাঁচের বা সে-ধাঁচের সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করা, সম্পূরক ডিক্রী ও অর্ডিন্যান্স জারী করা এবং এমনকি সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের গণ-কমিশারদের আঞ্চলিক পরিষদ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করা সীমান্ত অঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের মধ্যে ঐক্যকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে আদৌ যথেষ্ট নয়। এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হলে সর্বপ্রথমে যা দরকার তা হল সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্নতা এবং অন্তরণের, তাদের পিতৃশাসিত ও অসংস্কৃত জীবনযাত্রার পদ্ধতির এবং মধ্যাঞ্চলের প্রতি তাদের অবিশ্বাস যা এখনো পর্যন্ত জারতন্ত্রের বর্বর নীতির উত্তরাধিকার হিসেবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এখনো পর্যন্ত বর্তমান সেইসব কিছুর অবসান ঘটানো। জনগণকে গোলামীতে এবং অজ্ঞতার মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য জারতন্ত্র ইচ্ছাকৃতভাবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্তবাদী নিপীড়নকে লালন করেছিল। সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে উৎকৃষ্টতম এলাকাগুলিতে জারতন্ত্র ইচ্ছাকৃতভাবে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহকে কায়েম করিয়েছিল যাতে স্থানীয় জাতিসত্তাগুলির ব্যাপক জনগণকে নিকৃষ্টতম এলাকাগুলিতে যেতে বাধ্য করা যায় ও জাতীয় বৈরিতাকে তীব্র করা যায়। জনগণকে অজ্ঞতায় রাখার জন্য জারতন্ত্র স্থানীয় বিদ্যালয়, থিয়েটার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সংকুচিত এবং কখনো কখনো একেবারে অবদমিত করেছিল। স্থানীয় জনসমষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষদের সমস্ত উদ্যমকে জারতন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিল। সর্বোপরি, সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে জনগণের সমস্ত কার্যকলাপই জারতন্ত্র অবদমিত করেছিল। এই সবকিছুর মাধ্যমেই জারতন্ত্র যা কিছু রুশীয় তারই বিরুদ্ধে স্থানীয় জাতিসত্তাগুলির ব্যাপক জনগণের মধ্যে এক

গভীর অবিশ্বাস, কখনো কখনো যা সরাসরি শক্রতায় পর্যবসিত হয় এমন মনোভাব বপন করে দিয়েছিল। মধ্য রাশিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ঐক্যকে যদি সুসংহত করতে হয় তবে এই অবিশ্বাসকে অবশ্যই দূর করতে হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভ্রাতৃসুলভ বিশ্বাসের এক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই অবিশ্বাস দূর করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের অবশ্যই সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে সাহায্য করতে হবে যাতে তারা তাদেরকে সামন্তবাদী-নায়কতান্ত্রিক নিপীড়নের জের থেকে মুক্ত করতে পারে; ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সমস্ত সুযোগ-সুবিধাকে আমাদের অবশ্যই—শুধু নামমাত্র নয়, একেবারে বাস্তবে—বিনষ্ট করতে হবে; জনগণকে আমাদের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা বিপ্লবের বস্তুগত লাভগুলিকে ভোগ করতে পারে।

সংক্ষেপে জনগণের কাছে এটা আমাদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে সর্বহারাশ্রেণীর মধ্য রাশিয়া তাদের স্বার্থ, শুধু তাদের স্বার্থই রক্ষা করছে; এবং ঔপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা, যেসব ব্যবস্থা জনগণের কাছে প্রায়ই একেবারে অবোধ্য হয়, শুধুমাত্র সেগুলির মাধ্যমেই নয়, বরং মূলতঃ একটি সঙ্গতিপূর্ণ ও সযত্নে-নির্ধারিত অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমেই এটা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

লিবারেলদের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার দাবি প্রত্যেকেই অবহিত আছে। সীমান্ত অঞ্চলগুলির কমিউনিস্টরা লিবারেলদের থেকে অধিকতর দক্ষিণমার্গী হতে পারে না; যদি তারা জনগণের অজ্ঞতার অবসান ঘটাতে চায় এবং যদি তারা রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলের এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আত্মিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাদেরকে নিশ্চয়ই বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে দরকার হল স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় থিয়েটার ও জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনগণের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নীত করা, কারণ এটা বলা বাহুল্য যে অজ্ঞতাই হল সোভিয়েতরাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। আমরা জানি না যে সাধারণভাবে এইক্ষেত্রে আমাদের কাজ কী রকম সাফল্য অর্জন করছে, কিন্তু এটা আমরা জেনেছি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটিতে স্থানীয় শিক্ষাবিষয়ক গণ-কমিশার সংসদ স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির বাবদ তার জমার মাত্র দশ-শতাংশ খরচ করছে।

তা-ই যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে এই ক্ষেত্রটিতে আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ 'পুরানো জমানা'-র থেকে কিছু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারিনি।

সোভিয়েত ক্ষমতা জনগণের থেকে বিশ্লিষ্ট কোনও ক্ষমতা নয়; পক্ষান্তরে, এ হল এই প্রকারের একমাত্র ক্ষমতা যা রুশ জনগণের মধ্য থেকেই উদ্‌গত হয়েছে এবং যা তাদের কাছের ও আদরের। বস্তুতঃ এটাই সেই অতুল শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতাকে ব্যাখ্যা করে সোভিয়েতরাজ সংকটময় মুহূর্তগুলিতে সাধারণতঃ যা দেখিয়ে থাকে।

রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনগণের কাছে সোভিয়েত ক্ষমতাকে অবশ্যই একেবারে কাছের ও আদরের হতে হবে। কিন্তু এর জন্য দরকার হল তাকে তাদের কাছে সর্বপ্রথমে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সুতরাং জনগণ যাতে দেখতে পায় যে সোভিয়েত ক্ষমতা এবং তার হাতিয়ারগুলি হল তাদেরই নিজেদের প্রয়াসের ফলশ্রুতি, তাদেরই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, সেইজন্য এটা দরকার যে সীমান্ত অঞ্চলগুলির সমস্ত সোভিয়েত হাতিয়ার—আদালত, প্রশাসন, অর্থ-নৈতিক সংস্থা, প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের হাতিয়ার (এবং পার্টিরও হাতিয়ারগুলি)—যতটা সম্ভব স্থানীয় জনগণের জীবন, অভ্যাস, প্রথা ও ভাষার রূপের সম্পর্কে অবহিত স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারাই তৈরী হবে; স্থানীয় জনগণের সকল সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে এইসব প্রতিষ্ঠানে সামিল করা হবে; দেশের প্রশাসনের সমস্ত ক্ষেত্রে স্থানীয় শ্রমজীবী জনগণের অংশ নিতে হবে। শুধু এই পথেই জনগণ ও সোভিয়েত ক্ষমতার মধ্যে দৃঢ় আত্মিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং শুধু এই পথেই সীমান্ত অঞ্চলগুলির শ্রমজীবী জনগণের কাছে সোভিয়েত ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য ও আদরের হতে পারে।

কিছু কমরেড সোভিয়েত রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি ও সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনকে সাময়িক প্রয়োজনীয় হলেও সাধারণভাবে এমন এক অমঙ্গল বলেই গণ্য করেন যাঁদেরকে কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতির জন্য সহ্য করতে হচ্ছে, কিন্তু যার চরম বিনাশের জন্য অবশ্যই তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। এটা বলা বাহুল্য যে এই দৃষ্টিভঙ্গি হল মূলতঃ ভুল এবং সর্বপ্রকারেই তা জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের নীতির পরিপন্থী। সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনকে এক বিমূর্ত বিষয় বা এক কৃত্রিম বস্তু বলে গণ্য করা চলবে না, একে কোন শূন্যগর্ভ নিছক-ঘোষণামূলক অঙ্গীকার বলে তো একেবারেই ভাবা চলবে না। সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকার হল মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্ত

অঞ্চলগুলির ঐক্যের সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও সম্বন্ধ রূপ। কেউই এটা অস্বীকার করবে না যে ইউক্রেন, আজারবাইজান, তুর্কিস্তান, কিরঘিজিয়া, তাতারিয়া এবং অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলগুলি, যদি তারা তাদের জনগণের সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি কামনা করে, তবে তাদের নিশ্চয়ই স্থানীয় স্কুল, আদালত, প্রশাসন ও ক্ষমতার হাতিয়ার থাকতে হবে যাতে প্রধানতঃ স্থানীয় লোকদের থেকেই নিয়োগ করা হয়। তদুপরি, স্থানীয় স্কুলগুলির বিস্তৃত সংগঠন ছাড়া, জনগণের জীবনধারা ও ভাষা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালিত, আদালত, প্রশাসনিক সংস্থা ও ক্ষমতার হাতিয়ার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এইসব অঞ্চলগুলির সোভিয়েতীকরণ, একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের ভেতর মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আশ্লিষ্ট এমন সোভিয়েত দেশসমূহে তাদের রূপান্তরসাধন **অচিন্তনীয়**। পক্ষান্তরে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে কর্মরত স্কুল, আদালত, প্রশাসন এবং ক্ষমতার হাতিয়ার প্রতিষ্ঠা করা—এই হল সোভিয়েত স্বায়ত্ত-শাসনকে যথাযথভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা; কারণ সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন ইউক্রেনীয়, তুর্কিস্তানী, কিরঘিজ প্রভৃতির রূপে আবরিত এই সব সংস্থার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরও পর, কেমন করে একজন গুরুত্ব দিয়ে বলতে পারে যে সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন হল ক্ষণস্থায়ী, তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি?

হয় এটা অথবা ওটা :

হয় ইউক্রেনীয়, আজারবাইজান, কিরঘিজ, উজবেক, বাশ্‌কির এবং অন্যান্য ভাষাগুলি এক সত্যকারের বাস্তব এবং সেই কারণে এইসব অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনগণ থেকে নিযুক্ত স্থানীয়, স্কুল, আদালত, প্রশাসনিক সংস্থা ও ক্ষমতার হাতিয়ার গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক—সেক্ষেত্রে সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন এইসব অঞ্চলে কোনওরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে সামগ্রিক-ভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

অথবা ইউক্রেনীয়, আজারবাইজান এবং অন্যান্য ভাষাগুলি এক নির্ভেজাল কল্পকথা এবং সেই কারণে স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত স্কুল এবং অন্যসব প্রতিষ্ঠান অনাবশ্যক—সেক্ষেত্রে সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনকে অনাবশ্যক ভার হিসেবে বর্জন করতে হবে।

কোনও তৃতীয় পন্থার অনুসন্ধানের কারণ হল হয় বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা শোচনীয় বিভ্রম।

সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক হল সীমান্ত এলাকাগুলিতে স্থানীয় উৎসজাত বুদ্ধিজীবী শক্তির আত্যন্তিক অপ্রতুলতা, সোভিয়েত ও পার্টিকর্মের প্রত্যেকটি শাখায় ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রশিক্ষকের অপ্রতুলতা। এই অপ্রতুলতা সীমান্ত এলাকাগুলিতে শিক্ষা এবং বৈপ্লবিক গঠনাত্মক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত না করে পারে না। কিন্তু ঠিক সেই কারণে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সেই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীগুলিকে বিরূপ করা বেঠিক ও ক্ষতিকর হবে যারা জনগণকে সেবা করতে সম্ভবতঃ উৎসুক কিন্তু তা করতে পারছে না বোধ করি এই জন্যই যে যেহেতু তারা কমিউনিস্ট নয় সেহেতু তারা নিজেদেরকে এক অবিশ্বাসের পরিবেশে অবরুদ্ধ বলে ভাবছে ও সম্ভাব্য নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার জন্য সন্ত্রস্ত রয়েছে। তাদেরকে ক্রমান্বয়ে সোভিয়েতী-করণের উদ্দেশ্য নিয়ে সোভিয়েতের কর্মকাণ্ডে এ ধরনের গোষ্ঠীকে সামিল করার নীতি, তাদেরকে শিল্প, কৃষি, খাদ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য কাজে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ এটা ধরে নেওয়া খুবই কঠিন যে এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলি, মনে করা যাক সেই প্রতি-বিপ্লবী সামরিক বিশেষজ্ঞদের চাইতেও কম নির্ভরযোগ্য যাদেরকে তাদের প্রতিবিপ্লবী ধ্যানধারণা সত্ত্বেও কাজে সামিল করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত রেখে সোভিয়েতীকৃত হয়েছিল।

কিন্তু প্রশিক্ষকদের জন্য দাবি পূরণ করার পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে নিয়োগ করাও যথেষ্ট থেকে কমই হবে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভেতর থেকে প্রশিক্ষকদের ক্যাডার তৈরী করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনের প্রত্যকটি প্রশাখায় শিক্ষাসূচীর ও বিদ্যালয়ের একটি শাখাবিভক্ত ব্যবস্থা যুগপৎভাবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের ক্যাডার ব্যতিরেকে স্থানীয় ভাষায় কর্মরত স্থানীয় বিদ্যালয়, আদালত, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠন অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে সোভিয়েতীকরণ করার ক্ষেত্রে কিছু কমরেড যে তাড়াহুড়ো দেখান যা প্রায়শঃই আদতে কৌশলহীনতায় পর্যবসিত হয়; সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনকে বাস্তবায়িত করার পথে তা কিছু কম গুরুপূর্ণ প্রতিবন্ধক নয়। যখন এই ধরনের কমরেডরা সেইসব অঞ্চলে 'অকৃত্রিম সাম্য-বাদ' প্রবর্তনের 'বীরত্বব্যঞ্জক দায়িত্ব' নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার সাহস পান

যেগুলি একটি গোটা ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে মধ্য রাশিয়ার পিছনে পড়েছিল, সেইসব অঞ্চল যেখানে মধ্যযুগীয় অবস্থা এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি উৎখাত করা হয়নি, তখন যে কেউ নিরাপদে বলতে পারেন যে অমন ধারার ঝটিকা আক্রমণে, অমন ধারার 'সাম্যবাদে' কিছু সদর্থক ফলই বেরিয়ে আসবে না। আমাদের কর্মসূচীতে এই বিষয়টি সম্পর্কে এই কমরেডদের আমরা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা বলছে যে :

'একটি জাতি ঐতিহাসিক বিকাশের যে স্তরে নিজেকে দেখতে পায়—সে মধ্যযুগীয়তা থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথেই হোক বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সোভিয়েত অথবা সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্র প্রভৃতির পথেই হোক, সেটা বিবেচনা করেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ঐতিহাসিক ও শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।'

এবং আরও :

'যাই হোক না কেন, যেসব জাতি নিপীড়ক জাতি তাদের সর্বহারাশ্রেণীকে নিপীড়িত ও অসম জাতিগুলির শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে জাতীয় অনুভূতির উর্দ্ধতন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে ও অবশ্যই বিশেষ রকম মনোযোগী হতে হবে' (**রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী** দেখুন)।

এর অর্থ এই যে, উদাহরণস্বরূপ যদি আজারবাইজানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাসভূমি দখল করার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আজারবাইজানের জনগণ যারা দেশকে, আপন ঘরকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করে তাদের থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাসভূমি দখল করার প্রত্যক্ষ পদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে ঐ একই লক্ষ্য সাধনের জন্য এক পরোক্ষ ঘোরা পথ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অথবা উদাহরণস্বরূপ দাঘেস্তানের জনগণ যারা ধর্মীয় সংস্কারে গভীরভাবে সংসক্ত, 'শারিয়ার ভিত্তিতে' তারা যদি কমিউনিস্টদের অনুসরণ করে তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে এ দেশে ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রত্যক্ষ পথকে সরিয়ে রেখে পরোক্ষ এবং আরও সতর্ক সব পদ্ধতি অবশ্যই নিতে হবে। এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংক্ষেপে, পশ্চাদ্‌পদ জনগণকে সোভিয়েত বিকাশের সাধারণ ধারায় ধীরে ধীরে শামিল করানোর এক সতর্ক ও সুবিবেচিত নীতির অনুকূল এই জনগণকে

'এই মুহূর্তেই সাম্যবাদীকরণের' উদ্দেশ্যে ঝটিকা আক্রমণ চালানো অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

এই হল সাধারণভাবে সেই বাস্তব শর্তগুলি যা সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন, যার প্রবর্তন রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আত্মিক বন্ধন ও এক দৃঢ় বিপ্লবী ঐক্য সুনিশ্চিত করে।

পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বেচ্ছামূলক ও সৌভ্রাত্রিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি একক সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি দেশ ও জাতির সহযোগিতা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীতে এযাবৎ তুলনাহীন এক পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের তিনটি বছর দেখিয়ে দিয়েছে যে এই পরীক্ষাটির সাফল্যলাভের সব সুযোগই রয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষা পূর্ণ সাফল্য নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে একমাত্র তখনি যদি অঞ্চলগুলিতে জাতীয় প্রশ্নের ওপর আমাদের বাস্তব নীতিটি ইতোমধ্যেই ঘোষিত বিভিন্ন রূপের ও মাত্রার সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের দাবিগুলির বিরুদ্ধে না যায় এবং অঞ্চল-গুলিতে আমরা যেসব বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করি তার প্রত্যেকটি যদি সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে সেই জনগণের জীবনধারা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে এমন রূপের এক উন্নততর, সর্বহারাশ্রেণীর আত্মিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে সাহায্য করে।

এতেই নিহিত রয়েছে মধ্য রাশিয়া ও রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যেকার বিপ্লবী ঐক্যের সুসংহতির নিশ্চয়তা যার বিরুদ্ধে আঁতাতশক্তির সকল চক্রান্ত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২২৬
১০ই অক্টোবর, ১৯২০
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শনবিষয়ে যুক্ত দায়িত্বশীল কর্মীদের প্রথম সারা-রুশ সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রদত্ত ভাষণ

১৫ই অক্টোবর, ১৯২০

শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শনবিষয়ে যুক্ত কর্মকর্তাদের প্রথম সারা-রুশ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করলাম।

কমরেড্‌স্‌, আমাদের সম্মেলনের কাজ শুরু করার আগে, একটি শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রে কোনও পরিদর্শন আবশ্যক কিনা ও যদি তা হয় তবে তার বুনিয়াদী দায়িত্ব কী সেই প্রশ্নে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শনবিষয়ক গণ-কমিশার সংসদের মতামত জ্ঞাপন করতে আমাকে অনুমতি দিন।

রাশিয়া হচ্ছে এখনো পর্যন্ত একমেবম্‌ দেশ যেখানে শ্রমিক ও কৃষকরা ক্ষমতা দখল করেছে। ক্ষমতা দখলের পূর্বশর্ত ছিল দুনিয়ার প্রগাঢ়তম বিপ্লব যার পরে পরেই হয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার পুরানো যন্ত্রের উৎখাত এবং নতুন একটির অভ্যুত্থান। পুরানো আমলের অবস্থাটি ছিল এই যে শ্রমিকরা নিয়মানুযায়ী মনিবদের জন্য মেহনত করত, পক্ষান্তরে মনিবরা দেশ শাসন করত। বস্তুতঃ এটাই ব্যাখ্যা করবে যে কেন বিপ্লবের পূর্বে দেশ শাসন করার তাবৎ অভিজ্ঞতা শাসকশ্রেণীসমূহের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পরে সেই শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা ক্ষমতা দখল হল যারা আগে কখনো শাসন করেনি, যারা কেবল অন্যের জন্য মেহনত করতেই জানত এবং দেশ শাসন করায় যাদের কোন পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ছিল না।

এই ছিল প্রথম পরিস্থিতি যা সেই বিচ্যুতিগুলির উৎস সোভিয়েত দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখন যা থেকে ভুগছে।

তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় প্রশাসকের পুরানো হাতিয়ার উৎখাত করার সাথে সাথে আমলাতন্ত্র বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু আমলারা রয়ে গেছিল। তারা নিজেদেরকে সোভিয়েত কর্মকর্তার ছদ্মরূপ নিয়েছিল এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে নিজেদেরকে কায়েম করেছিল এবং শ্রমিক ও কৃষক যারা সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চুরি করার তাদের পুরানো কায়দা শুরু করে দিয়েছিল এবং পুরানো বুর্জোয়া অভ্যাস আর প্রথা প্রবর্তিত করেছিল।

সেই ছিল দ্বিতীয় পরিস্থিতি যা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বিচ্যুতিগুলির ভিত্তি।

শেষতঃ, নতুন শক্তি পুরাতন থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিল এক আগা-গোড়া বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক যন্ত্রের। আঁতাতশক্তির দ্বারা রাশিয়ার ওপর জোর-করে-চাপানো গৃহযুদ্ধের দ্বারা এই বিপর্যয় তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের সরকারী যন্ত্রে ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলির অস্তিত্বের জন্য আরেকটি কারণ ছিল এই পরিস্থিতি।

এইগুলি হল, কমরেডস্, সেই বুনিয়াদী কারণ যা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে বিচ্যুতিসমূহের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

স্পষ্টতঃই যতদিন পর্যন্ত এই কারণগুলি বর্তমান থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে বিচ্যুতি অব্যাহত থাকবে, ততদিন আমাদের দরকার হবে এক পরিদর্শনব্যবস্থার।

অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে; তথাপি যে নতুন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় এসেছে তাদের অভিজ্ঞতা এখনো পর্যন্ত অপ্রতুল।

অবশ্য যে ছদ্মবেশী আমলারা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে তাদেরকে অবদমিত করা হচ্ছে; কিন্তু তাদেরকে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ অবদমিত করা হয়নি।

অবশ্য আমাদের সরকারী সংস্থাগুলির অত্যন্ত উদ্দীপিত কার্যধারার কল্যাণে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আমরা সম্মুখীন হয়েছিলাম তা হ্রাস পাচ্ছে; তথাপি বিপর্যয় এখনো বর্তমান।

এবং মূলতঃ এই কারণেই যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে ও এই বিচ্যুতি-গুলি থাকবে, ততদিন এইসব বিচ্যুতি অনুধাবন করা ও সেগুলিকে সংশোধন করার জন্য এবং আমাদের রাষ্ট্রিক সংস্থাগুলিকে আরও যথাযথ হয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য আমাদের দরকার একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার।

তাহলে পরিদর্শকের বুনিয়াদী দায়িত্ব কী?

বুনিয়াদী দায়িত্ব আছে দ্বিবিধ।

প্রথমটি হল এই যে পরিদর্শনের কর্মকর্তাদের অবশ্যই তাদের পরিদর্শনের কাজের মাধ্যমে বা তার ফলশ্রুতিতে কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয়তঃ কর্তৃত্বে রয়েছে

আমাদের এমন সব কমরেডদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির হিসাব-নিকাশের সর্বাপেক্ষা দক্ষ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে হবে, হিসাবরক্ষণের দক্ষ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে হবে, সরবরাহের ব্যবস্থা, শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে তোলার জন্য সাহায্য করতে হবে।

এই হল প্রথম বুনিয়াদী দায়িত্ব।

দ্বিতীয় বুনিয়াদী দায়িত্ব হল এই যে তার কাজের মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শনব্যবস্থাকে শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণ সারি থেকে প্রশিক্ষক গড়ে তুলতে হবে যারা গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। কমরেড্‌স্‌, একটি দেশ তাদের দ্বারা শাসিত হয় না যারা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সংসদে অথবা সোভিয়েত ব্যবস্থায় সোভিয়েত কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচিত করে পাঠায়। না, একটি দেশ আসলে তাদের দ্বারাই শাসিত হয় যারা রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক হাতিয়ারকে বাস্তবে আয়ত্ত করেছে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যদি শ্রমিকশ্রেণী দেশকে শাসন করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে সত্যসত্যই আয়ত্ত করতে চায় তবে শুধু কেন্দ্রে নয়, শুধু যেসব স্থানে সমস্যাগুলি আলোচিত হয় ও তার ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেখানে নয়, যেসব স্থানে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে প্রযুক্ত হয় সেখানেও তার নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ প্রতিনিধি থাকতে হবে। একমাত্র তখনি এটা বলা যাবে যে শ্রমিকশ্রেণী সত্য-সত্যই রাষ্ট্রের মালিক হতে পেরেছে। এটা অর্জন করতে হলে দেশ শাসন করার কাজে আমাদের অবশ্যই পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষক ক্যাডার থাকতে হবে। শ্র. কৃ. পা. র এটা হল বুনিয়াদী দায়িত্ব যে তার কাজে শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক স্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করে অনুরূপ ক্যাডার লালন ও তৈরী করা। শ্র. কৃ. পা.কে শ্রমিক ও কৃষকের সাধারণ সারির মধ্য থেকে অনুরূপ ক্যাডারদের একটি শিক্ষালয় হতে হবে।

শ্র. কৃ. পা.র এই হল দ্বিতীয় বুনিয়াদী দায়িত্ব।

এটা সেই পদ্ধতিগুলিকে নির্দেশ করে দেয় যা শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন ব্যবস্থা তার কাজের ক্ষেত্রেই অবশ্যই অভ্যাস করবে। পুরানো প্রাক-বিপ্লব দিনে সরকারী সংস্থাগুলিতে নিয়ন্ত্রণ ছিল বহিরাশ্রয়ী ধরনের ; এটা ছিল এক বাইরের শক্তি যা সংস্থাগুলি পরিদর্শনের সময় উচ্ছৃংখল অপরাধীদের ধরতে চেষ্টা করত এবং আর কিছুই নয়। এটা ছিল তা-ই যাকে আমি বলব পুলিশী পদ্ধতি, অপরাধী ধরবার, সংবাদপত্রের জন্য উত্তেজক খবর তৈরি করে সোর-

গোল তোলার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এটা শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শনব্যবস্থার পদ্ধতি নয়। যেসব সংস্থা তারা পরিদর্শন করছে আমাদের পরিদর্শনব্যবস্থা তাদেরকে অবশ্যই অচেনা বিদেশী সংস্থা বলে গণ্য করবে না; সেগুলিকে অবশ্যই তারা তাদের এমন নিজস্ব সংস্থা বলে গর্ব করবে যাকে গড়ে-পিটে নিতে ও সুষ্ঠু করে তুলতে হবে। আসল কাজ অপরাধী ব্যক্তিদের ধরা নয়, পক্ষান্তরে প্রথম ও অগ্রগণ্য কাজ হল যেসব সংস্থা তারা পরিদর্শন করছে সেগুলিকে অনুধাবন করা, চিন্তাশীল-ভাবে ও গুরুত্বসহকারে সেগুলিকে বোঝা, সেগুলির দোষগুণ বিচার করা ও সেগুলিকে সুষ্ঠু হয়ে উঠতে সাহায্য করা। সবচেয়ে খারাপ ও অবাঞ্ছিত ব্যাপার হবে যদি আমাদের পরিদর্শকদের পুলিশী ব্যবস্থার ওপর ঝুঁকতে হয়, যেসব সংস্থা তারা পরিদর্শন করছে তার প্রতি খুঁতখুঁতেমি শুরু করতে হয় ও অবজ্ঞা দেখাতে হয়, যদি তাদেরকে ওপর ওপর চোখ বুলাতে এবং বুনিয়াদী বিচ্যুতিগুলি উপেক্ষা করতে হয়।

শ্র. কৃ. পা-র কাজের পদ্ধতি হওয়া উচিত বুনিয়াদী বিচ্যুতিগুলি উদ্ঘাটিত করা। আমি জানি যে শ্র.কৃ.পা.-র এই নীতি খুবই কঠিন, এটা অনেক সময়ই পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছু কর্তাদের অসন্তোষকে প্ররোচিত করে। আমি জানি যে অনেক সময়ই সবচেয়ে সৎ শ্র. কৃ. পা. কর্মকর্তাদেরকেও কিছু পাকা বদমায়েস আমলাদের এবং সেই সঙ্গে কিছু কমিউনিস্ট যারা সেই ধরনের আমলার প্রভাবে বশীভূত হয় তাদের ঘৃণায় ক্রমাগত পীড়িত হতে হয়। কিন্তু তা হল এমনই কিছু যাতে শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শনব্যবস্থাকে ভীত হতে নেই। এর বুনিয়াদী বিধান সর্বদাই হবে: যে পদই তারা অধিকার করে থাক, ব্যক্তিদের রেহাই দিও না; শুধু জনগণের উদ্দেশ্যকে রক্ষা কর, শুধু জনস্বার্থকে।

এ হল এক খুবই কঠিন ও সূক্ষ্ম কাজ, এর জন্য দরকার হল আমাদের কর্ম-কর্তাদের ক্ষেত্রে বিরাট সংযম এবং বিরাট, অনিন্দনীয় নৈতিক পবিত্রতা। আমার খুব বেদনা সত্ত্বেও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এখানে মস্কোতে কিছু সংস্থায় বাস্তব পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রতিনিধিরা স্বয়ং তাদেরকে তাদের অভিধার অযোগ্য বলে প্রমাণ করেছে। আমাকে ঘোষণা করতেই হবে যে এই ধরনের প্রতিনিধিদের প্রতি কমিশারমণ্ডলী অনমনীয় হবে। তারা যেহেতু শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শনব্যবস্থার মর্যাদার ওপর এক কলংকক্ষেপ করেছে

সেইজন্য কমিশারমণ্ডলী দাবি করবে যে তাদেরকে যথাসম্ভব কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হোক। যেহেতু শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শনব্যবস্থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির বিচ্যুতি সংশোধন করার, তাদের কর্মকর্তাদের নিজেদেরকে অগ্রসর হতে ও নিখুঁত হতে সাহায্য করার মহান কর্তব্য দেওয়া হয়েছে, যেহেতু শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শনব্যবস্থার এটাই হল কর্তব্য যে শুধু জনস্বার্থ ছাড়া কাউকেই অব্যাহতি না দেওয়া, সেহেতু নিশ্চিতভাবেই শ্র. কৃ. পা-র কর্মীদের নিজেদেরকে অবশ্যই বিশুদ্ধ, অনিন্দনীয় এবং নিজেদের ন্যায়বোধে অনমনীয় হতে হবে। যদি অন্যদের তদারক করার ও অন্যদের শিক্ষিত করার শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক নয়, সেই সঙ্গে নৈতিক অধিকারও তাদেরকে পেতে হয় তবে এটা সম্পূর্ণতঃই প্রয়োজনীয়।

ইজ্‌ভেস্তিয়া রাবোচি-ক্রেশতিয়ানস্কোযি
ইনস্পেকট্‌শি, সংখ্যা ৯-১০
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯২০

লেখকের ভূমিকা

(জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ সংকলনে
১৯২০ সালে প্রকাশিত)

এই পুস্তিকায় জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে তিনটি মাত্র নিবন্ধ সংকলিত আছে। স্পষ্টতঃই প্রকাশকেরা এই বিশেষ নির্বাচনটি এইজন্যই করেছেন যে এই তিনটি নিবন্ধ আমাদের পার্টি মহলের মধ্যে জাতীয় প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল প্রতিফলিত করে, এবং স্পষ্টতঃই এই পুস্তিকাটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের পার্টির নীতির মোটামুটি একটি পূর্ণ আলেখ্য প্রদান করা।

প্রথম নিবন্ধটি (**মার্কসবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন, প্রোসভেস্‌শেনিয়ে,** ১৯১৩, পত্রিকাটি দেখুন)[১০৪] সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হওয়ার দেড় বছর আগে একটি সময়ে যখন রাশিয়াতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব তীব্রতালাভ করছিল তখন জমিদার-জারতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার কালে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অভ্যন্তরে জাতীয় প্রশ্নের বুনিয়াদী নীতিসমূহ আলোচনার সময়কালকে প্রতিফলিত করে। জাতিসমূহ বিষয়ে দু'টি তত্ত্ব, এবং অনুরূপভাবে দু'টি জাতীয় কর্মসূচীর পরস্পরের সঙ্গে তৎকালে প্রতিযোগিতা করছিল: বুন্দ এবং মেনশেভিকদের সমর্থিত **অস্ট্রিয়ান** এবং **রুশ** বা বলশেভিক। পাঠক এই নিবন্ধে দু'টি ধারারই এক বিবরণ দেখবেন। পরবর্তী ঘটনাধারা, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং পৃথক জাতীয় রাষ্ট্রে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিভাগ স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছিল যে কোন্ পক্ষটি ছিল সঠিক। এখন যখন স্প্রিঙ্গার ও বওয়ার তাদের জাতীয় কর্মসূচীর ব্যর্থতার সম্মুখীন তখন এতে সন্দেহ খুব কমই হয় যে 'অস্ট্রিয়ান মতের প্রবক্তারা' ইতিহাস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমনকি বুন্দকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিটি (অর্থাৎ অস্ট্রিয়ান জাতীয় কর্মসূচী—জে. স্তা.) যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উপস্থাপিত হয়েছিল তা একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবেশে নিজের অর্থই হারিয়ে ফেলেছে' (**বুন্দের দ্বাদশ সম্মেলন,** ১৯২০, দেখুন)। বুন্দ এটা সন্দেহও করেনি যে এর দ্বারা আস্ট্রিয়ান জাতীয় কর্মসূচীর তাত্ত্বিক নীতিগুলির

বুনিয়াদী অসারতা, জাতি সম্পর্কে অস্ট্রিয়ান তত্ত্বের **বুনিয়াদী** অসারতা তারা স্বীকার করে নিয়েছে (অসতর্কভাবে)।

দ্বিতীয় নিবন্ধটি (**অক্টোবর বিপ্লব ও জাতীয় প্রশ্ন, ঝিজ্‌ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই,** ১৯১৮, দেখুন)[১০৫] অক্টোবর বিপ্লবের উত্তরকালের সেই সময়কে প্রতিফলিত করে যখন সোভিয়েত শক্তি মধ্য রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবকে পরাভূত করে সেইসব সীমান্ত অঞ্চলে বুর্জোয়া-জাতীয় সরকারগুলির সঙ্গে সংঘাতে এসেছিল যেগুলি ছিল প্রতিবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র ; যখন আঁতাতশক্তি তার উপনিবেশগুলিতে সোভিয়েত শক্তির বর্ধমান প্রভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে শ্বাসরুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যেই বুর্জোয়া-জাতীয় সরকারগুলিকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল ; যখন বুর্জোয়া-জাতীয় সরকারগুলির বিরুদ্ধে জয়সূচক লড়াইয়ের পথে আমরা আঞ্চলিক সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের বাস্তব রূপ কী হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে, সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সংগঠন সম্পর্কে, রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলগুলি বরাবর প্রাচ্যের নিপীড়িত দেশগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব প্রসার সম্পর্কে এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের এক ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী মোর্চা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমরা বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। নিবন্ধটি জাতীয় প্রশ্ন ও ক্ষমতার প্রশ্নের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং জাতীয় নীতিকে নিপীড়িত জনগণ ও উপনিবেশগুলির সাধারণ সমস্যার একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত করে, অর্থাৎ ঠিক সেই বিষয়টি যার বিরুদ্ধে 'অস্ট্রিয়ান মতের প্রবক্তারা', মেনশেভিকরা, সংস্কারপন্থীরা ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আপত্তি তুলেছিল এবং যা পরবর্তীকালে ঘটনাবলীর সামগ্রিক বিকাশের ধারার মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছিল।

তৃতীয় নিবন্ধটি (**রাশিয়ার জাতীয় প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের নীতি, ঝিজ্‌ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই,** অক্টোবর, ১৯২০, দেখুন)[১০৬] আঞ্চলিক সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ভিত্তিতে রাশিয়ার এখনো-অসম্পূর্ণ প্রশাসনিক পুনর্বিভাগের বর্তমান সময়কালের, আর. এস. এফ. এস. আর-এর উপাদানস্বরূপ অংশ হিসেবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং প্রশাসনিক কমিউনের সংগঠনের সময়কালের সম্পর্কিত। নিবন্ধটির কেন্দ্রীয় বিষয় হল সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনাধিকারের বাস্তব প্রবর্তন অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি গ্যারান্টি হিসেবে মধ্যাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি বিপ্লবী ঐক্য সুনিশ্চিত করা।

এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে নিবন্ধটি রাশিয়া থেকে সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবিকে একটি প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ হিসেবে পুরোপুরি বাতিল করেছে। কিন্তু সত্যসত্যই তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমরা আঁতাতশক্তি থেকে ভারত, আরব, মিশর, মরক্কো এবং অন্যান্য উপনিবেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার **সপক্ষে**, কারণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এই ক্ষেত্রে অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদ থেকে ঐসব নিপীড়িত জাতির মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানকে দুর্বল করে দেওয়া এবং বিপ্লবের অবস্থানকে শক্তিশালী করা। আমরা রাশিয়া থেকে সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার **বিরুদ্ধে**, কারণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সেক্ষেত্রে অর্থ হবে সীমান্ত অঞ্চলগুলির জন্য সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন, রাশিয়ার বিপ্লবী শক্তির অবক্ষয় হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানের শক্তিশালী হওয়া। ঠিক এই কারণেই যে আঁতাতশক্তি ভারত, মিশর, আরব ও অন্যান্য উপনিবেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে, সে একই সময় রাশিয়া থেকে সীমান্ত অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করে। ঠিক এই কারণেই কমিউনিস্টরা আঁতাতশক্তির কাছ থেকে উপনিবেশগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করে, সেই একই সময় রাশিয়া থেকে সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই না করে পারে না। নিশ্চিতভাবেই, বিচ্ছিন্নতা হল এমন একটি প্রশ্ন যা অবশ্যই বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থির করতে হবে।

কয়েকটি অনুচ্ছেদ, যেগুলির কেবল ঐতিহাসিক আকর্ষণ আছে, সেগুলিকে প্রথম নিবন্ধ থেকে বাদ দেওয়া যেত, কিন্তু তার বিতর্কিত চরিত্রের জন্য পুরোপুরিই এবং অপরিবর্তিতভাবেই তা দিতে হল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবন্ধও অনুরূপভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

অক্টোবর, ১০২০

জে. স্তালিন, 'নিবন্ধ সংকলন'
স্টেট পাবলিশিং হাউস, টুলা, ১৯২০

প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

(ভ্লাদিকাভ্‌কাজে অনুষ্ঠিত ডন ও ককেশাসের কমিউনিস্ট
সংগঠনগুলির এক আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রদত্ত
প্রতিবেদন, ২৭ অক্টোবর, ১৯২০)

কমরেডস্, অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে কিছু কিছু পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী মহলে এই বিশ্বাস পোষণ করত যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বপ্রথম ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত দেশগুলিতেই ফেটে পড়তে পারে ও সাফল্যের শিরোপা লাভ করতে পারে। কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন যে এমন ধরনের দেশ হল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রায় সবাই-ই বলেছিলেন যে ধনতান্ত্রিকভাবে অনুন্নত দেশগুলি যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র এবং নগণ্যভাবে সংগঠিত, উদাহরণস্বরূপ রাশিয়া, সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হতে পারে না। অক্টোবর বিপ্লব এই মতকে বাতিল করে দিয়েছে, কারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ একটি ধনতান্ত্রিকভাবে অনুন্নত দেশ—রাশিয়াতেই শুরু হয়েছিল।

এছাড়াও, অক্টোবর বিপ্লবে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চিত ছিলেন যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যের শিরোপা লাভ করতে পারে এবং এই সাফল্য চিরায়ত হতে পারে একমাত্র তখনি যদি রাশিয়ার বিপ্লবকে পাশ্চাত্যে এমন এক আরও গভীর ও জোরদার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্ভব প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করে যা রাশিয়ার বিপ্লবকে সাহায্য করবে ও তাকে সজোরে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সে ছাড়াও নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ঐ রকম অভ্যুত্থান নিশ্চয়ই ফেটে পড়বে। সেই মতটাও অনুরূপভাবেই ঘটনাবলীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়, কারণ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, পশ্চিমী সর্বহারা শ্রেণীর কাছ থেকে কোনও প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক সহযোগিতা পায়নি এবং শত্রু দেশ যাকে ঘিরে রয়েছে, তা সাফল্যের সঙ্গেই এর মধ্যে তিনটি বছর অব্যাহতভাবে টিঁকে থেকেছে ও উন্নত হয়েছে।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ধনতান্ত্রিকভাবে অনুন্নত একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু যে আরব্ধ হতে পারে তাই নয়, তা সাফল্যের শিরোপাও

লাভ করতে পারে, অগ্রগতি লাভ করতে পারে এবং ধনতান্ত্রিকভাবে বিকশিত দেশগুলির সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকতে পারে।

সুতরাং, এই সম্মেলনে রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির যে প্রশ্নটি আলোচনার জন্য এসেছে তা নিম্নরূপ আকার ধারণ করতে পারে: রাশিয়া কি মোটামুটি তার একেবারে নিজের সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করে এবং শত্রু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ এক সমাজতান্ত্রিক মরুদ্যানের মতো থেকে—এই ধরনের রাশিয়া কি এতদিন পর্যন্ত যেমন সে পেরেছে তেমনই পর্যাপ্তভাবে টিকে থাকতে, তার শত্রুদেরকে পরাজিত ও বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল সেইসব অবস্থাগুলির আলোচনা যা সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব ও অগ্রগতিকে গ্যারান্টি করে ও ভবিষ্যতেও তা অব্যাহতভাবে গ্যারান্টি করতে পারে। এই অবস্থাগুলি হল দু'ধরনের ধ্রুব অবস্থা যা আমাদের ওপর নির্ভর নয় এবং পরিবর্তনীয় অবস্থা, যা মানুষের ওপর নির্ভরশীল।

প্রথমোক্ত বিভাগে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে প্রথমতঃ এই ঘটনা যে রাশিয়া হল এমন এক বিশাল ও সীমাহীন স্থান যেখানে বিপর্যয় ঘটলে নতুন আক্রমণোদ্যোগের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য দেশের একেবারে অভ্যন্তরে পশ্চাদপসারণ করে দীর্ঘ সময় টিঁকে থাকা সম্ভব। হাঙ্গেরীর মতো রাশিয়া যদি এমন ছোট্ট একটি দেশ হতো যেখানে শত্রুর শক্তিশালী আঘাত দ্রুত তার ভাগ্য নির্ণয় করে দিতে পারে, যেখানে কৌশল প্রয়োগ করা কঠিন এবং যেখানে অপসর নেওয়ার স্থান নেই, রাশিয়া যদি অমনধারা ছোট্ট দেশ হতো, তাহলে এত দীর্ঘকাল ধরে তা একটি সমাজতান্ত্রিক ভূখণ্ড হিসেবে টিঁকে থাকতে পারত না।

তারপর আরও একটি ধ্রুব চরিত্রের কারণ আছে যা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিকাশকে অনুকূল্য করেছে। তা হল এই যে, রাশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সেই অল্পসংখ্যক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে সব ধরনের জ্বালানি কাঁচামাল আর খাদ্য প্রচুর—অর্থাৎ একটি এমন দেশ যা জ্বালানি, খাদ্য ইত্যাদির জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল নয়, একটি দেশ যা বহির্বিশ্ব ছাড়াই এইক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে। এটা সন্দেহাতীত যে উদাহরণস্বরূপ ইতালী যেমন করে থাকে সেইরকম রাশিয়াও যদি তার অস্তিত্বের জন্য বিদেশী খাদ্যশস্য ও জ্বালানির ওপর নির্ভর করত তাহলে বিপ্লবের ঠিক পরেই তা নিজেকে সংকটময়

পরিস্থিতিতে দেখতে পেত, কারণ তাকে অবরুদ্ধ করার পক্ষে এটাই ছিল যথেষ্ট এবং তাকে খাদ্যশস্য আর জ্বালানি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়তে হতো। তবু আঁতাতশক্তির দ্বারা রাশিয়াকে অবরোধ শুধু রাশিয়ার স্বার্থের ওপরেই নয়, খোদ আঁতাতের ওপরেও আঘাত হেনেছিল কারণ তা আঁতাতকে রাশিয়ার কাঁচামাল থেকে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু ধ্রুব শর্তগুলি ছাড়াও এমন সব পরিবর্তনীয় শর্ত ছিল যা সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য ঠিক ধ্রুব শর্তগুলির মতোই প্রয়োজনীয় ছিল। এই শর্তগুলি কি? সেগুলি ছিল এমন যা রাশিয়ার মজুতকে নিশ্চিত করে। মোদ্দা ব্যাপারটি হল এই যে রাশিয়া ও আঁতাতের মধ্যে তিন বছর ধরে যে তীব্র যুদ্ধ চলছে—তেমন একটি যুদ্ধে লড়াকু মজুতের প্রশ্নটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক।

তাহলে আঁতাতশক্তির মজুত কি?

আমাদের মজুতই বা কি?

আঁতাতশক্তির মজুত রয়েছে প্রথমতঃ র‍্যাঙ্গেলের বাহিনী এবং নবীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির নবীন সৈন্যবাহিনী যা এখনো পর্যন্ত 'শ্রেণী-বিরোধের রোগবীজাণু' দ্বারা সংক্রামিত হয়নি (পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি)। আঁতাতশক্তির এইক্ষেত্রে দুর্বল দিক হল এইটা যে তার নিজস্ব কোনও প্রতিবিপ্লবী বাহিনী নেই। পাশ্চাত্ত্যে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য তার এমন অবস্থা ছিল না যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার নিজস্ব অর্থাৎ ব্রিটিশ, ফরাসী এবং অন্যান্য বাহিনী দিয়ে আঘাত হানে এবং ফলতঃ তাকে অন্যদের বাহিনী ব্যবহার করতে হয়েছে যাতে সে টাকা দিত কিন্তু একেবারে সেগুলিকে নিজের বাহিনীর মতো নিজের পছন্দ অনুযায়ী পুরোপুরি নির্দেশ দিতে পারত না।

আঁতাতশক্তির মজুত দ্বিতীয়তঃ গঠিত হয়েছিল সেই প্রতিবিপ্লবী বাহিনী দিয়ে যা আমাদের বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে কাজ চালাচ্ছে, গেরিলা এবং সব ধরনের অন্যান্য আক্রমণ সংগঠিত করছে।

শেষতঃ আঁতাতশক্তির এই মজুত ছিল যা আঁতাতের পদানত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে কর্মরত; তাদের উদ্দেশ্য হল এইসব দেশে যে বিপ্লবী আন্দোলন আরব্ধ হচ্ছে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করা।

খোদ ইউরোপে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পর্যন্তও তাকে নিয়ে সকলপ্রকারের বৃশ্চিক গোত্রের সেই আঁতাতের মজুতগুলির কথা আমরা কিছুই বলছি না

যাদের লক্ষ্য হল পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনকে শ্বাসরুদ্ধ করা।

রাশিয়ার মজুত গঠিত হয়েছে প্রথমতঃ লালফৌজকে নিয়ে যা শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সৈন্যবাহিনী। আঁতাতের ভাড়া করা এবং কেনা বাহিনী-গুলির সঙ্গে লালফৌজের পার্থক্য এখানেই যে সে তার নিজের দেশের স্বাধীনতা আর স্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়াই করছে, যে দেশের জন্য সে তার রক্ত ঝরাচ্ছে তার স্বার্থের সঙ্গে এবং যে সরকারের নির্দেশে সে লড়ছে তার স্বার্থের সঙ্গে তার নিজের স্বার্থ মিশে গেছে। এইখানেই সোভিয়েত রাশিয়ার মূল মজুতের অফুরন্ত অন্তর্নিহিত শক্তি বিদ্যমান।

রাশিয়ার মজুত দ্বিতীয়তঃ গঠিত হয়েছে সেই বিপ্লবী আন্দোলনগুলিতে যা পাশ্চাত্যে গড়ে উঠছে এবং এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকশিত হচ্ছে। এতে সন্দেহ নেই যে পাশ্চাত্যে এই বিপ্লবী আন্দোলন না থাকলে আঁতাত তার নিজস্ব প্রতিবিপ্লবী বাহিনী পেতে পারত এবং রাশিয়ার ব্যাপারে সরাসরি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পেত।

রাশিয়ার মজুত সবশেষে গঠিত হয়েছে প্রাচ্য এবং আঁতাতের উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে সেই জায়মান বিক্ষোভের মধ্যে যা সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে প্রাচ্যের দেশগুলির মুক্তির জন্য এক প্রকাশ্য বিপ্লবে বিকশিত হয়ে উঠছে এবং তদ্দ্বারা আঁতাতকে তার কাঁচামাল আর জ্বালানির উৎস থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিচ্ছে। এটা মনে রাখতে হবে যে উপনিবেশগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের এমন জায়গা যেখানে আঘাত হানা সহজ, যেখানে একটি আঘাতে আঁতাতকে সংকটময় অবস্থায় ফেলে দেবে। এতে সন্দেহ নেই যে প্রাচ্যের বিপ্লবী আন্দোলন আঁতাতকে এক অনিশ্চয়তা এবং ভাঙনের আবহাওয়া দিয়ে ঘিরে ধরছে।

আমাদের মজুতগুলি হল এই ধরনের।

এইসব উপাদানগুলির কি রকম ঐতিহাসিক বিকাশ হয়েছে?

১৯১৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়া মধ্য রাশিয়া নিয়ে গঠিত ছিল যা তার কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ও জ্বালানির উৎস (ইউক্রেন, ককেশাস, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, বলার মতো কোনও বাহিনী তার ছিল না, এবং পশ্চিম ইউরোপীয় সর্বহারাশ্রেণীর কাছ থেকে কোনও সাহায্যও তা পায়নি। সে সময় আঁতাত রাশিয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শুরু করার কথা বলতে পারত, তা তারা করেওছিল। এখন, দু'বছর বাদে রাশিয়া

এক সম্পূর্ণ পৃথক চিত্র তুলে ধরে। সাইবেরিয়া, ইউক্রেন, ককেশাস এবং তুর্কিস্তান ইতোমধ্যেই মুক্ত হয়েছে। ইয়ুদেনিশ, কলচাক এবং ডেনিকিন হয়েছে বিধ্বস্ত। নবীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কয়েকটিকে (ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাত্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড) নিরপেক্ষ করে দেওয়া হয়েছে। ডেনিকিনের বাহিনীর অবশিষ্ট (র‍্যাঙ্গেলের ফৌজ) বিনষ্ট হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং তার জঙ্গী মুখপাত্র তৃতীয় আন্তর্জাতিককে শক্তিশালী করছে, আর আঁতাত-শক্তি রাশিয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করার কথা চিন্তারও সাহস পাচ্ছে না। প্রাচ্যে আঁতাতের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠছে ও বিপ্লবী তুরস্কের মতো একটি মূল এলাকা তৈরী করছে এবং সংগ্রাম ও প্রচার কমিটির[১০৭] আকারে তার নিজস্ব জঙ্গী মুখপাত্র গঠন করছে।

সংক্ষেপে, সোভিয়েত রাশিয়ার মজুত যখন নবশক্তিসম্পন্ন হচ্ছে তখন আঁতাতের মজুত দিনে দিনে ক্ষয়ীভূত হচ্ছে।

এটা স্পষ্ট যে দু'বছর আগের চাইতে এখন ১৯২০ সালে রাশিয়ার পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা অতুলনীয়ভাবেই কম। এটা স্পষ্ট যে রাশিয়া যদি দু' বছর আগেই আঁতাতের আক্রমণ রুখতে পারে তাহলে আজ যখন তার লড়াইয়ের সমস্ত ক্ষেত্রেই মজুত দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে তখন সে তা আরও বেশি করেই রুখতে পারবে।

এর অর্থ কি এই যে আঁতাতের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে আসছে, আমরা আমাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখতে পারি, আমাদের ফৌজ ভেঙে দিতে পারি এবং শান্তিপূর্ণ কাজ শুরু করতে পারি?

না, এর অর্থ তা নয়। আঁতাতশক্তি সকল অসন্তোষ সত্ত্বেও আমরা পোলদের সঙ্গে যে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত করেছি তা মেনে নিত কিন্তু সমস্ত লক্ষণ বুঝে সে তার অস্ত্র নামিয়ে রাখতে ইচ্ছুক নয়; নিশ্চিতভাবেই সে তার শক্তি তার নাটমঞ্চকে দক্ষিণে. ট্রান্সককেশীয় এলাকায় সরিয়ে নিতে চায় এবং এটা খুবই সম্ভব যে জর্জিয়া যেহেতু আঁতাতশক্তির রক্ষিতাবিশেষ সেহেতু তা আঁতাতকে সেবা করা নিজের কর্তব্য বলেই গণ্য করবে।

স্পষ্টতঃই ধারণাটি দাঁড়াচ্ছে এই যে আঁতাত ও রাশিয়া উভয়ের ক্ষেত্রেই দুনিয়াটা বড্ড ছোট এবং পৃথিবীতে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে তাদের একজনকে ধ্বংস হতেই হবে। যদি প্রশ্নটা এমনই দাঁড়ায়, যদি এমনভাবেই

আঁতাতশক্তি তা উপস্থিত করে—এবং এইভাবেই সে তা উপস্থিত করছে—তবে নিশ্চিতভাবেই রাশিয়া তার অস্ত্র নামিয়ে রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে, নতুন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দেশের সকল শক্তিকে সবেগ করার দিকে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে হবে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের রক্ষক লালফৌজকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করতে হবে, পাশ্চাত্ত্যের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সব সাহায্য দিতে হবে, নিজেদের মুক্তির জন্য প্রাচ্যের যেসব দেশ আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে আমাদের শক্তিতে যেমনভাবে হয় তেমন সমস্ত প্রকারে সাহায্য করতে হবে—এই হল আমাদের আশু কর্তব্য, এবং আমরা যদি জিততে চাই তবে এগুলি অবিচলিতভাবে এবং সর্বাধিক শক্তি দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে।

এবং এই কর্তব্যগুলি যদি সচেতনভাবে আমরা সম্পন্ন করি তবে আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।

উপসংহারে, আমি একটি শর্তের কথা উল্লেখ করতে চাই যা ছাড়া পাশ্চাত্ত্যে বিপ্লবের বিজয় অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। আমি পাশ্চাত্ত্যের বিপ্লবের জন্য খাদ্য মজুত তৈরী করার কথা বলছি। আসল ব্যাপার হল এই যে, পশ্চিমী দেশগুলি (জার্মানি, ইতালী প্রভৃতি) আমেরিকার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, যা ইউরোপকে শস্য যোগান দেয়। এইসব দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হলে সর্বহারা-শ্রেণী ঠিক তার পরের দিনই এক খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হবে যদি আমেরিকা তাদেরকে শস্য যোগান দিতে গররাজী হয়, আর সেটা খুবই সম্ভাব্য। রাশিয়ার বলার মতো কোনও খাদ্য মজুত নেই, কিন্তু তথাপি সে কিছু একটা মজুত তৈরী করতে পারে ; এবং সত্যোল্লিখিত খাদ্যের সম্ভাবনার সুযোগ ও প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তেই আমাদের পশ্চিমী কমরেডদের জন্য রাশিয়াতে এক খাদ্য মজুত গড়ে তোলার প্রশ্নটির প্রতি নজর দেওয়া ভাল। এই প্রশ্নটি আমাদের কয়েকজন কমরেডের কাছ থেকে যথাযোগ্য নজর পাচ্ছে না, কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পাশ্চাত্ত্যে বিপ্লবের ধারা ও পরিণতির পক্ষে এটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কমিউনিস্ট (ভ্লাদিকাভ্‌কাঝ্‌), সংখ্যা ১৭২
৩০শে অক্টোবর, ১৯২০

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের তিনটি বছর

(বাকু সোভিয়েতের একটি অনুষ্ঠান সভায় প্রদত্ত প্রতিবেদন,
৬ই নভেম্বর, ১৯২০)

কমরেডস্, আমার প্রতিবেদন শুরু করার পূর্বে আমি রাশিয়ার সোভিয়েত-সমূহের সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে, বাকুর শ্রমিকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতকে অভিনন্দন, গণ-কমিশার পরিষদের পক্ষ থেকে আজারবাইজানের বিপ্লবী কমিটিকে ও তার শীর্ষনেতা কমরেড নরিমানোভকে অভিনন্দন এবং প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের পক্ষ থেকে একাদশ লালফৌজ আজারবাইজানকে যে মুক্ত করেছে এবং তার মুক্তিকে দৃঢ়ভাবে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে তাকে দৃপ্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে চাই। (**হর্ষধ্বনি**)

সোভিয়েত ক্ষমতার তিন বছরের সময়কালে রাশিয়ার ব্যাপারে মৌলিক প্রশ্নটি সংশয়াতীতভাবে হল তার আন্তর্জাতিক অবস্থানের প্রশ্ন। একটি সময় ছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া অবহেলিত, অবমানিত এবং অস্বীকৃত ছিল। সেটা ছিল প্রথম যুগ—রাশিয়াতে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা থেকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় পর্যন্ত। সেটা ছিল এমন সময় যখন পাশ্চমী সাম্রাজ্যবাদীরা—দুই মোর্চা, ব্রিটিশ ও জার্মানরা পরস্পরের সঙ্গে যুধ্যমান অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়াকে অবহেলা করেছিল, বলতে গেলে তার কথা ভাবার সময়ই পায়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় এবং জার্মান বিপ্লবের সূচনা থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ডেনিকিনের ব্যাপক আক্রমণোদ্যোগ পর্যন্ত যখন সে টুলার দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই পর্যায়ে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক অবস্থানের বিশিষ্ট চরিত্র ছিল এই যে আঁতাত শক্তি—ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন জোট—জার্মানিকে পরাজিত করে তাদের সমস্ত প্রাপ্তিসাধ্য শক্তিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল। সেটা ছিল এমন একটি সময় যখন আমাদেরকে চোদ্দটি রাষ্ট্রের একটি মোর্চা হুমকি দিচ্ছিল, পরবর্তীকালে যা নিছক অলীক বলেই প্রমাণিত হয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়টি হল যেখানে আমরা এখন রয়েছি, যখন আমরা শুধু একটি সমাজতান্ত্রিক শক্তি বলেই চিহ্নিত নই, বাস্তবে শুধু স্বীকৃতই নই, ভয়েরও বটে।

প্রথম পর্যায়

তিন বছর আগে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (অথবা নতুন ধারায় ৭ই নভেম্বর) পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অল্প ক'জন সদস্য মিলিত হয় ও কেরেনস্কির প্রাসাদকে ঘিরে ফেলে তার ইতোমধ্যেই হতোদ্যম বাহিনীকে বন্দী করতে এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস যা তখন সম্মিলিত হয়েছিল তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তৎকালে অনেকেই আমাদেরকে খুব ভাল হলে উন্মাদ এবং খুব মন্দ হলে 'জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল' বলে গণ্য করত।

আন্তর্জাতিকভাবে, এই যুগকে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার যুগ বলা যেত।

শুধু চতুষ্পার্শ্বের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিই যে রাশিয়ার শত্রু হল তা নয়; এমনকি আমাদের পশ্চিমের সমাজতন্ত্রী 'কমরেডরাও' আমাদেরকে অবিশ্বাস করতে লাগল।

তবু যদি সোভিয়েত রাশিয়া একটি রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারে তবে তা একমাত্র এই কারণেই যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা তৎকালে নিজেদের মধ্যে এক ভয়ংকর লড়াইয়ে নিমগ্ন ছিল। তা ছাড়া, তারা রাশিয়ার বলশেভিক পরাক্রমকে নিদারুণ অবজ্ঞাভরে দেখেছিল: তারা বিশ্বাস করেছিল যে বলশেভিকরা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করবে।

আভ্যন্তরীণভাবে এই পর্যায়কে রাশিয়ায় পুরানো আমল ধ্বংসের, পুরানো বুর্জোয়া শক্তির সামগ্রিক হাতিয়ারটি ধ্বংসের পর্যায় হিসেবে বিবৃত করা যেতে পারে।

তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে সর্বহারাশ্রেণী নিছক পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে এবং তাকে চালু রাখতে দিতে পারে না। মার্কস আমাদেরকে যা শিখিয়েছিলেন সেই তাত্ত্বিক অনুশাসনটি বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বীকৃত হল যখন আমরা জারতন্ত্রী কর্মকর্তা, দপ্তর কর্মচারী এবং উচ্চ

সর্বহারাশ্রেণীর একটি অংশের সৃষ্ট অন্তর্ঘাতের এক রীতিমতো পর্যায়ের মধ্যে আমাদেরকে দেখতে পেলাম—রাষ্ট্রক্ষমতার পুরোদস্তুর বিশৃংখলার সে এক অধ্যায়।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রথম ও অগ্রগণ্য হাতিয়ার, পুরানো সৈন্যবাহিনী ও তার জেনারেলদেরকে জঞ্জালের স্তূপে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। এতে আমাদের খুবই মূল্য দিতে হল। এর ফলে কিছুকাল আমাদের কোনও সৈন্যবাহিনীই রইল না এবং আমাদেরকে ব্রেস্ট শান্তি-চুক্তিতে সই করতে হল। কিন্তু কোনও গত্যন্তর ছিল না; সর্বহারাশ্রেণীকে মুক্ত করার অন্যতর কোনও পথ ইতিহাস আমাদের অর্পণ করেনি।

বুর্জোয়াশ্রেণীর অপর একটি এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ যে হাতিয়ারটি ধ্বংস করা হয়েছিল ও জঞ্জালের স্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা হল বুর্জোয়া প্রশাসনের হাতিয়ার—আমলাতন্ত্র।

দেশের অর্থনৈতিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখ্য বিষয় ছিল এই যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্নায়ু ব্যাঙ্কগুলিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে ব্যাঙ্কগুলি নিয়ে নেওয়া হল এবং সেদিক থেকে বলতে গেলে তারা তাদের প্রাণশক্তি থেকেই বঞ্চিত হয়ে গেল। তারপর এল পুরানো অর্থনৈতিক যন্ত্রকে ভেঙে দেওয়া ও বুর্জোয়াদেরকে দখলচ্যুত করা—তাদেরকে কলকারখানা থেকে বঞ্চিত করা এবং সেগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে প্রত্যর্পণ করার কাজ। শেষে এল খাদ্য সরবরাহের পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার কাজ এবং খাদ্য সংগ্রহ করা ও তা জনগণের মধ্যে বণ্টন করায় সক্ষম এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। একেবারে শেষে সংবিধান পরিষদের বিলুপ্তি ঘটানো হল। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য এই পর্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল তা মোটামুটিভাবে এগুলিই।

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হল যখন ইঙ্গ-ফরাসী জোট জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার কাজ শুরু করল।

আন্তর্জাতিকভাবে, এই পর্যায়কে আঁতাতগোষ্ঠীর শক্তিসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তিসমূহের প্রকাশ্য যুদ্ধের কাল বলে বিবৃত করা যায়।

যদিও প্রথম আমলে আমরা অবহেলিত, উপেক্ষিত ও উপহসিত হয়েছিলাম তবে পক্ষান্তরে এই আমলে সমস্ত কালো শক্তি রাশিয়ার তথাকথিত 'নৈরাজ্য' যা গোটা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ভাঙনের হুমকি দিচ্ছিল তার অবসান ঘটানোর জন্য কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

আভ্যন্তরীণভাবে, এই পর্যায়কে নির্মাণের সময় বলে অভিহিত করা যায়, তখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পুরানো যন্ত্রের ধ্বংস প্রধানতঃ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং এক নতুন অধ্যায়, নির্মাণের অধ্যায় শুরু হয়েছিল; তখন যেসব কলকারখানা মালিকদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি চালু করা হয়েছিল; তখন শ্রমিকদের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সর্বহারাশ্রেণী তারপর নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান শুরু করেছিল, এবং তখন পুরানো যেটিকে ধ্বংস করা হয়েছিল তার বদলে খাদ্য সরবরাহের নতুন একটি ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছিল, বিধ্বস্তটির পরিবর্তে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে রেলওয়ে প্রশাসনের নতুন একটি ব্যবস্থা এবং পুরানো সৈন্যবাহিনীর বদলে নতুন একটি সৈন্যবাহিনী নির্মিত হয়েছিল।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সাধারণভাবে এই আমলে নির্মাণের কাজ খুব থেমে থেমে এগোচ্ছিল যেহেতু আমাদের সৃজনীশক্তির সিংহভাগই— নয়-দশমাংশই লালফৌজ তৈরী করায় নিয়োজিত হয়েছিল, কারণ আঁতাতের শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার নিছক অস্তিত্বটিই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় তার অস্তিত্ব একমাত্র রক্ষা করা যেত এক শক্তিশালী লালফৌজের দ্বারা। এবং এটা বলতেই হবে যে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি কারণ সেই সময়ের মধ্যেই ইয়ুদেনিশ ও কলচাককে পরাস্ত করে লালফৌজ তার শক্তির পূর্ণ ব্যাপকতা প্রদর্শন করেছিল।

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক অবস্থানের কথা বলতে গেলে এই আমলকে রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতার ক্রমাবলুপ্তির আমল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তার প্রথম মিত্ররা দেখা দিতে শুরু করেছিল। জার্মান বিপ্লব দৃঢ়ভাবে-পোড়-খাওয়া শ্রমিক ক্যাডার, কমিউনিস্ট ক্যাডার তৈরী করেছিল এবং লিবনেখ্ট গোষ্ঠীর আকারে একটি নতুন কমিউনিস্ট পার্টির বনিয়াদ স্থাপন করেছিল।

ফ্রান্সে যে একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর ওপর আগে কেউ নজর দেয়নি সেই লোরিয়োটগোষ্ঠী কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায়। ইতালীতে কমিউনিস্ট ঝোঁক যা গোড়ায় দুর্বল ছিল তা প্রায় গোটা ইতালীয়

সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে, তার সংখ্যাগরিষ্ঠকে আবিষ্ট করে দেয়।

প্রাচ্যে লালফৌজের সাফল্যগুলি এক বিক্ষোভের সূচনা করে যা উদাহরণ-স্বরূপ তুরস্কে আঁতাত ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে এক সরাসরি যুদ্ধে পরিণত হয়।

সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি যা সময় যত যাচ্ছিল ততই তীব্র হচ্ছিল সে সম্বন্ধে খোদ আঁতাতের মধ্যেকার মতানৈক্যের কথা কিছু না তুলেও বলা যায় যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি নিজেরাও প্রথম আমলে যেমন তারা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই আমলে তেমন আর শত্রুতার দৃঢ়সংবদ্ধ শক্তি ছিল না। রাশিয়ার সঙ্গে মীমাংসা আর চুক্তি সম্পাদনের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আওয়াজ ওঠা শুরু হয়েছিল। এস্তোনিয়া, লাত্ভিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড হল উদাহরণ।

সর্বশেষে, ব্রিটিশ এবং ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে 'রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও!' শ্লোগানটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তা আঁতাতের পক্ষে রাশিয়ার ব্যাপারে অস্ত্রের জোরে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব করে তুলেছিল। আঁতাতশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য পাঠানো বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অন্যদের সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করেই তাকে ক্ষান্ত হতে হয়েছিল, তা ছিল এমন সব বাহিনী যেগুলিকে সে নিজের পছন্দ-মাফিক নির্দেশ দিতে পারেনি।

তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়টি হল যেখানে আমরা এখন রয়েছি। একে একটি অন্তবর্তী-কালীন পর্যায় বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ের প্রথম অংশের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল এই যে প্রধান শত্রু ডেনিকিনকে পরাস্ত করে ও যুদ্ধের অবসান আগে থাকতে বুঝতে পেরে রাশিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে, যা যুদ্ধের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপযোগী করে নেওয়া হয়েছিল, তাকে নতুন কর্তব্যের জন্য, অর্থনৈতিক নির্মাণের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রূপান্তরিত করতে শুরু করেছিল। যেখানে আগে আওয়াজ ছিল 'যুদ্ধের জন্য সবকিছু!' 'লালফৌজের জন্য সবকিছু!' 'বিদেশী শত্রুকে জয়ের জন্য সবকিছু!'—সেখানে এখন হয়েছে 'অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সবকিছু!' অবশ্য তৃতীয় পর্যায়ের এই ধারাটি যা ডেনিকিনের পরাজয় ও ইউক্রেন থেকে উৎখাতের পর শুরু হয়েছিল তা রাশিয়ার ওপর পোল্যাণ্ডের আক্রমণে ব্যাহত হয়। এতে আঁতাতের উদ্দেশ্য

ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে ও এক বিরাট বিশ্বশক্তি হতে প্রতিহত করা। আঁতাত এটার ভয় পেয়েছিল এবং পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল।

অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের জন্য ইতোমধ্যে উপযোগী করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রযন্ত্রকে আবার নবনির্মিত করতে হল; ইউক্রেন, উরাল এবং ডন এলাকায় গঠিত শ্রমিক সৈন্যবাহিনীকে তাদের চারিদিকে লড়াকু ইউনিটগুলিকে সামিল করার জন্য ও তাদেরকে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করার জন্য আবার যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় দাঁড় করানো হল। এই পর্যায় শেষ হল যখন পোল্যাণ্ডকে ইতোমধ্যে নিরপেক্ষীকৃত করা হয়েছে এবং কোনও নতুন বহিঃশত্রু তখনো পর্যন্ত দৃষ্টিগোচরে নেই। একমাত্র প্রত্যক্ষ শত্রু হল র‍্যাঙ্গেলের নেতৃত্বে ডেনিকিনের বাহিনীর সেই অবশিষ্ট অংশ যা আমাদের কমরেড বুদোনীর হাতে এখন বিধ্বস্ত হচ্ছে।

এখন এটা অনুমান করার ভিত্তি রয়েছে যে, অন্ততঃ একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও সোভিয়েত রাশিয়া এক মূল্যবান অবসর পাবে যাতে সে তার সেই অক্লান্ত শক্তিসমূহের সমস্ত উদ্যম যা প্রায় একদিনের মধ্যেই লালফৌজের গঠন সম্ভব করেছিল তাকে অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে এবং আমাদের কলকারখানা, কৃষি ও আমাদের খাদ্য সংস্থাগুলিকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য প্রয়োগ করতে পারবে।

বাহ্যিক দিক থেকে, আন্তর্জাতিকভাবে তৃতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ শুধু এইটাই নয় যে আমাদের শত্রুরা রাশিয়াকে উপেক্ষা করা বন্ধ করেছে, এটাও নয় যে তারা এমনকি সেই কাল্পনিক চোদ্দটি রাষ্ট্রের ভূত যা দিয়ে চার্চিল রাশিয়াকে হুমকি দিয়েছিলেন তা-ও আস্ফালন করে তার সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছে—বরং বেশ কয়েকটি আঘাত খেয়ে তারা রাশিয়াকে ভয়ও পেতে শুরু করেছে এইটা বুঝে যে তা এমন এক বিরাট সমাজতন্ত্রী জনগণের শক্তি হয়ে উঠছে যা নিজেকে খারাপভাবে ব্যবহৃত হতে দেবে না।

আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এই পর্যায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই যে র‍্যাঙ্গেলের পরাজয়ের সাথে সাথে রাশিয়া তার দু' হাত মুক্ত করে ফেলছে এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার সকল শক্তি নিয়োগ করছে। নিশ্চিতভাবেই এটা ইতোমধ্যেই লক্ষণীয় যে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ে যেমনটি তারা করেছিল তার চাইতে আরও ভালভাবে আরও অনেক সামগ্রিকভাবে কাজ

করছে। ১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে মস্কোর শ্রমিকরা দু'দিনে একবারই মাত্র খোল মেশানো এক-অষ্টমাংশ পাউণ্ড রুটি পেত। সেই কঠোর ও দুর্দশাপূর্ণ সময় আজ এক অতীতের ব্যাপার। তার অর্থ হল এই যে আমাদের খাদ্য সংস্থাগুলি ঠিক ঠিক মতো চলেছে, উন্নত হয়েছে এবং কিভাবে খাদ্য সংগৃহীত হয় তা জেনেছে।

আভ্যন্তরীণ শত্রুদের প্রতি আমাদের নীতির সম্পর্কে বলা যায় যে তা তিনটি পর্যায়েই যা ছিল তেমনই আছে, অবশ্যই আছে অর্থাৎ তা হল সর্বহারা-শ্রেণীর সকল শত্রু ধ্বংস করার নীতি। এই নীতিকে অবশ্যই এক 'সর্বজনীন স্বাধীনতা'-র নীতি বলা যায় না—সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে কোনও সর্বজনীন স্বাধীনতা অর্থাৎ আমাদের বুর্জোয়াদের জন্য কোনও বাক্‌ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি থাকতে পারে না। আমাদের আভ্যন্তরীণ নীতির সারমর্ম হল শহর ও গ্রামের সর্বহারা অংশকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অবশিষ্ট অংশকে এমনকি ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকুও না দেওয়া।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর যা নির্ভর করে রয়েছে আমাদের সেই নীতির এইটাই হল অন্তর্বস্তু।

সম্ভাবনা

অবশ্য এই তিন বছরে আমরা ঠিক যে রকম চাইছিলাম আমাদের নির্মাণের কাজ সে রকম ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু যে কঠোর, অসম্ভব পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে, এমন পরিবেশ যা এড়ানো যায় না ও অস্বীকারও করা যায় না কিন্তু অতিক্রম করতে হয়েছে তার জন্য কিছু ছাড় দিতেই হবে।

প্রথমতঃ, আমাদের নির্মাণের কাজ চালাতে হয়েছে আগুনের মধ্যে। কল্পনা করুন সেই রাজমিস্ত্রিকে যাকে এক হাতে ইট সাজাতে হয়েছে আর অপর হাতে যা সে গড়ছে তা রক্ষা করতে হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যেটা গড়ছিলাম তা কোনও বুর্জোয়া অর্থনীতি ছিল না যাতে প্রত্যেকে তার নিজের ব্যক্তিস্বার্থ অনুসরণ করে ও সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন থাকে না এবং একটি দেশব্যাপী পরিসরে অর্থ-নীতির পরিকল্পিত সংগঠনের সমস্যায় নিজের কর্মশক্তি নিয়োগ করে না। না, আমরা যেটা গড়ছিলাম তা হল এক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। তার অর্থ হল

এই যে আমাদেরকে গোটা সমাজের চাহিদা বিবেচনা করতে হবে, যে গোটা রাশিয়ার অর্থনীতিকে একটি পরিকল্পিত ও সচেতন পদ্ধতিতে সংগঠিত করতে হবে। এটা সংশয়াতীতভাবে অতুলনীয়রকম ব্যাপকতর জটিলতার ও কাঠিন্যের কাজ।

ঠিক সেই কারণেই আমাদের নির্মাণ প্রচেষ্টাগুলি সর্বোত্তম ফল দিতে পারেনি।

অবস্থার প্রকৃতি যখন এ-রকম, আমাদের সম্ভাবনাও স্পষ্ট : আমরা আমাদের বহিঃশত্রুর অবলুপ্তির মুখে, আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে যুদ্ধের নিমিত্তার্থক থেকে অর্থনৈতিক নিমিত্তার্থকে রূপান্তরের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমাদের বৈদেশিক নীতি হল শান্তির ; আমরা যুদ্ধে বিশ্বাসী নই। কিন্তু যুদ্ধ যদি জোর করে আমাদের ওপর চাপানো হয়—এবং এরকম লক্ষণ আছে যে আঁতাতশক্তি শত্রুতার নাটমঞ্চকে দক্ষিণের দিকে, ট্রান্সককেশিয়ার দিকে সরাতে চেষ্টা চালাচ্ছে—যদি আমরা যাকে কয়েকবারই প্রহার দিয়েছি সেই আঁতাত আমাদের ওপর আবার যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তাহলে এটা বলা বাহুল্য যে আমরা আমাদের হাত থেকে তরবারি খসে পড়তে দেব না, আমাদের সৈন্য-বাহিনীকে আমরা ভেঙে দেব না। লালফৌজ যাতে উন্নত হয় এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে, যাতে তা এখনো পর্যন্ত যেমন করেছে সেইরকমই সাহস ও বীরত্বের সাথে সোভিয়েত রাশিয়াকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে সক্ষম হয় সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা আগেরই মতো দৃঢ়ভাবে সকল প্রচেষ্টা চালাব।

সোভিয়েত ক্ষমতার অতীত পর্যালোচনা করে আমি তিন বছর আগে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের সেই সন্ধ্যার কথা পুনরায় স্মরণ না করে পারি না যখন আমরা, কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের একটি ছোট্ট দল, যে আমাদের হাতে ছিল পেত্রোগাদ সোভিয়েত (সেটা তখনই বলশেভিক ছিল), একটি ছোট লালরক্ষী বাহিনী, এবং একটি খুবই ছোট ও তখনো পর্যন্ত পুরো-পুরিভাবে সংবদ্ধ-নয় এমন দু'লাখ-আড়াই লাখ সদস্যবিশিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি —যখন আমরা, সেই ছোট্ট গোষ্ঠীটি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতাচ্যুত করলাম ও শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলাম।

তখন থেকে তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

এবং এখন আমরা দেখছি যে এই সময়কালে রাশিয়া আগুন আর ঝঞ্ঝার কটাহে নিজেকে গলিয়ে ইস্পাতদৃঢ় করেছে এবং এক বিরাট সমাজতান্ত্রিক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

যেখানে সেই সময়ে আমাদের ছিল শুধুমাত্র পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, সেখানে তিন বছর পরে আজ রাশিয়ার সবকটি সোভিয়েত আমাদের চতুষ্পার্শে সামিল হয়েছে।

আমাদের প্রতিপক্ষরা যার জন্য তখন প্রস্তুত হচ্ছিল সেই সংবিধান পরিষদের পরিবর্তে আমাদের এখন রয়েছে সোভিয়েতগুলির সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ যা পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

যেখানে সেই সময়ে আমাদের ছিল পেত্রোগ্রাদ শ্রমিকদের নিয়ে গড়া একটি ছোট্ট রক্ষীবাহিনী যা পেত্রোগ্রাদ যারা বিদ্রোহ করেছিল সেই সামরিক ক্যাডেটদের মোকাবিলা করতে সক্ষম, কিন্তু যেহেতু তারা খুবই দুর্বল ছিল তাই একটি বহিরাগত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে অক্ষম ছিল, সেখানে আজ অনেক লক্ষ সৈন্যশক্তির এক মহান লালফৌজ আমাদের রয়েছে, যা সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রুদেরকে বিধ্বস্ত করছে, কলচাক আর ডেনিকিনকে পরাভূত করেছে এবং এখন যা আমাদের ঘোড়সওয়ারবাহিনীর পরীক্ষিত ও পোড়-খাওয়া নায়ক কমরেড বুদোনীর হাত ধরে র‍্যাঙ্গেলের সৈন্যবাহিনীর শেষ অবশিষ্টটুকু বিনষ্ট করছে।

যেখানে সেই সময়ে, তিন বছর আগে, আমাদের ছিল একটি ছোট্ট এবং তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি-সংবদ্ধ-নয় এমন প্রায় সর্বমোট দু'লাখ-আড়াই লাখ সদস্যবিশিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি, সেখানে আজ তিন বছর পরে, সেই আগুন আর ঝঞ্ঝা যার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া পার হয়ে এসেছে তার পরে, আমাদের রয়েছে সাত লাখ সদস্যের একটি পার্টি, ইস্পাতে গড়া একটি পার্টি; এমন একটি পার্টি যার সদস্যদেরকে পার্টির যে কোনও কাজে যে-কোনও মুহূর্তে আবার শৃংখলাবদ্ধভাবে সমবেত করা যায় এবং হাজারে হাজারে জড়ো করা যায়; এমন একটি পার্টি যে তার সাধারণ সদস্যদের সারির মধ্যে বিভ্রান্তির আশংকা না করে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ইঙ্গিতে তার সাধারণ সদস্যদেরকে পুনঃসংগঠিত করতে পারে ও শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারে।

যেখানে সেই সময়, তিনবছর আগে, পাশ্চাত্যে আমাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট দরদী গোষ্ঠী ছিল—ফ্রান্সে লোরিয়োটের গোষ্ঠী, ব্রিটেনে ম্যাকলীয়ানের,

জার্মানিতে লিব্‌নেখ্‌টের যাঁকে পুঁজিপতি বদমায়েসরা খুন করেছিল—সেখানে তিন বছর পরে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের এক চমৎকার সংগঠন—তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক উদ্ভূত হয়েছে যা অধিকাংশ ইউরোপীয় পার্টির : জার্মান, ফরাসী এবং ইতালীয়ের সংযুক্তি অর্জন করেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তাতে বর্তমানে আমরাই হয়েছি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলন প্রধান মূলকেন্দ্র।

এবং এটা নিছক দৈবাৎ নয় যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পাণ্ডা হের কাউট্‌স্কি বিপ্লবের আঘাতে জার্মানি থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং সে জর্জিয়ান-সরাইওয়ালাদের[১০৮] সাথে পশ্চাদ্‌পদ তিফ্‌লিসে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয়েছিল।

সর্বশেষে নিপীড়িত প্রাচ্যের দেশগুলিতে আমরা তিন বছর আগে যেখানে বিপ্লবের প্রতি ঔদাসীন্য ছাড়া অন্যকিছু পালন করতে পারিনি, সেখানে আজ প্রাচ্য আলোড়িত হতে শুরু করেছে এবং আমরা সেখানে আঁতাতের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সংখ্যক মুক্তি-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছি। অন্য সমস্ত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জন্য কামাল সরকারের আকারে আমাদের একটি বিপ্লবী প্রাণকেন্দ্র, একটি সমাবেশকেন্দ্র রয়েছে যা একটি বুর্জোয়া সরকার কিন্তু আঁতাতের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছে।

যেখানে তিন বছর আগে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পেতাম না যে প্রাচ্য লড়াইয়ে আলোড়িত হয়ে উঠবে, সেখানে আজ বুর্জোয়া বিপ্লবী তুরস্কের আকারে প্রাচ্যে আমাদের শুধু একটি বিপ্লবী প্রাণকেন্দ্রই নেই; সেই সঙ্গে আমাদের রয়েছে প্রাচ্যের একটি সমাজতন্ত্রী হাতিয়ারও—সংগ্রাম ও প্রচার কমিটি।

এইসব ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে যে বৈপ্লবিক অর্থে তিন বছর আগে আমরা কেমন দরিদ্র ছিলাম আর আজ আমরা কেমন সমৃদ্ধ হয়েছি; এইসব তথ্যই আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার ভিত্তি যোগায় যে, সোভিয়েত রাশিয়া বেঁচে থাকবে, সে উন্নত হবে এবং তার শত্রুদের পরাস্ত করবে।

নিঃসংশয়ে আমাদের পথ সহজতম নয়; কিন্তু তেমনি নিঃসংশয়ে আমাদের প্রতিবন্ধকে ভয় পেলে চলবে না। লুথারের সেই বহুজ্ঞাত বাণী[১০৯] সংক্ষিপ্ত করে রাশিয়াও বলতে পারে :

'এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি পুরাতন ধনতান্ত্রিক বিশ্ব আর নতুন সমাজ-

তান্ত্রিক বিশ্বের সীমান্তরেখায়। এইখানে এই সীমান্তরেখায় পুরাতন পৃথিবীকে ভেঙে ফেলার জন্য আমি পাশ্চাত্ত্যের সর্বহারা ও প্রাচ্যের কৃষকদের প্রয়াসকে মিলিত করি। ইতিহাসের বিধাতা আমার সহায় হোন্!'

কমিউনিস্ট (বাকু), সংখ্যা ১৫৭ ও ১৬০
৭ই ও ১১ই নভেম্বর, ১৯২০

দাঘেস্তানের জনগণের কংগ্রেস[১১০]

১৩ই নভেম্বর, ১৯২০

১। দাঘেস্তানের সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে ঘোষণা

রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের কমরেড্স্, অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার দক্ষিণ ও পশ্চিম—উভয়তঃ পোল্যাণ্ড ও র‍্যাঙ্গেলের বিরুদ্ধে, বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল এবং দাঘেস্তানের জনগণকে যে সমস্যা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে তার প্রতি নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগের সুযোগ বা সময় কোনটাই পায়নি।

এখন যেহেতু র‍্যাঙ্গেলের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছে এবং তার দুর্দশাগ্রস্ত অবশিষ্টরা ক্রিমিয়ার দিকে পলায়মান এবং এখন যেহেতু পোল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তি সম্পাদিত হয়েছে সেহেতু সোভিয়েত সরকার দাঘেস্তানের জনগণের সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিবেচনা করার অবস্থায় রয়েছে।

অতীত রাশিয়ায় ক্ষমতা ছিল জার, জমিদার ও কলকারখানার মালিকদের হাতে। অতীতের রাশিয়া ছিল জার এবং জহ্লাদদের রাশিয়া। পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যের জনগণকে শোষণ করেই রাশিয়া বেঁচে থাকত। রুশ সরকার যেসব জনগণকে নিপীড়ন করত, রুশ জনগণসহ তাদের প্রাণ আর শক্তির ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকত।

তা ছিল এমন এক সময় যখন সব জনগণের কাছ থেকে রাশিয়া অভিশাপ পেত। সেই সময় আজ অতীতের ব্যাপার। তা এখন মৃত আর কবরে প্রোথিত, কখনো তা আর পুনরুজ্জীবিত হবে না।

জারদের এই স্বৈরাচারী রাশিয়ার ভস্মরাশি থেকে এক নতুন রাশিয়া—শ্রমিক ও কৃষকদের এক রাশিয়া উত্থিত হয়েছে।

রাশিয়ার জনগণের এক নতুন জীবন সূচিত হয়েছে। সেই জনগণ যারা জার আর অভিজাত, জমিদার আর কারখানামালিকদের জোয়ালের নীচে যন্ত্রণা পেয়েছিল তাদের জন্য এক মুক্তির কাল এসেছে।

অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা অভ্যুত্থিত নতুন সময়কাল, যখন শ্রমিক ও কৃষকদের

হাতে ক্ষমতা চলে গেল এবং তা কমিউনিস্ট শক্তিতে পরিণত হল, তা শুধু রাশিয়ার জনগণের মুক্তির দ্বারাই চিহ্নিত নয়। প্রাচ্যের যে জনগণ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়ন থেকে যন্ত্রণা পেয়েছে তারা সহ সামগ্রিকভাবে সকল জনগণের মুক্তির প্রশ্নটিই তা তুলে ধরেছিল।

শুধু আমাদের দেশের নয়, গোটা বিশ্বের জনগণকে গতিপ্রবাহে নিয়োজিত করে রাশিয়া মুক্তি আন্দোলনের এক নির্ণায়ক-যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়া হল নিপীড়কদের জোয়াল থেকে গোটা বিশ্বের জনগণের মুক্তির পথকে আলোকিত করে এমন এক আলোকবর্তিকা।

তার শত্রুদের ওপর জয়লাভের সুযোগে যেহেতু রাশিয়ার সরকার এখন আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের সমস্যাদি নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম সেই কারণে তা আপনাদেরকে এটা বলা প্রয়োজন বোধ করে যে দাঘেস্তান অবশ্যই স্বায়ত্তশাসিত হবে, যে রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে নিজের সৌভ্রাত্র্য বন্ধন অব্যাহত রেখে তা নিশ্চয়ই আভ্যন্তরীণ স্বশাসনের অধিকার ভোগ করবে।

তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তার জীবনযাত্রার ধারা আর প্রথা অনুসারেই দাঘেস্তান নিশ্চয়ই শাসিত হবে।

আমরা জেনেছি যে দাঘেস্তানের জনগণের মধ্যে শারিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটাও জেনেছি যে সোভিয়েত ক্ষমতার শত্রুরা গুজব রটাচ্ছে যে তা শারিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে।

রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের সরকারের দ্বারা আমি এখানে এইটা জানাতে ভারপ্রাপ্ত হয়েছি যে এসব গুজব মিথ্যা। রাশিয়ার সরকার প্রত্যেক জনগণকে তার বিধান ও প্রথার ভিত্তিতে নিজেকে শাসন করবার পূর্ণ অধিকার দেয়।

সোভিয়েত সরকার মনে করে যে সাধারণ বিধান হিসেবে শারিয়া রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্য সব জনগণের বিধানের মধ্যেই পুরোপুরি রীতিসিদ্ধ।

দাঘেস্তানের জনগণ যদি তাদের বিধান ও প্রথাগুলিকে সংরক্ষণ করতে ইচ্ছা করে তবে সেগুলি সংরক্ষিত করতে হবে।

একই সঙ্গে আমি এটাও জানানো প্রয়োজন বোধ করি যে দাঘেস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অর্থ সোভিয়েত রাশিয়া থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়া নয় এবং তা হতেও পারে না। স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অর্থ স্বাতন্ত্র্য নয়। রাশিয়া এবং দাঘেস্তানের বন্ধন অবশ্যই রক্ষা করতে হবে কারণ একমাত্র তাহলেই দাঘেস্তান

তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। দাঘেস্তানকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়ায় সোভিয়েত সরকারের নিশ্চিত উদ্দেশ্য হল এইটাই যে স্থানীয় শক্তিসমূহের মধ্য থেকে যাঁরা সৎ এবং অনুগত এবং যাঁরা তাঁদের জনগণকে ভালবাসেন তাঁদেরকে বাছাই করা এবং তাঁদের হাতে দাঘেস্তানের সকল হাতিয়ার, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয়ই অর্পণ করা। একমাত্র এইভাবেই, শুধু এই পদ্ধতিতেই দাঘেস্তানের সোভিয়েত ক্ষমতা ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। স্থানীয় শক্তিসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করে দাঘেস্তানকে এক উচ্চতর সাংস্কৃতিক স্তরে উন্নীত করা ব্যতীত সোভিয়েত সরকারের অন্যতর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

সোভিয়েত সরকার জানে যে জনগণের নিকৃষ্টতম শত্রু হল অজ্ঞতা। এই কারণেই স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত যথাসম্ভব ব্যাপকতম সংখ্যক বিদ্যালয় ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সোভিয়েত সরকার এইভাবে দাঘেস্তানের জনগণকে অজ্ঞতার যে মহাপংকে তারা পুরানো রাশিয়ার দ্বারা নিমজ্জিত হয়েছিল তা থেকে মুক্ত করতে আশা রাখে।

সোভিয়েত সরকার এটা প্রয়োজনীয় বোধ করে যে তুর্কিস্তান ও কিরঘিজ এবং তাতার প্রজাতন্ত্রগুলি যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে ঠিক তা-ই দাঘেস্তানেও কায়েম করতে হবে।

সোভিয়েত সরকার আপনাদের, দাঘেস্তানের জনগণের প্রতিনিধিদের, এই সুপারিশ করছে যে আপনাদের উচিত আপনাদের দাঘেস্তান বিপ্লবী কমিটিকে সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে দাঘেস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের একটি পরিকল্পনা মস্কোতে তৈরী করার জন্য সেখানে পাঠানো হবে এমন প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে নির্দেশ দেওয়া।

দক্ষিণ দাঘেস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি—যেখানে বেইমান গৎসিন্স্কি জেনারেল র‍্যাঙ্গেল, সেই একই র‍্যাঙ্গেল যে ডেনিকিনের অধীনে উত্তর ককেশাসের বিদ্রোহী পর্বতবাসীদের সঙ্গে লড়াই করেছিল ও তাদের গ্রামগুলি ধ্বংস করেছিল, তার দালাল হিসেবে দাঘেস্তানের স্বাধীনতাকে অবদমিত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে—এই ঘটনাগুলি অত্যন্ত অর্থবহ।

আমি নিশ্চয়ই বলব যে দাঘেস্তানের জনগণ তাদের লালরক্ষীদের মাধ্যমে তাদের সোভিয়েত ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য গৎসিন্স্কির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাল

ঝাণ্ডার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেছে।

দাঘেস্তানের শ্রমজীবী জনগণের শত্রু গৎসিন্স্কিকে যদি আপনারা বিতাড়িত করেন তাহলে সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দাঘেস্তানকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার মঞ্জুর করে আপনাদের ওপর যে আস্থা স্থাপন করেছেন তাকে আপনারা ন্যায্য বলে প্রমাণিত করবেন।

সোভিয়েত সরকার হল প্রথম সরকার যা দাঘেস্তানকে স্বেচ্ছায় স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করছে।

আমরা আশা করি যে দাঘেস্তানের জনগণ সোভিয়েত সরকারের আস্থাকে ন্যায্য বলে প্রমাণিত করবে।

রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে দাঘেস্তানের জনগণের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

দাঘেস্তানের সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন দীর্ঘজীবী হোক্!

২। সমাপ্তিকালীন মন্তব্য

কমরেড্স্, সোভিয়েত ক্ষমতার শেষতম শত্রুও উৎখাত হয়ে গেছে এটা মনে রেখে সোভিয়েত সরকার দাঘেস্তানকে স্বেচ্ছায় যে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিচ্ছে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একটি ঘটনার দিকে নজর দিতে হবে। যেখানে জার সরকার এবং সাধারণ-ভাবে পৃথিবীর বুর্জোয়া সরকারগুলি জনগণকে সাধারণতঃ সুযোগ সুবিধা দেয় বা এটা-ওটা সংস্কারসাধন করে একমাত্র তখনি যখন তারা পরিস্থিতির চাপে তা করতে বাধ্য হয়, সেখানে পক্ষান্তরে সোভিয়েত সরকার যখন সে তার **সাফল্যের** শীর্ষে তখনি দাঘেস্তানকে পুরোপুরি স্বেচ্ছায় স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিচ্ছে।

এর অর্থ হল এই যে দাঘেস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাঘেস্তান প্রজাতন্ত্রের জীবনযাত্রার নিরাপদ ও অবিনাশী বনিয়াদে পরিণত হবে। কারণ যা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হয় একমাত্র তাই নিরাপদ হয়।

উপসংহারে আমি এই আশায় জোর দিতে চাই যে আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে দাঘেস্তানের জনগণ তাদের ওপর সোভিয়েত সরকার যে উচ্চ আস্থা রেখেছে তা ন্যায্য বলেই প্রমাণিত করবে।

স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত দাঘেস্তান দীর্ঘজীবী হোক!

সোভেত্স্কি দাঘেস্তান, সংখ্যা ৭৬
১৭ই নভেম্বর, ১৯২০

তেরেক অঞ্চলের জনগণের কংগ্রেস[১১১]

১৭ই নভেম্বর, ১৯২০

১। তেরেক অঞ্চলের সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে রিপোর্ট

কমরেড্স্, তেরেক জনগণের বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থাবলী ও কশাকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে সোভিয়েত সরকারের আকাঙ্খা জ্ঞাত করানোর উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস আহূত হয়েছে।

প্রথম প্রশ্নটি হল কশাকদের প্রতি মনোভাব।

অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে কশাক এবং পর্বত এলাকার বাসিন্দারা একসঙ্গে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে বাস করছে—এই ঘটনা থেকে অশেষ ঝামেলা উদ্ভূত হয়েছে।

অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে যদি পারস্পরিক হামলা ও রক্তপাত এড়াতে হয়, তাহলে কশাক জনগণকে পর্বতবাসী জনগণ থেকে অবশ্যই পৃথক করে দিতে হবে।

তদনুসারে, সরকার কশাকদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে একটি বিশেষ জেলায় (গুবেনিয়ায়) এবং পর্বতবাসীদের ব্যাপক অংশকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে তাদের মধ্যে তেরেক নদীকে সীমানা করে পৃথক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য হল কশাকদের স্বার্থকে আহত না করা। কমরেড কশাকবৃন্দ, আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের জমি কেড়ে নেওয়ার তার কোনও চিন্তাই নেই। তার একটিমাত্র চিন্তা আছে, তা হল আপনাদেরকে জারতন্ত্রী জমিদার আর অভিজাতদের জোয়াল থেকে মুক্ত করা। এই নীতিটিই বিপ্লবের গোড়ার দিনগুলি থেকে অনুসরণ করে এসেছে।

কিন্তু কশাকদের ব্যবহার খুব কম করেও বলতে হয় যে, সন্দেহজনক। তারা সোভিয়েত সরকারের দিকে বাঁকা চোখে তাকাত ও তাকে বিশ্বাস করত না। এক সময় তারা বাইশেরাখভের সঙ্গে মিশেছিল, পরে তারা ডেনিকিনের সঙ্গে ও তারও পরে র‍্যাঙ্গেলের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছিল।

এবং সম্প্রতিকালে যখন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত শান্তি সম্পাদিত হয়নি ও যখন র‍্যাঙ্গেল দনেৎস অববাহিকা ধরে আগুয়ান হচ্ছে তখন সেই মুহূর্তে তেরেক কশাকদের একটি অংশ বেইমানভাবে—এর বিকল্প কোনও শব্দ নেই—আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পশ্চাদঞ্চলে তেড়ে ওঠে।

আমি সুনঝা লাইনের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের কথা বলছি যার উদ্দেশ্য ছিল বাকুকে মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

কশাকরা সাময়িকভাবে এ কাজে সফল হয়েছিল।

সে সময়ে পার্বত্যবাসীরা, কশাকদের ক্ষেত্রে লজ্জার কথাই বলতে হয়, নিজেদেরকে রাশিয়ার মূল্যবান নাগরিক হিসেবে প্রমাণ দিয়েছে।

সোভিয়েত সরকার খুবই ধৈর্যশীল রয়েছে, কিন্তু ধৈর্যের একটি সীমা আছে। এবং সেই জন্য কশাকদের কিছু কিছু গোষ্ঠীর বেইমানীর কারণে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, উচ্ছৃংখল কশাক গ্রামগুলিকে ফাঁকা করতে হয়েছিল এবং চেচেনদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা এর অর্থ এটাই বুঝেছিল যে তেরেক কশাকদের প্রতি তাহলে এখন থেকে বিনা শাস্তিতেই অন্যায় ব্যবহার করা যাবে, তাদের ওপর লুঠতরাজ চালানো যাবে, তাদের গরু-ছাগল চুরি করা যাবে এবং তাদের মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করা যাবে।

আমাকে এটা ঘোষণা করতেই হবে যে পার্বত্য লোকেরা যদি এমনটি ভেবে থাকে তাহলে তারা খুবই ভুল করেছে। পার্বত্য লোকদের এটা জানতে হবে যে সোভিয়েত সরকার রাশিয়ার সকল জনগণকে তাদের জাতি নির্বিশেষে, তারা কশাক কী পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা তা নির্বিশেষে, সমান-ভাবে রক্ষা করে। এটা মনে রাখতে হবে যে পার্বত্য লোকেরা যদি হামলা থেকে ক্ষান্তি না দেয়, তাহলে সোভিয়েত সরকার সকল বিপ্লবী ক্ষমতার কঠোরতা দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেবে।

কশাকদের মধ্যে যারা একটি পৃথক গুবেনিয়া গঠন করেছে এবং যারা পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে রয়ে গেছে তাদের উভয়ের ভবিষ্যতই তাদের নিজেদের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করছে। কশাকরা যদি শ্রমিক ও কৃষকদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে বেইমানীর কাজে ক্ষান্তি না দেয় তাহলে আমি বলবই যে সরকারকে আবার দমনমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবে।

কিন্তু কশাকরা যদি ভবিষ্যতে রাশিয়ার সৎ নাগরিকদের মতো ব্যবহার

করে তবে আমি এই গোটা কংগ্রেসের সামনে ঘোষণা করছি যে কোনও কশাকের মাথার একটি চুলও আহত হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল তেরেক অঞ্চলের পার্বত্য লোকেদের প্রতি আমাদের মনোভাব।

কমরেড পর্বতবাসীবৃন্দ, রাশিয়ার ইতিহাসের সেই পুরানো আমল যখন জার ও জারের জেনারেলরা আপনাদের অধিকার লংঘন করেছিল ও আপনাদের স্বাধীনতা বিনাশ করেছিল—সেই নিপীড়ন ও দাসত্বের আমল চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেছে। এখন, রাশিয়ার ক্ষমতা যখন শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে চলে এসেছে তখন নিশ্চয়ই রাশিয়াতে এমন কেউই থাকবে না যে নিপীড়িত।

আপনাদেরকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করে রাশিয়া সেই স্বাধীনতার পুনঃপ্রবর্তন করল যা আপনাদের কাছ থেকে রক্তচোষা জারেরা আর জারের স্বৈরাচারী জেনারেলরা হরণ করে নিয়েছিল। এর অর্থ হল আপনাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আপনাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, আপনাদের স্বভাব ও প্রথা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে—অবশ্যই রাশিয়ার সাধারণ সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই।

চেচেন, ইঙ্গুশ, অস্‌সেতিয়ান, কাবার্দিনিয়ান, বালকারিয়ান, কারাচাই এবং কশাকরাও—যারা স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য এলাকার মধ্যে বসবাস করে—তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও বিশেষ লক্ষণ অনুসারে তাদের বিষয় প্রশাসনের জন্য নিজ নিজ জাতীয় সোভিয়েত থাকতে হবে। ইনোগোরোদ্‌নি যারা সোভিয়েত রাশিয়ার অনুগত সন্তান পূর্বে ছিল ও এখনো আছে এবং যাদের স্বার্থ সোভিয়েত রাশিয়া বরাবরই দৃঢ়ভাবে রক্ষা করবে তাদের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

যদি এটা দেখা যায় যে শারিয়া প্রয়োজনীয়, তাহলে শারিয়া থাকুক। শারিয়ার ওপর যুদ্ধ ঘোষণার কোনওরকম চিন্তাই সোভিয়েত সরকারের নেই।

যদি এটা দেখা যায় যে বিশেষ কমিশন ও বিশেষ দপ্তরের সংস্থাগুলি এই জনগণের জীবনযাত্রার ধারা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে অক্ষম হচ্ছে, তবে স্পষ্টতঃই এই ক্ষেত্রেও যথাবিহিত পরিবর্তন অবশ্যই সাধন করতে হবে।

এর অর্থ কি এই যে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাবে, যে রাশিয়া তাদেরকে বর্জন করছে, যে লালফৌজকে রাশিয়ায় প্রত্যাহৃত করে নেওয়া হবে—পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে যেমন প্রশ্ন করছে? না, এর অর্থ তা নয়। রাশিয়া এটা বোঝে যে তেরেকের ছোট্ট জাতিগোষ্ঠীগুলি তাদের নিজেদের সম্পদের ওপর নির্ভর করে দুনিয়ার হাঙর ও তাদের দালাল সেই পার্বত্য জমিদার যারা জর্জিয়ায় পালিয়ে গেছে এবং সেখান থেকে শ্রমজীবী পার্বত্য অধিবাসীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতাকে তুলে ধরতে পারে না। স্বায়ত্তশাসনের অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং স্বশাসিত পার্বত্য জনগণের সঙ্গে রাশিয়ার জনগণের ঐক্য। ঠিক এই ঐক্যের ওপরেই পার্বত্য জনগণের সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসন নির্ভর করবে।

কমরেড্‌স্‌, অতীতে সাধারণতঃ এই রকমই ব্যাপার হতো যে সরকারগুলি কিছু সংস্কার সাধন করতে, জনগণকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে একমাত্র রাজী হতো যখন বিপদের সময়, যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়ত এবং জনগণের সহানুভূতির প্রয়োজন বোধ করত। জারের সরকারগুলির ক্ষেত্রে সর্বদাই এবং বুর্জোয়া সরকারগুলির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই রকমই ব্যাপার হতো। এর ঠিক বিপরীতে, সোভিয়েত সরকার অন্যভাবে কাজ করে থাকে। সোভিয়েত সরকার কোনও বিপদের সময় নয় বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত বিজয়ের সময়ে, সাম্রাজ্যবাদের শেষ শক্ত ঘাঁটির ওপর ক্রিমিয়ার পূর্ণ বিজয় অর্জনের সময়েই আপনাদেরকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিচ্ছে।

অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে, সরকার যা কিছু সংকটকালে দিয়ে থাকে তা-ই অনিশ্চিত ও অবিশ্বস্ত হয়, কারণ সংকটের কাল যখন কেটে যায় তখন সর্বদাই তা প্রত্যাহৃত হতে পারে। সংস্কার এবং স্বাধীনতা একমাত্র তখনি নিরাপদ হতে পারে যদি তাৎক্ষণিক, সাময়িক প্রয়োজনীয়তার জন্য নয়, বরং সেগুলির সার্থকতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেবহাল থেকে এবং সরকার যখন তার ক্ষমতা ও শক্তির পূর্ণতম বিকাশের পর্যায়ে থাকে তখন সেগুলি মঞ্জুর করা হয়।

আপনাদেরকে আপনাদের স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার এখন ঠিক এইভাবেই কাজ করছে।

এটা করার সময় সোভিয়েত সরকার আপনাদেরকে জানাতে চায় যে আপনাদের, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী কমরেডদের, ওপর তার পূর্ণ আস্থা

আছে, আপনাদের নিজেদেরকে শাসন করায় আপনাদের সামর্থ্যের ওপর তার বিশ্বাস আছে।

আমরা এ-আশা করতে পারি যে আপনারা শ্রমিক ও কৃষকের রাশিয়ার এই আস্থাকে ন্যায্য প্রমাণ করবেন।

রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে তেরেক অঞ্চলের জনগণের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

২। সমাপ্তিকালীন মন্তব্য

কমরেডস্, স্বায়ত্তশাসনের বিষয় সম্পর্কে আমি কতকগুলি লিখিত প্রশ্ন পেয়েছি। আমাকে সেগুলির উত্তর দিতে হবে।

প্রথম প্রশ্নটি হল পার্বত্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক সীমানা সম্পর্কিত। সাধারণভাবে, সীমানাটি উত্তরে হবে তেরেক, এবং অন্যান্য দিকে হবে তেরেক অঞ্চলের জনসমষ্টিগুলির: চেচেন, ইঙ্গুশ, কাবাদিনিয়ান, অস্সেতিয়ান, বালকারিয়ান, কারাচাই ও ইনোগোরোদ্নি এবং তেরেকের এই তীরে অবস্থিত কশাক গ্রামগুলিরও ভৌগোলিক এলাকার সীমানাসমূহ। এটাই স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য প্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক এলাকা তৈরী করবে। আর সীমানার বিস্তৃত রূপরেখার ব্যাপারে বলা যায় যে তা পার্বত্য প্রজাতন্ত্র ও তৎসন্নিহিত গুবের্নিয়াগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিশন দ্বারা স্থিরীকৃত করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল: স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য প্রজাতন্ত্রের রাজধানী কি হবে এবং গ্রোজ্নি ও ভ্লাদিকাভ্কাঝ্ শহর দু'টি কি এই প্রজাতন্ত্রের ভেতর আসবে? নিশ্চয়ই, তারা আসবে। প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হিসেবে যে-কোন শহর পছন্দ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে এটা হওয়া উচিত ভ্লাদিকাভ্কাঝের, কারণ তা তেরেক অঞ্চলের সকল জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি কেন্দ্র।

তৃতীয় প্রশ্নটি হল স্বায়ত্তশাসনের পরিধি-সংক্রান্ত। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কী ধরনের স্বায়ত্তশাসনাধিকার পার্বত্য প্রজাতন্ত্রকে দেওয়া হচ্ছে।

স্বায়ত্তশাসন নানা ধরনের হতে পারে: প্রশাসনিক, যেমনটি ক্যারেলিয়ান, চেরেমিস, চুভাস এবং ভল্গা জার্মানরা ভোগ করে থাকে; আর রাজনৈতিক, যেমনটি বাশ্কির, কিরঘিজ ও ভল্গা তাতাররা ভোগ করে। পার্বত্য প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসনাধিকার হবে রাজনৈতিক এবং অবশ্যই সোভিয়েত।

এটা হবে ঠিক সেই ধরনের যেমন স্বায়ত্তশাসন আছে বাশ্‌কিরিয়া, কিরঘিজিয়া এবং তাতারিয়ার। এর অর্থ হল এই যে পার্বত্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে থাকবে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের দ্বারা নির্বাচিত একটি সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গণ-কমিশার পরিষদকে নিয়োগ করবে মস্কোর সঙ্গে যার সরাসরি সংযোগ থাকবে। প্রজাতন্ত্রের ব্যয় নির্বাহ হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের সাধারণ কোষাগার থেকে। অর্থনৈতিক ও সামরিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত গণ-কমিশার সংসদগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের অনুরূপ কমিশার সংসদগুলির সরাসরি সংযোগ থাকবে। বিচার, কৃষি, আভ্যন্তরীণ বিষয়, শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য কমিশার সংসদগুলি পার্বত্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সেই কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধীনে থাকবে যার সংযোগ থাকবে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সঙ্গে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিষয়সমূহ পুরোপুরিই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

এর পরের একটি প্রশ্ন হল যে স্বায়ত্তশাসন কখন থেকে কার্যকরী হবে। বিস্তৃত বিধিবিধান অথবা আনুষ্ঠানিক পরিভাষায় বলা যায় যে প্রজাতন্ত্রের 'সংবিধান'টি তৈরী করার জন্য প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে যারা মস্কোর সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র বসে স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান খসড়া করবে।

এটা ভালই হবে যদি এই কংগ্রেসেই আপনারা চেচেন, ইঙ্গুশ, অসেতিয়ান, কাবার্দিনিয়ান, বালকারিয়ান, কারাচাই এবং স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য প্রজাতন্ত্রের অংশ কশাক গ্রামগুলি থেকে একজন করে প্রতিনিধি—সর্বমোট সাতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন।

জাতীয় সোভিয়েতগুলিকে নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। সেগুলিকে সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত করতে হবে, অর্থাৎ শুধু শ্রমজীবী জনগণেরই সোভিয়েতসমূহ নির্বাচিত করার অধিকার থাকতে হবে। সেগুলি অবশ্যই হবে শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েত।

আমরা রাশিয়ায় বিশ্বাস করি যে, যে কাজ করে না সে খাবেও না। আপনাদেরকে এটাও অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যে, যে কাজ করে না সে ভোটও দেবে না। এইটাই হল সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের বনিয়াদ। এইটাই হল বুর্জোয়া ও সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেকার পার্থক্য।

পরের প্রশ্নটি হল সামরিক বাহিনী সম্পর্কে।

যেহেতু পার্বত্য প্রজাতন্ত্র তার ছোট সেনাবাহিনী নিয়ে তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারবে না, আঁতাতের ভাড়াটে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তিহীন হয়ে পড়বে, সেহেতু আমাদের অবশ্যই প্রশ্নাতীতভাবে থাকবে এক সাধারণ সামরিকবাহিনী।

আমার বক্তৃতার উপসংহারে আমি সেই মৌলিক বিষয়টির ওপর জোর দিতে চাই স্বায়ত্তশাসন যা আপনাদেরকে, পার্বত্য অধিবাসীদেরকে, দিতে পারে।

পার্বত্য অধিবাসীদেরকে যে প্রধান অমঙ্গল যন্ত্রণা দিয়েছে তা হল তাদের পশ্চাদ্‌পদতা, তাদের অজ্ঞতা। একমাত্র এই অমঙ্গলের অবলুপ্তিসাধন, শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক আলোকপ্রাপ্তিই মাত্র পার্বত্য অধিবাসী-দেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে ও তাদেরকে এক উন্নততর সংস্কৃতির কল্যাণে গ্রথিত করতে পারে। সুতরাং সর্বপ্রথম যে জিনিসটা পার্বত্য অধি-বাসীদেরকে তাদের স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে সম্পাদন করতে হবে তা হল বিদ্যালয় ও সংস্কৃতি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরী করা।

স্বায়ত্তশাসনের সামগ্রিক উদ্দেশ্যই হল পার্বত্য অধিবাসীদেরকে নিজেদের দেশ নিজেদের দ্বারা শাসন করার কাজে সামিল করা। জনগণের বিষয় প্রশাসনে সক্ষম এমন খুব অল্পই স্থানীয় লোক আপনাদের রয়েছে। ঠিক সেই কারণেই খাদ্য কমিটি, বিশেষ কমিশন, বিশেষ দপ্তর ও জাতীয় অর্থনীতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠানগুলি রাশিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত যারা আপনাদের জীবন-যাত্রার ধারা ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয়। আপনাদের দেশের সরকারের সকল প্রশাখায় আপনাদের নিজেদের লোককে সামিল করাই হল আবশ্যক। এখানে আমরা যে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলছি তাকে এই অর্থে বুঝতে হবে যে সকল সরকারী সংস্থাকে আপনাদেরই লোকদের দ্বারা পরিচালিত করতে হবে যারা আপনাদের ভাষা এবং আপনাদের জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে পরিচিত।

সেইটাই হল স্বায়ত্তশাসনের অর্থ।

স্বায়ত্তশাসন আপনাদেরকে আপনাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবে —সেই হল তার লক্ষ্য।

স্বায়ত্তশাসনের ফল এই মুহূর্তেই অনুভব করা যাবে না ; আপনাদের স্থানীয় শক্তিসমূহ একদিনের মধ্যেই দেশ শাসনে অভিজ্ঞ লোকের জন্ম দিতে পারে না।

কিন্তু দু'তিন বছর যেতে না যেতেই আপনারা আপনাদের দেশকে শাসন করবার একটি স্বাভাবিক দক্ষতা অর্জন করবেন এবং আপনাদের ভেতর থেকেই শিক্ষক, ব্যবসায়িক কর্মকর্তা, খাদ্য কর্মকর্তা, জরিপদার, সামরিক ব্যক্তি, বিচারক এবং সাধারণভাবে পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীদের তৈরী করবেন। এবং তখনি আপনারা দেখবেন যে আপনারা স্বশাসনের কৌশল আয়ত্ত করেছেন।

পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন যা আপনাদেরকে কিভাবে আপনাদের দেশ শাসন করতে হয় তা শেখাবে, এবং রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকসমাজ যারা তাদের দেশকে শুধু শাসন করতেই শেখেনি, কি করে তাদের চরম শত্রুকেও পরাস্ত করতে হয় তাও শিখেছে, তাদের মতো আপনাদেরকেও আলোকপ্রাপ্ত হতে সাহায্য করবে তা দীর্ঘজীবী হোক!

ঝিজন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই, সংখ্যা ৩৯ ও ৪০
৮ই এবং ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২০

ককেশাসের পরিস্থিতি

(প্রাভদার সাক্ষাৎকার)

কমরেড **স্তালিন** যিনি দক্ষিণ থেকে এক সরকারী সফর থেকে সদ্যপ্রত্যাগত, তিনি আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ককেশাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

বিপ্লবের ক্ষেত্রে ককেশাসের বিরাট গুরুত্ব শুধু এই কারণে নয় যে তা কাঁচা-মাল, জ্বালানি আর খাদ্যের একটি উৎস, পরন্তু এই কারণেও যে তা ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যস্থলে, বিশেষ করে রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং তার অর্থনৈতিক ও রণনীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের জন্যও বটে (বাতুম-বাকু, বাতুম-তাব্রিজ্, বাতুম-তাব্রিজ্-এর্জেরাম)।

এটা আঁতাতশক্তি পুরোপুরিই উপলব্ধি করেছে, তারা এখন কৃষ্ণসাগরের প্রবেশমুখ কনস্তান্তিনোপ্ল অধিকার করে আছে এবং ট্রান্সককেশিয়া বরাবর পূর্বাভিমুখের প্রত্যক্ষ পথটি দখলে রাখতে চাইছে।

পুরো প্রশ্নটি হল এই যে শেষ পর্যন্ত ককেশাসে কে কায়েম হতে চলেছে ও তার তেল এবং এশিয়ার একেবারে অভ্যন্তরের দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলি ব্যবহার করতে পারবে কে—বিপ্লবীশক্তি, না আঁতাতশক্তি ?

আজারবাইজানের মুক্তি ককেশাসে আঁতাতের অবস্থানকে দুর্বল করার জন্য যথেষ্ট করেছে। আঁতাতের বিরুদ্ধে তুরস্কের সংগ্রামেরও একই প্রতিক্রিয়া ছিল। তথাপি আঁতাত আশা হারায়নি এবং ককেশাসে তার চক্রান্তজাল বুনেই চলেছে।

তিফ্লিসকে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের একটি ঘাঁটিতে রূপান্তর করা; অবশ্যই আঁতাতের অর্থে এবং বুর্জোয়া জর্জিয়ার সহযোগিতায় আজারবাইজানে, দাঘেস্তানে এবং তেরেক অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীদের বুর্জোয়া সরকার গঠন করা; কামালপন্থীদের সঙ্গে প্রণয়ের ভান করা এবং একটি তুর্কী সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ককেশীয় জনগণের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ওকালতী করা; পারস্যে আঁতাতের প্ররোচনায় মন্ত্রীদের অনবরত পরিবর্তন করা এবং সেই দেশটি সিপাই দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া—এইসব এবং অনুরূপ অন্যান্য সবকিছু দেখিয়ে দেয় যে আঁতাতের নেকড়েরা তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়। র‍্যাঙ্গেলের পরাজয়ের

পর থেকেই আঁতাতের দালালদের এই ধরনের কার্যকলাপকে চরম উত্তেজনার স্তর পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে তীব্রতর করা হয়েছে।

ককেশাসে আঁতাতের সুযোগ কতটুকু, আর বিপ্লবেরই বা সুযোগ কি?

এতে সন্দেহ নেই যে, উদাহরণস্বরূপ, দাঘেস্তান এবং তেরেক অঞ্চলে আঁতাতের সুযোগ শূন্যতে সংকুচিত হয়েছে। দাঘেস্তান ও তেরেক অঞ্চলে র‍্যাঙ্গেলের পরাজয় এবং সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা এইসব অঞ্চলে সোভিয়েত কার্যক্রমের নিবিড় বিকাশের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে এই এলাকায় সোভিয়েত সরকারের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছে। এটা কিছু দৈবাৎ নয় যে তেরেক ও দাঘেস্তানের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী গণ-কংগ্রেসগুলি রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধভাবে সোভিয়েতের জন্য লড়াই করার আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েত সরকার যে কোনও বিপদের সময় নয়, বরং এমন এক সময়ে তাদের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেছে যখন তার সৈন্যবাহিনী প্রতিধ্বনিত বিজয় অর্জন করেছে এই ঘটনাটি পার্বত্য অধিবাসীদের দ্বারা তাদের প্রতি সোভিয়েত সরকারের আস্থার চিহ্ন বলেই যথাযথভাবে উপলব্ধ হয়েছে। পার্বত্য অধিবাসীরা আমাকে একান্ত কথোপকথনের সময় বলেছে যে: 'সরকার জনগণকে যাকিছু বিপদের সময়, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার চাপে প্রদান করে তা হয় অনিশ্চিত। শুধু সেই সংস্কার ও স্বাধীনতাই নিরাপদ থাকে যা শত্রু পরাস্ত হওয়ার পরই ওপর থেকে প্রদান করা হয় যেমনটি সোভিয়েত সরকার এখন করেছে।'

আজারবাইজান যা তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে এবং রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে এক স্বেচ্ছামূলক ঐক্যবন্ধনে প্রবেশ করেছে সেখানেও আঁতাতের সুযোগ ঠিক এমান সংকুচিত। এটা দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন খুব সামান্যই যে আঁতাত আজারবাইজান আর বাকুর তেলের ওপর যে লোভী থাবা বাড়িয়ে দিচ্ছে তা আজারবাইজানের শ্রমজীবী জনগণের ঘৃণাই মাত্র উদ্রেক করতে পারে।

র‍্যাঙ্গেলের পরাজয়ের পর থেকে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াতেও আঁতাতের সুযোগ অনুরূপ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দাশ্‌নাক আর্মেনিয়া নিঃসংশয়ে আঁতাতের প্ররোচনার শিকার হয়েছে; আঁতাত তাকে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল এবং তারপরে তাকে তুর্কীদের কোমল করুণার কাছে

নির্লজ্জের মতো বিসর্জন দিয়েছিল। এতে সন্দেহ সামান্যই যে আর্মেনিয়ার মুক্তির জন্য একটি পথই খোলা আছে তা হল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিলন। এই ঘটনাটি সেই সমস্ত জনগণের কাছে—প্রথমতঃ জর্জিয়ার কাছে শিক্ষাপ্রদ হবে যাদের বুর্জোয়া সরকারগুলি এখনো আঁতাতের কাছে ক্রীতদাসসুলভ বশ্যতা স্বীকার করে।

জর্জিয়ার অর্থনৈতিক ও খাদ্য-সংক্রান্ত পরিস্থিতি যে নিদারুণ বিপর্যয়সূচক তা তার বর্তমান শাসকরাও স্বীকার করে। জর্জিয়া যা আঁতাতের জালে জড়িয়ে পড়েছে ও পরিণামস্বরূপ বাকুর তেল আর কুবানের শস্য উভয়ই হারিয়েছে, জর্জিয়া যা ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে এবং সেই কারণেই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বৈরী সম্পর্কে নিমগ্ন হয়েছে—সেই জর্জিয়া তার মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। এতে বিস্ময়ের সামান্যই অবকাশ আছে যে বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়ে মৃতপ্রায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পচা-নষ্ট নেতা হের কাউটস্কি এই ছাতা-ধরা জর্জিয়া যা আঁতাতের জালে আবদ্ধ সেখানে, দেউলিয়া জর্জিয়ান সমাজতন্ত্রী সরাইওয়ালাদের মধ্যে আশ্রয়স্থল খুঁজে পেল। এতে সন্দেহ খুব অল্পই রয়েছে যে বিপদের মুহূর্তে আঁতাত জর্জিয়াকে পরিত্যাগ করবে ঠিক যেমনটি তারা পরিত্যাগ করেছিল আর্মেনিয়াকে।

পারস্যে ব্রিটিশদের ঐ দেশের বিজেতা হিসাবে অবস্থান ক্রমশঃই আরও বেশি বেশি স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। আমরা জানি যে পারসীয় সরকার তার সংগঠনের বিচিত্রদৃক্ পরিবর্তন নিয়ে ব্রিটিশ সামরিক এ্যাটাশেদের শিখণ্ডীমাত্র হয়েছে। আমরা জানি যে তথাকথিত পারসীয় সেনাবাহিনী আর টিঁকে নেই, ব্রিটিশ সিপাইদের দিয়ে তাদের স্থান পূরণ করা হয়েছে। আমরা জানি যে এই ঘটনাটি তেহেরান ও তাব্রিঝে কয়েকটি ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভ উত্তাল করেছে। এতে সন্দেহ খুব সামান্যই যে এই পরিস্থিতি পারস্যে আঁতাতের সুযোগ বাড়াবে বলে গণ্য করা যায় না।

এবং সবশেষে তুরস্ক। সেভার্সের চুক্তি[১১২] যা সাধারণভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে কামালপন্থীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল তার সময় নিঃসন্দেহে শেষ হয়ে আসছে। একদিকে আঁতাতের বিরুদ্ধে কামাল-পন্থীদের লড়াই ও ব্রিটেনের উপনিবেশগুলিতে তা যে বর্ধমান বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলছে, অপরদিকে র‍্যাঙ্গেলের পরাজয় ও গ্রীসে ভেনিজেলোদের পতন

আঁতাতকে কামালপন্থীদের প্রতি এক নরমতর নীতি গ্রহণে স্বীকৃত করেছে। আঁতাত সম্পূর্ণ 'নিরপেক্ষ' রয়েছে এই অবস্থায় কামালপন্থীদের দ্বারা আর্মেনিয়ার পরাজয়, থ্রেস্ এবং স্মির্নাকে তুরস্কের কাছে প্রত্যাশিত প্রত্যর্পণের গুজব, কামালপন্থী এবং সুলতান যে আঁতাতের একজন দালাল, তাদের মধ্যে মীমাংসার এবং কনস্তান্তিনোপ্‌ল্ থেকে প্রত্যাশিত সৈন্যাপসারণের জনশ্রুতি এবং সবশেষে তুরস্কের পশ্চিম রণাঙ্গনে শান্ততা—এই সবকিছুই হল সেইসব চিহ্ন যা নির্দেশ করছে এই যে আঁতাতশক্তি কামালপন্থীদের সঙ্গে প্রচণ্ড রকম দহরম-মহরম করছে এবং কামালপন্থীরা খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণমার্গে একটু ঝুঁকছে।

কামালপন্থীদের সঙ্গে আঁতাতের দহরম-মহরম কীরকমভাবে শেষ হবে এবং কামালপন্থীরা দক্ষিণমার্গে কতদূর পর্যন্তই বা ঝুঁকবে তা বলা কঠিন। কিন্তু একটি ব্যাপার নিশ্চিত যে কয়েক বছর আগে উপনিবেশগুলির মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তীব্রতা পাবে, যে এই সংগ্রামের স্বীকৃত পতাকাবাহক রাশিয়া একে যারাই সমর্থন করবে তাদেরকে সকল প্রাপ্তিসাধ্য সুযোগ দিয়ে সাহায্য করবে এবং এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই হয় কামালপন্থীদের **নিয়েই**, যদি তারা নিপীড়িত মানুষের মুক্তির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে অথবা তারা **ব্যতিরেকেই** যদি তারা আঁতাতের শিবিরে বাসা বাঁধে।

এর প্রমাণ হল সেই বিপ্লব যা পাশ্চাত্ত্যে জ্বলে উঠছে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বর্ধমান শক্তি।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬৯

৩০শে নভেম্বর, ১৯২০

সোভিয়েত আর্মেনিয়া দীর্ঘজীবী হোক!

এতাবৎকাল শহীদের যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং নিপীড়িত আর্মেনিয়া, আঁতাত ও দাশ্‌নাকদের কল্যাণে অনাহার, ধ্বংস এবং উদ্বাস্তুর ভাগ্যে প্রপীড়িত তার জনগণকে নিয়ে—তার সকল 'মিত্রের' দ্বারা প্রবঞ্চিত এই আর্মেনিয়া নিজেকে একটি সোভিয়েত দেশ বলে ঘোষণা করে এখন মুক্তিলাভ করেছে।

আর্মেনিয়ার স্বার্থের 'প্রাচীন রক্ষাকর্তা' ব্রিটেনের মিথ্যা সান্ত্বনা, উইলসনের প্রসিদ্ধ চোদ্দ দফা[১১৩], এমনকি আর্মেনিয়ার প্রশাসনের জন্য জাতিপুঞ্জের 'ম্যাণ্ডেট' সহ হামবড়া অঙ্গীকারগুলি কোনও কিছুই আর্মেনীয়দেরকে ধ্বংস ও দৈহিক বিনাশ থেকে রক্ষা করেনি (বা করতে পারেনি!)। শুধুমাত্র সোভিয়েত ক্ষমতার চিন্তাই আর্মেনিয়াতে শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের সম্ভাবনা এনেছিল।

এই হল কতকগুলি কারণ যা আর্মেনিয়ার সোভিয়েতীকরণকে সম্ভব করেছে। আঁতাতদের সেই দালাল দাশ্‌নাকদের বিপজ্জনক নীতি দেশকে নৈরাজ্য আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় নিয়ে যায়। তুরস্কের বিরুদ্ধে দাশ্‌নাকদের প্ররোচিত যুদ্ধ আর্মেনিয়াকে দুর্দশার শেষ প্রান্তে হাজির করে। নভেম্বরের শেষভাগে আর্মেনিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলি ক্ষুধা আর নৈরাজ্যে নিপীড়িত হয়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে এবং কমরেড রাশিয়ানের নেতৃত্বে একটি আর্মেনীয় বিপ্লবী সামরিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। ৩০শে নভেম্বর আর্মেনীয় বিপ্লবী সামরিক কমিটির সভাপতির কাছ থেকে সোভিয়েত আর্মেনিয়ার জন্মলাভ ও ঐ কমিটির দ্বারা ডেলিজান শহর দখলের ঘোষণা করে কমরেড লেনিনকে প্রেরিত একটি অভিনন্দনসূচক তারবার্তা পাওয়া যায়। ১লা ডিসেম্বর সোভিয়েত আজারবাইজান স্বেচ্ছায় বিতর্কিত প্রদেশগুলির ওপর থেকে তার দাবি ত্যাগ করে এবং জাঙ্গেজুর, নাখিশেভান ও নাগোর্নি কারাবাখ্‌কে সোভিয়েত আর্মেনিয়ার কাছে ছেড়ে দেয়। ২রা ডিসেম্বর কমরেড ওর্দ্‌জোনিকিদ্‌ঝের কাছ থেকে খবর আসে যে এরিভানের দাশ্‌নাক সরকারকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং আর্মেনীয় সৈন্যরা বিপ্লবী কমিটির নির্দেশাধীনে তাদেরকে জমায়েত করছে।

আর্মেনিয়ার রাজধানী এরিভান এখন আর্মেনীয় সোভিয়েত সরকারের হাতে।

আর্মেনিয়া, তুরস্ক এবং আজারবাইজানের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে একটিমাত্র আঘাতেই আর্মেনিয়া এবং চতুষ্পার্শস্থ মুসলিম জনগণের মধ্যেকার যুগ-প্রাচীন বৈরিতা মুছে দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সকলেরই এটা জানা থাকুক যে তথাকথিত আর্মেনীয় 'সমস্যাটি' যার ওপর সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ধেড়ে নেকড়েরা বৃথাই তাদের মাথা খুব বেশি রকম ঘামিয়েছিল, তা একমাত্র সোভিয়েত ক্ষমতাই সমাধান করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সোভিয়েত আর্মেনিয়া দীর্ঘজীবী হোক!

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭৩

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯২০

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

টীকা

১। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সালে জার্মানরা রিগা উপসাগরের প্রবেশমুখে ওসেল, দাগো এবং অন্যান্য বল্টিক দ্বীপগুলিতে সৈন্য নামানো শুরু করে।

২। বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ও গোষ্ঠীগুলির একটি জোটের দ্বারা ১৯১৭ সালের এপ্রিলে কিয়েভে ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভের পর রাদা সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে ও কালেদিন এবং ডন অঞ্চলের অন্যান্য শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের সমর্থন করে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াইয়ের পথ ধরে। ১৯১৮ সালের এপ্রিলে জার্মান দখলদারী বাহিনী রাদাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ও স্কোরোপাদ্স্কির নেতৃত্বে একটি হেত্‌ম্যানেট কায়েম করে।

৩। গণ-কমিশার পরিষদের 'চরমপত্র' অথবা 'ইউক্রেনীয় জনগণের প্রতি ইস্তাহার এবং ইউক্রেনীয় রাদাকে চরমপত্র' যা ভি.আই. লেনিন দ্বারা খসড়াকৃত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে: '...আমরা, গণ-কমিশার পরিষদ, ইউক্রেনীয় গণ প্রজাতন্ত্রকে ও রাশিয়া থেকে তার পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও নিজেদের মধ্যে অন্যান্য অনুরূপ সম্পর্ক বিষয়ে রুশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কোনও চুক্তি সম্পাদন করার অধিকারকে স্বীকার করি।

'ইউক্রেনীয় জনগণের জাতীয় অধিকার ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে যা সম্পর্কিত তা সব কিছুই আমাদের, গণ-কমিশার পরিষদের দ্বারা এই মুহূর্ত থেকেই এবং কোনও সীমা বা শর্ত ছাড়াই স্বীকৃত' (ভি.আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৬ খণ্ড, দ্রষ্টব্য)।

পেত্রোগ্রাদ ইউক্রেনীয় কর্মীবৃন্দ [এর পুরো নাম হল: পেত্রোগ্রাদ সামরিক এলাকার রাদার ইউক্রেনীয় কর্মীবৃন্দ (ইউক্রেনীয়ান স্টাফ অফ দি পেত্রোগ্রাদ মিলিটারী এরিয়া)] যারা কেন্দ্রীয় রাদার তরফ থেকে গণ-কমিশার পরিষদের সঙ্গে মীমাংসা আলোচনা করছিল তাদের প্রতি গণ-কমিশার পরিষদের 'উত্তরে' বলা হয়েছিল যে: 'রাদার শর্তগুলির বিষয়ে বলা যায় যে তাদের মধ্যে যেগুলি নীতির প্রশ্নের (আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলি সম্পর্কে কোনও বিতর্ক বা বিরোধই নেই কারণ গণ-কমিশার

পরিষদ এই সব নীতিগুলিকে সেগুলির পূর্ণ মাত্রাতেই স্বীকার করে ও প্রয়োগ করে' (**ইজ্ভেস্তিয়া,** নং ২৪৫, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ দ্রষ্টব্য)।

৪। তারবার্তাটিতে বলা হয়েছিল যে শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের এবং কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির একটি অংশের এক সারা-ইউক্রেনীয় কংগ্রেস দ্বারা ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে নির্বাচিত একটি সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ইউক্রেনে সামগ্রিক ক্ষমতা গ্রহণ করেছে (**ইজ্ভেস্তিয়া,** নং ২৫২, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ দ্রষ্টব্য)।

৫। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের তৃতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস ১০ই থেকে ১৮ই জানুয়ারি, ১৯১৮তে পেত্রোগ্রাদে মিলিত হয় এবং তাতে ১,০৪৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। গণ-কমিশার পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে ভি. আই. লেনিন কর্তৃক একটি প্রতিবেদন এবং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের কে. কা. ক-র কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াই-এম. স্বের্দলভ কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রদত্ত হয়। জে. ভি. স্তালিন জাতীয় প্রশ্নের ওপর একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই কংগ্রেস কে. কা. ক-র এবং গণ-কমিশার পরিষদের নীতিকে অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং জে. ভি. স্তালিনের সাহায্যে ভি. আই. লেনিনের খসড়াকৃত 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকারসমূহের ঘোষণাটি', ফিনল্যাণ্ড ও আর্মেনিয়ার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতিদান সম্বন্ধীয় গণ-কমিশার পরিষদের ডিক্রীগুলি এবং রুশ প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়ে জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।

৬। ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে গৃহীত ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদার তৃতীয় বিশ্বজনীন (ইস্তাহার)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, দাশ্নাক ও মুসাভাতিস্তদের দ্বারা তিফ্লিসে ককেশীয় অথবা ট্রান্সককেশীয় কমিশার সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সালের ২৬শে মে পর্যন্ত এটা চালু ছিল।

৮। ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গণ সম্পাদকমণ্ডলী ইউক্রেনীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম সোভিয়েত সরকারটি ইউক্রেনীয় সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বারা তার সদস্যদের মধ্য থেকে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচিত হয়। ১৯১৮-র এপ্রিলে ইউক্রেনে জার্মানদের দখলকে কেন্দ্র করে গণ-সম্পাদকমণ্ডলী পুনঃসংগঠিত হয় এবং তার প্রধান দায়িত্ব দাঁড়ায় জার্মান

দখলদার ও হেদ্‌ম্যাক বাহিনীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলনকে পরিচালনা করা।

৯। রাশিয়া ও চতুঃশক্তি জোট (জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক)-এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি ১৯১৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখ ব্রেস্ট-লিতভস্কে ২৮ দিনের মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হয়। শান্তি মীমাংসা-আলোচনার দীর্ঘায়িত চরিত্রের দরুণ যুদ্ধবিরতি চুক্তিটিও দীর্ঘায়িত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ জার্মানরা যুদ্ধবিরতি লংঘন করে ও গোটা রণাঙ্গন জুড়ে এক আক্রমণ শুরু করে।

১০। ১৯১৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি ব্রেস্ট লিতভস্কে ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা এবং চতুঃশক্তি জোটের প্রতিনিধিদের মধ্যে গোপন মীমাংসা-আলোচনার পর সম্পাদিত একটি চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। **বাকিন্‌স্কি রাবোচি** (বাকু শ্রমিক)—বাকু বলশেভিক সংগঠনের মুখপত্র। এর সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে, ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে এবং ১৯১৭-র এপ্রিল থেকে ১৯১৮ র আগস্ট পর্যন্ত। ১৯২০-এর ২৫শে জুলাই আজারবাইজানে সোভিয়েত ক্ষমতার বিজয় অর্জনের পর সংবাদপত্রটি **আজারবাইজানস্কায়া বেদ্‌নোটা (আজারবাইজান গরিব)** নামে পুনঃপ্রকাশিত হতে শুরু করে কিন্তু ১৯২০ সালের ৭ই নভেম্বর এর পুরানো নামকে আবার প্রবর্তিত করে। এটি বর্তমানে আজারবাইজান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও বাকু কমিটির মুখপত্র।

১২। ১৮৬১-৬৫ সালের আমেরিকান গৃহযুদ্ধ, যা উত্তরের রাষ্ট্রগুলির জয় ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতার পরাজয় এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছিল।

১৩। সোন্দারবান্দ—১৮৪৫ সালে গঠিত সুইজারল্যাণ্ডের সাতটি ক্যাথলিক প্রদেশ (ক্যান্টন)-এর এক প্রতিক্রিয়াশীল জোট। ১৮৪৭ সালে সোন্দারবান্দ এবং সুইজারল্যাণ্ডে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠনের যারা পক্ষে ছিল সেই সব অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে এক সশস্ত্র সংঘর্ষ ফেটে পড়ে। সোন্দার-বান্দের পরাজয় এবং একটি রাষ্ট্র-সমবায় থেকে এক সংহত যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে সুইজারল্যাণ্ডের রূপান্তরের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ হয়।

১৪। আর. এস. এফ. এস. আর.-এর সংবিধান খসড়া করার জন্য ১লা এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখে সারা-রুশ কে. কা. ক.-র কমিশনটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

তার নেতৃত্বে থাকেন জে. ভি. স্তালিন ও ওয়াই. এম. স্বের্দলভ। এটি তার কাজের বনিয়াদ হিসেবে সোভিয়েতসমূহের তৃতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকারসমূহের ঘোষণাটি' এবং জে. ভি. স্তালিনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত 'রুশ প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি'-র ওপর প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করেছিল। জে. ভি. স্তালিনের 'আর. এস. এফ. এস. আর-এর সংবিধানের সাধারণ ধারাসমূহ'-র খসড়াটি কমিশন কর্তৃক আলোচিত হয় এবং ১৯শে এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখে গৃহীত হয়।

১৫। তুর্কিস্তান অঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের পঞ্চম কংগ্রেস ২০শে এপ্রিল থেকে ১লা মে, ১৯১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এটি তুর্কিস্তান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করে এবং একটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও একটি গণ-কমিশার পরিষদ নির্বাচিত করে।

১৬। তাতার-বাশ্‌কির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের একটি সংবিধান রচয়িতা কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য সম্মেলনটি মস্কোতে ১০ই থেকে ১৬ই মে, ১৯১৮ মিলিত হয়। এই সম্মেলনে তাতার, বাশ্‌কির, চুভাস এবং মারি-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং এর সভাপতি ছিলেন জে. ভি. স্তালিন। তাতার-বাশ্‌কির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েতসমূহের একটি সংবিধান রচয়িতা কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য এখান থেকে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। গৃহযুদ্ধের অভ্যুত্থান কংগ্রেসের অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করে।

১৭। **নাশে ভ্রেমিয়া** (আমাদের কাল)—ডিসেম্বর, ১৯১১ থেকে জুলাই, ১৯১৮ পর্যন্ত মস্কোতে প্রকাশিত সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ঝোঁকের একটি সান্ধ্য সংবাদপত্র।

১৮। ট্রান্সককেশীয় সংসদ (ডায়েট) ও তুরস্কের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তি-আলোচনা বাতুম শহরে ১১ই মে, ১৯১৮ তারিখে শুরু হয়। ২৬শে মে তারিখে ট্রান্সককেশীয় প্রজাতন্ত্রের অবলুপ্তির পর মীমাংসা-আলোচনা পরিচালিত হয় 'স্বতন্ত্র' জর্জিয়ার মেনশেভিক সরকারের দ্বারা। ১৯১৮-র ৪ঠা জুন বাতুমে স্বাক্ষরিত শান্তি-চুক্তিতে আখাল্‌ৎশিখ উয়েজ্‌দ এবং আখাল-কালাকি উয়েজ্‌দ তুরস্কের হাতে সমর্পিত হয়। তুরস্ক তার সৈন্যবাহিনী চলা-চলের জন্য জর্জিয়ার রেলপথ ব্যবহারের অধিকারও পায়।

১৯। প্রতিবিপ্লবী ট্রান্সককেশীয় সংসদের বিরুদ্ধে আব্‌খাজিয়ায় ১৯১৮-র মার্চে অভ্যুত্থান ফেটে পড়ে। ট্রান্সককেশীয় কমিশার সংসদের হাতিয়ারগুলি

বিলুপ্ত করা হয় এবং সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষিত হয়। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মেনশেভিকরা বিরাট বাহিনী পরিচালনা করে এবং বিদ্রোহীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও তারা ১৯১৮-র ১৭ই মে বিধ্বস্ত হয়। এর পরে পরেই চালানো হয় নৃশংস প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ যা অসামরিক নাগরিকদের ওপরেও প্রসারিত হয়েছিল।

২০। আর. এস. এফ. এস. আর. এবং ইউক্রেনীয় হেত্‌ম্যান সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে শান্তি সম্মেলনটি ২৩শে মে, ১৯১৮ তারিখে কিয়েভে উদ্বোধিত হয় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২১। ২৯শে মে, ১৯১৮ তারিখে গণ-কমিশার পরিষদ জে. ভি. স্তালিনকে দক্ষিণ রাশিয়ায় খাদ্যবিষয়ক জেনারেল ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করে। তাঁর আজ্ঞাপত্রে (ম্যাণ্ডেট) লেখা হয়েছিল :

'গণ-কমিশার পরিষদের সদস্য গণ-কমিশার জোসেফ ভিসারিওনোভিচ্‌ **স্তালিন** গণ-কমিশার পরিষদ দ্বারা দক্ষিণ রাশিয়ায় খাদ্যবিষয়ক জেনারেল ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন ও তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হল। গণ-কমিশারদের স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিষদ, সোভিয়েতসমূহ, বিপ্লবী কমিটিগুলি, সৈন্যবাহিনীর সামরিক কর্মী ও প্রধানগণ, রেলপথ সংস্থা ও স্টেশন-মাষ্টাররা, নদী ও সমুদ্রপথের বাণিজ্যিক জাহাজ পরিবহনের, ডাক ও তার দপ্তরের সংগঠনগুলি এবং খাদ্য সংস্থাসমূহ ও সকল কমিশার ও দূত এদের সকলকে এতদ্দ্বারা কমরেড স্তালিনের নির্দেশ পালন করতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

'গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি

ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)'

২ । পাঁচ ব্যক্তির কলেজিয়ামটি ছিল মস্কো-কিয়েভ-ভরনেঝ্‌ এবং অন্যান্য রেলপথের বোর্ডের প্রশাসনিক ও প্রকৌশলী পরিচালক সংস্থা, এর সদর দপ্তর ছিল ভরনেঝে।

২৩। ১৯১৮র ৬ই জুলাই রাত্রে ভি. আই. লেনিন জে. ভি. স্তালিনকে মস্কোতে 'বামপন্থী' সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিদ্রোহের সংবাদ দেন। ভি. আই. লেনিনের বার্তাটি যা জারিৎসিনে জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ তারযোগে গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে : 'এই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জঘন্য হঠকারীরা যারা প্রতিবিপ্লবীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই সর্বত্রই নির্মমভাবে দমন করতে হবে।...সুতরাং

বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কোনও করুণা দেখাবেন না এবং আমাদেরকে নিয়মিতভাবে সংবাদ দেবেন…'(প্রাভদা, নং ২১, ২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৬ দ্রষ্টব্য)।

২৪। গণ-কমিশারদের বাকু পরিষদের সভাপতি এস. জি. শৌমিয়ানকে প্রেরিত এই পত্রটির জন্য 'ইউ. এস. এস. আর-এ গৃহযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত নথিসমূহ' (ডকুমেণ্টস্ অন দি হিস্টরি অফ দি সিভিল ওয়ার ইন্ দি ইউ. এস. এস. আর) ১ম খণ্ড, ১৯৪০ দেখুন।

২৫। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশদের দ্বারা মুরমান্স্ক দখলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬। চকপ্রদ—দক্ষিণ রাশিয়ার বিশেষ আঞ্চলিক খাদ্য কমিটি।

২৭। জে. ভি. স্তালিনের পত্রটি পেয়ে ভি. আই. লেনিন তা থেকে শীর্ষ-লেখ ও স্বাক্ষরটি বাদ দিয়ে সেটিকে তাঁর নিজের নির্দেশ হিসেবে পেত্রোগ্রাদে পাঠিয়ে দেন।

২৮। **সোলদাৎ রিভল্যুৎসাই** (বিপ্লবের সৈনিক)—জে. ভি. স্তালিনের উদ্যোগে আরব্ধ জারিৎসিন রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীর সংবাদপত্র। ৭ই আগস্ট, ১৯১৮ থেকে এটি উত্তর ককেশীয় সামরিক এলাকার সামরিক পরিষদের মুখপত্র হিসেবে, ২৬শে সেপ্টেম্বর (নং ৪২) থেকে দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের মুখপত্র হিসেবে এবং ২৯শে অক্টোবর (নং ৬৯) থেকে এর প্রকাশ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত দশমবাহিনীর বিপ্লবী সামরিক পরিষদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।

২৯। **বর্বা** (সংগ্রাম)-র প্রকাশ শুরু হয় ১৯১৭-র মে মাস থেকে আর. এস. ডি. এল. পি(ব)-র জারিৎসিন কমিটির মুখপত্র হিসেবে এবং তা ১৯১৭-র শেষদিকে শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও কশাক ডেপুটিদের জারিৎসিন সোভিয়েতের মুখপত্রে পরিণত হয়। মার্চ, ১৯৩০ পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়।

৩০। ২১শে আগস্ট, ১৯১৭ তারিখে জেনারেল কর্নিলভ কর্তৃক জার্মানদের হাতে রিগা সমর্পিত হয়।

৩১। প্রাক্-সংসদ বা প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী পরিষদটি ছিল পেত্রোগ্রাদে ১৪ই-২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭-য় অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সম্মেলনের সদস্যদের থেকে নির্বাচিত বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের একটি উপদেষ্টা সংস্থা। বিপ্লবের প্রসার স্তব্ধ করা ও দেশকে সোভিয়েত বিপ্লবের পথ থেকে বুর্জোয়া সংসদীয়তায়

অপসারণ করার চিন্তা থেকে এটি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩২। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অব্যাহত রাখার জন্য জনগণের শক্তি ও সম্পদকে সামিল করার উদ্দেশ্যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক-সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা ৭ই আগস্ট, ১৯১৭ তারিখে পেত্রো-গ্রাদে 'প্রতিরক্ষা সম্মেলন' আহূত হয়।

৩৩। কালো কংগ্রেস—রদ্‌জিয়াংকোর সভাপতিত্বে বলশেভিকবাদের ও বর্ধমান বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিবিপ্লবের শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মস্কোতে ১২ই-১৪ই অক্টোবর, ১৯১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বড় জমিদার, কারখানামালিক, যাজক, সামরিক বাহিনীর জেনারেল ও কর্মকর্তাদের একটি সম্মেলন।

৩৪। **রাবোচি পুৎ** (শ্রমিকের পথ)—একটি সংবাদপত্র, ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের দিনগুলিতে অস্থায়ী সরকার কর্তৃক **প্রাভদা** বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার স্থানে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। এটি ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ২৮শে অক্টোবর, ১৯১৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; আর এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন জে. ভি. স্তালিন।

৩৫। তর্‌পারি—ফিনল্যাণ্ডের ভূমিহীন কৃষকরা যারা বড় জমিদারদের কাছ থেকে নিপীড়নমূলক শর্তে জমি ভাড়া নিতে বাধ্য হতো।

৩৬। নভেম্বর, ১৯১৮য় মস্কোতে অনুষ্ঠিত মুসলিম কমিউনিস্টদের প্রথম কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রু. ক. পা. (ব)-র মুসলিম সংগঠনগুলির একটি কেন্দ্রীয় ব্যুরো এখান থেকে নির্বাচিত হয়।

৩৭। এই নিবন্ধটিও কিছু অদলবদল করে প্রাভদা, সংখ্যা ২৬১, ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৮য় একটি সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয়।

৩৮। ইউক্রেনের শ্রমিক ও কৃষকের অস্থায়ী সরকার ১৯১৮-র নভেম্বরের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কেন্দ্র প্রথমে ছিল কুর্স্ক ও পরে সুদ্‌জা। কে. ই. ভরোশিলভ এবং এফ. এ. সের্গেইয়েভ (আর্টিয়োম) ছিলেন এর সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। ২৯শে নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সরকার হেত্‌ম্যানের উচ্ছেদ ও ইউক্রেনে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে।

৩৯। ইউক্রেনীয় ডিরেক্টরী—১৯১৮-র শেষদিকে পেৎলুরা এবং ভিন্নিচেং-

কোর নেতৃত্বে ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা কিয়েভে গঠিত একটি প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সরকার। ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনীয় শ্রমিক ও কৃষকদের এক অভ্যুত্থান এটিকে উচ্ছেদ করে।

৪০। এই নিবন্ধটিও যুগপৎভাবে **প্রাভদায়** (নং ২৭৩, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৮) একটি অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয়।

৪১। এস্টল্যাণ্ড শ্রমিক কমিউন—জার্মান দখল থেকে লালফৌজ নার্ভাকে মুক্ত করবার পর ২৯শে নভেম্বর, ১৯১৮ এস্টল্যাণ্ড সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ তারিখ গণ-কমিশার পরিষদ এস্টল্যাণ্ড সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক খসড়াকৃত একটি ডিক্রীকে অনুমোদিত করে।

৪২। ১৯১৮-র ডিসেম্বরের মাঝামাঝি লাত্ভিয়াতে সোভিয়েত ক্ষমতা ঘোষিত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর লাত্ভিয়ার অস্থায়ী সোভিয়েত সরকার সোভিয়েতসমূহের নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় ঘোষণা করে শ্রমজীবী জনগণের প্রতি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছিল যে: 'আমরা জানি যে এই কঠিন পথে, এই শ্রমসাধ্য সংগ্রামে আমরা একা নই। আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আর. এস. এফ. এস. আর. যার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে অব্যাহতভাবে আবদ্ধ থাকব এবং তা শুধুমাত্র বাইরের বন্ধনেই নয়।'

৪৩। জার্মান দখলদারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিথুয়ানীয় তারিবা (বুর্জোয়া জাতীয় পরিষদ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৪। পেৎলুরাবাদীদের দ্বারা খারকভ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর গ্রেপ্তার ১৯১৮-র ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে খারকভে তিনদিনের ধর্মঘটকে প্ররোচিত করে। ধর্মঘট সকল কারখানা, ট্রাম-পরিবহন ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রসারিত হয়। পেৎলুরা কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়, তারপর সোভিয়েত ঐ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।

৪৫। বুর্জোয়া তারিবা এবং জার্মান দখলদারী কর্তৃপক্ষের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ লিথুয়ানিয়া ও বিয়েলোরাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ ভিল্না এবং অন্যান্য লিথুয়ানিয়ান শহরে বিক্ষোভ ও একটি সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ভিল্না বিক্ষোভ যাতে শহরের ২০,০০০ শ্রমিক ও গরিব মানুষেরা অংশ নিয়েছিল

তার শ্লোগান ছিল 'সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে!' বিক্ষোভকারীরা এই দাবিও করেছিল যে জার্মানদেরকে লিথুয়ানিয়া থেকে রেল-পরিবহনের সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পদ সরিয়ে নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে।

৬। গণ-কমিশার পরিষদ ও লালফৌজের প্রতি ভিল্না সোভিয়েত কর্তৃক ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ তারিখে অভিনন্দনবার্তা গৃহীত হয়। গণ-কমিশার পরিষদের প্রতি অভিনন্দনে বলা হয় যে: 'বিশ্ব সর্বহারার পরীক্ষিত ও পোড়-খাওয়া নেতা কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে গণ-কমিশার পরিষদ হল লিথুয়ানিয়ার পূর্ণ মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম বর্তমানে বিকশিত হচ্ছে তাতে সেখানকার শ্রমিক-শ্রেণীর ধ্রুবতারা।'

লালফৌজের প্রতি অভিনন্দনে বলা হয় যে: '…প্রতিবিপ্লবের সশস্ত্র শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা যে বীরত্বপূর্ণ সাহস প্রদর্শন করছেন তাকে আমরা, লিথুয়ানিয়ার শ্রমিকরা, গভীরতম শ্রদ্ধা জানাই। আমরা লিথুয়ানিয়ার সেই শ্রমিক ও কৃষক সন্তানদেরকেও অভিনন্দন জানাই যারা লালফৌজে যোগ দিয়েছে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ও বিশেষ করে তাদের যে ভাইয়েরা বর্বর দখলদারীর জোয়ালের তলায় যন্ত্রণা পাচ্ছে তাদের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে।…'

৪৭। বলশেভিক ভি. এস. মাইকেভিসিয়াস-ক্যাপসুকাসকে নেতৃত্বে রেখে লিথুয়ানিয়ার অস্থায়ী বিপ্লবী শ্রমিক সরকার ১৯১৮ র ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গঠিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ তারিখে এটি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে যাতে ঘোষিত হয় যে: '(১) দেশের সকল ক্ষমতা শ্রমিক ও ভূমিহীন এবং দরিদ্র কৃষকদের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। (২) জার্মান দখলদার কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। (৩) লিথুয়ানিয়ায় কাইজারের তারিবাকে তার মন্ত্রিপরিষদসহ গদীচ্যুত ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

৪৮। লেনিনের স্বাক্ষরিত আর. এস. এফ. এস. আর-এর গণ কমিশার পরিষদের একটি ডিক্রী দ্বারা ২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ সালে লিথুয়ানিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে। জে. ভি. স্তালিনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ তারিখে গৃহীত সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে: 'সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক জনগণের

বিপ্লবী সংগ্রামের ফলে আজ যখন এস্টল্যাণ্ড, লাত্ভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি পুনঃনিশ্চিত করছে এই যে এই দেশগুলি যে পূর্বে পুরানো জার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই ঘটনাটি তাদের ওপর কোনওরকম বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিচ্ছে না। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে যে একমাত্র এখনি আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করার সাথে সাথে এবং শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের এলাকায় বসবাসকারী সকল জাতির শ্রমজীবী জনগণের স্বাধীন, স্বেচ্ছামূলক ও অবিনশ্বর ঐক্য সৃষ্টি করা যায়।...'

৪৯। পূর্ব রণাঙ্গনে এবং বিশেষ করে তৃতীয় বাহিনীর এলাকায় (সেক্টর) যে নিদারুণ বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল সেই বিষয়ে ভি. আই. লেনিনের প্রস্তাবের ওপর রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে জে. ভি. স্তালিনকে পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠানো হবে। পার্মের আত্মসমর্পণ এবং রণাঙ্গনে বিপর্যয়ের কারণগুলি তদন্ত করার জন্য ও সেই সঙ্গে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বাহিনীর এলাকায় পার্টির ও সোভিয়েতের কার্যক্রম পুনরারম্ভ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১লা জানুয়ারি, ১৯১৯ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রতিরক্ষা পর্ষদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় কমিটির দু'জন সদস্য জে. ভি. স্তালিন ও এফ. ই. জার্ঝিন্স্কিকে নিয়ে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। ৩রা জানুয়ারি, ১৯১৯ জে. ভি. স্তালিন এবং এফ. ই. জার্ঝিন্স্কি পূর্ব রণাঙ্গনের দিকে রওনা দেন, সেখানে তাঁরা তৃতীয় বাহিনীর লড়াই করার দক্ষতাকে পুনরুজ্জীবিত করা ও রণাঙ্গনের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগকে শক্তিশালী করার জন্য এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পরিশ্রমকে ধন্যবাদ যে ঐ মাসের শেষের দিকের মধ্যেই পূর্ব রণাঙ্গনে চূড়ান্তরকম পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।

৫০। পার্ম বিপর্যয়ের কারণগুলি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জে ভি. স্তালিন এবং এফ. ই. জার্ঝিন্স্কি ভি. আই. লেনিন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি 'সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক রিপোর্ট' প্রেরণ করেন। তৃতীয় বাহিনী এলাকায় পরিস্থিতির পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণোদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম করার জন্য কমিশনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাবলীও এতে ছক করা ছিল। ঐ বক্তব্যের জবাবে ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ভি. আই. লেনিন নিম্নরূপ তারবার্তা পাঠান:

'স্তালিন ও জারঝিন্স্কিকে তাঁদের গ্রাজভের ঠিকানায়।

আপনাদের প্রথম সাঙ্কেতিক বার্তাটি পেয়েছি ও পড়েছি। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির কার্যস্থলে প্রয়োগকে ব্যক্তিগতভাবে তদারক করার জন্য আপনাদের উভয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ, নচেৎ সাফল্যের কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না।—লেনিন'

৫১। কেন্দ্রীয় যৌথ সংস্থা (কলেজিয়াম)—সারা-রুশ উদ্বাসন কমিশনের স্থানীয় সংস্থা।

৫২। এখানে সেই তিনটি রেজিমেণ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জে. ভি. স্তালিন এবং এফ. ই. জারঝিন্স্কির অনুরোধে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ কর্তৃক যেগুলিকে তৃতীয় বাহিনীর কাছে পাঠানোর কথা ছিল। প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের কাছে এই রিপোর্ট সুপারিশ করার সময় ভি. আই. লেনিন প্রান্ত-অংশে লিখে দেন: '...আমার মতে এটা **পুরোপুরিই সাংঘাতিক** যে ভ্যাত্‌সেতিস্ তিনটি রেজিমেণ্টকে নার্ভায় যেতে নির্দেশ দিয়েছে। **এই আদেশ বাতিল কর !!'** ('লেনিন মিশেলানি', সংখ্যা ৩৪ দেখুন)।

৫৩। শহর ও গ্রামের বিত্তশালী অংশের ওপর একবার মাত্র বিশেষ কর বসানো সম্পর্কে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ডিক্রীটি ২রা নভেম্বর, ১৯১৮-য় প্রকাশিত হয়। এতে আদেশ দেওয়া হয় যে পুরো করের বোঝা চাপাতে হবে কুলাকদের ওপর, মাঝারি কৃষকদের ওপর নরমভাবে কর বসাতে হবে এবং গরিব কৃষকদের একেবারে অব্যাহতি দিতে হবে।

৫৪। **সা. রু. কে. কা. ক-র ইজ্‌ভেস্তিয়া** (সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহ কমিটির গেজেট)—**শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ইজ্‌ভেস্তিয়া** হিসেবে সর্বপ্রথম ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭-য় প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র। সোভিয়েতসমূহের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেসের পর ১লা আগস্ট, ১৯১৭ তারিখে এটি শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের মুখপত্রে পরিণত হয় এবং **কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ও শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের ইজ্‌ভেস্তিয়া** নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেসের পর ২৭শে অক্টোবর, ১৯১৭ এটি সোভিয়েত সরকারের কেন্দ্রীয় মুখপত্রে পরিণত হয়। ১২ই মার্চ, ১৯১৮-এর প্রকাশনার স্থান মস্কোতে সরানো হয় এবং এর পরিবর্তিত নাম হয় **কৃষক, শ্রমিক,**

সৈনিক এবং কশাক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ইজ্ভেস্তিয়া। ২২শে জুন, ১৯১৮ এটি সা. রু. কে. কা. ক. এবং মস্কো সোভিয়েতের মুখপত্রে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে ইউ. এস. এস. আর.-এর কে. কা. ক. এবং আর. এস. এফ. এস. আর-এর কে. কা. ক.-র মুখপত্র হয়।

৫৫। ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ মিন্স্কে যে প্রথম বিয়েলোরুশ সোভিয়েত-সমূহের কংগ্রেস উদ্বোধিত হয় এবং যাতে ২৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন তা বিয়েলোরাশিয়াকে একটি স্বতন্ত্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে, বিয়েলোরুশ সো. স. প্র.-র একটি সংবিধান গ্রহণ করে এবং একটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ নির্বাচিত করে। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক বিয়েলোরুশ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ঐ কমিটির সভাপতি ওয়াই. এম. স্বের্দলভ যিনি কংগ্রেসের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন তৎকর্তৃক ঘোষিত হয়।

৫৬। লিথুয়ানিয়ার সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেস যা ১৮ই থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ ভিল্নায় মিলিত হয় ও যাতে ২২০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন তা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লিথুয়ানিয়ান অস্থায়ী শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের প্রতিবেদনটি এবং বিয়েলোরাশিয়ার সঙ্গে মিলনের প্রশ্নটি পর্যালোচনা করে। এই কংগ্রেস লিথুয়ানিয়ান ও বিয়েলোরুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মিলনের ও রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে তাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ও তার প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে: 'সকল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন সম্পর্কে গভীর-ভাবে সচেতন থেকে এই কংগ্রেস লিথুয়ানিয়া ও বিয়েলোরাশিয়ার সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক ও কৃষকের সরকারকে আর. এস. এফ. এস. আর, লাত্ভিয়া, ইউক্রেন ও এস্টল্যাণ্ডের শ্রমিক ও কৃষকের সরকারদের সঙ্গে এই সবক'টি প্রজাতন্ত্রকে একটি একক আর. এস এফ. এস. আর.-এর মধ্যে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তেই আলোচনা শুরু করতে নির্দেশ দিচ্ছে।'

৫৭। আঁতাতের কাউন্সিল রাশিয়ায় শান্তিস্থাপনের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার এবং কলচাক, ডেনিকিন ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী সরকারকে মারমোরা সাগরে প্রিন্সেস্ দ্বীপে ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য এক

সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্ত আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫৮। বার্ন সম্মেলন—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যাল-শভিনিস্ট ও সেন্ট্রিস্ট পার্টিগুলির ৩রা-১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ সুইজারল্যাণ্ড বার্নে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন।

৫৯। এ. ভি. কোলৎসভের কবিতা 'অরণ্য' থেকে (এ. ভি. কোলৎসভের **সম্পূর্ণ কবিতাসঙ্কলন**, লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৯ দেখুন)।

৬০। রু. ক. পা. (ব.)-র কর্মসূচী খসড়া করার জন্ত কমিশনটি, ভি. আই. লেনিন ও জে. ভি. স্তালিন যার সদস্য ছিলেন, তা রু. ক. পা. (ব.)-র সপ্তম কংগ্রেস কর্তৃক ৮ই মার্চ, ১৯১৮ তারিখে গঠিত হয়েছিল। কমিশনের খসড়াটিকে অষ্টম কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হয়েছিল।

এই নিবন্ধে উদ্ধৃত ঐ খসড়াটির অনুচ্ছেদগুলি বিনা পরিবর্তনে কর্মসূচীর চূড়ান্ত বয়ানে সঙ্কলিত হয়েছিল (**সি. পি. এস. ইউ. (বি.)-র কংগ্রেস, সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তগুলি,** ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৪০ দেখুন)।

৬১। পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক আহূত এবং ২৯শে মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল, ১৯১৭-য় পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের সারা-রুশ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২। **প্রাভদা** (সত্য)—ভি. আই. লেনিনের নির্দেশ ও জে. ভি স্তালিনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং ২২শে এপ্রিল, ১৯১২ থেকে ৮ই জুলাই, ১৯১৪ পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বলশেভিক কর্মীদের একটি দৈনিক সংবাদপত্র। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ৫ই মার্চ, ১৯১৭ বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে এটির পুনরায় প্রকাশ শুরু হয়। ১৫ই মার্চ, ১৯১৭ জে. ভি. স্তালিন এর সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯ ৭-র এপ্রিলে রাশিয়ায় তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভি. আই. লেনিন প্রাভদার পরিচালনভার হাতে নেন। ভি. এম. মলোটভ, ওয়াই. এম. স্বের্দলভ, এম. এস. অল্মিন্স্কি এবং কে. এন. সামোইলোভা ছিলেন সংবাদপত্রটির নিয়মিত লেখকদের মধ্যে। এই নিবন্ধে উল্লিখিত সময়কালে তাকে যে নিন্দা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তা সত্ত্বেও প্রাভদা বলশেভিক পার্টির চতুষ্পার্শে শ্রমিক ও বিপ্লবী সৈনিক এবং কৃষকদেরকে সামিল করার জন্ত বিরাট অবদান

রেখেছিল, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার নাছোড় অনুচরদের, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের স্বরূপ উন্মোচন করেছিল এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য কাজ করেছিল।

৬৩। ভি. আই. লেনিনের এপ্রিল থিসিস—'বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য' (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৪ খণ্ড দেখুন)।

৬৪। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ২রা-৬ই মার্চ, ১৯১৯ মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান দেশগুলি থেকে ৫২ জন প্রতিনিধি এতে উপস্থিত থাকেন। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ভি. আই. লেনিন, জে. ভি. স্তালিন এবং ভি. ভি. ভোরোভস্কি। এই সম্মেলন তাকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস বলে ঘোষণা করে। আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে ভি. আই. লেনিনের প্রতিবেদন। এই কংগ্রেস তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদ নির্বাচিত করেছিল।

৬৫। বার্ন কমিশন—'রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য' বার্নের সোশ্যাল-শভিনিস্ট সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কাউট্স্কি, হিলফেরডিঙ্, লোঙ্গুয়েৎ এবং অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিশন। রাশিয়ায় প্রবেশ করার জন্য কমিশনকে অনুমতিদানের একটি অনুরোধের জবাবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯, সোভিয়েত সরকার বলেছিল যে যদিও তা বার্ন সম্মেলনকে একটি সমাজতন্ত্রী সম্মেলন বলে অথবা তা কোনোভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করছে বলে গণ্য করে না, তথাপি এই কমিশনকে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি প্রদানে তার কোনও আপত্তি নেই। সে যাই হোক, ভি. আই. লেনিন এই কমিশনকে যেমন বলেছিলেন 'সেই বার্ন থেকে প্রখ্যাত পরিদর্শকদের' আগমন বাস্তবে হয়ে ওঠেনি।

৬৬। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে খবর বেরোয় যে আঁতাতের পরিষদ প্রিন্সেস্ দ্বীপে একটি সম্মেলনে আবার আমন্ত্রণ জানাতে চায়।

৬৭। রু. ক. পা. (ব.)-র অষ্টম কংগ্রেস ১৮ই-২৩শে মার্চ, ১৯১৯ মস্কোতে মিলিত হয়। এর আলোচ্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

(১) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন; (২) রু. ক. পা. (ব.)র কর্মসূচী; (৩) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক; (৪) সামরিক পরিস্থিতি ও সামরিক নীতি; (৫) গ্রামাঞ্চলে কাজ; (৬) সাংগঠনিক প্রশ্নসমূহ; (৭) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন এবং পার্টি কর্মসূচীর ওপর ও গ্রামাঞ্চলে কাজের ওপর প্রতিবেদনগুলি ভি. আই. লেনিনের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল।

কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ সভাগুলিতে ও একটি সামরিক বিভাগে সামরিক প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল। এই কংগ্রেসে পূর্বতন 'বাম কমিউনিস্ট' এবং কিছু পার্টিকর্মী যারা পূর্বে কোনও বিরোধী গোষ্ঠীকর্মে অংশ নেয়নি কিন্তু তারা সেনাবাহিনীর ওপর ট্রট্স্কির নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট ছিল—এদেরকে নিয়ে একটি তথাকথিত 'সামরিক বিরোধীপক্ষ' হয়েছিল। তারা ট্রট্স্কিকে পার্টির সামরিক নীতি বিকৃত করার জন্য ও তার পার্টিবিরোধী কাজের জন্য আক্রমণ করে কিন্তু একই সময়ে তারা ফৌজ গঠনের ব্যাপারে সেনাবাহিনীতে গেরিলা মনোবৃত্তিকে জিইয়ে রাখা এবং অন্যান্য সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। ভি. আই. লেনিন এবং জে. ভি. স্তালিন 'সামরিক বিরোধীপক্ষের' বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। এই কংগ্রেস 'সামরিক বিরোধীপক্ষের' বেশ কয়েকটি প্রস্তাব (স্মির্নভের পরিকল্পনা) বাতিল করার সাথে সাথে ট্রট্স্কির অবস্থানকে ক্ষতিকর বলে নিন্দা করে। কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত সামরিক কমিশন যার সদস্য ছিলেন স্তালিন ও ইয়ারোস্লাভ্স্কি তা সামরিক প্রশ্নের ওপর একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে যেটি কংগ্রেস কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রু. ক. পা. (ব.) র অষ্টম কংগ্রেস ও সামরিক এবং অন্যান্য প্রশ্নে তার সিদ্ধান্তসমূহের জন্য **সি. পি. এস. ইউ (বি.)-র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ,** মস্কো, ১৯৫২ দেখুন।]

৬৮। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সংস্থার পুনঃসংগঠন সম্পর্কে খসড়া ডিক্রীটি একটি কমিশন দ্বারা তৈরী হয় যাতে ছিলেন জে. ভি. স্তালিন এবং ওয়াই. এম. স্বের্দলভ। ৮ই মার্চ ও ৩রা এপ্রিল, ১৯১৯এর সভায় গণ-কমিশার পরিষদ কর্তৃক খসড়াটি পর্যালোচিত হয়, সেখানে জে. ভি. স্তালিন খসড়াটির ওপর বক্তব্য পেশ করেন। ডিক্রীটির খসড়া ও চূড়ান্ত বয়ান তৈরী করায় ভি. আই. লেনিন প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন।

৬৯। 'ছাব্বিশ জন কমিশারের শাস্তি' এবং 'জেনারেল থমসন ও মিঃ শাইকিনের মধ্যে কথোপকথন, ২৩শে মার্চ, ১৯১৯'—দুটি দলিল এই নিবন্ধের

পরিশিষ্টে যোগ করে দেওয়া হয় (**ইজ্ভেস্তিয়া**, ২৩শে এপ্রিল, ১৯১৯)

৭০। **জ্নামায়া ত্রুদা** (শ্রমের পতাকা)—১৯১৮র জানুয়ারি থেকে ১৯১৯এর নভেম্বর পর্যন্ত বাকুতে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র।

৭১। **ইয়েদিনায়া রোশিয়া** (যুক্ত রাশিয়া)—১৯১৮র ডিসেম্বর থেকে ১৯১৯-এর জুলাই পর্যন্ত বাকুর তথাকথিত রুশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ক্যাডেট ঝোঁকের একটি সংবাদপত্র।

৭২। **ইস্ক্রা** (স্ফুলিঙ্গ)—বাকুর মেনশেভিক কমিটি কর্তৃক নভেম্বর, ১৯১৮ থেকে এপ্রিল, ১৯২০ পর্যন্ত প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র।

৭৩। ১৯১৯-এর মে মাসের ইয়ুদেনিশের আক্রমণোদ্যোগ এবং শ্বেতরক্ষীদের দ্বারা পেত্রোগ্রাদ অবরোধ ও দখলের হুমকির পরিপেক্ষিতে জে. ভি. স্তালিনকে প্রতিরক্ষা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত দূত হিসেবে পেত্রোগ্রাদ রণাঙ্গনে পাঠানো হয়, তাঁকে একটি অবশ্যপালনীয় নির্দেশ, ১৭ই মে, ১৯১৯ দেওয়া হয় যাতে বলা হয় যে তাঁকে পেত্রোগ্রাদ এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের অন্যান্য অঞ্চলে একটি সফরের জন্য পাঠানো হচ্ছে 'পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিস্থিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে।' জে. ভি. স্তালিন ১৯শে মে, ১৯১৯ পেত্রোগ্রাদে পৌঁছান।

৭৪। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে যুক্ত শ্বেত-রক্ষীদের প্রতিবিপ্লবী বিক্ষোভে বশীভূত হয়ে পেত্রোগ্রাদের নিকটস্থ দুটি দুর্গ, ক্র্যাস্নায়া গোর্কা এবং সেরায়া লোশাদের গ্যারিসনগুলি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ১৩ই জুন, ১৯১৯ তারিখে বিদ্রোহ করেছিল। ঐদিনই জে. ভি. স্তালিনের নির্দেশে বাল্টিক নৌবহরের জাহাজগুলিকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাগরে ভাসানো হয়। একই সময়ে ওরানিয়েনবামে মূলতঃ নৌসেনাদের নিয়ে একটি উপকূলবর্তী ফৌজী গোষ্ঠী তৈরী হয়। ১৪ই জুন জে. ভি. স্তালিন ওরানিয়েনবামে পৌঁছান এবং নৌসেনা ও স্থলবাহিনীর কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি ও ফৌজী ইউনিট এবং ডিটাচমেণ্টগুলির কম্যাণ্ডার ও কমিশারদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সমুদ্র ও স্থলভাগ থেকে যুগপৎ আক্রমণের দ্বারা ক্র্যাস্নায়া গোর্কা দখলের যে পরিকল্পনা তিনি প্রস্তাব করেন তা গৃহীত হয়। বাল্টিক নৌবহরের জাহাজগুলির সহায়তায় উপকূলবর্তী ফৌজী গোষ্ঠী ও অন্যান্য ফৌজী ইউনিটের দ্বারা ১৫ই জুন আক্রমণ চালানো হয়, এই আক্রমণ

রণাঙ্গন এলাকা থেকে জে. ভি. স্তালিনের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হয়। ক্র্যাস্নায়া গোর্কার প্রবেশমুখে বিদ্রোহীরা পর্যুদস্ত হয় এবং ১৬ই জুন রাত ১২-৩০ টায় দুর্গটি অধিকৃত হয়। অল্প কয়েকঘণ্টা পরে সেরায়া লোশাদও অধিকৃত হয়।

৭৫। **দি টাইমস্**—লণ্ডনের একটি দৈনিক সংবাদপত্র, ১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, বৃটিশ বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রভাবশালী মুখপত্র। এটি ইয়ুদেনিশের আক্রমণোদ্যোগকে সমর্থনের জন্য জোর দিয়েছিল।

৭৬। লাদোগা হ্রদের পূর্বতীরে ভিদ্‌লিৎসা জাভদ্ ছিল পেত্রোগ্রাদ রণাঙ্গনের ওলোনেৎস্ এলাকায় লড়াইরত ফিন্ শ্বেতরক্ষীদের প্রধান ঘাঁটি। ২৭শে জুন, ১৯১৯ লালফৌজের ইউনিটগুলি ওনেগা ফ্লোটিলা এবং বাল্টিক নৌবহরের জাহাজগুলির সহায়তায় এক অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং ভিদ্‌লিৎসা জাভদ্ অধিকার করে, তথাকথিত ওলোনেৎস স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তর বিধ্বস্ত করে ও অস্ত্র, রসদ এবং খাদ্যপানীয়ের বিশাল সঞ্চয় দখল করে। ফিন্ শ্বেতরক্ষীদেরকে ফিনল্যাণ্ডে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

৭৭। ১৯১৯-এর জুলাই মাসের শুরুতে পোল শ্বেতরক্ষীরা এক সার্বিক আক্রমণ শুরু করে এবং পশ্চিমদিক থেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে একটি প্রত্যক্ষ বিপদের হুমকি সৃষ্টি করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক জে. ভি. স্তালিনকে পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিচালনভার ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে পশ্চিম রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ও তিনি ৯ই জুলাই, ১৯১৯ তারিখে রণাঙ্গনের সদর দপ্তর স্মোলেন্‌স্কে পৌঁছান।

৭৮। রু. ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯এর সিদ্ধান্ত অনুসারে ডেনিকিনের পরাজয় সংগঠিত করার জন্য জে. ভি. স্তালিনকে দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। ৩রা অক্টোবর তিনি রণাঙ্গনের সদর দপ্তরে এসে পৌঁছান। ডেনিকিনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার জন্য তিনি যে পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করে।

৭৯। প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস ২২শে নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯১৯ মস্কোতে মিলিত হয়। তুর্কিস্তান, আজারবাইজান, খিবা, বুখারা, কিরঘিজিয়া, তাতারিয়া, চুভাসিয়া, বাশ্‌কিরিয়া, ককেশাস এবং কতকগুলি একক শহর (পার্ম, ভায়াৎকা, ওরেন-

বুর্গ প্রভৃতি)-এর মুসলিম কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি থেকে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর ভি. আই. লেনিন একটি প্রতিবেদন দেন। রু. ক. পা. (ব.)-র মুসলিম সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় ব্যুরোর কাজকর্ম সম্পর্কে কংগ্রেস একটি প্রতিবেদন শোনে, প্রাচ্য প্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রাচ্যে পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলির কর্তব্যের রূপরেখা নির্ণয় করে।

৮০। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ও ইউক্রেনীয় শ্রমিক সেনাবাহিনীর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকা, **রিভল্যুৎসিওনি ফ্রণ্ট** নিবন্ধটি যখন পুনর্মুদ্রিত হয় তখন জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক এই পরিশিষ্টটি সংযোজিত হয়।

৮১। ফেব্রুয়ারি, ১৯২০-এ ইউক্রেনীয় শ্রমিক সেনাবাহিনী গঠিত হয় এবং তা অর্থনৈতিক গঠনকার্য, প্রধানতঃ ডনবাসের পুনর্বাসনের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সামরিক ইউনিটগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সারা-ইউক্রেন বিপ্লবী কমিটির সংযোগে আর. এস. এফ. এস. আর.-এর গণ-কমিশার পরিষদ শ্রমিক সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থনীতিবিষয়ক গণ-কমিশার সংসদ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত দূত জে. ভি. স্তালিনের সভাপতিত্বে শ্রমিক সেনাবাহিনীর একটি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে।

৮২। ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র চতুর্থ সারা-ইউক্রেন সম্মেলন ১৭ই-২৩শে মার্চ, ১৯২০ খারকভে অনুষ্ঠিত হয় ও তাতে ২৭৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। এর আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত ছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি: (১) ইউক্রেনীয় ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন; (২) ইউক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং আর. এস. এফ. এস. আর-এর মধ্যে সম্পর্ক; (৩) অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি; (৪) অর্থনৈতিক নীতি; (৫) জমির ও গ্রামাঞ্চলে কাজের প্রশ্ন; (৬) খাদ্যের প্রশ্ন; (৭) ইউক্রেনীয় ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির এবং (৮) রু. ক. পা. (ব.)-র নবম কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নির্বাচন।

রু. ক. পা. (ব.)-র প্রতিনিধি হিসেবে জে. ভি. স্তালিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল অর্থনৈতিক নীতিবিষয়ক। পার্টিবিরোধী 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' গোষ্ঠী (সাপ্রোনভ প্রভৃতি) যারা

এই প্রশ্নের ওপর আলোচনাকালে শিল্পক্ষেত্রে এক-ব্যক্তিক ব্যবস্থাপনার নীতির বিরোধিতা করেছিল তারা একটি আঘাত পেয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কাজের প্রশ্নে এই সম্মেলন ইউক্রেনে ছোট ও ভূমিহীন কৃষকদের ইউনিয়ন (গরিব চাষীদের কমিটি) তৈরীর ব্যবস্থা বিধান করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন রু. ক. পা. (ব.)-র নবম কংগ্রেসের জন্য জে. ভি. স্তালিনকে একজন প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছিল।

৮৩। জার্মান প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ১৩ই মার্চ, ১৯২০ তারিখে সংগঠিত বার্লিনের প্রতিবিপ্লবী ক্যাপ্ অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিকদের একটি সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে অল্পদিন পরেই ক্যাপ্ সরকার বিতাড়িত হয়েছিল।

৮৪। এখানে রু. ক. পা. (ব.)-র নবম কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুত 'অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের আশু কর্তব্য' বিষয়ে রু. ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক নিবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি **রু. ক. পা. (ব.)-র কেন্দ্রীয় কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া**, সংখ্যা ১৪, ১২ই মার্চ, ১৯২০-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

৮৫। ৫ই থেকে ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৯ মস্কোতে মিলিত সপ্তম সারা-রুশ সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ও গণ-কমিশার পরিষদের কাজকর্মের ওপর ভি. আই. লেনিনের প্রদত্ত একটি প্রতিবেদন শুনেছিল এবং সামরিক পরিস্থিতি, সোভিয়েতের বিকাশ, খাদ্য পরিস্থিতি, জ্বালানি পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রশ্নের ওপর আলোচনা করেছিল। আলোচ্য-সূচীর প্রধান বিষয়সমূহের ওপর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ('আর. এস. এফ. এস. আর-এর খাদ্য বিষয়ক সংগঠন', 'সোভিয়েতের বিকাশ', আর. এস. এফ. এস. আর-এর 'জ্বালানি বিষয়ক সংগঠন') সোভিয়েত অর্থনীতি ও সোভিয়েত প্রশাসনের সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

খারকভ সম্মেলনের উল্লিখিত প্রস্তাবটি ছিল ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টির খারকভ গুবেনিয়া সম্মেলন কর্তৃক ১৫ই মার্চ, ১৯২০ তারিখে অর্থনৈতিক নীতিবিষয়ক প্রতিবেদনের পর পর গৃহীত অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য বিষয়ে একটি প্রস্তাব।

৮৬। রু. ক. পা. (ব.)-র নবম কংগ্রেস ২৯শে মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিল, ১৯২০ পর্যন্ত মস্কোতে মিলিত হয়। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল: (১) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন; (২) অর্থনৈতিক নির্মাণ-কার্যের

আশু কর্তব্য ; (৩) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ; (৪) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্য ; (৫) সাংগঠনিক প্রশ্নসমূহ ; (৬) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ; (৭) মিলিশিয়া ব্যবস্থার উত্তরণ ; (৮) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রতিবেদনটি পেশ করেন ভি. আই. লেনিন, তিনি অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য ও সমবায়িক বিষয়ের উপরেও বক্তব্য রাখেন।

এই কংগ্রেস যানবাহন ও শিল্পক্ষেত্রে দেশের আশু অর্থনৈতিক কর্তব্য নির্দেশ করে। একটি একক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জাতীয় অর্থনীতির বৈদ্যুতীকরণ সেই প্রশ্নের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পার্টিবিরোধী 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' গোষ্ঠী (সাপ্রোনভ, ওসিন্স্কি প্রমুখ) যারা শিল্পক্ষেত্রে এক-ব্যক্তিক ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে এই কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে।

৮৭। বোরোৎবিস্ট—ইউক্রেনীয় বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি যারা মে ১৯১৮-য় একটি পৃথক পার্টি তৈরী করেছিল। তাদের নামটি তৈরী হয় তাদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র **বোরোৎবা** (**সংগ্রাম**) থেকে। ১৯২০-এর মার্চ মাসে ইউক্রেনীয় কৃষক জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের বর্ধমান প্রভাবের দরুণ বোরোৎবিস্টরা তাদের পার্টি ভেঙে দিতে ও ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল। ইউক্রেনীয় ক. পা. (ব)-র চতুর্থ সম্মেলন তাদেরকে পার্টিতে প্রবেশাধিকার দিতে সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু তাদেরকে একমাত্র পুনঃরেজেষ্ট্রীকরণের পরেই গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে বোরোৎবাপন্থীদের অনেকেই দু'মুখো ব্যবহারের ও পার্টিকে প্রবঞ্চিত করার রাস্তা ধরেছিল এবং ইউক্রেনে সোভিয়েতবিরোধী প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদী শক্তির আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, নিজেদেরকে এইভাবে ইউক্রেনীয় জনগণের ঘৃণ্য শত্রু বলে প্রমাণ করেছিল।

৮৮। লণ্ডন কংগ্রেস—রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস যা ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে, ১৯০৭ সালে লণ্ডনে মিলিত হয়।

৮৯। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্, **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫১ দেখুন।

৯০। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৫ম খণ্ড দেখুন।

৯১। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৭ম খণ্ড দেখুন।

৯২। কার্ল মার্কসের নিকট লাসালের ২৪শে জুন, ১৮৫২ তারিখে লিখিত পত্রের অন্তর্ভুক্ত এই কথাগুলি ভি. আই. লেনিন কর্তৃক তাঁর 'কী করিতে হইবে ?'-এ উৎকীর্ণ উদ্ধৃতি হিসেবে গৃহীত হয় (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৫ম খণ্ড দেখুন)।

৯৩। পুরানো জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ভাঙন থেকে উদ্ভূত তিনটি পার্টি হল : সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি, স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি এবং জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি।

৯৪। বুলিগিন ডুমা—একটি পরামর্শদাতা প্রতিনিধি সংসদ জার সরকার যা ১৯০৫ সালে আহ্বান করতে চেয়েছিল ; ডুমা প্রতিষ্ঠাকারী আইন ও তার নির্বাচন নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি একটি কমিশন কর্তৃক খসড়াকৃত হয় যার সভাপতি ছিলেন আভ্যন্তরীণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলিগিন এবং সেগুলি জারের ৬ই আগস্ট, ১৯০৫ সালের ইস্তাহারের সঙ্গে যুগপৎভাবে প্রকাশিত হয়। বলশেভিকরা বুলিগিন ডুমাকে সক্রিয়ভাবে বয়কটের কথা ঘোষণা করে। '...বুলিগিন ডুমা কখনো আহূতই হয়নি, তা আহূত হওয়ার আগেই বিপ্লবী ঝটিকায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়' (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৩তম খণ্ড দেখুন)।

৯৫। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৯ম খণ্ড দেখুন।

৯৬। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ১০ম খণ্ড দেখুন।

৯৭। ১৮৯৭ র শেষদিকে যখন তিনি নির্বাসনে ছিলেন তখন লেনিন **রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কর্তব্য** এই পুস্তিকাটি লেখেন। পি. আক্সেলরডের ভূমিকাসম্বলিত প্রথম সংস্করণটি জেনেভা থেকে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের লীগ কর্তৃক ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২য় খণ্ড দেখুন)।

৯৮। ট্যামারফোর্স সম্মেলন—১২ই-১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত বলশেভিকদের প্রথম সম্মেলন। এটিই ছিল প্রথম সম্মেলন যেখানে ভি. আই. লেনিন ও জে. ভি. স্তালিন সর্বপ্রথম মিলিত হন ; তার আগে পর্যন্ত তাঁরা পত্রযোগে বা কমরেডদের মাধ্যমে সংযোগ রাখতেন।

এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়সূচী ছিল : (১) স্থানীয় সংগঠনগুলির নিকট থেকে প্রতিবেদন ; (২) সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন ; (৩) কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক প্রতিবেদন ; (৪) রু. সো. ডি. লে. পা.-র

দু'টি অংশের মিলন; (৫) পার্টির পুনর্গঠন; (৬) ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্ন; (৭) রাষ্ট্রীয় সংসদ (ডুমা)।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন ভি. আই. লেনিন। তিনি উইট্ ডুমার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও ভাষণ দেন। জে. ভি. স্তালিন ট্রান্সককেশীয় বলশেভিক সংগঠনের কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য পেশ করেন ও ডুমার সক্রিয় বয়কট বিষয়ে লেনিনের কৌশলের সমর্থনে ভাষণ দেন। বস্তুতঃ যা প্রায় দু'টি পৃথক পার্টিতে ভাগ হয়ে গেছিল সেই পার্টির পুনর্মিলনের ওপর এই সম্মেলন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের ওপর ভি. আই. লেনিনের প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। যে কমিশনটি ডুমার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রস্তাবটিকে খসড়া করে জে. ভি. স্তালিন ও ভি. আই. লেনিন তার সদস্য ছিলেন। এই প্রস্তাবটি পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীকে ডুমা বয়কট করার জন্য আহ্বান জানায় ও একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে সকল অংশের জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ পরিচালনার জন্য এবং সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠনকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনী সভাগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার জন্য সকল পার্টি-সংগঠনকে সুপারিশ করে।

৯৯। আর. এস. এফ. এস. আর.-এর বৈদেশিক বিষয়ের গণ-কমিশারের নিকট ব্রিটিশ বিদেশ-সচিব লর্ড কার্জনের ১১ই এপ্রিল, ১৯২০ তারিখে সোভিয়েত সরকারের দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এই শর্তে র‍্যাঙ্গেল ও তার বাহিনীর পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে প্রদত্ত বার্তাটির পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিক পত্রালাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১০০। ইতালীর সান্ রেমোতে (১৯-২৬শে এপ্রিল, ১৯২০) অনুষ্ঠিত আঁতাত শক্তিবর্গের সম্মেলন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জার্মান কর্তৃক ভার্সাই শান্তি-চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়ণ ও তুরস্কের সঙ্গে একটি খসড়া শান্তি-চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছিল।

১০১। **ক্র্যাস্নোয়ারমেইৎস** (লালফৌজের সদস্য)—পশ্চিম রণাঙ্গনের ষোড়শ বাহিনীর বিপ্লবী সামরিক পরিষদ কর্তৃক ২০শে মার্চ, ১৯১৯ থেকে ১৫ই মে, ১৯২১ পর্যন্ত প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র।

১০২। রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এই খসড়া পত্রটিতে ভি. আই. লেনিন নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য লিখেছিলেন: 'তর্কাতীত বিষয় হিসেবে আমি এটির **আশু** প্রচারের সপক্ষে।' জুলাই,

১৯২০-র শেষদিকে পত্রটি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সকল পার্টি-সংগঠনের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল।

১০৩। ভোকৃর্—অভ্যন্তরের প্রজাতন্ত্রীবাহিনী যা ১৯১৯-২০ সালে রণাঙ্গনের পশ্চাদ ও সম্মুখভাগ এলাকায় শহর, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেলপথ, মাল-গুদাম ইত্যাদিকে পাহারা দিয়েছিল।

১০৪। ১৯১২ সালের শেষের দিকে ও ১৯১৩-র গোড়ায় জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক ভিয়েনাতে **মার্কসবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন** (**রচনাবলী**, ২য় খণ্ড দেখুন) লিখিত হয় ও 'জাতীয় প্রশ্ন এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসী' নামে **প্রোস্ভেশচেনিয়ে,** নং ৩-৫, ১৯১৩-তে প্রথম প্রকাশিত হয় (কে. স্তালিন স্বাক্ষরিত)।

প্রোস্ভেশচেনিয়ে (আলোকপ্রাপ্তি)—১৯১১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৪-র জুন যখন তা জার সরকার বন্ধ করে দেয় ততদিন পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত একটি বলশেভিক মাসিক পত্রিকা। ১৯১৭-র শরতে একটি দ্বৈত-যুগ্ম সংখ্যা বেরোয়। পত্রিকাটি ভি.আই. লেনিন কর্তৃক পরিচালিত হতো। জে. ভি. স্তালিন যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে ছিলেন তখন এর প্রকাশনায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

১০৫। অক্টোবর বিপ্লব ও জাতীয় প্রশ্ন **ঝিজ্ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই,** সংবাদপত্র নং ১, ৯ই নভেম্বর, ১৯১৮-তে প্রকাশিত হয়।

ঝিজ্ন্ ন্যাৎশনেলনস্তেই (জাতিগোষ্ঠীসমূহের জীবন)—৯ই নভেম্বর, ১৯১৮ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ পর্যন্ত মস্কোতে প্রকাশিত জাতিগোষ্ঠী-সমূহের বিষয়ক গণ-কমিশার সংসদের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৯২২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে এটি একটি পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় ও জানুয়ারি, ১৯২৪ পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে।

১০৬। বর্তমান খণ্ডের পৃঃ ৩১৫-২৫ দেখুন।

১০৭। সংগ্রাম ও প্রচার কমিটি বা প্রাচ্যের জনগণের সংগ্রাম ও প্রচার পরিষদ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬-এ বাকুতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যের জনগণের প্রথম কংগ্রেসে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রচার সংগঠিত করা ও প্রাচ্যের মুক্তি-আন্দোলনকে সমর্থন এবং ঐক্যবদ্ধ করা। এক বছর কাল এটি বর্তমান ছিল।

১০৮। ভ্যাণ্ডারভেল্ড্, ম্যাক্ডোনাল্ড্, রেনাদেল এবং দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিকের অন্যান্য নেতারা ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০-এ একটি 'সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিদলের' ছদ্মরূপে জর্জিয়াতে পৌঁছায়। 'প্রতিনিধিদলের' অন্যতম নেতা হিসেবে যে পরিগণিত হতো সেই কার্ল কাউট্স্কি ৩০শে সেপ্টেম্বর তিফ্লিসে পৌঁছায়। তাকে ও 'প্রতিনিধিদলকে' মেনশেভিকরা আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন জানায়। দু' সপ্তাহ অবস্থানের পর 'প্রতিনিধিদলটি' পশ্চিম ইউরোপে ফিরে যায়। কাউট্স্কি কিন্তু ১৯২০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তিফ্লিসে রয়ে যায়।

১০৯। অমেরুদণ্ডীদের সংসদে যখন লুথারকে ক্যাথলিক চার্চ তাঁর বাণী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্ম ডেকে এনেছিল তখন নিজের সপক্ষে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ থেকে (**ডি. মার্টিন লুথার রচনাবলী. ক্রিটিশে গেসাম্‌টাউস্‌-গ্যাবে,** ওয়েমার, ১৮৯৭ দেখুন)।

১১০। দাঘেস্তানের জনগণের কংগ্রেস ১৩ই নভেম্বর, ১৯২০ তেমিরখান্‌-শূরায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক দাঘেস্তানের স্বায়ত্তশাসন ঘোষিত হওয়ার পর জি. কে. ওরদ্‌জোনিকিদ্‌ঝে কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন। দাঘেস্তানের জনগণ ও সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের অবিনশ্বর ঐক্যবন্ধনে দৃঢ় সম্মতি জানিয়ে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব নেয়।

১১১। তেরেক অঞ্চলের জনগণের কংগ্রেস ১৭ই নভেম্বর, ১৯২০ ভ্লাদিকাভ্‌কাজে অনুষ্ঠিত হয়। ৫০০রও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জি. কে. ওরদ্‌জোনিকিদ্‌ঝে এবং এস. এম. কিরভ কংগ্রেসের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। জে. ভি. স্তালিনের প্রতিবেদনের ওপর গৃহীত একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিল যে 'তেরেক অঞ্চলের ও সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের মধ্যেকার সৌভ্রাত্র্য বন্ধনকে স্বায়ত্তশাসন আরও অধিকতর শক্তিশালী করবে।'

১১২। সেভার্সের চুক্তি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্রপক্ষ ছিল যে তুরস্ক তার ওপর আঁতাতগোষ্ঠীর চাপানো, ১০ই আগস্ট, ১৯২০ তারিখে প্যারিসের কাছে সেভার্সে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি। কনস্তান্তিনোপল্‌ সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত এই চুক্তির ক্ষতিকর শর্তগুলি তুরস্ককে বস্তুতঃ প্রায় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল।

১১৩। উইলসনের চোদ্দ দফা—১৯১৮ জানুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রদত্ত শান্তি কর্মসূচী। অন্যতম একটি দফায় সকল ছোট ও বড় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি গ্যারান্টি করার কথা বলা হয়েছিল।